আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

পরিশিষ্ট খণ্ড।

আয়ুর্ব্বেদে-বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ

প্রণীত

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

AYURVED SHIKSHA

BY

Kaviraj Amrita Lal Gupta Kabibhusan.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI AT THE

KALIKA PRESS.

17, Nunda Coomar Chowdhury's 2nd Lane.

CALCUTTA.

1913.

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

এইগ্রন্থ

ম মা নু জ

কবিরাজ হরলালগুপ্ত কবিরত্নের নামে

উৎসর্গীকৃত

হইল

ভাই ?

লক্ষণ-বর্জনের অভিনয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি কোথায় ? যেখানে যে অবস্থায়ই থাক, দাদার এই স্নেহোপহার গ্রহণ কর। তোমাকে দিয়া আমার যেরূপ তৃপ্তি, অন্যকে দিয়া কি তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ হইতে পারে ?

ভ্রাতৃহীন—
তোমার দাদা.

অবতরণিকা।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা নামক লাক্ষণিক চিকিৎসা গ্রন্থের প্রচার আমার প্র উদ্যম ঐ গ্রন্থের প্রচারে বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদ মতে লাক্ষণিক-চিকিৎসা প্রবর্ত্তন হইয়াছে এই গ্রন্থখানি উহার পরিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক এই গ্রন্থের প্রকাশ আমার দ্বিতীয় উদ্যম আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বে ভেদে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধের নির্দ্ধারণ এই খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিং এ যাবৎ আয়ুর্ব্বেদীয় বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনায় কেহই অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই প্রথম বলিতে হইবে।

শারীর বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য বিজ্ঞান লইয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞান-ত্রয়ের সমষ্টি আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইলেই পদার্থের মূল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয় আমাদের শাস্ত্রমতে মূল পদার্থ পঞ্চভূত সুতরাং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা এই পঞ্চপদার্থ দ্বারাই এই গ্রন্থে যথাসম্ভব আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের আলোচনা করা হইয়াছে

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন, কারণের অনুরূপ কার্য্য, এই হেতু জাগতিক সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক এবং তন্ময়, তদ্‌গুণ ও তল্লক্ষণবিশিষ্ট প্রকৃত-প্রস্তাবে আর্য্যদিগের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত এই যে সাম্যভাব, ইহার মূল একজ্ঞান এই একজ্ঞান বা সাম্যভাবের উপাসক ও প্রবর্ত্তক জগতে একমাত্র আর্য্যসম্প্রদায়, তাই পঞ্চমবেদ আয়ুর্ব্বেদও সেই একভাবের দ্যোতক সৃষ্টির প্রথম পদার্থ আকাশ, আত্মা হইতে আকাশের প্রকাশ, আকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশ এবং বায়ু হইতে অগ্নি, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে সৃষ্টির মূল-পদার্থ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র, স্থূলাবয়ব স্থূল পঞ্চতত্ত্ব, স্থূলপঞ্চতত্ত্বই পঞ্চভূত নামে প্রসিদ্ধ দেহ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, বাহ্যজগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও পঞ্চভূতাত্মক, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও পঞ্চভূতাত্মক, এই পদার্থপঞ্চকই বহির্জগতের মূল, দেহ-জগতের মূল, রোগের মূল, ভৈষজ্যের মূল এবং চিকিৎসার মূল ইহারাই স্থিতি ও লয়ের কারণ জীবজন্তুর জন্ম বা সংযোগ ...

পদার্থ, স্থিতি পঞ্চভূতে, পুষ্টি পঞ্চভূতে, বৃদ্ধি পঞ্চভূতে এবং বিয়োগ ব ও পঞ্চভূতে বিয়োগ ব লয়কালে দেহের পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, গতের পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য পঞ্চভূতের চিন্তা করিলে ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাই মৃত্যু ৫৩ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য

পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল এই পদার্থত্রয়ই অতি প্রধান, ইহারাই হ-মধ্যস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ বাহ্য জগতে যেমন বায়ু, তেজ ও জলের হ্রাসবৃদ্ধি টে, দেহগত বায়ু, পিত্ত, কফেরও তদ্রূপ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে আর্য্যের স্থূল হইতে ক্ষ্ম গমন করিয় দেখিলেন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড একই, তদপেক্ষ ও সূক্ষ্মে গিয় দেখিলেন, তথায় তুমি, আমি, ছাগল, গরু, ভেড় ত্যাকার ভেদজ্ঞান নাই, ''সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'', ইহাই তাঁহাদের একজ্ঞান বহির্জগতের সহিত দেহের যে সাম্যভাব; আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি সেই একত্ব বা সাম্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বাস্তবিক ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বপ্রকারেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধীন, আর বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ত হার সমস্তই বর্ত্তমান চরকে দেখিতে পাই

পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিতঃ। যাবন্তোহি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষা স্তাবন্তঃ পুরুষে যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে। ইত্যেবংবাদিনং ভগবন্ত মাত্রেয় মগ্নিবেশ উবাচ। নৈতাবতা বাক্যেনোক্তং বাক্যার্থ মবগাহামহে ভগবতা বুদ্ধ্যা ভূয়স্তরমতোঽনুব্যাখ্যায়মানং শুশ্রূষামহে। ইতি তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। অপরিসংখ্যেয়া লোকাবয়ববিশেষাঃ পুরুষাবয়ববিশেষা অপ্যপরিসংখ্যেয়াঃ। যথা যথা প্রধানঞ্চ তেষাং যথাস্থূলভাবান্ সামান্যাভিপ্রেত্যোদাহরিষ্যামঃ। ষড়্ধাতবঃ সমুদিতা লোক ইতি শব্দং লভন্তে। তদ্ যথা—পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্ত মিত্যেত এবচ ষড়্ ধাতবঃ সমুদিতাঃ পুরুষ ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য পুরুষস্য পৃথিবীমূর্ত্তি রাপঃক্লেদস্তেজোঽভিসন্তাপো বায়ুপ্রাণো বিয়চ্ছিদ্রাণি ব্রহ্মান্তরাত্মা।

যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেঽপ্যান্তরাত্মিকী

বিভূতি ব্রহ্মণে বিভূতির্লোকে প্রজাপতিরন্তরাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে সত্ত্বম্। যস্ত্বিন্দ্রো লোকে স পুরুষেহহঙ্কারঃ আদিত্যস্ত্বাদানং রুদ্রো রোষঃ সোমঃ প্রসাদো বসবঃ সুখমশ্বিনৌ কান্তির্মরুদুৎসাহো বিশ্বে দেবাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তমো-মোহো জ্যোতির্জ্ঞানম্। যথা লোকস্য স্বর্গাদিস্তথা পুরুষস্য গর্ভাধানম্, যথা কৃতযুগমেবং বাল্যং, যথা ত্রেতা তথা যৌবনং, যথা দ্বাপরস্তথা স্থাবির্য্যং, যথা কলিরেব মাতুর্য্যং, যথা যুগান্তস্তথা মরণমিত্যেবমনুমানেনানুক্তানামপি লোকপুরুষয়োরবয়ববিশেষাণামগ্নিবেশ সামান্যং বিদ্যাৎ

ইহার অর্থ এই—পুরুষ বাহ্যজগতের তুল্য বহির্জগতে যত প্রকার স্থূল পদার্থ আছে, পুরুষেও ততপ্রকার এবং পুরুষেও যতপ্রকার, বাহ্যজগতেও ততপ্রকার আছে ভগবান্ আত্রেয় মুনির এই কথা শুনিয়া অগ্নিবেশ কহিলেন, আপনার এই সংক্ষিপ্ত কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না কথাটি একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন আত্রেয় কহিলেন, জগতের পৃথক্ ২ অবয়ব অসংখ্য, আবার পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বও অসংখ্য তন্মধ্যে প্রধান ২ কয়েকটি স্থূলভাবই সাধারণতঃ উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি জগৎ ছয়ধাতুর সমষ্টি, যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম আবার ছয়ধাতুর সমষ্টিতেই পুরুষ, যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও আত্মা অর্থাৎ পুরুষের মূর্ত্তি পৃথিবী, ক্লেদ জল, উষ্ম অগ্নি, প্রাণ বায়ু, ছিদ্রসমূহ আকাশ এবং অন্তরাত্মা ব্রহ্ম জগতে যেমন ব্রাহ্মী বিভূতি, পুরুষেও তদ্রূপ আত্মিকী বিভূতি জগতে ব্রহ্মার বিভূতি প্রজাপতি পুরুষে অন্তরাত্মার বিভূতি সত্ত্ব জগতে যেমন ইন্দ্র, পুরুষে তদ্রূপ অহঙ্কার জগতে যেমন সূর্য্য, পুরুষে তদ্রূপ আদান এইরূপ জগতে রুদ্র, পুরুষে রোষ, জগতে চন্দ্র, পুরুষে প্রসাদ, জগতে বসু, পুরুষে সুখ, জগতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পুরুষে কান্তি, জগতে বায়ু, পুরুষে উৎসাহ, জগতে দেবতা, পুরুষে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সকল, জগতে তমো, পুরুষে মোহ, জগতে জ্যোতিঃ, পুরুষে জ্ঞান, জগতে যেমন স্বর্গ, পুরুষে তদ্রূপ গর্ভাধান, জগতে যেরূপ সত্যযুগ, পুরুষে তদ্রূপ বাল্যকাল, জগতে ত্রেতা, পুরুষে যৌবন, জগতে দ্বাপর, পুরুষে স্থবিরতা, জগতে কলি-

যুগ, পুরুষে কল্প, জগতে যুগান্ত, পুরুষে মরণ-ইত্যাদি হে অগ্নিবেশ। জগৎ ও পুরুষের তুল্যত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু অনুক্ত রহিল, তাহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে

তত্র সংযোগাপেক্ষী লোকশব্দঃ ষড় ধাতুসমুদয়োহি সামান্যতঃ সর্ব্বলোক স্তস্য হেতুরুৎপত্তির্বৃদ্ধিরুপপ্লবো বিয়োগশ্চ। তত্র হেতুরুৎপত্তিকারণম্ উৎপত্তির্জন্ম, বৃদ্ধিরাপ্যায়নম্, উপপ্লবো দুঃখাগমঃ, ষড় ধাতুবিভাগোবিয়োগঃ। স জীবাপগমঃ স প্রাণনিরোধঃ স ভঙ্গঃ স লোকস্বভাবঃ।

এস্থলে লোকশব্দ সংযোগাপেক্ষী লোকশব্দে জগৎ ও পুরুষ উভয়ই বুঝায় অর্থাৎ সর্ব্বলোকই ষড়ধাতুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় জগৎ ও পুরুষ সকললোকই (লোকস্তু ভুবনে জনে, ইত্যমরঃ) হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব ও বিয়োগাধীন হেতু শব্দে উৎপত্তির কারণ। উৎপত্তি শব্দে জন্ম বৃদ্ধিশব্দে আপ্যায়ন বা পুষ্টি, উপপ্লবশব্দে দুঃখাগম, এবং বিয়োগশব্দে ষড়ধাতুর বিভাগ বিয়োগই জীবের অপগম, বিয়োগই প্রাণ নিরোধ, বিয়োগই ভঙ্গ এবং বিয়োগই লোকের স্বভাব

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥

এই দেহেই বাহ্যজগতের সবই আছে সপ্তদ্বীপসমন্বিত মেরু, সরিৎ, সাগর, শৈল, ক্ষেত্র সমূহ, ক্ষেত্রপালক, সমস্ত ঋষি, মুনি, নক্ষত্র, গ্রহ, পুণ্য-তীর্থ সকল, পীঠস্থানসমূহ, পীঠদেবতা, ভ্রমণকারী সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা চন্দ্র সূর্য্য,

আকাশ, বায়ু, বহ্নি, জল, পৃথিবী এবং ত্রৈলোক্যে যে সকল প্রাণী বর্তমান, এই দেহে তাহার সবই আছে। ইহাই আর্য্যাদিগের একজ্ঞান।

ইহার ভাবার্থ এই—বহির্জগতে যেমন উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু বর্তমান, দেহে তদ্রূপ ঊর্দ্ধ দক্ষিণাংশ দক্ষিণমেরু ও ঊর্দ্ধ উত্তরাংশ উত্তরমেরু। বাহিরে যেমন পৃথিবীর মধ্যভাগে বিষুবরেখার দ্বারা পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, দেহে তদ্রূপ মেরুদণ্ডদ্বারা দেহ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাহিরে যেমন সুমেরু ও কুমেরু উভয় প্রদেশ স্তূপীকৃত বরফ বেষ্টিত এবং সেই বরফ রাশির আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা সমস্ত জীবজগৎ প্রাণধারণ করে, দেহে তদ্রূপ দুই পার্শ্বে দুই ফুস্ ফুস্ আছে, তদ্দ্বারা আকুঞ্চন প্রসারণ ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়ায় সমস্ত জীবদেহ পরিচালিত হয় (বায়ু বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য)। সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরু অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার এই সপ্তচক্রবেষ্টিত মেরুদণ্ড। সরিৎ দেহগত রসধাতু, সাগর দেহের রুধির, শৈল অস্থিপঞ্জর, ক্ষেত্র দেহ ও তন্মধ্যস্থ বিভিন্ন স্থান, ক্ষেত্রপালক ক্ষেত্ররক্ষক, সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্য। চন্দ্রের গুণ বিসর্গ এবং সূর্য্যের গুণ আদান। চন্দ্র যে শীতল বায়ু দান করেন, তাহাই জীবজন্তু শ্বাসরূপে গ্রহণ করে এবং সূর্য্য যে উষ্ণ বায়ু গ্রহণ করেন, তাহাই জীবজন্তু প্রশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করে, সুতরাং গ্রহণেই দেহের স্থিতি আর ত্যাগেই লয়। এই দেহে সর্ব্বদাই জন্ম, মৃত্যু বা সৃষ্টি ও সংহার ক্রিয়া চলিতেছে। এই সংহারক্রিয়াকেই খণ্ডপ্রলয় বলা যায় এবং ত্যাগ করিয়া আর গ্রহণ করিতে না পারাকে মৃত্যু বা মহাপ্রলয় কহে। (অন্যান্য শ্লোকের শ্লোক-পর্য্যায়ার্থ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল)।

মহাভারতে সৃষ্টি প্রকরণে দেখিতে পাই।

আকাশাদি পঞ্চভূত এবং জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা সেই মহাতেজা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র "সোঽহম্" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অহঙ্কার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শৈলসকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী তাঁহার মেদ ও মাংস, সাগর তাঁহার রুধির, আকাশ উদর, পবন নিঃশ্বাস, দহন তেজ, নদীসকল শিরা, চন্দ্র ও সূর্য্য নয়নদ্বয়, ঊর্দ্ধ ও আকাশ মস্তক, পৃথিবী পদযুগল এবং দিক্‌সকল তাঁহার হস্ত।

ইহাই বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের উপমা। ভগবান্ বায়ুর লক্ষণ এই।

বার্য্যোবিদ উবাচ ভগবান্ বায়ুঃ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ ভূতানাং ভাবাভাবভূতানাং ভাবাভাবকরঃ সুখাসুখয়োর্ব্বিধাতা মৃত্যুর্যমো নিয়ন্তা প্রজাপতিরদিতির্বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বতন্ত্রাণাং বিধাতা ভাবানা মণুর্ব্বিভুর্ব্বিষ্ণুঃ ক্রান্তা লোকানয়ং বায়ুরেব ভগবানিতি।

বার্য্যোবিদ কহিলেন ভগবান্ বায়ু ভূতগণের স্রষ্টা, অব্যয়, জন্ম মৃত্যুশীল প্রাণীদিগের সৃষ্টিসংহার কর্ত্তা, সুখ এবং অসুখের ও মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা, মৃত্যু, যম, নিয়ন্তা (নিয়মিত কর্ত্তা), প্রজাপতি, অদিতি, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, সর্ব্বগামী, সর্ব্বতন্ত্রের বিধাতা, অণু, বিভু, বিষ্ণু ও সর্ব্বব্যাপী।

তচ্ছ্রুত্বা বার্য্যোবিদবচো মারীচিরুবাচ যদ্যপ্যেবমেতৎ কিমর্থস্যাস্যবচনে বিজ্ঞানে বা সামর্থ্যমস্তি ভিষগ্ বিদ্যায়াং বাধিকৃত্যেয়ং কথাপ্রবৃত্তেতি।

বার্য্যোবিদের কথা শুনিয়া মারীচ কহিলেন, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, আয়ুর্ব্বেদের সামর্থ্য কি যে বচনে বা বিজ্ঞানে তাহার স্বরূপ বা মহিমা কীর্ত্তন করে? আর আয়ুর্ব্বেদে একথার উল্লেখই বা কেন?

বার্য্যোবিদ উবাচ ভিষক্ পবনমতিবল মতিপরুষমতি শীঘ্রকারিণমাত্যয়িকঞ্চানুনিশম্য সহসা প্রকুপিত মতিপ্রযতঃ কথমগ্রেঽভিসংরক্ষিতুমভিধাস্যতি প্রাগেবৈনমত্যয়ভয়াদিতি।

বার্য্যোবিদ কহিলেন, বায়ু অতি বলবান্, অতিপরুষ, অতিশীঘ্রকারী ও শীঘ্র বিকারকারী, বৈদ্যগণ বায়ুর এই স্বভাব জানিতে পারিলে, বায়ু সহসা প্রকুপিত হইলেও, অনিষ্টসংঘটন করিতে সমর্থ না হয়, তৎপ্রতীকার করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন, একারণ বায়ুর স্বভাব ও গুণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অতি বলবান্, সুতরাং প্রথমেই অতিযত্ন পূর্ব্বক বায়ুকে প্রশমিত করা উচিত

বায়োর্যথার্থা স্তুতিরপি ভবত্যারোগ্যায় বলবর্ণবিবৃদ্ধয়ে বর্চ্চস্বিত্বায়োপচয়ায়চ জ্ঞানোপপত্তয়ে পরমায়ুষঃ প্রকর্ষায় চেতি।

বায়ুর যথার্থ স্তুতি করিলে আরোগ্যলাভ, বল, বর্ণ ও তেজবৃদ্ধি, পুষ্টিলাভ, জ্ঞানবৃদ্ধি ও পরমায়ুর উৎকর্ষ হয় (বায়ুবিজ্ঞান দ্রষ্টব্য)

অন্তর্জগতের বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বরূপ বা ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য বাহ্য বায়ু, অগ্নি ও জলের স্বরূপ বা ক্রিয়া দর্শান ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আলোচিত হইতে পারে না বলা বাহুল্য, আমিও এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছি চরকে দেখিতে পাই

প্রকৃতিভূতস্য খল্বস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানিভবন্তি। তদ্ যথা—ধরণীধারণং জ্বলনোজ্জ্বালনং আদিত্যচন্দ্রনক্ষত্রগ্রহগণানাং সন্তানগতিবিধানং, সৃষ্টিশ্চ মেঘানাং, অপাঞ্চ বিসর্গঃ, প্রবর্ত্তনং স্রোতসাং, পুষ্পফলানাঞ্চাভিনির্ব্বর্ত্তনমুদ্ভিদনঞ্চোদ্ভিদানামৃতূনাং প্রবিভাগঃ, প্রবিভাগো ধাতূনাং ধাতুমানসংস্থানব্যক্তিঃ, বীজাভিসংস্কারঃ, শস্যাভিবর্দ্ধনম্, অবিক্লেদোপশোষণম্ বৈকারিকাবিকারশ্চেতি।

বাহ্য বায়ু প্রকৃতিস্থ বা সাম্যভাবে থাকিলে, ধরণীধারণ, অগ্নিপ্রজ্বালন, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির কক্ষপরিভ্রমণসম্পাদন, মেঘের সৃষ্টি, জলের বিসর্জন (বৃষ্টি), স্রোতঃসমূহের প্রবর্ত্তন, পুষ্প ফলাদির উদ্ভব, উদ্ভিদের উদ্ভেদন, ঋতুসমূহের বিভাগ, স্বর্ণাদি ধাতুসমূহের বিভাগ (প্রভেদ করণ), ধাতুসমূহের পরিমাণ ও আকৃতিসম্পাদন, বীজাদির অঙ্কুরোৎপাদন, শস্যবর্দ্ধন, ক্লেদবাহিত্য, শোষণ ও বিকৃতির অবিকৃতি-সাধন এই কার্য্যগুলি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়

প্রকুপিতস্য খল্বস্য লোকেষু চরতঃ কর্ম্মাণীমানিভবন্তি। তদ্ যথা—শিখরিশিখরাবমথনমুন্মথনমনোকহানামুৎপীড়নং সাগরাণামুদ্বর্ত্তনং সরসাং প্রতিসরণমাপগানামাকম্পনঞ্চ ভূমেরবধূননমম্বুদানাং নীহারনির্হ্রাদপাংশুসিকতামৎস্যভেকোরগক্ষাররুধিরাশ্মবজ্রাশনিবিসর্গো ব্যাপাদনঞ্চ ষণ্ণামৃতূনাং শস্যানামসঙ্ঘাতো ভূতানাঞ্চোপসর্গো ভাবানাঞ্চাভাবকরণং চতুর্যুগান্তকরাণাং মেঘসূর্য্যানলানিলানাং বিসর্গঃ।

বাহ্যবায়ু কুপিত বা বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হইলে, গিরিচূড়-দলন, বৃক্ষসমূহের উন্মথন, সমুদ্রের উৎপীড়ন, সরসী সমূহের অলোড়ন, নদীসমূহের প্রতিকুল গতি, ভূমিকম্প, মেঘসমূহের চতুর্দ্দিক সঞ্চালন এবং নীহার, ধ্বনি, পাংশু, বালুকা, মৎস্য, ভেক, সর্প, ক্ষার, রক্ত, প্রস্তর, ও বজ্রসমূহের নিঃক্ষেপ, ষড় ঋতুর বিকৃতি সম্পাদন, শস্যাদির বাধ, ভূতগণের উপসর্গ, বস্তুসমূহের ধ্বংস এবং চতুর্যুগান্তকর মেঘ, সূর্য্য, বায়ু ও বহ্নির সমাগম হয়

বাহ্য বায়ুর সাম্য ও বৈষম্য লক্ষণ চরক হইতে উদ্ধৃত হইল এক্ষণে বাহ্য অগ্নি ও সোমের সাম্য ও বৈষম্য লক্ষণ বলা যাইতেছে

মারীচিরুবাচ। অগ্নিরেব পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি তদ্ যথা—পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রত্ব মুষ্মণঃ প্রকৃতিবিকৃতি বর্ণঃ শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং মোহং প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি।

মারীচি কহিলেন, অগ্নিই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত হইলে অশুভ এবং কুপিত না হইলে, শুভ ফল প্রদান করে তাহা এই যথা—পরিপাক, অপাক, দর্শন, অদর্শন শারীরিক তাপের মাত্রার সমত ও বিষমত, প্রকৃতি ও বিকৃতি, বর্ণ, অবর্ণ, শৌর্য্য অশৌর্য্য, ভয়, অভয়, ক্রোধ, অক্রোধ, হর্ষ, অহর্ষ, মোহ, অমোহ, প্রসাদ ও অপ্রসাদ ইত্যাদি এবং এইরূপ অপরাপর আরও অনেক আছে

তচ্ছ্রুত্বা মারীচবচঃ কাশ্যপ উবাচ। সোম এব শরীরে শ্লেষ্মান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। তদ্ যথা—দার্ঢ্যং শৈথিল্যমুপচয়ং কার্শ্যমুৎসাহ মালস্যং বৃষতাং ক্লীবতাং জ্ঞানমজ্ঞানং বুদ্ধিং মোহমেব মাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি

মারীচের এই কথা শুনিয়া কাশ্যপ বলিলেন, সোমই শরীরে শ্লেষ্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত হইলে, নানাবিধ অশুভ এবং কুপিত না হইলে, শুভ ফল প্রদান করে তাহা এই যথা—দৃঢ়তা শৈথিল্য, পুষ্টি ও কৃশতা, উৎসাহ ও আলস্য, বৃষত ও ক্লীবত, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বুদ্ধি ও মোহ এবং এইরূপ আরও নানালক্ষণ উৎপাদন করে

তচ্ছ্রুত্বা কাশ্যপবচো ভগবান্ পুনর্ব্বসু রাত্রেয় উবাচ। সর্ব্ব এব ভগবন্তঃ সম্যগাহুরন্যত্রৈকান্তিকবচনাৎ সর্ব্ব এব খলু বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতিভূতাঃ পুরুষ মব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং বলবর্ণসুখোপপন্ন-মায়ুষা মহতোপপাদয়ন্তি সম্যগিবাচরিতা ধর্ম্মার্থকামা নিঃশ্রেয়সেন মহতোপপাদয়ন্তি পুরুষমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে বিকৃতা স্ত্বেনং মহতা বিপর্য্যয়েণোপপাদয়ন্তি ইত্যেতদৃষয়ঃ সর্ব্বএবানুমেনিরে বচন মাত্রেয়স্য ভগবতোঽভিননন্দশ্চেতি

কাশ্যপের এই কথা শুনিয় ভগবান্ পুনর্ব্বসু কহিলেন, আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন, বাত পিত্ত শ্লেষ্ম প্রকৃতিস্থ থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণ অব্যাহত থাকে, সুতরাং পুরুষকে দীর্ঘায়ু করিয় বল, বর্ণ ও সুখ দান করে, পরন্তু তাহা হইলেই ধর্ম্মার্থকাম সম্যক্ লাভ হয় ও পুরুষ পরলোকে পরমগতি লাভ করিয়া থাকে বাত, পিত্ত ও কফ বিকৃত হইলে, ইহার বিপরীত ফল হয় ঋষির সকলেই ভগবান্ আত্রেয় ঋষির এই বাক্যের যথোচিত সমর্থন ও অভিনন্দন করিলেন

সর্ব্বশরীরচরাস্তু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণোহি সর্ব্বস্মিন্ শরীরে কুপিতাকুপিতাঃ শুভাশুভানি কুর্ব্বন্তি। প্রকৃতিভূতাঃ শুভানি উপচয়বলবর্ণপ্রসাদাদীনি অশুভানি পুনর্বিকৃতিমাপন্নানি বিকারসংজ্ঞকানি। তত্র বিকারাঃ সামান্যজা নানাত্মজাশ্চ

বায়ু, পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে ও কুপিত হইলে, নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে এবং প্রকৃতিস্থ থাকিলে, পুষ্টি, বল, বর্ণ ও প্রসাদ প্রভৃতি শুভ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে

আর্য্যেরা বাহ্য ও অন্তর্জগতের তুল্যতা প্রদর্শন করাই পদার্থের হ্রাসবৃদ্ধি, সাম্য বৈষম্যের আলোচনা করিয়াছেন. এতদ্দ্বারা তাঁহাদের সূক্ষ্মজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয় যায়

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।
হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু
সামান্য মেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্বকৃৎ।
তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তু বিপর্য্যয়ঃ॥

পদার্থসমূহের সমত্বই বৃদ্ধির কারণ এবং অসমতাই হ্রাসের কারণ জগতে হ্রাসবৃদ্ধি উভয়ই ঘটিয়া থাকে সামান্য শব্দে সমত্ব এবং বিশেষ শব্দে অসমত্ব

আমি এই গ্রন্থে সাম্য বৈষম্য, হ্রাসবৃদ্ধি, গুণগুরু, স্থূল সূক্ষ্ম এই সকল বিষয়ের আলোচনা কিছু কিছু করিয়াছি, না করিলে আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বুঝান যায় না পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি একজ্ঞান বহির্জগতেও যেমন বায়ু, অগ্নি ও জলের হ্রাসবৃদ্ধি, সমত্ব অসমত্ব ঘটে, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ঝড়বৃষ্টি, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতির সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপর্য্যুপরি দুইদিন বৃষ্টি হইলেই শরীর ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে, বেশী শীত হইলে, শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, বেশী গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, দশমী, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যাতে সুস্থ শরীরও ভার বোধ হয়, রোগ পুরাতন হইলে, দশমী একাদশী বা অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বৃদ্ধি হইবেই, এই সকল কারণে সহজেই বুঝা যায় যে, বাহ্য জগতের সহিত শরীরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সুতরাং আর্য্যদিগের এই একজ্ঞান যে, বিজ্ঞানে চরমোন্নতি ও সূক্ষ্মগবেষণার সূক্ষ্মানিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বাহ্যজগতের জল, বায়ু ও অগ্নির সমত্ব বিষমত্বের আলোচন এই গ্রন্থে কেন করিয়াছি, এতক্ষণ তাহারই পরিচয় প্রদান করিলাম, এক্ষণে শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব শারীর বিজ্ঞানের আলোচনায় চরকমুনি বলেন,

শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগ্‌বিদ্যায়াম্। জ্ঞাত্বা হি শরীরতত্ত্বং শরীরোপকারকরেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ। তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকারসমুদয়াত্মকম্। সমযোগবাহিনে যদা হ্যস্মিন্ শরীরে ধাতবো বৈষম্যমাপদ্যন্তে তদায়ং ক্লেশং বিনাশং বা প্রাপ্নোতি বৈষম্যগমনং বা পুনর্ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসগমনকার্ৎস্ন্যেন। প্রকৃত্যা চ যোগপদ্যেন তু বিরোধিনাং ধাতূনাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ভবতঃ। যদ্ধি যদ্ধাতোর্বৃদ্ধিকরং তৎ ততো বিপরীতগুণস্য ধাতোঃ প্রত্যয়বাধকরন্তু সম্পদ্যতে। তদেব

তস্য চ ভেষজং সম্যগবধার্য্যমানং যুগপন্ন্যূনাতিরিক্তানাং ধাতূনাং সাম্যকরং ভবত্যধিকমপকর্ষতি ন্যূনমাপ্যায়য়তি এতাবদেব হি ভৈষজ্যপ্রয়োগে ফলমিষ্টং স্বাস্থ্যবৃত্তানুষ্ঠানঞ্চ যাবদ্ধাতূনাং সাম্যং স্যাৎ।

শরীরের উপকারার্থ শারীরবিজ্ঞান জানা আবশ্যক, ইহাই ভিষগিগের শরীরতত্ত্ব জানিতে পারিলে, শারীরবিদ্যায় জ্ঞান-লাভ হয় সেইজন্য পণ্ডিতেরা শারীরবিদ্যার প্রশংসা করেন শরীর চেতনার অধিষ্ঠান ও পঞ্চভূতাত্মক শরীরের সমযোগবাহী ধাতুসকল যখন বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তখন শরীর ক্লিষ্ট বা বিনষ্ট হয় ধাতুসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি বৈষম্যের কারণ পরস্পর বিরোধী ধাতুসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে একসময়েই হয় যাহা যে ধাতুর বৃদ্ধিকর, তাহা তদ্বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট ধাতুর হ্রাসজনক তদ্ধেতু ঔষধ সম্যক্ রূপে বস্থিত হইলে, যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়ে হ্রস্ব ও প্রবৃদ্ধ ধাতুসমূহের সমতাসম্পাদন করে ঐরূপ ঔষধ প্রবৃদ্ধধাতুর অপকর্ষণ বা হ্রস্বতাসম্পাদন এবং হ্রস্বধাতুর আপ্যায়ন বা বর্দ্ধন করে যাহাতে ধাতুসমূহের সমতা হয়, তাহাই ঔষধ প্রয়োগের ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল এবং স্বাস্থ্যবৃত্তের অনুষ্ঠান

এই গ্রন্থে হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনা কেন করিয়াছি, তাহার কারণ প্রদর্শন করাইলাম, এক্ষণে লঘুগুরুর আলোচনা কেন করিয়াছি, তাহার কারণ প্রদর্শন করাইব তদ্ যথা চরকে

ধাতবঃ পুনঃ শারীরাঃ সমানগুণৈঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠৈর্ব্বাপ্যাহারবিহারৈরভ্যস্যমানৈর্ব্বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি হ্রাসন্তু বিপরীতগুণৈর্ব্বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠৈর্ব্বাপ্যাহারৈরভ্যস্যমানৈঃ। তত্রেমে শরীরধাতুগুণাস্তদ্ যথা

গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসরমৃদুকঠিনবিশদ—পিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখরসূক্ষ্মস্থূলসান্দ্রদ্রবাঃ।

তেষু যে গুরবো ধাতবো গুরুভিরাহারবিহারগুণৈরভ্যস্যমানৈরাপ্যায়্যন্তে লঘবশ্চ হ্রসন্তি লঘবস্তু লঘুভিরাপ্যায়্যন্তে

গুরবশ্চ হ্রসন্ত্যেবমেব সর্ব্বধাতুগুণানাং সামান্যযোগাদ্ বৃদ্ধি র্বিপর্য্যয়াদ্ হ্রাসঃ।

শারীরিক ধাতুসমূহ সমান গুণ দ্রব্য দ্বারা, সমান গুণবহুল আহার বিহার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর বিপরীত গুণ ও বিপরীত গুণ বহুল আহার বিহারের দ্বারা হ্রাস হয় ধাতুসকলের গুণ যথা—গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল শ্লক্ষ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, ঘন এবং দ্রব গুরু ধাতুগণ গুরু গুণ আহার বিহারের অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লঘু ধাতু সমূহ হ্রাস প্রাপ্ত হয় লঘু ধাতুসকল লঘুগুণ আহার বিহারের অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং গুরু ধাতুসমূহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এইরূপে সমস্ত ধাতুরই সমতাযোগে বৃদ্ধি ও অসমত যোগে হ্রাস হইয়া থাকে (ধাতু শব্দে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র)

তস্মান্মাংসমাপ্যায্যতে মাংসেন ভূয়োন্যেভ্যঃ শরীরধাতুভ্যঃ। তথ লোহিতং লোহিতেন মেদো মেদসা বসা বসয়া অস্থি তরুণাস্থ্না মজ্জা মজ্জয়া শুক্রং শুক্রেণ গর্ভস্ত্বামগর্ভেণ যত্র ত্বেবং লক্ষণেন সামান্যেন সামান্যবতামাহারবিকারাণামসান্নিধ্যং স্যাৎ, সন্নিহিতানাং বাপ্যযুক্তত্বান্নোপযোগে ঘৃণিত্বাদন্যস্মাদ্বা কারণাৎ স চ ধাতুরভিবর্দ্ধয়িতব্যঃ স্যাৎ। তস্য যে সমানগুণাঃ স্যুরাহার বিকারা অসেব্যাশ্চ তত্র সমানগুণভূয়িষ্ঠানামন্যপ্রকৃতিনামপ্যাহারবিকারাণামুপযোগঃ স্যাৎ। তদ্ যথা শুক্রক্ষয়ে ক্ষীরসর্পিষোরুপযোগো মধুরস্নিগ্ধসমাখ্যাতানাঞ্চাপরেষাং মেবং দ্রব্যাণাং, মূত্রক্ষয়ে পুনরিক্ষুরসবারুণীমণ্ডদ্রবমধুরাম্ললবণোপক্লেদিনাং পুরীষক্ষয়ে কুল্মাষমাষকুষ্কুণ্ডাজমধ্যযবশকধান্যাম্লানাম্। বাতক্ষয়ে কটুতিক্তকষায়রুক্ষলঘুশীতানাঞ্চ। পিত্তক্ষয়েঽম্ললবণকটুকক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণানাম্, শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধ মধুরসান্দ্রপিচ্ছিলানাং দ্রব্যাণাং, কর্ম্মাপি চ যদ্ যদ্ যস্য ধাতোর্বৃদ্ধি-

করং তৎ তদনুসেব্যম্। এবমন্যেষামপি শরীরধাতূনাং সামান্য-বিপর্য্যয়াভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথাকালং কার্য্যাবিতি সর্ব্বধাতূনা মেকৈকশোঽতিদেশতশ্চ বৃদ্ধিহ্রাসকরাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। কৃৎস্নশরীরপুষ্টিকরাস্ত্বিমে ভাবাঃ কালযোগঃ স্বভাবসিদ্ধিরাহার-সৌষ্ঠব মবিঘাতশ্চেতি। বলবৃদ্ধিকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি তদ্ যথ—বলবৎ পুরুষেদেশে জন্ম, বলবৎ পুরুষেচ কালে। সুখশ্চ কালযোগো বীজক্ষেত্রগুণসম্পচ্চাহারসম্পচ্চ শরীরসম্পচ্চ সাত্ম্য সম্পচ্চ সত্ত্বসম্পচ্চ স্বভাবসংসিদ্ধিশ্চ যৌবনঞ্চ কর্ম্মচ সংহর্ষশ্চেতি।

তজ্জন্য মাংস হার দ্বারা রসাদি অন্যান ধাতু অপেক্ষ মাংসই অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এইরূপে রক্তদ্বার রক্ত, মেদ দ্বার মেদ, বস দ্বার বসা, কোমল অস্থি দ্বারা অস্থি, মজ্জ দ্বার মজ্জ, শুক্র দ্বার শুক্র, এবং আম ব অপক্ক গর্ভ দ্বার গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় শরীরের ধাতুর সমান গুণবিশিষ্ট মাংসাদি আহার অপ্রাপ্ত হইলে কিম্ব প্রাপ্ত অথচ অযোগ বোধ হইলে অথব ঘৃণ বা অপর কোন কারণবশতঃ অনুপযোগী হইলে, অথচ সমান ধাতুকে বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে, উক্ত রক্ত মাংসাদি ধাতুর সমান গুণযুক্ত অন প্রকার আহার সেবন কর উচিত শুক্রক্ষয় হইলে শুক্রের অপ্রাপ্ত ব ঘৃণা বশতঃ শুক্র সেবন করিতে না পারিলে, তৎপরিবর্ত্তে দুগ্ধ, ঘৃত, মধুর ও স্নিগ্ধ অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিবে মূত্রক্ষয় হইলে, মূত্রের পরিবর্ত্তে ইক্ষুরস, বারুণীমণ্ড, দ্রবদ্রব্য, মধুর, অম্ল, লবণরস বিশিষ্টদ্রব ও ক্লেদজনক দ্রব্য, পুরীষক্ষয় হইলে, কুল্মায, মাষ, কুষ্কুণ্ড, অজমধ্য (ছাগলের অন্ত্রাদি), যব, শাক ও ধান্যাম্ল, বাতক্ষয়ে কটু, তিক্ত, কষায, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য, পিত্তক্ষয়ে অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য এবং শ্লেষ্মক্ষয়ে স্নিগ্ধ, ঘন ও পিচ্ছিল দ্রব্য সেবন করা উচিত আর যে ধাতুর বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহার সমগুণ বিশিষ্ট ক্রিয় অবলম্বন করিবে। এইরূপে অপর পর ধাতুরও সমতাবৈষম্য দ্বার বৃদ্ধি হ্রাস উৎপাদন করিবে সকল ধাতুরই একৈকক্রমে ও অতিদেশক্রমে বৃদ্ধি হ্রাস উক্ত হইল

এই সকল ভাব কৃৎস্নশরীরের পুষ্টিকর যথ— কালের সম্যক্ যোগ, স্বভাব-

সিদ্ধি, আহারসৌষ্ঠব, অবিঘাত এই সকল ভাব বলবৃদ্ধিকর, যথা যে দেশে স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট অর্থাৎ যে দেশে লোকসকল বলবান্, সেই দেশে এবং যে কালে লোক বলবান্ থাকে অর্থাৎ বিসর্গকালে জন্ম, সুখকর কালযোগ, বীজ ও ক্ষেত্রের উৎকর্ষ, আহারের উৎকর্ষ, শরীরের উৎকর্ষ, সাত্ম্যের উৎকর্ষ, সত্ত্বের উৎকর্ষ, ব্যায়ামাদি বলজনক কর্ম্ম, যৌবন, সৎকর্ম্ম এবং হর্ষ।

আহারপরিণামকরাস্ত্বিমে ভাবা ভবন্তি। তদ্‌ যথা—উষ্মা বায়ুঃ ক্লেদঃ স্নেহঃ কালঃ সংযোগশ্চেতি। তত্র তু খল্বেষামুষ্মাদীনা মাহারপরিণামকরাণাং ভাবানামিমে কর্ম্মবিশেষা ভবন্তি। তদ্‌ যথা—উষ্মা পচতি বায়ুরপকর্ষতি ক্লেদঃ শৈথিল্যমাপাদয়তি স্নেহো মার্দ্দবং জনয়তি কালঃ পর্য্যাপ্ত মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি সংযোগ স্ত্বেষাং পরিণামধাতুসাম্যকরঃ সম্পদ্যতে পরিণামতস্ত্বাহারস্য গুণাঃ শরীরগুণভাব মাপদ্যন্তে। যথস্বমবিরুদ্ধা বিরুদ্ধাশ্চ বিহন্যু র্বিহতাশ্চ বিরোধিভিঃ শরীরম্

এই সকল ভাব আহারের পরিপাক করে, যথা উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, স্নেহ, কাল ও সংযোগ আহার পাচক এই সকল উষ্মাদির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া যথা উষ্মা পাক করে, ক্লেদ আহারকে শিথিল করে, স্নেহ আহারের মৃদুতা সাধন করে, কাল আহার পরিপাকের সহায়তা করে অর্থাৎ সময় না হইলে বা অসময়ে পরিপাক হয় না, এবং উষ্মাদির সুসংযোগ ব্যতীতও আহার পরিপাক হইতে পারে না এই প্রকারে উষ্মাদি ছয়টি ভাব আহারের পাচক এবং পরিণামে অর্থাৎ আহারপাকান্তে তাহারা ধাতুসাম্যকর পরিপাকের পর আহারের গুণ অবিরুদ্ধ হইলে শরীরের গুণভাবকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শরীরগুণের বিরুদ্ধ হইলে, শরীরকে বিনাশ করে

প্রকৃতিভূতানান্তু খলু বাতাদীনাং ফলমারোগ্যং তস্মাদেষাং প্রকৃতিভাবে প্রযতিতব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ।

বাতাদিদোষ প্রকৃতিস্থ থাকিলে, তাহার ফল আরোগ্য, অতএব বুদ্ধিমান চিকিৎসক বাতাদিদোষ যাহাতে প্রকৃতিস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্নেন বেদ লোকসুখপ্রদম্

যে চিকিৎসক সর্ব্বশরীর সর্ব্বদা অবগত আছেন সুখপ্রদ আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই জানা হইয়াছে

এই যে দেহের সহিত বহির্জগতের সমতা, বহির্জগতের জল, বায়ু ও অগ্নির সহিত কফ, বায়ু ও পিত্তের সাদৃশ্য, বহির্জগতের জল, বায়ু ও অগ্নির হ্রাসবৃদ্ধির সহিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার হ্রাসবৃদ্ধির উপমা, ইহা বিজ্ঞানের গভীর গবেষণা ও চরমোন্নতির সুধাময় ফল সন্দেহ নাই, জগতে ইহার উপমা নাই, একমাত্র সনাতন আয়ুর্ব্বেদই ইহার উপমাস্থল আর্য্যদিগের এই সমদর্শনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইতে হয় পাশ্চাত্যমতে দৈহিকযন্ত্রের বৈলক্ষণ্যই রোগ, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে দোষ-বৈষম্যই রোগ, এবং দোষ-সাম্যতা সুস্থতা, বলা বাহুল্য আয়ুর্ব্বেদের এই অভিমতই অভ্রান্ত সত্য দৈহিকযন্ত্রের বৈলক্ষণ্যে সকলরোগ প্রকাশ পাইলেও, রোগের প্রথমাবস্থায় তাহা অনুভবযোগ্য নহে, সুতরাং একবার তরলভেদ হইলে, তাহাকে যন্ত্রবৈলক্ষণ্য না বলিয়া দোষ বৈষম্য অথবা পাচকাগ্নির হ্রাস ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ তাহাতে যকৃতের কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না যন্ত্রবিকৃতি আয়ুর্ব্বেদ মতে এইজন্যই স্বতন্ত্র রোগ, যেমন যকৃতের বৃদ্ধি ব প্লীহার বিবৃদ্ধি আয়ুর্ব্বেদের এই নির্দ্ধারণই ঠিক, ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকে না অতঃপর চিকিৎসা, দোষ বৈষম্যের সমতা সম্পাদনই চিকিৎসা, এই নির্দ্ধারণও অপূর্ব্ব অবশেষে ধাতুক্ষয়ের চিকিৎসা, ইহাতে বাহ্য রক্ত মাংস দির সহিত দেহগত রক্ত মাংসাদির সমতা এবং সেই সমতার ফলে রক্তক্ষয়ে রক্তপানে রক্তবৃদ্ধি, মাংসক্ষয়ে মাংসাহারে মাংসবৃদ্ধি, এই সিদ্ধান্তও অসাধারণ এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যে রক্তহীন মানবদেহে জীবজন্তুর রক্ত প্রবেশ করাইয়া রোগীকে নিরাময় করিতেছেন, সেই তথ্য আর্য্যেরাও সম্যক্ অবগত ছিলেন

আমি এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, তন্মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের আলোচনায় আর্য্যেরা কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে আমরা আলোচনা করিলে যে কত ঊর্দ্ধে আরোহণ

করিতে পারি, তাহা প্রদর্শন করাইবার নিমিত্তই উহার উল্লেখ করিয়াছি স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু গুরুর আলোচনা ব্যতীত বিজ্ঞানের আলোচনা করা যায় না, বিশেষতঃ যে পঞ্চভূত আমার বিজ্ঞানালোচনার প্রধান সহায়, তাহারাই স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘুগুরু গুণযুক্ত, সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম লঘুগুরুর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই প্রলেপ ও তৈলঘৃতাদির উপকারিতা সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য আমি এই গ্রন্থে সরল বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবলম্বন করিয়াছি বায়ুবিজ্ঞান ও বহির্জগতের যে সকল বিষয় ইহাতে লিপি নিবদ্ধ হইয়াছে, দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কিন্তু তাহার প্রধান অবলম্বন অনেকে বলেন, আয়ুর্ব্বেদে শরীরতত্ত্ব বা এনাটমী নাই, প্রকৃতপ্রস্তাবে, আয়ুর্ব্বেদে সবই আছে, কিন্তু আমাদের হৃদয় শূন্য বলিয়া সবই শূন্যবোধ হয়

আয়ুর্ব্বেদে রোগভেদে যে সকল ঔষধ নির্দ্ধারিত আছে, তদ্দ্বারা চিকিৎসা করা যায়, পরন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ঐরূপ ঔষধপ্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত কোন বিষয়ের সূক্ষ্মে পৌঁছান যায় না এবং সূক্ষ্মে পৌঁছিতে না পারিলে, কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা ও ভাঙ্গাগড় চলে না, এতদ্ব্যতীত ঔষধ প্রস্তুতও বিজ্ঞান সাপেক্ষ

বিজ্ঞানের আলোচনায় যে কত আনন্দ, কত সুখ, তাহা ব্যক্ত করা যায় না বিজ্ঞানের অসাধারণ বল, অসীমপ্রভাব, বিজ্ঞানে অসম্ভবও সম্ভব হয় বিজ্ঞানে আরোগ্যলাভ যশোলাভ, বল, পুষ্টি, জ্ঞান ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় বিজ্ঞান ব্যতীত কি বিজ্ঞ হওয়া যায় না বিজ্ঞতা লাভ করা যায়?

আমি এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছি, আশাকরি পাঠকগণ তাহা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন

আমাদের সবই আছে, কিন্তু হৃদয় শূন্য বলিয়া অন্তর্দৃষ্টির অভাবে, কিছুনাই বলিয়া বোধ হয়, এই গ্রন্থখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই প্রত্যেক আর্য্য-সন্তান আমার সহিত এবিষয়ে একমত হইবেন; আমি এইরূপই আশা করি আমাদের দ্রব্যগুণ চিকিৎসাজগতে শীর্ষস্থানীয় পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে, ঐ রজ্জুর সাহায্যে আমরা অনেক ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারি বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে কেবলমাত্র পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে, বনের লতা, পাতা, মূল ও শিকড় দ্বারা দেশের সহস্র সহস্র রুগ্ন ব্যক্তি নিরাময় হইতে পারে এদেশে বর্ত্তমানে যাঁহার

বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত, তাঁহারা পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে, এই দরিদ্র দেশের মহৎ উপকার হইতে পারে।

এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের আলোচনায় আমার সম্বল কেবলমাত্র দেহ ও পঞ্চভূত। দেহে পঞ্চভূতের ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার পর্য্যালোচনা করিয়াই আমি এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পঞ্চভূতের ক্রিয়াসম্বন্ধে প্রাচ্যশাস্ত্রই আমার প্রধান অবলম্বন। পাঠকগণ বায়ু বিজ্ঞান পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বায়ু-বিজ্ঞান।

—(*)—

তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশসম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নে-রাপ অদ্ভ্য পৃথিবীচোৎপদ্যতে।

ভগবান যখন চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন প্রথমে আত্ম হইতে আকাশের সৃষ্টি, পরে আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল।

পদার্থ থাকিলেই তাহার আশ্রয় স্থানের প্রয়োজন, এই হেতু বায়ুর অবস্থানের জন্য প্রথমেই আকাশের সৃষ্টি। আকাশ সৃষ্টির পরেই বায়ুর সৃষ্টি, বায়ুর প্রকাশ মাত্রই আকাশের মধ্যে তাহার অবস্থান। তৎপরে ক্রমশঃ বায়ু ও আকাশের সজ্বর্ষণ হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ।
প্রাণোনাম প্রাগ্‌গমনবান্নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী॥
অপানোনাম অর্বাগ্‌গমনবান্ পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী।
ব্যানোনাম বিশ্বগ্‌গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী।
উদানঃ কণ্ঠস্থানীয় ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণশীলঃ।
সমানঃ শরীরমধ্যান্তর্গতাশিতপীতান্নাদিসমীকরণকরঃ।
সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণম্।

বায়ু পঞ্চবিধ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ঊর্দ্ধ গমনশীল নাসাগ্রস্থানস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল পায়ু প্রভৃতি স্থানস্থিত বায়ুর নাম অপান, সকল শরীরে ভ্রমণশীল বায়ুর নাম ব্যান, ঊর্দ্ধ গমনবান্ কণ্ঠদেশস্থিত উৎক্রমণশীল বায়ুর নাম উদান এবং ভুক্ত ও পীত পদার্থের সমীকরণ বায়ুর নাম সমান বায়ু সমীকরণ শব্দে পরিপাককরণ আহার্য্য পরিপাক করিয়া তাহাকে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও মল মূত্রাদিতে পরিণতকরণ সমান বায়ুর কার্য্য

যে দ্রব্যে রূপ নাই, স্পর্শ আছে, তাহাই বায়ু পৃথিবী, জল ও তেজো দ্রব্যের রূপ আছে, তাহার দৃশ্যমান, পরন্তু আকাশাদি পদার্থের স্পর্শ নাই, এইজন্য তাহারা বায়ু নহে

বায়ু গতিশীল, যেখানে গতি, সেইখানেই ক্রিয়া বা যেখানে ক্রিয়া সেইখানেই গতি গতি ব্যতীত ক্রিয়া বা ক্রিয়া ব্যতীত গতি হয় না বায়ুর এই গতিদ্বারে আকাশের সহিত তাহার সংঘর্ষ বা কম্পন একটি ঢিল কোন বস্তুর উপরে নিক্ষেপ করিলেই, তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং ঐ ঢিলটি সেই বস্তুতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসে বায়ুর চতুর্দ্দিকেই আকাশ, সুতরাং বায়ু যে দিকে গমন করে, সেইদিকেই প্রতিহত হয় এবং পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এই গতি দ্বারাই কম্পন, কম্পনের প্রতিরূপই গতি, আবার গতি হেতু স্পর্শ এবং স্পর্শ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় শব্দ ও তাপের উৎপত্তি সেই অনন্ত অব্যক্ত পদার্থ সক্রিয় হইয়াও শব্দ ও স্পর্শপূর্ণ গতির ইংরাজী নাম মোশন্, কম্পনের নাম ভাইব্রেশন্ এবং বায়ুর আশ্রয়স্থান আকাশের নাম স্পেচ্ যেখানে আকাশ বা স্পেচ্, সেইখানেই শব্দ, স্পর্শ, ও তাপ বিদ্যমান এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত আমাদের শ্রুতি বলেন,

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মের কম্পন হইতে নিঃসৃত হইতেছে, সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক এইরূপ ব্রহ্মকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।

এই বিশ্বব্যাপী বায়ুর কম্পনই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এই বায়ু বহুরূপী এসম্বন্ধে বায়ু জগতের আদি পদার্থ বায়ুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে এবং বায়ুর ন্যায় সর্ব্বভূতের একই অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে তত্তদ্ বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং সেই আত্মা বাহিরেও বর্ত্তমান শ্রুতি বলেন

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপংরূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

বায়ু হইতেই যে অগ্নির উৎপত্তি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও তাহার সমর্থন করা যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে অক্সিজেন ব্যতীত দহন ক্রিয়া অসম্ভব এবং অক্সিজেন বায়ুর একটী প্রধান উপাদান তদ্ব্যতীত বায়ুকে গতি অর্থাৎ মোশন্ বলিয়া ধরিয়া লইলেও বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি প্রমাণিত হয় আর্য্যদিগের মতে বায়ু অগ্নির সহিত নিয়তই সংযুক্ত যথা

স ত্রেধাত্মানং ব্যাকুরুতাদিত্যং দ্বিতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ম্

অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য একই পদার্থ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন বায়ু যে অগ্নির তেজস্বরূপ এ প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই যথা

বায়োর্ব্বাগ্নেস্তেজ স্তস্মাদ্বায়ুরগ্নিমন্বেতি

এই বায়ু ও অগ্নি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশ হইতেই উৎপন্ন যথা—

সর্ব্বাণীমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তি

বায়ুর রাসায়নিক তত্ত্ব

আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে বায়ু পঞ্চভূতের অন্যতম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বহুকালযাবৎ প্রাচ্য পণ্ডিতগণের অভিহিত পঞ্চ মহাভূতকে "মূলপদার্থ" বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারা মূলপদার্থ নহে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক্ষণে মূল পদার্থ বলিলে, যাহা বুঝিয়া থাকেন, আমাদের ভূতশব্দ তদ্রূপ পদার্থের বোধক নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবী, জল ও বায়ু মূলপদার্থ নহে, উহারা মূল পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হয় আগুন

আদৌ পদার্থ নহে, উহ রাসায়নিক মূল পদার্থের ক্রিয়া ফলবিশেষ বিশ্লেষণী ক্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম প্রণালী দ্বার যে পদার্থকে অপর জাতীয় পদার্থে কোন প্রকারেই বিশ্লিষ্ট কর যায় ন, তাদৃশ পদার্থই এক্ষণে মূলপদার্থ নামে অভিহিত সম্প্রতি এইরূপ মূল পদার্থের সংখ্যা সত্তরেরও অধিক আবার আধুনিক রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ পরমাণু সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয় বর্ত্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের মূলপদার্থ নির্ণয় বিভাগে মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ঐ সকল বিভিন্ন মূলপদার্থ যে একই মূল পদার্থের অবস্থান্তর, বর্ত্তমান রসায়নবিজ্ঞান এক্ষণে ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছেন

পাশ্চাত্য রসায়নবিজ্ঞানের এক্ষণে অসাধারণ উন্নতি, তথাপি দশবৎসর পূর্ব্বে যে মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই অদ্য আবার ভ্রান্ত বলিয় স্থিরীকৃত হইতেছে, দশ বৎসরের পূর্ব্বে যাহা অমিশ্র পদার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এক্ষণে আবার তাহাই মিশ্র পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে একজনে যাহাকে মূলপদার্থ বলিয় স্থির করিয়াছেন, অন্যে তাহাই বিশ্লেষণ করিয় মিশ্রপদার্থ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন এমত অবস্থায় আবার দশবৎসর পরে যে কি হইবে, তাহারই ব স্থিরতা কি? অবশ্য ইহ দোষের বিষয় নহে, এরূপ সূক্ষ্মকার্য্যে মানুষ মাত্রেরই ভ্রান্তি হইতে পারে প্রথমতঃ একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন বাষ্পের আবিষ্কার করেন এবং তাহা অম্লোৎপাদনের মূল বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, আধুনিক গবেষণায় ঐ ধারণ ভ্রান্তিমূলক বলিয় প্রতিপন্ন হইয়াছে; এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে-যে, এমন য়্যাসিড্ অনেক আছে, যাহাতে অক্সিজেন নাই। এইরূপে এক্ষণে যাহা মূল পদার্থ বলিয়া অবধারিত, তৎসম্বন্ধে যে ভবিষ্যতে আবার কিরূপ নির্দ্ধারণ হইবে, তাহা বল যায় না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে অতি সূক্ষ্ম বা পরমাণুর ন্যায় যে পদার্থকে অপরজাতীয় পদার্থে বিশ্লিষ্ট কর যায় ন, তাহাই মূল পদার্থ আমাদের শাস্ত্র মতে পঞ্চতন্মাত্র মূল পদার্থ তন্মাত্র শব্দে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম অমিশ্র পদার্থ যে পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অথচ অবয়ব বিহীন অথচ পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষসীমা স্বরূপ—পদার্থনিচয় ভাগ করিতে ২ যখন এমন ভাগে উপস্থিত হয় যে, আর তাহা ভাগ করিতে পার যায় না, তাহাই পরমাণু, পরমাণু অদৃষ্টগোচর পদার্থ। দুইটি পরমাণুর সংযোগকে অণু এবং তিনটির

সংযোগকে ত্রসরেণু কহে। (পৃথিবী দ্রষ্টব্য) এইরূপে পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চ পরমাণু দ্বারা পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে যথা

পরমাণুদ্বয়েনাণুঃ ত্রসরেণুস্তু তে ত্রয়ঃ। শব্দতন্মাত্রাদাকাশং স্পর্শতন্মাত্রাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ রসতন্মাত্রাদাপঃ গন্ধতন্মাত্রাৎ পৃথিবী এবং পঞ্চভ্যঃ পরমাণুভ্যঃ পঞ্চমহাভূতান্যুৎপদ্যন্তে

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়, এক্ষণে প্রশ্ন এই যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রের কারণ শব্দতন্মাত্র শব্দ ইন্দ্রিয় গোচর হইলেও, আকাশ অনুভবযোগ্য নহে, সুতরাং বিশ্লেষণও করা যায় না, যেহেতু শব্দের আর বিশ্লেষণ নাই, কিন্তু বায়ু স্পর্শদ্বারা বেশ অনুভব করা যায় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণও করা যায়, সুতরাং স্পর্শতন্মাত্রকে রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রের কারণ বলা যাইতে পারে, এই হিসাবে কেবলমাত্র স্পর্শতন্মাত্রকে মূল পদার্থ বলা যাইতে পারে যদি এই সিদ্ধান্তই ঠিক হয়, তাহা হইলে স্পর্শতন্মাত্রের মধ্যেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র থাকিবেই ; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মূল অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি স্পর্শতন্মাত্র ফলতঃ অণুত্ব ও একত্ব বায়ুর লক্ষণ, এই বায়ু নিত্য, সুতরাং আমাদের মতে বায়ুই একমাত্র মূল পদার্থ অনিত্য বায়ু পরীক্ষণীয় ও বিশ্লেষণযোগ্য এবং নানাপ্রকার মিশ্র পদার্থসংযুক্ত অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই পদার্থত্রয় যে উহাতে আছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়

পাশ্চাত্যমতে বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয়বাষ্প, কার্ব্বনিক য্যাসিড্ ও য্যামোনিয়া প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে অক্সিজেন ১ ভাগ ও নাইট্রোজেন ৪ ভাগ এই দুইটি পদার্থই প্রকৃত পক্ষে বায়ুর প্রধানতম উপাদান

কার্ব্বনিক য্যাসিড ও জলীয়বাষ্প প্রভৃতির পরিমাণ দেশ ভেদে ও সময় ভেদে পরিবর্ত্তনশীল, পরন্তু এই সকল বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকিলেই, বায়ু দূষিত বলিয়া গণ্য করা হয়

অক্সিজেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অক্সিজেন ব্যতীত দহন ক্রিয়া

অসম্ভব. একারণ পাশ্চাত্যদেশে কোনসময়ে ইহা অগ্নি-বায়ুনামে অভিহিত হইত জ্বলন্ত ইন্ধনে অক্সিজেন স্পৃষ্ট হইবামাত্রই উহা জ্বলিয়া উঠে যে সকল পদার্থ সাধারণতঃ অদাহ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাও অক্সিজেন সংস্পর্শে প্রজ্জ্বলনোপযোগী হয় অক্সিজেন গ্যাস না থাকিলে, কিছুই জ্বলিত না হাইড্রোজেন বা নাইট্রোজেন দাহ্য, কিন্তু দাহক নহে বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেনের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বায়ুমণ্ডলীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ কেবলমাত্র এই পদার্থ দ্বারাই পরিপূর্ণ আণ্ডলালিক পদার্থ নাইট্রোজেনের প্রধানতম উপাদান প্রাণিজগতের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, খনিজ পদার্থে নাইট্রোজেনের ভাগ বড় কম অক্সিজেন যেমন দহন ক্রিয়ার অনুকূল, নাইট্রোজেন তদ্বিপরীত, তজ্জন্যই সৃষ্টির কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিতরূপে সম্পন্ন হইতেছে বায়ুর মধ্যে যদি কেবলমাত্র অক্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে, দহন কার্য্য অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইত, আর তাহা হইলে, রন্ধন ও দীপ-প্রজ্জ্বলন প্রভৃতি কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইত না, কাঠ কয়লাতে অগ্নি সংযোগ করিবামাত্রই, তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া যাইত, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন মাত্রই, তাহার বর্ত্তি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইত দাহ্য পদার্থ অর্থাৎ কাষ্ঠ বস্ত্রাদি নিরাপদে ব্যবহার করা যাইত না বায়ুর সহিত জীবজন্তুগণ যে অক্সিজেন গ্রহণ করে, তাহা দেহের প্রত্যেক সূক্ষ্মা বয়বের উপর মৃদু দহন ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহার ফলে শরীরে তাপ ও দৈহিক শক্তির উদ্ভব হয় বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেন না থাকিয়া কেবল মাত্র অক্সিজেন থাকিলে, জীবনীক্রিয়া কোন ক্রমেই সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইত না দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট অক্সিজেনের সহিত অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন থাকাতে অক্সিজেনের দাহিকাশক্তি নিয়মিত হয় ফলতঃ অক্সিজেনের দাহিকাশক্তিকে জগতের প্রয়োজনীয় কার্য্যে সংযমিত রাখিবার নিমিত্ত নাইট্রোজেনের বিশেষ প্রয়োজন উদ্ভিদসমূহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহা গ্রহণ করিতে পারে না পরন্তু দাহিকাক্রিয়ায় বা শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার নিজের কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, কেবল অক্সিজেনের ক্রিয়া সংযমনই ইহার প্রধান কার্য্য, অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত না থাকিলে, অক্সিজেন জীবজন্তুর পক্ষে হিতকর না হইয়া অহিতকরই হইত।

বায়ুর অপর একটী উপাদান কার্ব্বনিক য়্যাসিড বাহিরে কাষ্ঠ ও কয়লা প্রভৃতি দগ্ধ করিলে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, আমাদের শরীরেও

তত্ব পদার্থ উৎপন্ন হয, সুতরাং ইহ দ্বার স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে যে, শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই দহনক্রিয় সম্পন্ন হইতেছে, পরন্তু কাঠকয়ল পুড়িলে, তাহ যেরূপ ক্ষযপ্রাপ্ত হয, শরীরও তদ্রূপ নিরত ক্ষযপ্রাপ্ত হইতেছে, তবে উভযের মধ্যে প্রভেদ এই কাঠ কযল পুড়িলে, তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয, কিন্তু আমাদিগের শরীরের মধ্যে কেবলমাত্র তাপ উৎপন্ন হয, আলোক উৎপন্ন হয ন, পরন্তু শারীরিক দহনক্রিয অতি মৃদুগতিতে সম্পন্ন হয এই দহন ক্রিযাকে মৃদুদহন ক্রিয বল যায তবেই দেখ গেল কাষ্ঠ, কয়লা, তৈল, মোম ব চর্ব্বি ও বাতি প্রভৃতির ন্যায কার্ব্বন্ ও হাইড্রোজেন্ আমাদের শরীরের উপাদান এই দুই পদার্থ নিশ্বাসগৃহীত বাযুস্থিত অক্সিজেন সহযোগে নিরন্তর দগ্ধ হয এবং তাহার ফলস্বরূপ দেহে কার্ব্বনিক য্যাসিড্ গ্যাস ও জল উৎপন্ন হইয থাকে এই সকল পদার্থ বাযুর মধ্যে দগ্ধ হইবার সমর ঐ দুই মূলপদার্থ বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয যথাক্রমে কর্ব্বনিক য্যাসিড্ ও জলীযবাষ্প প্রস্তুত করে কার্ব্বনিকয্যাসিড্ বিষাক্তবাষ্প, ইহ নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলে, দেহে বিষ ক্রিযার লক্ষণ প্রকাশ পায কার্ব্বন অর্থাৎ অঙ্গার মূল পদার্থ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ইহা জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ পদার্থমাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে

বাযুর চাপ।

আমরা সর্ব্বদ বাযু সমুদ্রের মধ্যে বাস করি, কিন্তু মৎস্য যেমন জলরাশির মধ্যে বাস করিয ও জলের ভার অনুভব করিতে পারে ন, কূপ হইতে জলপূর্ণ কলসী উত্তোলন করিবার সময যেমন জলের অভ্যন্তরস্থ কলসীর ভার অনুমিত হয না, পরন্তু জলের উপরে কলসী উত্থিত হইলেই যেমন তাহার ভার উপলব্ধি হয, তদ্রূপ আমর সর্ব্বদ বাযু সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতেছি বলিয়া বাযুর ভার উপলব্ধি করিতে পারি ন বাযুমণ্ডলীর এই চাপ আমাদের অভ্যস্ত হইয গিয়াছে, কিন্তু এই চাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেই তজ্জন্য আমর সবিশেষ অসুবিধ বোধ করি অত্যধিক শীত-গ্রীষ্ম ইহার প্রমাণ

বাযুপ্রবাহ

পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু অর্থাৎ উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু অত্যন্ত শীতল

বায়ুর কেন্দ্রস্থল উক্ত স্থানদ্বয় হইতে নিরক্ষবৃত্তের অর্থাৎ বিষুবরেখার দিকে দুইটি বায়ুপ্রবাহ প্রধাবিত হয় এবং নিরক্ষবৃত্তের সন্নিহিত উত্তপ্ত-প্রদেশে আসিয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধগামী হইয়া ঊর্দ্ধ মহাকাশে স্থিত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া পৃথিবীর সন্নিকটে কেন্দ্র হইতে আগত বায়ুর স্থান পূরণের জন্য কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। সুমেরু হইতে যে বায়ু-প্রবাহ প্রধাবিত হয়, তাহার গতি দক্ষিণমুখী এবং কুমেরু হইতে যে বায়ুপ্রবাহ প্রধাবিত হয়, তাহার গতি উত্তরমুখী।

এইরূপে পৃথিবীর সন্নিকটে কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে দুইটি বায়ুপ্রবাহ নিরন্তর আগমন করে ও পুনর্ব্বার নিরক্ষদেশ হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে। সৃষ্টি হইতে এই বায়ুপ্রবাহচতুষ্টয়ের আদৌ নিবৃত্তি নাই, এজন্য উহা নিয়ত বায়ুনামে অভিহিত হয়।

স্থূল পদার্থোপরি আহত লোষ্ট্রের ন্যায় বায়ুও প্রত্যাবর্ত্তনশীল; এইজন্য বায়ুপ্রবাহ পর্ব্বত, প্রাচীর বা তথাবিধ অন্য কোন বস্তুতে আহত হইলে, সেই বস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমে যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্ন দিকে চলিয়া যায়, কারণ বায়ুর গতি স্বভাবতঃ বক্র। বিপরীত অভিমুখে এইরূপে দুইটি বায়ুপ্রবাহ পরস্পর আহত হইলেই ঘূর্ণিবায়ু উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত কোনও স্থান হঠাৎ বায়ুশূন্য হইলেও, সেই স্থান সংপূরণার্থ, চতুর্দ্দিক হইতে চঞ্চল বায়ু আগমন করে, তজ্জন্যও ঘূর্ণিবায়ু উৎপন্ন হয়। এই ঘূর্ণিবায়ুর মণ্ডল শতাধিকক্রোশ স্থানব্যাপী হইলেই ঝড় বলা যায়। ঝড়ের প্রভাব সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাব সাধারণ নহে। সময় সময় ঘূর্ণিবায়ু এত প্রবল ভাবধারণ করে যে, গৃহ সংলগ্ন বড় বড় টীন গগনমার্গে উত্থিত হইতে দেখা যায়। বস্ত্র ও স্তূপীকৃত ধূলিকণা যখন ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে আকাশে উত্থিত হয়, তখন বড় সুন্দর দেখায়।

শ্বাস ক্রিয়া।

প্রাচীন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, নাসারন্ধ্র বা মুখগহ্বর দিয়া বায়ুনলীর পথে বায়ু ফুস্ফুসের মধ্যেই রক্তের অপরিষ্কৃত অংশ পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং ফুস্ফুসের মধ্যেই রক্তের অপরিষ্কৃত পদার্থ অক্সিজেন সাহায্যে দগ্ধীভূত হয়, সুতরাং

ফুস্‌ফুসই তাপোৎপাদনের একমাত্র স্থলী, কিন্তু অতঃপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সপ্রমাণ হইল যে, শৈরিক রক্ত ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেও উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্বনিক য্যাসিড্ থাকে, ইহাতে নূতন অনুসন্ধানের পথ পরিষ্কৃত হইল, বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে মনে করিলেন, রক্তের মধ্যেও অক্সিডেশন বা মৃদু দহন ক্রিয়া হয়, তাঁহারা আরও বুঝিতে পারিলেন, দেহের অন্যান্য স্থানের তাপ হইতে ফুস্‌ফুসের তাপ অধিক নহে, এই সকল কারণে তাঁহারা মনে করিলেন যে, রক্তের মধ্যেই মৃদু দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু অচিরেই তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, দেহের সমস্ত উপাদান ধাতু বা প্রত্যেক টীশুতেই মৃদুদহন ক্রিয়া অর্থাৎ অক্সিডেশন সম্পন্ন হয় এই নিমিত্ত আধুনিক শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে কেবলমাত্র ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত শ্বাস ক্রিয়াই একমাত্র শ্বাসক্রিয়া নামে অভিহিত হয় না দেহের অভ্যন্তরে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিউপাদান ধাতুর প্রতিকণায় নিরন্তর শ্বাসক্রিয়া চলিতেছে যদি এইরূপে শ্বাসক্রিয়া না চলিত, তাহা হইলে, দৈহিক কার্য্য কখনও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইত না দেহে প্রতিমুহূর্ত্তে এত অধিক পরিমাণে কার্ব্বনিক য্যাসিড্ উৎপন্ন হয় এবং দেহে এত অধিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় যে, কেবল ফুস্‌ফুসের শ্বাসক্রিয়ার উপর নির্ভর করিলে, দৈহিক কার্য্য কদাপি নিরাপদে সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং শ্বাসক্রিয়া বলিলে যে, কেবল শ্বাসযন্ত্রের মাংসপেশীর ক্রিয়ার প্রভাবে ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন প্রসারণ জনিত বহির্বায়ু গ্রহণ ও ফুস্‌ফুসের বায়ু পরিত্যাগ করাকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ-প্রণালী।

লাভোজিয়েই নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অক্সিজেন আবিষ্কার করেন তিনি একটি রুদ্ধ কাচের পাত্রে কিঞ্চিৎ পারদ রাখিয়া তাহাতে কয়েকদিন যাবৎ উত্তাপ দিতে দিতে দেখিতে পাইলেন যে, পারদের কিয়দংশ রক্তবর্ণ চূর্ণাকারে পরিণত হইয়াছে এবং রুদ্ধ পাত্রস্থিত বায়ুর পরিমাণ প্রায় এক পঞ্চমাংশ কমিয়া গিয়াছে। এই লোহিত চূর্ণকে আবার তিনি শিশিতে রুদ্ধ করিয়া তাপ দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার ফলে উহা হইতে একটি বাষ্পের উদ্গম হয় তিনি এই বাষ্প পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে দহন ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান

oxus অর্থে অম্ল এবং gen শব্দে উৎপন্ন কর এই অর্থ—অম্ল উৎপাদন করে বলিয়া উহাকে তিনি অক্সিজেন নামে অভিহিত করেন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই পদার্থ অম্লোৎপাদক, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে একণে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এমন য্যাসিড্ অনেক আছে, যাহাতে অক্সিজেন নাই

লাভোজিয়েই যেরূপে এই বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা এই

কাচ পাত্রস্থিত বায়ুর অক্সিজেনের সহিত পারদ উত্তাপ দ্বারা মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ অর্থাৎ রেড্ অক্সাইড্ অফ্ মার্কারী উৎপাদন করে এবং পাত্রমধ্যে নাইট্রোজেন অবশিষ্ট থাকে অত্যধিক উত্তাপে এই লোহিত বর্ণ পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার উহা পারদ ও অক্সিজেন বাষ্প এই দুই পদার্থে পরিণত হয় অক্সিজেন পৃথক্ করার প্রণালী এই

একটি কাচের নলের মধ্যে রেড্ অক্সাইড্ অফ্ মার্কারী রাখিয়া উহাকে উত্তপ্ত কর, পরে একটি দীপশলাকা জ্বালিয়া তাহাকে এমনভাবে নির্ব্বাণ কর, যেন উহার মুখে একটুকু অজ্বলন্ত আগুন থাকে এই শলাকা উক্ত নলের মধ্যে প্রবিষ্ট করা মাত্রই উহা জ্বলিয়া উঠিবে এই জ্বলনের জন্য উক্ত রেড্ অক্সাইড্ অফ মার্কারী উত্তাপের ফলে পারদ ও অক্সিজেন বাষ্পে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে; অক্সিজেন বাষ্পে দাহিকাশক্তি অতি প্রবল; সুতরাং নির্ব্বাপিতপ্রায় শলাকায় অক্সিজেন স্পৃষ্ট হইবামাত্রই উহা প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই উভয় পদার্থই বায়ুর প্রধানতম উপাদান এই পরীক্ষার ফলে স্থির হইল, বায়ুতে ১ ভাগ অক্সিজেন ও ৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। (এই অংশ বিশ্বকোষ হইতে গৃহীত)

মন্তব্য।

পাশ্চাত্য বায়ুবিজ্ঞান লিখিবার আমার দুইটি উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্য—যে স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজের ন্যায় ঔষধ পৃথিবীতে এ যাবৎ আর আবিষ্কৃত হয় নাই বা অন্য কোন দেশের শাস্ত্রে নাই, তাহার প্রস্তুতিপ্রণালী কেবল আমাদের প্রাচ্য শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণ জানিতেন, ইহা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের পক্ষে গৌরবের বিষয় দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—এতদ্দ্বারা ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যেরা অক্সিজেন কি তাহা জানিতেন, আর সম্ভবতঃ মকরধ্বজের প্রস্তুতিপ্রণালী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবগত হইয়াছিলেন বলিয়াই অক্সিজেনের

আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছিল মকরধ্বজে অক্সিজেন বহুল পরিমাণে থাকে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া আসিলে, দগ্ধ লৌহশলাকা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে, দুপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং নীল শিখা বহির্গত হয়, ইহাই অক্সিজেনের গ্যাস

আমাদের প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মতে পঞ্চমহাভূত মূল পদার্থ এবং বায়ু পঞ্চবিধ, অগ্নি পঞ্চবিধ, পিত্ত পঞ্চবিধ ও শ্লেষ্মা পঞ্চবিধ বায়ু হইতেই যখন অপর চারি ভূতের উৎপত্তি, তখন বায়ু ব্যতীত পদার্থ থাকিতেই পারে না, আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ হইতেই যখন তাপের উদ্ভব, তখন জগতের প্রত্যেক পদার্থেই তাপ বিদ্যমান, আবার বায়ু ও অগ্নি হইতেই যখন জলের উৎপত্তি, আর্দ্র জল হইতে যখন তাপ ও বাষ্পের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, তখন জল ছাড়া কোন পদার্থ থাকিতেই পারে না, তাহাও বুঝিতে পারা যায়

আর্য্যেরা বলেন, দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহার সমস্তই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আছে বাস্তবিক এই যে এক জ্ঞান, এই জ্ঞান জগতে দুর্লভ আমরা যদি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা করি, তবে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারি সন্দেহ নাই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতাত্মক, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চভূতের মধ্যে দেহাকাশে উদানবায়ু, হৃদয়ে প্রাণবায়ু, নাভিমণ্ডলে সমানবায়ু, লিঙ্গমূলে ব্যানবায়ু ও মলদ্বারে অপানবায়ু বাহিরের ভূমিতে অপান ও জলে ব্যান, সূর্য্যমণ্ডলে সমান, তদুপরি প্রাণ, তার উপরে মহাকাশে উদান এবং সর্ব্বব্যাপী ব্যান বাহিরের ভূমিতে ভৌমাগ্নি, জলে আপ্যাগ্নি, তেজে তৈজসাগ্নি, বায়ুতে বায়ব্যাগ্নি ও আকাশে নাভসাগ্নি শরীরের মলদ্বারে ভৌমাগ্নি, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে আপ্যাগ্নি, নাভিমণ্ডলে তৈজসাগ্নি, হৃৎপিণ্ডে বায়ব্যাগ্নি ও কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রে নাভসাগ্নি অবস্থান করে পিত্ত শরীরের পাচকাগ্নি পিত্ত দ্রবপদার্থ পীত বা নীলবর্ণ এবং রক্তের মল, কিন্তু এই পিত্তের উষ্মাই অগ্নি নাভিমণ্ডলে পাচকপিত্ত, যকৃৎ প্লীহাতে রঞ্জকপিত্ত, হৃদয়ে সাধক, নেত্রদ্বয়ে আলোচক এবং সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মে ভ্রাজকপিত্ত অবস্থান করে এইরূপ আমাশয়ে ক্লেদন, হৃদয়ে অবলম্বন, কণ্ঠে রসন, মস্তকে স্নেহন (ইহাকেই মস্তিষ্ক বা মগজের ঘি বলে) এবং শরীরের সন্ধিস্থানে শ্লেষণ নামক শ্লেষ্মা অবস্থান করে অগ্নি, জল ও বায়ু যে কোথায় নাই, তাহা বলাই কঠিন আমাদের শাস্ত্রকারগণেরও এই অভিমত কফ,

পিত্ত, বায়ু, ইহারা সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও, সে সকল নিপিবদ্ধ করা বাহুল্য বিবেচনায় পাঁচটি স্থান মাত্র উক্ত হইল (৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বনিক য়্যাসিড্ ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি পদার্থের সহিত আমাদিগের পঞ্চবায়ু, পঞ্চপিত্ত, পঞ্চ অগ্নি ও পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য বিধান কর যাইতে পারে প্রাণবায়ুর কার্য্য বাহিরের বায়ুগ্রহণ ও নাভির ঊর্দ্ধাংশের উষ্ণ বায়ুর পরিত্যাগ, অপানের ক্রিয়া ভিতরের অধোবায়ুর পরিত্যাগ সমানের ক্রিয় সমীকরণ অর্থাৎ পরিপাককরণ, উদানের ক্রিয়া ঊর্দ্ধগমন এবং ব্যানের ক্রিয়া জল বহন এই সমান বায়ু আহার্য্য ও পানীয় পরিপাক করিয়া রক্তে ও রক্তের পরিপাক করিয়া মাংসে, মাংসের পরিপাক করিয় মেদে, মেদের পরিপাক করিয় অস্থিতে ও অস্থির পরিপাক করিয় শুক্রে পরিণত করে, সুতরাং অক্সিজেনের সহিত সমানবায়ুর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় ; কিন্তু শরীরের মধ্যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় কি না, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের কোন মতামত জান যায় না, অন্ততঃ অনেক চেষ্ট করিয়াও আমি তাহ জানিতে পারি নাই যাহা হউক যুক্তির দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের শরীরের ভিতরেও যে সকল পদার্থ বিদ্যমান, বাহিরেও সেই সকল পদার্থ বিদ্যমান, তদ্ব্যতীত শরীর বাহিরের কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না, বিশেষতঃ শরীরারম্ভক স্থায়ী পদার্থ অর্থাৎ জন্মের সহিত শরীরের কার্য্যোপযোগী সকল পদার্থই শরীরে বর্ত্তমান থাকে , এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ সকল যথোচিত পরিমাণে প্রত্যেক শরীরে বর্ত্তমান, কিন্তু এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদের শরীরে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় কিনা এবং বাহ্যজগতে অক্সিজেন উৎপন্ন হওয়ারইবা কারণ কি ? পাশ্চাত্যমতে অক্সিজেন দহন ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অক্সিজেন ব্যতীত কিছুই জ্বলিতে পারে না, এই সকল গুণ অক্সিজেনের নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু অক্সিজেনের উৎপত্তির কারণ কি ? কোন্ পদার্থ হইতে কি উপায়ে ইহা উৎপন্ন হয় ? দেহে প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতি দ্বারা যে তাপ নাভিমণ্ডলে উৎপন্ন হয় অথবা বাহ্যজগতের ঊর্দ্ধ ও অধোবায়ুর যে অবিরাম সঙ্ঘর্ষণ বা ঊর্দ্ধাধোগতি চলিতেছে, তদ্দ্বারা তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপেই দাহিকা-শক্তি বিদ্যমান. আর সেই শক্তির প্রভাবে বাহ্য পদার্থেরও যেমন পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অভ্যন্তরের ভুক্তদ্রব্য এবং রসরক্তাদির পরিপাক ক্রিয়াও তদ্রূপ সম্পন্ন হয়,

দুইটি বস্তুর পরস্পর ঘর্ষণ হইতে যে তাপ উৎপঃ হয় এবং ঘৃষ্ট বস্তুদ্বয় যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ করা যায়, সুতরাং আমাদের সমান বায়ুই কি অক্সিজেন নহে? গীতায় দেখিতে পাই

অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।

আবার সুশ্রুতে দেখিতে পাই

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।

সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে

অবশ্য স্থূলদৃষ্টিতে বাহিরের পদার্থ আমরা গ্রহণ করি, না করিলে, শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে, কিন্তু গ্রহণ করে কে? ফুস্‌ফুস্ গ্রহণ করে কি? পাঠক এই প্রবন্ধের বায়ু বিজ্ঞানের অন্তর্গত শ্বাসক্রিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলেই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কিরূপ ভ্রান্তি, তাহা বুঝিতে পারিবেন একথ ঠিক যে, দেহের প্রত্যেক টিশুতে অর্থাৎ প্রত্যেক উপাদান ধাতুর প্রতি পরমাণুতে শ্বাসক্রিয়া ও দহন ক্রিয়া চলে এবং কেবলমাত্র ফুস্‌ফুসের শ্বাস ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিলে, দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে যে পরিমাণ কার্ব্বনিক য্যাসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহ দগ্ধীভূত হওয় সম্ভবপর হইত না, সুতরাং শ্বাসক্রিয় বলিলে যে কেবল শ্বাসযন্ত্রের মাংসপেশীর ক্রিয়ার প্রভাবে ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন প্রসারণ জনিত বহির্ব্বায়ু গ্রহণ ও অন্তর্ব্বায়ু পরিত্যাগ করাকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের এ সিদ্ধান্ত ঠিক আমাদের মতেও তাহাই, দেহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বেও দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যেখানে বায়ু, সেইখানেই পিত্ত এবং যেখানে বায়ু ও পিত্ত, সেইখানেই শ্লেষ্মা নাভিমণ্ডলে সমান বায়ু, পাচক পিত্ত ও ক্লেদন শ্লেষ্মা, হৃদয়ে প্রাণবায়ু, সাধকপিত্ত ও অবলম্বন শ্লেষ্মা, সর্ব্বশরীরে ব্যানবায়ু, ভ্রাজক পিত্ত এবং শ্লেষণ শ্লেষ্মা অবস্থান করে এতদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, শরীরে প্রত্যেক উপাদান ধাতুর প্রত্যেক কণায় মৃদু দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু আমাদের মতে দহন-ক্রিয়ার প্রধান স্থান নাভিমণ্ডল, নাভিমণ্ডলেই যখন প্রাণ ও অপানের সঙ্ঘর্ষণ হয় এবং তদ্দ্বারাই যখন ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়, তখন সেই স্থানকেই প্রধান না বলিব কেন? যেখানে রাশি রাশি খাদ্য দগ্ধ হয়, সেই স্থানই কি দহন-ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নহে? নাভি

মণ্ডলেই ধমনীর মূল সংলগ্ন, ঐ স্থানেই ধমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভিরুপাশ্রিতা।

এই সকল কারণ নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ুকে অক্সিজেন নামে অভিহিত করা যায় না কি? নাভিমণ্ডল শরীরের প্রধান স্থান ঐ স্থানের পাচক পিত্ত অন্যান্য পিত্তের বল বর্দ্ধন করে, ঐ স্থানের পাচকাগ্নি অন্যান্য স্থানের অগ্নির বল বৃদ্ধি করে ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য নাভিমূল যদি প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ না করে, তবে প্রাণবায়ুর শক্তি নাই যে বাহিরের কোন পদার্থ গ্রহণ করে বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগের সময় সকলেই লক্ষ্য করিতে পারেন, নাভি অগ্রেই স্পন্দিত হয় নাভি শ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ যে শ্বাসে নাভিমূল দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয়, তাহাকে নাভিশ্বাস বলা যায় নাভিশ্বাস হইলে, মানুষ বাঁচে না উদান বায়ুকে জলীয় বাষ্পোৎপাদক হাইড্রোজেন বলা যাইতে পারে কণ্ঠে উদান বায়ুর স্থান, উদান যে জলীয় বাষ্প ঊর্দ্ধগামী করে, রসনায় আসিয়াই তাহা রসন নামক শ্লেষ্মায় পরিণত হয় নাইট্রোজেনকে বাঙ্গালায় সোমগুণ বিশিষ্ট পদার্থ বা ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা বলা যাইতে পারে যেমন সূর্য্যের প্রখরোত্তাপ সোমগুণ বিশিষ্ট চন্দ্র দ্বারা নিয়মিত হয়, ইহাও তদ্রূপ বায়ুর মধ্যে ৪ চারিভাগ নাইট্রোজেন আছে, নচেৎ অক্সিজেনের দাহিক শক্তি নিয়মিত হইত না, পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইত। বহির্জগতে সূর্য্যাপেক্ষা চন্দ্র বৃহৎ চন্দ্রের সোমগুণ দ্বারা সূর্য্যোত্তাপ মন্দীভূত হয় প্রাণ গ্রহণ করে, অপান পরিত্যাগ করে প্রাণবায়ু শীতল, অপান বায়ু উষ্ণ এই উষ্ণ বায়ু দূষিত, ইহাকে কার্ব্বন বলা যাইতে পারে

প্রাণায়াম।

প্রাণ আযম্যতে অনেনেতি প্রাণায়ামঃ প্রাণকে সংযত করার নাম প্রাণায়াম কোন মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নাসিকার একছিদ্র অঙ্গুলির দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাস বায়ুর আকর্ষণপূর্ব্বক উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ু রোধ, পরে অপর ছিদ্র দ্বার বায়ুর বিসর্জ্জন এবং পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত নাসার দ্বারা ঐরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচক প্রাণ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন যে ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণ স্থির বা সম্যক্‌রূপে সংযত অথবা নিয়মিত হয়, তাহাকে প্রাণায়াম কহে প্রাণ সংযত হইলেই

প্রাণের গতি স্বীয় ইচ্ছাধীন হয়, সুতরাং তখন মন বা চিত্ত সহজেই স্থির হয় এবং চিত্ত স্থির হইলেই নিজের বশীভূত বা আয়ত্তাধীন হয়, আর মন বশীভূত হইলে, ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসকল নিয়মিত হয়, যে হেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের অনুগত, যে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই প্রাণের অধীন, প্রাণই শ্বাস প্রশ্বাসরূপ গতি অবলম্বন করিয় সমুদায় দেহযন্ত্র পরিচালিত করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে উন্মুখ করিয়া দেয়

প্রাণই খাদ্যদ্রব্যকে রসরক্তাদিরূপে পরিণত করিয় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট অর্পণ করে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহ যন্ত্রের গতি, বল ও স্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখে প্রাণই ইন্দ্রিয়চক্রের, নাড়ীচক্রের ও মনের পরিচালক এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ প্রাণের চলনে, মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ, এবং প্রাণের স্থিরতায়, মনের স্থিরত হয়। প্রাণের চাঞ্চল্যেই মনের চাঞ্চল্য এবং প্রাণের গতির দোষেই মনের গতি দূষিত হইয়া থাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনের বিক্ষেপ, সমস্তই প্রাণগতির দোষে হইয় থাকে প্রাণ যদি স্থির এবং বশীভূত হয়, তাহ হইলে, মনও বিশুদ্ধ হয় প্রাণ যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মনের গতিও রুদ্ধ হয় আর্য্যের এইসকল সূক্ষ্মতত্ত্ব যোগবলে অবগত হইয়া মনো দোষ নিবারণ ব মনের বিক্ষেপ বিনাশের জন্য অথবা পাপক্ষয়ের জন্য প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন প্রাণায়াম সুসিদ্ধ বা আয়ত্ত হইলে মনের বিক্ষেপ বিদূরিত হয়, বিক্ষেপ বিদূরিত হইলে, চিত্ত স্থির, নির্ম্মল, পবিত্র, নির্দ্দোষ ও প্রসন্ন হয় এবং চিত্তের স্থিরতাবশতঃ যাবতীয় কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয় হিন্দু মতে পূজ, জপ, হোম প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার প্রথমেই প্রাণায়াম করা আবশ্যক

প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ-বিশেষ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে, অগ্রে যম, নিয়ম ও আসন জয় করিতে হয় পতঞ্জলি প্রাণায়ামের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির বিচ্ছেদই প্রাণায়াম আসন সিদ্ধ হইলে, প্রাণা য়াম অভ্যাস করা উচিত শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক চিরাভ্যস্ত গতি ভঙ্গ

করিয় তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করাই প্রাণায়াম, তবে আসন সিদ্ধ হইলেই প্রাণায়ামও অনায়াসে সিদ্ধ হয় ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ যম, নিয়ম ও আসন অভ্যস্ত না করিলে, প্রাণায়ামের অধিকারী হওয় যায় না।

ইদানীং "আমাদিগের আহার বিহার সমস্তই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতের উপর নির্ভর করে কখনও পাশ্চাত্যদেশ হইতে দধির মাহাত্ম্য, কখনও জলের মাহাত্ম্য, কখনও প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য আসিয়া পৌঁছিতেছে, আর পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন এদেশের জনগণ, তাহাই সমাজে প্রচার করিতেছেন, কি দুঃখের বিষয়, তাঁহারা একবারও নিজের পূর্ব্বপুরুষ কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন বা তাঁহারা আমাদের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছেন কিম্বা কিরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করেন না। কেবল পাশ্চাত্য মতামতের উপরে নির্ভর করিয়াই ব্যবস্থা দিয় থাকেন; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন বলেন, অন্যান্য জল অপেক্ষা গঙ্গাজলের একটা অসাধারণ শক্তি আছে, তখন তাঁহারাও বলেন, হাঁ হাঁ তাহাই ঠিক আবার যখন পাশ্চাত্যদেশ হইতে দধির মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়, তখন তাঁহারাও দধির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হন এইরূপ আরও কত আছে, কে তাহার সংখ্যা করে? বর্ত্তমানে আবার পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য আসিয়াছে, তাই এদেশের লোকও প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন

প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, নচেৎ নানাবিধ পীড়া হইবার সম্ভাবনা প্রাণায়াম শিক্ষার্থীর গুরুকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্রবিধান অবলম্বন পূর্ব্বক সাবধানের সহিত অল্পে ২ প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে, উহা ক্রমশঃ আয়ত্তীকৃত হয় প্রাণায়াম আয়ত্ত হইলে, যোগী তখন নিজের ইচ্ছামত প্রাণ পরিচালন করিতে সমর্থ হয়েন প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগীর কোন ব্যাধিই থাকে না, কিন্তু অনিয়মে অভ্যাস করিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার রোগই হইতে পারে বায়ুর গতির ব্যতিক্রম হইলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয় তবে কুম্ভক না করিয়া কেবলমাত্র পূরক ও রেচক করা যাইতে পারে। গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয় আস্তে আস্তে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, অনেক উপকার হয়

পূরক, কুম্ভক ও রেচক

প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশক্রমে নাসিকার দ্বারা বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিবে, ইহার নাম পূরক, সেই আকৃষ্ট বায়ু পরিমিত রূপে ধারণ বা অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম কুম্ভক শেষে ধীরে ধীরে শাস্ত্রোক্ত নিয়মমত তাহা পরিত্যাগ করার নাম রেচক পূরক ও রেচক কিছুই না করিয়া অভ্যন্তরে বায়ু রুদ্ধ করার নাম কুম্ভক কুম্ভ জলপূর্ণ করিলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়ে না, তদ্রূপ শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে, শরীরের মধ্যগত বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না শরীরের শিরা প্রভৃতি সমস্ত ছিদ্র যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে বিকল করিয়া ফেলে, কিন্তু যদি সমস্তস্থান বায়ুপূর্ণ হয়, তাহা হইলে, তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না, সুতরাং শরীরও নির্ব্বিকল, লঘু ও স্ফীতপ্রায় হয় প্রথম অভ্যাসকালে বায়ু পূরণের সময় প্রণব ৪ বার জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ, পরে ১৬ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, তৎক্ষণ কুম্ভক এবং ৮ বার জপ করিতে যে সময় লাগে ততসময়ে রেচক সম্পন্ন করিবে পরে যথাক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক ও ৩২ বার জপে রেচক করিবে পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ, কুম্ভকের সময় উপযুক্তরূপে কুম্ভক ও রেচকের সময় উপযুক্তরূপে রেচক করিতে হইবে। বায়ু যদি অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে রোমকূপ দিয়া নির্গত হইয়া দেহকে বিদীর্ণ করিতে এবং কুষ্ঠাদি ক্ষতরোগসকল আনয়ন করিতে পারে। অতএব সাবধানে আরণ্য হস্তীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিবে একেবারে অভ্যাস করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র তাহাতে কুফল ব্যতীত কিছুমাত্র সুফলের আশা নাই কি প্রাণবায়ু গ্রহণ, কি অপান বায়ু পরিত্যাগ, সবেগে কিছুই করা উচিত নহে এরূপ অল্পবেগে অর্থাৎ আস্তে আস্তে বায়ুত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু যেন উড়িয়া না যায় বায়ুর আকর্ষণ ও পরিত্যাগ, উভয় ক্রিয়াই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে পূরক, কুম্ভক কি রেচক ইহার কোনসময়েই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবে না। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহার অধিকারী হইতে হইবে। যাহারা সর্ব্বদা, ব্যাধিগ্রস্ত, বৃদ্ধ এবং যুবাকালে যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, যাহাদের

ক্লেশ সহ্য করিবার সামর্থ্য আদৌ নাই, কিম্বা মানসিক তেজ নাই এবং যাহারা গৃহবাসী, স্নেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, উৎসাহশূন্য ও নির্বীর্য্য, এই সকল লোক যদি প্রাণায়াম বা যোগ অবলম্বন করে, তাহা হইলে, তাহাদের দীর্ঘ কালে সাফল্যলাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, পরন্তু, না হইবারই অধিক সম্ভাবনা, কারণ এই সকল ব্যক্তি নিকৃষ্ট অধিকারী

যাহারা অতি প্রৌঢ় নহে, অথচ নিয়মিত যোগাভ্যাসে রত থাকে, যাহাদের বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান এবং যাহারা যোগ পথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং যাহাদের উৎসাহ মধ্যম ও সংসারাসক্তি তত প্রবল নহে, এইরূপ ব্যক্তিরাই প্রাণায়াম শিক্ষার মধ্যম অধিকারী

যাহারা অতি পবিত্র ও মহান্, বীর্য্যশালী, উৎসাহসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, একস্থানে নিশ্চল বা স্থির থাকিতে পারে বা অচঞ্চল স্বভাব, অরোগী, সুহৃমনাঃ, স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানী ও শাস্ত্রাভ্যাসে রত, তাহারা প্রাণায়াম শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী

যাহারা প্রভূত বলশালী, সুদৃঢ়াবয়ব, তীব্র মানসিক অধ্যবসায়শীল- গুণগ্রামে বিভূষিত, অতি শান্তস্বভাব, সকলপ্রাণীর মঙ্গলেচ্ছু, করুণহৃদয়, ব্যাধিহীন, অন্তর ও বহির্মলশূন্য, নির্ভীক এবং অব্যাকুলচিত্ত, তাহারা প্রাণায়ামের বিশেষ অধিকারী।

মনের অনুকূল ও নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই, তথায় প্রাণায়াম করা যাইতে পারে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের সময় রাত্রিশেষে ও মধ্য রাত্রে ধ্যানের সময় প্রাতঃকাল শব্দে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বুঝিতে হইবে হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতুতে যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে ঐ সকল ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে, রোগ হইবার সম্ভাবনা। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে, মিতাহারের বিশেষ প্রয়োজন উদরপূর্ণ করিয়া কদাপি আহার করিবে না। ভোজ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট, স্নিগ্ধ অথচ বলকর হওয়া প্রয়োজন। দুগ্ধ, ঘৃত, দাইল, ডাল্না প্রভৃতি আহার করা উচিত যে পরিমাণ আহার অভ্যস্ত থাকে, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী কদাপি আহার করা উচিত নহে। অধিক আহার করিলে, তাহা সুজীর্ণ হইতে বিলম্ব হয়, সুতরাং প্রাণায়ামের সময় শরীরে যথারীতি বায়ু চলাচল করিতে পারে না। আহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন

প্রাণায়ামের গুণাগুণ বিশেষরূপে আলোচনা না করিলে, ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রত্যেক যোগ শাস্ত্রেই ইহার কৌশল ও ব্যবস্থা বিষয়ক উপদেশ এবং ফলাফলের বিষয় বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে সেই সকল আলোচনার ফলে বুঝা যায় যে, প্রাণায়াম একপ্রকার প্রাণবায়ুর যন্ত্র, অর্থাৎ যে প্রাণবায়ু বিনাযত্নে বা স্বভাবতঃ সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রাণায়াম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, তাহাকে অন্য একপ্রকার নূতনভাবের অধীন করাই ঐ যন্ত্রের কার্য্য; প্রাণায়ামরূপ এই প্রাণযন্ত্র আয়ত্ত হইলে, চিত্ত যে কতদূর কৌশলী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা অধর বলিয়া শেষ করা যায় না ইহা হইতেই অণিমালঘিমাদি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায় দেহ অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও বায়ুর ন্যায় লঘু হইলে, সেই দেহের দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়, কিন্তু কার্য্য বড় সহজ নহে।

প্রাণায়ামের ফল।

আমাদিগের শরীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্ঘর্ষণে সর্ব্বদা মৃদুদহন ক্রিয়া হইতেছে উৎপত্তিশীল দ্রব্যমাত্রেই ক্ষয়শীল, আজ হউক, কাল হউক, দুইদিন পরেই হউক, উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রেই বিনাশশীল, তবে কোন কোন পদার্থ দ্রুতবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও তাহা সহজে অনুভব করা যায়, আর কোন পদার্থ বা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা সহজে অনুভব করা যায় না, তবে একথা ঠিক যে, ধীর চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে, সমস্ত পদার্থই যে, ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যেরূপ ময়দা পেষণ করিতে করিতে যাঁতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘর্ষণে আমাদিগের শরীরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাঁতায় ময়দা পেষণ করিতে করিতে যাঁতা ও ময়দা উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বায়ুর ঘর্ষণে কেবল শরীরই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ইহা দ্বারা বায়ুর ঐশ্বর্য্য বিশিষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে। বায়ুই সৃষ্টিকর্ত্তা, বায়ুই স্থিতিকর্ত্তা এবং বায়ুই লয়কর্ত্তা বায়ু অণু পরমাণুকে সংহত বা জমাট্ করিয়া এক একটি দেহাবয়ব গঠন করিতেছে, বায়ুই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে দেহে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিতেছে এবং বায়ুই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিনিয়ত তিল তিল করিয়া দেহক্ষয় করিতেছে, এইরূপে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে যখন শরীরের মূল ধাতুগুলি

নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন দেহখানিকে একটি ধাক্কা মারিয়া নবদ্বারের কোন দ্বার দিয়া বায়ু বহির্গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেহখানিও ধূলায় লুটায় এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বায়ুই আমাদিগের প্রাণ, বায়ুই আমাদিগের প্রভু, বায়ুই আমাদিগের যম বায়ুই আমাদের গতি, বায়ুই মুক্তি এবং বায়ুই সর্ব্বস্ব শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ফিরাইয়া বায়ুর চাঞ্চল্যটুকুকে স্থির করিতে পারিলেই, অমরত্ব লাভের অধিকারী হওয়া যায় তখন আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ বা মান সম্মান কিছুতেই চঞ্চল করিতে পারে না দেহের ক্ষয়বন্ধ হইয়া যায়, ক্ষয়বন্ধ হওয়াতে সুতরাং ক্ষুধা হয়না, ক্ষুধা হয়না বলিয়া খাদ্যেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় না, পরন্তু দেহের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ায় শরীরে ব্রহ্মতেজ এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয় যে, সেই তেজে পৃথিবীটাকে এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ করা যায়, বিশেষতঃ সহস্রার হইতে যে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিয়াই তখন অক্লেশে জীবনধারণ করা যায় কেবল পৃথিবীতে আর্য্যগণই এইরূপ অমৃত-লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন অতীব গৌরবের বিষয় এই যে, আমরা সেই আর্য্য-সন্তান

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, সকলেরই প্রাণায়াম করা উচিত কিনা। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, জগতে প্রত্যেক বিষয়েরই ভালমন্দ দুইটা দিক্ আছে, সুতরাং এমন কোন বিষয় নাই বা হইতেই পারেনা যে, তদ্দ্বারা সকলেরই ভাল হইতে পারে, সুতরাং পাত্র ভেদে বিচার করিয়া ভাল মন্দ স্থির করিতে হয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ প্রাণায়াম সম্বন্ধে বিচার করিয়া কে উপযোগী, কে অনুপযোগী, তাহাও স্থির করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী আর্য্যসন্তান যেন পরের কথায় ভুলিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ মুনি ঋষিগণের আদেশ অবহেলা না করেন তাঁহাদিগের নিকট আমার ইহাই অনুরোধ যাহারা প্রাণায়ামের অধিকারী নহে, তাহাদের পক্ষে গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে প্রশ্বাস বায়ুর পরিত্যাগ সহজ অথচ উৎকৃষ্ট পন্থা ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয়

নবদ্বার।

প্রাণের দ্বার নয়টি যথা—

অক্ষিণী কর্ণরন্ধ্রে চ পায়ূপস্থাস্যনাসিকাঃ।
নবচ্ছিদ্রাণি তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু।

অর্থাৎ নেত্রদ্বয়, কর্ণরন্ধ্রদ্বয়, পায়ু, উপস্থ, মুখ ও নাসারন্ধ্রদ্বয় এই নয়টি প্রাণের আয়তন স্থান মৃত্যুকালে এই সকল দ্বার দিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয় এতদ্ব্যতীত আরও একটি দ্বার আছে, তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, যোগীদিগের এই পথে প্রাণ বহির্গত হয় ৫৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য

শীতল বায়ু।

উষ্ণ বায়ু অপেক্ষা শীতল বায়ু অধিকতর বলপ্রদ, এইজন্য শীতকালে শরীর অধিকতর সুস্থ থাকে এবং শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণও অধিকতর বলিষ্ঠ বঙ্গদেশের লোক অপেক্ষা নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের অধিবাসিগণ যে অধিক বলবান্, তাহার কারণ, বঙ্গদেশের বায়ু স্বভাবতঃ উষ্ণ এবং ঐ সকল পার্ব্বত্য দেশের বায়ু শীতল দিবাভাগে প্রবহমান বায়ু অপেক্ষা নৈশ বায়ু শীতল, এইজন্য নৈশ বায়ু অধিকতর বলপ্রদ শীতল বায়ু যে অধিক বলপ্রদ তাহার একমাত্র কারণ, শীতল বায়ু দ্বারা দেহস্থ বাহ্য উষ্মা বা তাপ প্রতিহত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া উষ্ণবায়ু অপেক্ষা শীতল বায়ু ঘন, একারণ পক্বাশয় হইতে পাচকাগ্নির যে তাপ সর্ব্ব শরীরে বিক্ষিপ্ত হয়, বাহ্য শীতল বায়ু দ্বারা সেইতাপ বিতাড়িত হইয়া পক্বাশয়ে গমন করে, এই জন্যই গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক ক্ষুধা হয় এবং আহার্য্য সুচারুরূপে পরিপাক হয় এইরূপে পক্বাশয়ের উত্তাপবৃদ্ধিই বল ও ক্ষুধা বৃদ্ধির কারণ আর শীতকালে শীতলজলে স্নান করিবার অব্যবহিত পরেই যে শীত থাকে না, তাহারও কারণ ইহাই উষ্ণবায়ু শীতল বায়ুর ন্যায় বলপ্রদ নহে, এইজন্য বঙ্গদেশের বায়ু শীতপ্রধান দেশের বায়ুর ন্যায় স্বাস্থ্যকর নহে

পৃথিবী

পৃথিবীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে শ্রুতিতে দেখিতে পাই—

তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশসম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নে
রাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীচোৎপদ্যতে

অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। আমি ৮ পৃষ্ঠায় সৃষ্টিতত্ত্বে বলিয়াছি, জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্ত আকাশ অচলের ন্যায় নিশ্চল অন্ধকারময় ছিল, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর সম্পর্কও ছিল না আত্মা হইতে আকাশের বিকাশাবস্থা, তৎপর

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণে শূন্যময় অন্ধকার আকাশ বায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল এই সময়ে বাষ্পদ্বারা আকাশ বা সমস্ত জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হওয়াতে প্রত্যেক বাষ্পকণার পরস্পর আকর্ষণে ও সংঘাতে অণু পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে জৈন দর্শনে দেখা যায়—

অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যন্তে।
তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্টশক্তিরেবাত্মসংযোগে কারণভাব মাপদ্যতে।

অর্থাৎ অণুসমূহের পরস্পর সংঘাতে দ্বি অণু ও ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে বিস্তৃতিলাভ করে এবং তাহারা ক্রমশঃ ঘনত্ব ও জগদ্ব্যাপকত্ব প্রাপ্ত হয়। অবশেষে তাহাদিগের মধ্যস্থ আকৃষ্ট শক্তিই আত্মসংযোগে কারণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এতদ্দ্বারা একটি জগদ্ব্যাপী আণবিক আকর্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ঘনীভূত অণুমণ্ডলীর আকর্ষণাধিক্যে দূরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর অণুসমূহের গতিতে সুতরাং বায়ুর দ্রুতগমন ও সঙ্ঘর্ষণ হেতু তেজ হইতে জল এবং সেই জল হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি সূচিত হইতেছে বায়ু বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য

আমি এইগ্রন্থে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি সমস্তই এই আকর্ষণের সূত্র অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি। বহির্জগতের এই আকর্ষণের সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বেশ সাদৃশ্য আছে মাধ্যাকর্ষণ বলিলে কেবল ঊর্দ্ধ মহাকাশ ও নিম্ন পৃথিবীর আকর্ষণই বুঝায়, কিন্তু ঐরূপ প্রাণ ও অপানের আকর্ষণের ফলে দেহও খাড়া থাকে। আকর্ষণ বা টানাটানি বন্ধ হইলেই মানবদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হয় এবং অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয় হয় পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ যে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, এতদ্দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হয়

সম্পূর্ণ

শুদ্ধি-পত্র।

(অবতরণিকা।)

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ
১/০	১	প্রচার	প্রচারে
৵০	২৮	প্রত্যববায	প্রত্যবায
।/০	৩	স্বাস্থ্যবৃত্তানুষ্ঠানঞ্চ	স্বাস্থ্যবৃত্তানুষ্ঠানঞ্চ
।/০	১৫	স্বাস্থ্যবৃত্তের	স্বাস্থ্যবৃত্তির
৸০	৯	ধাতুসমুহ	ধাতুসমূহ
”	১৭	স্বগিন্নাদস্তস্ম	স্বগিন্বাদস্তস্মাদ্বা
”	১৮	সমানগুণঃ	সমানগুণাঃ
৸৵০	১২	যথস্ব	যথাস্ব
”	১৬	উষ্মাপাক করে,	উষ্মা পাক করে, বায়ু-অপকর্ষণ করে
৷৶০	২৬	বৈজ্ঞানিক	বৈজ্ঞানিক
১/০	১০	অস্ত্র্য	অস্ত্যঃ
১৵০	৩	আধূনিক	আধুনিক

আয়ুর্ব্বেদে-বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব

১	৯	হাস্যাস্পদ	উপহাসাস্পদ
২	৯	নায়ুষ্যাণ্য	নায়ুষ্যাণ্য
২	১০	পরস্থায়ূ	পরস্থায়ু
২	১৫	যায	যায
২	১৮	আয়ূষ্কর	আয়ুষ্কর
২	১৯	যায	যায
৩	৮	বিভক্ত করা যায	বিভক্ত হইয়া থাকে
৩	১০	জরায়ূজ	জরায়ুজ
৩	”	চতুর্ব্বিধ	চতুর্ব্বিধ
৩	১৪	অন্তর্গত	অন্তর্গত
৩	২২	মূলভিত্তি	মূলভিত্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৩	যায	যায়
৬	২৭	নিরূপণেব	নিরূপণের
৭	১৩	যেমন	যেমনি
৭	১৬	সৃষ্টিক্রম	সৃষ্টিক্রমি
৭	৯	উৎপত্তি	উৎপত্তি
৮	৪	সৃষ্টি হইতে	সৃষ্ট হইতে
৯		সৃষ্টি এক	সৃষ্টিব এক
৯	৩	পূর্ণ	পূর্ণ
১০	৬	জড়ীযরূপ	জড়িরূপ
১১	১	সত্ত্ব	সত্ত্বং
১১	৩	ষৎ	যৎ
১২	৪	কৃৎস্ন	কৃৎস্ন
১২	১৪	রূপিণী	রূপিণী
১২	২৬	বিস্ময	বিস্ময
১২	২৭	স্পর্শন	স্পর্শন
১৩	৯	মূর্ত্তি	মূর্ত্তি
১৩	১৬	অহংভারে	অহংভাবে
১৩	২৯	উপমা	উপমা
১৬	৯	হৃদিপ্রাণ	হৃদিপ্রাণো
১৭	২৯	মূলাধাব	মূলাধাব
১৮	৬	তৎসত্ত্বেও	তৎসত্ত্বেও
১৮	১১	পবম্পর	পবম্পর
১৯	১	ন্ন	ম্ন
১৯	৪	উত্তবে	উত্তবে
১৯	১১	যেহেতু	যেহেতু
২০	১২	বায়ু	বায়ু
২০	২৭	স্পর্শেন্দ্রিয়ং	স্পর্শেন্দ্রিয
২১	১২	সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম	সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
২১	১৩	অসম্পৃক্ত	অসম্পৃক্ত

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	২২	ভুক্তদ্রব্য	ভুক্তদ্রব্য
২২	৭	মুহূর্ত্তও	মুহূর্ত্তও
২৩	৭	যথাসঙ্খ্যেণা	যথাসঙ্খ্যেনা
২৩	২০	আকর্ষণ	আকর্ষং
২৩	২৪	ষাযনা	যাযনা
২৪	১১	বায়ুঃ	বায়ুঃ
২৪	২৯	বায়ুনাং	বায়ুনাং
২৫	১০	ষথাক্রমে	যথাক্রমে
২৫	২৪	বাক্যোচ্চারণ	বাক্যোচ্চারং
২৫	২৫	বায়ু	বায়ুঃ
২৬	৯	মুত্রাদীন্	মূত্রাদীন্
২৬	১১	প্রভৃতি	প্রভৃতি
২৮	৯	অলোচক	আলোচক
২৯	৪	মত্তা	মহা
২৯	৫	যত্ত	যত
২৯	৮	যেহেতু	যেহেতু
২৯	২৪	তদ্বদ্ধি	তদ্বৃদ্ধি
৩০	১	সন্দেহ	সন্দেহঃ
৩৩	১৭	যদালোচক	যদালোচক
৩৪	১২	মনুষ্যানাং	মনুষ্যাণাং
৩৫	১২	সংশ্লেষ্মণ	সংশ্লেষণ
৩৫	১২	আনুকুল্য	আনুকূল্য
৩৫	২৮	পুর্ব্বক	পূর্ব্বক
৩৬	১	বিদধাত্যসৌ	সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ
৪১	৩	আশক্তি	আসক্তি
৪৬	২	নিযাময্ম্	নিরাময়ম্
৪৩	৫	ব্রজত্বর্দ্ধং	ব্রজত্যূর্দ্ধং
৪৬	১৫	সুষুম্নানাড়ী মেরুদণ্ড মধ্যস্থ	মেরুদণ্ড মধ্যস্থ সুষুম্না- নাড়ীর অন্তর্গত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭	১৩	যোগ	যোগ
৪৭	১৯	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
৪৭	২৩	অকর্ষণ	আকর্ষণ
৪৭	৩০	নাসাবন্ধ	নাসাবন্ধ্র
৪৮	২৩	তস্যাভিঃ পঞ্চভি	তস্যাশ্চ পঞ্চভিঃ
৪৯	২০	স্পন্দিত	স্পন্দিত
৫০	২৩	স্বাপতি	স্বপিতি
৫০	২৪	জগর্ত্তি	জাগর্ত্তি
৫১	৮	শাখায	শাখীয়
৫২	২৬	ধমনীনাংস্তথা	ধমনীনাং তথা
৫৩	২১	স্তাবন্ত্যঃ	স্তাবন্ত্যঃ
৫৬	১৪	পাশ্বদ্বয	পার্শ্বদ্বয
৫৬	১৭	শরীরের বামপার্শ্বে	হৃদয়ের বামপার্শ্বে
৫৭	১৪	দ্দ্রব্যাভির্নিবৃত্তি	দ্রব্যাভির্নিবৃত্তি
৫৯	১৭	রগ্নিষোমীয	রগ্নীষোমীয়
৬১	৩	যশতঃ	বশতঃ
৬১	২৫	ধৈবত পঞ্চম	পঞ্চম, ধৈবত
৭৫	১৭	সংসায়	সমাবেয়
৭৬	১৩	আকুঞ্চণ	আকুঞ্চন
৭৬	১৬	ঐ	ঐ
৭৬	১৭	ঐ	ঐ
৭৬	২৫	মহাভারতেয	মহাভারতেব
৭৭	২২	বাদ্যযন্ত্রে	বাদ্যযন্ত্রে
৭৮	৩	ভাহা	তাহা
৭৮	২০	বিষয়	বিষয়ে
৮২	২৯	সূর্য্যের	সূর্য্যের
৮৪	১৯	ঋতুর	শীতঋতুর
৮৪	২২	ধালু	বা"লু"
৮৫	১০	আকর্ষনের	আকর্ষণের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৮৭	২৭	বাযুপিত্ত	বায়ুপিত্ত
৮৮	১৫	শুক্র	শুক্র
৮৮	২২	আকুঞ্চণ	আকুঞ্চন
৮৮	২৩	ঐ	ঐ
৯১	১০	মুক্তি	যুক্তি
৯১	১৮	মুল	মূল
৯২	১১	ন ভমণ্ডল	নাভিমণ্ডল
৯৩	২৬	বহভুক্তান্ন	বহুভুক্তান্ন
৯৫	২৮	বক্তঃ	বক্তৃঃ
১০৪	১৫	বিরুদ্ধাণি	বিরুদ্ধানি
১০৯	৩	অনুকুল	অনুকূল
১০৯	১৪	ব য়ুদ্বাবা	বায়ুদ্ব বা
১০৯	১৯	অন্তর্ব্বায়ুর	অন্তর্ব্বায়ুব
১১২	৮	বিন্মূত্রং	বিণ্মূত্রং
১১৫	১১	যত্ত	যত্তু
১১৫	২৮	পিত্তহ	পিত্তই দেহে
১১৭	১৬	সূর্য্যক্রিযাব	সূর্য্যক্রিযাব
১২৫	২৬	উর্দ্ধপামী	উর্দ্ধগামী
১৩২	২৯	সন্ধিসমুহে	সন্ধিসমূহে
১৩৩	১	কবিভে	কবিতে
১৩৩	৩	আকুঞ্চণ	আকুঞ্চন
১৩৩	৫	ঐ	ঐ
১৩৩	১২	ঐ	ঐ
১৩৩	১৮	ঐ	ঐ
১৩৩	১৯	ঐ	ঐ
১৩৩	২৮	ঐ	ঐ
১৩৩	২৯	ঐ	ঐ
১৩৫	১৪	জলী	আপ্যাগ্নিজলী
১৩৫	১৫	আগ্নেযাংশ	তৈজসাগ্নি আগ্নেযাংশ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৩৫	১৫	বাযব্য	বাযব্যাগ্নি বাযব্য অংশ
১৩৫	১৫	আকাশীয	নাভসাগ্নি আকাশীয
১৩৫	১৬	ক্রিযা	ক্রিযাব
১৩৬	৫	মুত্রং	মূত্রং
১৩৭	১০	বায	বায
১৩৭	১৩	যোনিবন্ধ	যোনিবন্ধ্
১৩৮	২৭	র্নযনো	র্নযনযো
১৩৯	১৬	অগ্নিসোমা	অগ্নীযোমা
১৪৭	২৯	সসংর্পণ	সংসর্পণ
১৪৮	৪	ক্লিমি	ক্রিমি
১৪৮	২৩	ত্রৈ	ত্রৈ
১৪৯	১০	ত্রৈ	ত্রৈ
১৪৯	২৮	কুপিতা	কুপিতা
১৫০	১২	বৈষম্য	বৈষম্য
১৫০	২০	সংক্র	সংক্র
১৫০	২৪	অগ্নি	অগ্নী
১৫৪	২৪	নিমিত্তজান	নিমিত্তজ্ঞান
১৫৪	২৫	সত্ত্ববান্	সত্ত্ববান্
১৫৫	৬	সর্পিভি	সর্পির্ভি
১৫৮	২৭	মূক্ত	যুক্ত
১৬৪	২৬	কাশ	কাস
১৬৪	২৭	কাশী	কাসী
১৬৫	২৩	সমুহ	সমূহ
১৬৬	১৩	কাশ	কাস
১৬৮	১৬	জাঙ্গলো	জাঙ্গলঃ
১৭৩	১৪	পচন্তি	পচন্তি
১৭৪	৩	যৎ	যৎ
১৭৫	২৩	বিন্মূত্র	বিণ্মূত্র
১৭৫	২৪	স্বপ্নাবোধৈঃ	স্বপ্নাববোধৈঃ

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৭	১৩	প্রতুষ্যো	প্রত্যুষে
১৭৭	১৩	মুহুর্ত্তে	মুহূর্ত্তে
১৭৯	৪	দোষাণাং ক্ষযেচ	দোষাণাঞ্চ ক্ষযে
১৮১	২৪	বিন্মূত্রং	বিণ্মূত্রং
১৮২	১৮	মৃদুনাং	মৃদুনাং
১৮৩	২১	দীঘেব	দীর্ঘেব
১৮৬	১৪	শৌযৌচ	শৌযৌচ
১৮৬	১৭	পিণ্ডীষু	পিণ্ডিষু
১৮৭	১৪	শ্বাসবোধবন্ধ	শ্বাসরোধ
১৯২	১১	ধ্যান	ধ্যার্নি
১৯২	২১	মথোবাচ	যথোবাচ
১৯৩	২৭	স্তিস্রি	স্তিস্থ
২০৪	৪	যন্নাদ	যস্মাদ
২০৫	১৯	কেবলে	কেবল
২২১	২৫	দন্দ্ব	দ্বন্দ্ব

শুদ্ধি-পত্র সম্পূর্ণ

সূচীপত্র।

(অবতরণিকা।)

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পুরুষের সহিত বাহ্যজগতের তুল্যতা	৵০
বায়ুর মাহাত্ম্য	৵০
বাহ্যবায়ুর সহিত অন্তর্বায়ুর সমতা	’
বায়ুর প্রাধান্য	”
বায়ুস্তুতির ফল	৶
প্রকৃতিভূত বাহ্যবায়ুর লক্ষণ	”
প্রকুপিত বাহ্যবায়ুর লক্ষণ	”
অগ্নি ও পিত্তের তুল্যতা ও ক্রিয়া	০
সোম ও শ্লেষ্মার তুল্যতা ও ক্রিয়া	”
প্রকুপিত ও অপ্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ক্রিয়া	/০
শারীর বিজ্ঞানের উপযোগিতা	৶০
শারীরিক ধাতুসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি	”
সমগুণ আহারের আবশ্যকতা	৸/০
প্রকৃতিভূত বাতাদির ফল	৮৵০
বায়ু বিজ্ঞান	১/০
বায়ুর রাসায়নিক তত্ত্ব	১৶০
অণু পরমাণু	১/০
পাশ্চাত্য বায়ুবিজ্ঞান	”
বায়ুর চাপ	১৶০
বায়ু প্রবাহ	”
শ্বাস ক্রিয়া	১০
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের আবিষ্ক্রিয়া	১/০
মন্তব্য	১৵০
প্রাণায়াম	১৸৵০
পূরক, কুম্ভক ও রেচক	২/০
প্রাণায়ামের ফল	২৶০
নবদ্বার	২০
শীতল বায়ুর উপকারিতা	২/০
পৃথিবী	২/০

আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিজ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যা	১
আয়ুর্ব্বেদের ব্যুৎপত্ত্যর্থ	২
শারীর বিজ্ঞান, ভৈষজ্যবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা	৩
বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সকলরোগের মূল	৪
সৃষ্টিক্রম	৫
প্রকৃতি ও পুরুষ	”
সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা	৮
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড	১১
প্রকৃতির সাম্য ও বৈষম্য অবস্থা	১৩
অষ্টপ্রকৃতির বিবরণ	১৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পঞ্চবায়ুর বিবরণ	১৬
উদ্ভিদ	১৮
উদ্ভিদের জীবত্ব	১৯
অচেতন বা জড়পদার্থ	২০
পঞ্চভূতের লক্ষণ	"
আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা	২০
দোষ শব্দের নিরুক্তি	"
বায়ুর স্বরূপ ও প্রকার ভেদ	২৫
পঞ্চবায়ুর কার্য্য	২৬
পিত্তের স্থান	২৮
পাচকাগ্নির স্বরূপ	৩০
সোমমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল	৩২
পঞ্চ পিত্তের কার্য্য	৩৩
শ্লেষ্মার স্বরূপ ও নাম	৩৪
পঞ্চ শ্লেষ্মার কার্য্য	৩৫
আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে সত্ত্ব, রজ ও তম	৩৮
নাড়ীবিজ্ঞানে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা	৪১
ধমনী	৫০
কণ্ডরা	৫৩
বন্ধ	৫৪
রজ্জু	"
হৃদ্‌গোলক বা ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড	"
প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ ও ক্লোম	৫৬
পদার্থ বিজ্ঞান	৫৭
রসবিজ্ঞান	৫৯
প্রভাব	৬০
শব্দবিজ্ঞান	"
মনোবিজ্ঞান	৬২
স্থূল সূক্ষ্ম	৬৫
লঘুগুরু	৬৭
শিরা	০৪
স্নায়ু	"
বায়ু, অগ্নি ও জলের শ্রেষ্ঠতা	৭৬
সপ্তস্বর ও ত্রিসপ্তক	৭৮
বায়ুর ক্রিয়া	৭৬
আবর্ত্তন	৭৯
জলে কেন আগুন জ্বলে না ?	৮৩
পর্ব্বতে কেন তুষারপাত হয় ?	"
সূর্য্য কেন অস্ত যায় ?	৮৪
মাধ্যাকর্ষণ	"
প্রদীপ ঢাকিয়া রাখিলে কেন নিবিয়া যায় ?	৮৫
বিজ্ঞানের প্রভাব	৮৬
অহিফেনের মাদকতা দূরীকরণ	"
অহিফেন	৮৭
কুকুরের বিষ দূরীকরণ	৮৮
উন্মাদে ধুতুরা	৮৯
ভাঙ্গ	৯০
শারীর বিজ্ঞান	"
নাভিচক্র	"
মেরুদণ্ড	৯২
আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে মানবপ্রকৃতি	৯৩
বাতপ্রকৃতির লক্ষণ	৯৫
পিত্তপ্রকৃতির লক্ষণ	৯৬
শ্লেষ্মপ্রকৃতির লক্ষণ	৯৭
সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম	৯৯
দোষ সঞ্চয়ের লক্ষণ	১০১
স্বভাবতঃ হিতকর দ্রব্য	১০৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্বভাবতঃ অহিতকর দ্রব্য	১০৪
গোমাংসের অপকারিতা	,,
সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য	,,
সংযোগ ও বিয়োগ	১০৫
ব্যাধি, দ্রব্য, রস ও প্রাণীর বিভাগ	,,
রোগবিজ্ঞান	১০৭
বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈজ্ঞানিক যুক্তি	১০৮
বায়ু	১০৯
বায়ুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব	১১২
পিত্ত	১১৪
শ্লেষ্মা	১১৬
চিকিৎসা-বিজ্ঞান	১১৮
সাম্য ও বৈষম্য	১১৯
রোগ সৃষ্টি	১১৯
প্রকৃতি	১১৯
দেহে রোগ বিস্তার	১১৯
হ্রাসবৃদ্ধি	১২০
দোষ, ধাতু ও মলের হ্রাস বৃদ্ধির লক্ষণ	১২১
অতিবৃদ্ধ দোষাদির লক্ষণ	,,
অতিবৃদ্ধ দোষাদির হ্রাসের উপায়	১২২
বমনদ্রব্য কেন উর্দ্ধগামী হয় ?	১২৫
বিরেচনদ্রব্য কেন অধোগামী- হয় ?	১২৫
দ্রব্য গুণ ও শারীরগুণের সমতা	১২৭
সাম্য ও বৈষম্য	১২৭
জল শোষণ	১২৮
অগ্নি-নির্ব্বাপন	১২৮
দুগ্ধোত্তোলনের কারণ	১২৮
সমান যোনির আকর্ষণ	১২৮
ভূতের স্বভাব	১২৯
সম্বর্দ্ধণ	১২৯
গন্ধ	১২৯
ধাতুসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি	১৩০
লঘুগুরু ও স্থূল সূক্ষ্ম	১৩০
বমন বিরেচন	১৩০
প্রলেপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা	১৩১
আয়ুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা	১৩১
সংশমন, সংশোধন ও সংগ্রহণ	১৩১
প্রলেপ	,,
তৈলঘৃত	১৩২
তৈল ঘৃতের ব্যবহার কেন কর্ত্তব্য, তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ	১৩২
তৈল ঘৃতের প্রয়োজনীয়তা	১৩৩
আহার	১৩৪
বাহ্যঅগ্নিরসহিতপাচকাগ্নিরতুলনা	১৩৫
পাচকাগ্নির ক্রিয়া	১৩৫
মল মূত্র ও রস রক্তাদি	১৩৫
অন্তরগ্নি কেন জ্বলনোন্মুখ থাকে	১৩৬
বীর্য্যে, রক্তে ও মলে জীবাণু	১৪৪
জীবাণু	১৪৫
চেতন, অচেতন ও জড়ের প্রকৃতি	,,
জীবাণুভীতি	১৪৬
জীবাণু দ্বারা জীবের পরিণতি	১৪৭
দেহে জীবাণু উৎপত্তির কারণ	১৪৮
গর্ত্ত	১৫০
গর্ত্তের বিশিষ্ট উপকারী পদার্থ	১৫১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গর্ভবৃদ্ধির হেতু	১৫২
শুক্র ও রজ কিরূপে সন্তানে পরিণত হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি	১৫২
অগ্নি	১৫৩
তৈলমর্দ্দন	১৫৭
বাহ্যপ্রকৃতির কার্য্য	১৫৯
তৈল-মর্দ্দন নিষেধ	১৬০
মলভাণ্ড চালনার ফল	১৬১
ব্যায়াম	১৬২
ব্যায়ামের উপকারিতা	১৬৩
স্নানের উপকারিতা	১৬৫
স্নান অগ্নির উদ্দীপক কেন?	১৬৫
দেশ	১৬৭
দেশ ভেদে ঋতুর প্রভাব	১৬৯
ঋতুর গুণ	,,
দেশ ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তন	,,
খাদ্য	১৭২
ঔষধ ও পথ্য	১৭৩
স্বাস্থ্য	১৭৪
ঘৃতের ছায়াতে মুখ-দর্শনের গুণ	১৭৮
অনাহার ও অসময়ে আহারের দোষ	১৬৮
বিপান	১৭৯
পান	১৮০
ভোজন	১৮১
...রিবর্ত্তন বা মৃত্যুলক্ষণ	১৮২
...্য ও প্রাণায়াম	১৮৪
...্য ও রোগবাধক শক্তি	১৮৫
...াদিক্ষয়ের লক্ষণ	১৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জল, বায়ু ও খাদ্য	১৮৭
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় কেন?	,,
জল, বায়ু ও খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ	১৮৮
তেজ, বল ও পুষ্টি	১৮৮
দন্ত	১৮৯
রসনা	১৯০
চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা	,,
সৃষ্টি ও রোগতত্ত্ব	১৯১
নাড়ীবিজ্ঞানে নাড়ী পরীক্ষা	১৯৩
রোগের অসাধ্য লক্ষণ	২০০
ব্যাধির লক্ষণ	২০১
ব্যাধির প্রকার ভেদ	,,
কর্ম্মদোষজ ব্যাধি	২০২
উপদ্রবের লক্ষণ	২০৩
অরিষ্টের লক্ষণ	২০৪
চিকিৎসার লক্ষণ	,,
চিকিৎসা বিধির উপদেশ	২০৪
রোগ না জানিয়া চিকিৎসা করিবার দোষ	২০৫
রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ে পারদর্শী বৈদ্যের গুণ	২০৬
অতিরিক্ত ক্রিয়া ও হীনক্রিয়া বর্জ্জনের বিধি	২০৭
চিকিৎসার ফল	২০৮
চিকিৎসার অঙ্গ	২০৯
রোগীর লক্ষণ	২০৯
চিকিৎসার উপযুক্ত রোগীর লক্ষণ	২১০
বৈদ্যের লক্ষণ	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৈদ্যের কথা	২১১
আয়ুর্ব্বিচার	২১৪
ভেষজের লক্ষণ	২১৫
রোগের হেতু ও বৈচিত্র্য	২১৭
জ্বর-পীড়ার সহজ উপায়	২২০
রোগ ভেদে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ	২২১
দূর্জলজনিত জ্বর (ম্যালেরিয়া)-চিকিৎসা	২২২
জ্বরাতীসার-চিকিৎসা	২২৫
প্লীহা যকৃৎ ও উদরোগ্রহ-চিকিৎসা	২২৫
পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক চিকিৎসা	২২৬
উদর রোগ-চিকিৎসা	২২৭
শোথ চিকিৎসা	২২৭
কাস চিকিৎসা	২২৮
ক্ষতজ কাসের নিদান ও লক্ষণ	২২৯
ক্ষয়জ কাস নিদান	২৩০
রাজযক্ষার নিদান ও লক্ষণ	২৩১
উরঃক্ষত নিদান	২৩২
কাস ও যক্ষার লক্ষণ	২৩৩
কাস ও যক্ষার প্রকার ভেদ	২৩৩
রোগের আদিকারণ	২৩৪
সংক্রামক রোগের লক্ষণ	২৩৬
রোগের নিদানবর্জ্জন আত্মরক্ষার উৎকৃষ্টতর উপায়	২৩৭
রোগ বাধিকা শক্তি	২৩৮
পাশ্চাত্যমতে যক্ষার কারণ	২৩৯
আয়ুর্ব্বেদ-মতে যক্ষার কারণ	২৪৩
যক্ষারোগে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ	২৪৩
কাসে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ	২১৪
রক্তপিত্ত-চিকিৎসা	২৪৫
অতিসার চিকিৎসা	২৪৫
গ্রহণী চিকিৎসা	২৪৫
অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা	২৪৬
অজীর্ণাদি রোগের নিদান	২৪৭
অম্লপিত্ত চিকিৎসা	২৫০
অর্শোরোগ-চিকিৎসা	২৫০
ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা	২৫০
দাহ-চিকিৎস	২৫০
তৃষ্ণা চিকিৎস	২৫০
বমন-চিকিৎসা	২৫০
অরুচি চিকিৎসা	২৫১
স্বরভঙ্গ চিকিৎসা	২৫১
হিক্কা চিকিৎসা	২৫১
বাতব্যাধি-চিকিৎসা	২৫১
বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা	২৫২
উন্মাদ-চিকিৎসা	২৫৫
মূর্চ্ছা চিকিৎসা	২৫৬
আমবাত-চিকিৎসা	২৫৬
বাতরক্ত-চিকিৎসা	২৫৭
উরুস্তম্ভ চিকিৎস	২৫৭
শূল চিকিৎসা	”
উদাবর্ত্ত ও আনাহ-চিকিৎসা	২৫৮
গুল্মরোগ-চিকিৎসা	”
হৃদ্রোগ-চিকিৎসা	”
বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্ন-চিকিৎসা	২৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্লীপদ-চিকিৎসা	"	উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা	"
কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ চিকিৎসা	"	উপদংশ ও বাতরক্ত সম্বন্ধে মন্তব্য	"
শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ-চিকিৎসা	২৫৯	রক্তদোষে অভ্যঙ্গাদি নিষেধ	২৬০
		প্রমেহ-চিকিৎসা	
		সমাপ্তি-মন্তব্য	

সূচী সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

[পরিশিষ্ট খণ্ড]

আয়ুর্ব্বেদে—বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে জগৎ আলোকিত এবং সেই আলোকে সকলেই মুগ্ধ, কিন্তু আমরা কবির ভাষায় বলিতে গেলে "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" কোনও প্রকারে কালযাপন করিতেছি, এ অবস্থায় যদি আমাদিগকে কেহ বলে যে, তোমাদের কিছুই নাই বা কস্মিন্‌কালেও ছিল না, তাহাতে বক্তার কোনই অপরাধ নাই কারণ যতদিন আমরা কর্ম্মক্ষম না হইব বা কার্য্যের দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে না পারিব, ততদিন কেবল 'কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না' অথবা আমাদেরও সবই ছিল বা আছে, একথা বলিলে, কেহই শুনিবে না, বরং হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও এক্ষণে অসাধারণ উন্নতি, সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু তথাপি আমাদের হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে, বরং সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, একমাত্র সত্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ যুক্তি প্রদর্শন করিব।

অগ্রে দেখা যাউক বিজ্ঞান কি। বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ-রূপে জানা। বিজ্ঞান স্থূলবুদ্ধির অতীত। স্থূলজ্ঞান দ্বারা কেবল স্থূল পদার্থের ক্রিয়াই জানা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞান ব্যতীত সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায় না। শারীর-বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান এই দুই বিজ্ঞান লইয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান

এবং শারীর বিজ্ঞান, ভৈষজ্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানত্রয়ের সমষ্টি আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ এই—

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধে র্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥
আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ

তথাচ অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্ব্বিন্দতি বেত্তি চ
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ

শরীরজীবযো র্যোগো জীবনং, তেনাবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুঃ, আয়ুর্ব্বেদেনায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা তেষাং সেবনত্যাগাভ্যামারোগ্যেণায়ুর্ব্বিন্দতি, তেনৈবহেতুনা পরস্যায়ুর্ব্বেত্তি চ।

এই শাস্ত্র দ্বারা আয়ু অর্থাৎ জীবিত কালের হিতাহিত বা মঙ্গলামঙ্গল, রোগোৎপত্তির কারণ এবং রোগ প্রশমনের উপায় জানা যায় বলিয়া ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে অথবা—

এই শাস্ত্র দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় কিম্বা আয়ু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলা যায়। শরীর এবং জীবাত্মার সংযোগের নাম জীবন এবং সেই সংযোগাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যাবৎ জীবাত্মার বা প্রাণবায়ুর সংযোগ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেই কালকে আয়ু বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবে আয়ুষ্কর ও অনায়ুষ্কর দ্রব্যসকল অবগত হইয়া আয়ুষ্য দ্রব্য সেবন ও অনায়ুষ্য দ্রব্য পরিত্যাগ দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, পরন্তু তজ্জন্য অন্যের পরমায়ুও জানিতে পারা যায়।

অস্মিন্ শাস্ত্রে পঞ্চমহাভূতশরীরি সমবায়ঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। তস্মিন্ ক্রিয়া সোঽধিষ্ঠানং, কস্মাল্লোকস্য দ্বৈবিধ্যাৎ লোকোহি দ্বিবিধঃ স্থাবরো জঙ্গমশ্চ দ্বিবিধাত্মক এবাগ্নেয়ঃ সৌম্যশ্চ তদ্ভূয়স্ত্বাৎ পঞ্চাত্মকো বা। তত্র চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামঃ স্বেদজাণ্ডজোদ্ভিজ্জজরায়ুজঃ সংজ্ঞঃ। তত্র পুরুষঃ প্রধানং তস্যোপকরণ মন্যৎ। তস্মাৎ পুরুষোঽধিষ্ঠানম্ তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে

পঞ্চভূত বিশিষ্ট শরীরের সহিত যে চেতনশক্তি মিলিত হয়, তাহাকে

পুরুষ অথবা আত্মা কহে সেই পুরুষেতেই চিকিৎসাকার্য্য হইয়া থাকে, কারণ, সেই পুরুষই ব্যাধি এবং স্বাস্থ্যের আশ্রয় একমাত্র তিনিই সকল লোকের সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠাতা লোক দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম বৃক্ষ, লতা ও তৃণগুল্মাদি যাহারা গমনাগমন করিতে পারে না, তাহারা স্থাবর এবং মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, তাহারা জঙ্গম সেই স্থাবর জঙ্গমরূপ লোকদ্বয়, উষ্ণ ও শীতগুণ ভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য ভেদে দুই প্রকারে অথবা ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যায় সেই লোকদ্বয়ের মধ্যে প্রাণীর উৎপত্তি চারিপ্রকার, স্বেদ হইতে স্বেদজ, ডিম্ব হইতে অণ্ডজ, ভূমি হইতে উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ু হইতে জরায়ুজ জন্মে। সেই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে পুরুষই প্রধান, যেহেতু পুরুষই সকল পদার্থের অধিষ্ঠাতা,— সেই পুরুষেই দুঃখ সংযোগ হয় এবং সেই দুঃখ সংযোগের নামই ব্যাধি

রোগ প্রতিকারের নাম চিকিৎসা বাহ্য পদার্থের গুণাগুণ ও ক্রিয়া ভৈষজ্য বিজ্ঞানের অন্তর্গত শরীর রোগাধার শরীরে রোগ কেন জন্মে এবং শরীরাবয়ব কোন্ কোন্ পদার্থে কি ভাবে নির্ম্মিত, শরীর সম্বন্ধে এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব যে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, তাহাই শারীর বিজ্ঞান এবং রোগ কি কারণে জন্মে ও বাহ্য পদার্থের দ্বারা সেই রোগের প্রতিকার কেন হয়, যে শাস্ত্রের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্রের নাম চিকিৎসা-বিজ্ঞান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—শারীর বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান লইয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য –রোগের প্রতীকার, এক্ষণে দেখা যাউক সনাতন আয়ুর্ব্বেদের কলেবর কিসের দ্বারা গঠিত এবং আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তিই বা কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত; এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, কি শারীর-বিজ্ঞান, কি ভৈষজ্য বিজ্ঞান, কি চিকিৎসা-বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানেরই মূলভিত্তি বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা মহর্ষি সুশ্রুত বলেন——

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধো-মধ্যোর্দ্ধসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এবচ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবস্তদেভিরেব শোণিতচতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতঃ শরীরং ভবতি

অপরঞ্চ নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্নচ মারুতাদিতি

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই দেহোৎপত্তির কারণ যেমন তিনটি স্তম্ভে একখানি গৃহ ধারণ করে, তদ্রূপ ইহারাও শরীরের অধো, মধ্য ও ঊর্দ্ধ ভাগে অবিকৃত ভাবে অবস্থান করিয়া দেহ ধারণ করে, এই জন্য কোন কোন পণ্ডিত এই শরীরকে ত্রিস্থূণ অর্থাৎ তিনটি স্তম্ভবিশিষ্টগৃহ বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন ইহাদিগের বিকৃতি হইলেই দেহের নাশ হয় বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এবং রক্ত এই পদার্থচতুষ্টয় উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শরীরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে ফলতঃ এই চারিটী ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না, ইহারাই শরীরকে নিরন্তর ধারণ করিয়া রাখে এক্ষণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, শারীর বিজ্ঞানের মূল-ভিত্তি বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা অতঃপর দেখা যাউক, রোগ-বিজ্ঞানের মূলভিত্তি কি মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

সর্ব্বেষাঞ্চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং, তল্লিঙ্গত্বাদদৃষ্টফলত্বাদাগমাচ্চ যথাহি কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতং সত্ত্বরজস্তমাংসি ন ব্যতিরিচ্যন্তে এবমেব কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিত মব্যতিরিচ্য বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো বর্ত্তন্তে

অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই সকল রোগের মূল। সকল রোগেই তাহাদের বিকারলক্ষণ দৃষ্ট হয় বিকার-সম্ভূত বিশ্বরূপে অবস্থিত এই সকল জাগতিক পদার্থ যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ বিশ্বরূপে অবস্থিত বিবিধ বিকার সম্ভূত রোগসকলও বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। মহর্ষি সুশ্রুতের এই মহতী বাণীদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই যাবতীয় রোগের মূল এক্ষণে দেখ যাউক, যেসকল বাহ্য পদার্থদ্বারা রোগের প্রতিকার করা যায়, সেই ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের মূলভিত্তি কি। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশানাং সমুদয়াদ্দ্রব্যাভিনির্ব্বৃত্তিরুৎকর্ষস্ত্বভিব্যঞ্জকো ভবতীদং পার্থিবমিদমাপ্যমিদংতৈজসমিদং বায়ব্যমিদমাকাশীয়মিতি।

ইহার অর্থ এই—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে যে দ্রব্যে যাহার আধিক্য বর্ত্তমান, সেই

দ্রব্য সেই নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ পৃথিবীর আধিক্যে পার্থিব, জলের আধিক্যে আপ্য, অগ্নির আধিক্যে তৈজস, বায়ুর আধিক্যে বায়ব্য এবং আকাশের আধিক্যে আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায় এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই শরীরের মূল, বায়ু, পিত্ত শ্লেষ্মাই রোগের মূল, এবং বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা করার নামই চিকিৎসা এক্ষণে দেখা যাউক চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ যাহা লইয়া এই জগৎ রচিত হইয়াছে, সেই সৃষ্টির মূলভিত্তি এবং তাহার উপাদান কি

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বজীবাত্মসমবায়ঃ পুরুষঃ, তস্মাচ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং জীবাত্মনশ্চ স্বরূপনিরূপণায় সৃষ্টিক্রমমাহ

আত্মাজ্যোতিশ্চিদানন্দরূপো নিত্যশ্চ নিস্পৃহঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতের্যোগাৎ সগুণঃ কুরুতে জগৎ
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ
সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদন্বয়াৎ।

প্রকৃতের্নামাখ্যাহ
প্রধানং প্রকৃতিঃ শক্তির্নিত্যাচাবিকৃতিস্তথা
এতানি তস্যা নামানি পুরুষং যা সমাশ্রিতা

তথা সুশ্রুতমুপদিশন্ ধন্বন্তরিঃ

সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণমষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতু রব্যক্তং নাম তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং সমুদ্র ইবৌদকানাং ভাবানাং তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লিঙ্গ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে স চ ত্রিবিধো বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিরিতি তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ তৈজস সহায়াত্তল্লক্ষণান্যেবৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে তদ্‌যথা—শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্‌ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। ইতরাণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি উভয়াত্মকং মনঃ ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেব পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্তে তদ্‌যথা—শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমিতি

তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তেভ্যো ভূতানি ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যঃ এবমেষা তত্ত্বচতুর্বিবংশতির্ব্ব্যাখ্যাতা তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়াঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং যথাসঙ্খ্যং বচনাদানানন্দবিসর্গ বিহরণানি অব্যক্তং মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ শেষাঃ যে ডশবিকারাঃ

তত্র সর্ব্ব এবাচেতন এষ বর্গঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ, স চ কার্য্যকারণসংযুক্ত শ্চেতয়িত ভবতি উভাবপ নাদী, উভাবপ্যনন্তৌ, উভাবপ্যলিঙ্গৌ, উভাবপি নিত্যৌ, উভাবপ্যপরৌ, উভাবপি সর্ব্বগতাবিতি একাতু প্রকৃতিবচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসব ধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি, বহবস্তু পুরুষা শ্চেতনাবন্তোহগুণা অবীজ ধর্ম্মিণোহপ্রসবধর্ম্মিণে মধ্যস্থধর্ম্মিণশ্চেতি তত্র কারণানুরূপং কার্য্যমিতি কৃত্বা সর্ব্ব এবৈতে বিশেষাঃ সত্ত্বরজস্তমোময়া ভবন্তি

তস্যায়মর্থঃ অব্যক্তং ন ব্যজ্যতে অস্মিন্নিত্যব্যক্তং, মূলপ্রকৃত্যপর পর্য্যায়ং। তৎ সর্ব্বভূতানাং কারণং সমবায়িকারণম্ অকারণং ন বিদ্যতে কারণং যস্য তৎ সত্ত্বরজস্তমো লক্ষণং সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপম্। অষ্টরূপং অব্যক্তং মহান্ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রাণীত্যষ্টৌ রূপাণি যস্য তৎ যত ইন্দ্রিয়াণাং মহাভূতানাঞ্চ কারণতয়া মহদাদয়োহপি সপ্ত প্রকৃতয়ঃ। এবমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তমিত্যুপসংহারঃ। অচেতনা জড়া ত্রিগুণা তুল্যগুণএযাত্মিকা বীজধর্ম্মিণী সর্ব্বেষাং মহদাদীনাং বিকারাণাং বীজত্বেনাবস্থিতা। প্রসবধর্ম্মিণী পুরুষেণাক্রান্তা ক্ষোভং প্রাপ্য সম্যগতিক্রম্য মহদহঙ্কারাদিক্রমেণ জগতঃ প্রসবিত্রী অমধ্যস্থ ধর্ম্মিণী সুখদুঃখভোগ-ভোগিনী,, নতু সুখদুঃখভোগাদুদাসীনা নির্গুণঃ অবিদ্যমানসত্ত্বাদিগুণঃ অবীজধর্ম্মী মহাপ্রলয়ে মহদাদীনাং বিকারাণাং প্রকৃতাবিব তস্মিন্নবস্থানাৎ মধ্যস্থধর্ম্মী সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদিভ্য রুদাসীনঃ

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও জীবাত্মার মিলনকে পুরুষ বলা যায় পুরুষই চিকিৎসিতব্য চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণের জন্য সৃষ্টিক্রম

বলা যাইতেছে আত্মা জ্যোতির্ম্ময়, চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, নিস্পৃহ ও নির্গুণ, কিন্তু প্রকৃতির সহযোগে সগুণ ও সক্রিয় হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন

সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ প্রকৃতিতে সমভাবে অবস্থিত সেই প্রকৃতি জড়ভাবাপন্ন জড়পদার্থ হইলেও পরমাত্মা অব্যয় চৈতন্য সহযোগে জগৎকর্ত্রী হইয়া থাকেন

প্রকৃতি, শক্তি, নিত্যা ও অবিকৃতি এই কয়েকটি প্রকৃতির নাম এই প্রকৃতি প্রধান পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন

পরমাত্মা ও প্রকৃতি উভয়েই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় কিন্তু উভয়ের মিলন মাত্রেই উভয়েই সগুণ ও সক্রিয় হয়েন জগৎ শব্দে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ উভয়ই বুঝায় আর্য্যের দেহজগৎকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন মৃতদেহে প্রাণ থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু, বায়ু ও তেজ ও আকাশ থাকে, তথাপি দেহ অচল, সুতরাং কেবল মাত্র প্রকৃতি অচেতনা এবং আত্মাও অচেতন ও নিষ্ক্রিয়, যেমন জীবদেহে আত্মার সংযোগ তেমনি দেহ সচল ও সক্রিয় হয় দেহজগৎও যেমন, বহির্জগৎও তদ্রূপ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই

সুশ্রুতের প্রতি ধন্বন্তরির সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ এই

ধন্বন্তরি বলিতেছেন অব্যক্ত স্বয়ং অকারণ হইয়াও সমস্ত জীবের কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের লক্ষণ বিশিষ্ট, অষ্টরূপ বিশিষ্ট এবং অখিল জগতের উৎপত্তির হেতু যেরূপ সমুদ্র সমস্ত জলের আধার তদ্রূপ একমাত্র অব্যক্ত অসংখ্যক্ষেত্রজ্ঞের আশ্রয় সেই অব্যক্ত হইতে অব্যক্তের লক্ষণ বিশিষ্ট মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং সেই মহৎ তত্ত্ব হইতে মহত্তত্ত্বের লক্ষণবিশিষ্ট অহঙ্কার উৎপন্ন হয় সেই অহঙ্কার তিনপ্রকার যথা—বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি তৈজসের সহযোগে বৈকারিক অহঙ্কার হইতে অহঙ্কারের লক্ষণ বিশিষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় সেই একাদশ ইন্দ্রিয় যথা—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, হস্ত, লিঙ্গ, মলদ্বার, পদ এবং মন ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং শেষের পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক মন তৈজস অহঙ্কারের সহযোগে ভূতাদি অহঙ্কার হইতে ভূতাদি অহঙ্কার বিশিষ্ট পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় পঞ্চতন্মাত্র যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তাহাদিগের গুণ সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত

উৎপন্ন হয়। এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা পাঁচটি যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বাক্য কথন, গ্রহণ, আনন্দ, ত্যাগ ও বিচরণ ইহারা যথাক্রমে বাক্, হস্ত, লিঙ্গ, মলদ্বার ও পদ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি বিকার

এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সকলেই অচেতন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত নির্গুণ পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম ইনিই কার্য্য কারণ প্রযুক্ত সকল পদার্থের চেতনকারী প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি, অনন্ত, লক্ষণ হীন, নিত্য, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বগত প্রকৃতি একা মাত্র অচেতনা, নির্গুণা, বীজ-ধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থ ধর্ম্মিণী পুরুষ বহু, চেতনাবিশিষ্ট, নির্গুণ, অবীজধর্ম্মী, অপ্রসবধর্ম্মী এবং অমধ্যস্থধর্ম্মী। কারণের অনুরূপ কার্য্য এই হেতু জগতের সকল পদার্থই সত্ত্ব, রজ ও তমোময়

তন্ময়ান্যেব ভূতানি তদ্গুণান্যেব চাদিশেৎ
তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যজন্যত
তস্যোপযোগোঽভিহিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদা
ভূতেভ্যোহি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে। সুশ্রুত।

তন্ময়, তদ্গুণ ও তৎ লক্ষণবিশিষ্ট অসংখ্য ভূতগ্রাম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ভূতগ্রামই চিকিৎসার বিষয়, অন্য কোনও বিষয় চিকিৎসাশাস্ত্রের চিন্তনীয় নহে

এক্ষণে দেখা গেল শারীর-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানাদি সকল বিজ্ঞানের মূল সৃষ্টি-তত্ত্বের ভিত্তি পঞ্চ মহাভূত পঞ্চভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ব্যতীত জীব জগৎ কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অনন্ত আকাশ অচলের ন্যায় নিশ্চল অন্ধকারময় ছিল চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর সম্পর্কও ছিল না। ইচ্ছাময় স্বীয় মায়ারূপিণী বুদ্ধিকে অবলম্বন করিবামাত্রই সৃষ্টির ইচ্ছাশক্তি প্রাদুর্ভূত হইল। ইচ্ছা শক্তির স্ফুরণে শূন্যময় অন্ধকার আকাশ বায়ুদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল বায়ু গতিশীল ও চঞ্চল, সুতরাং বায়ুর আগমনে আকাশের সহিত তাহার সংঘর্ষ আরম্ভ হইল, এই সংঘর্ষ হইতে শব্দ ও তেজের উৎপত্তি।

ঘর্ষণ বা ঠেলাঠেলি যেখানে, শব্দ ও তাপের উদ্ভবও সেইখানে, ইহাই স্বাভাবিক আকাশ, বায়ু ও তেজ হইতে জলের উৎপত্তি আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি যেখানে আকাশ, সেইখানেই বায়ু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই আকাশ এবং সর্ব্বত্রই বায়ু, বায়ু ব আকাশ ব্যতীত স্থান নাই এবং সঙ্ঘর্ষণ ব্যতীত সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তও স্থিতি হইতে পারে না এই সঙ্ঘর্ষণের অপর নাম কম্পন ইংরাজীতে ইহাকে ভাইব্রেশন বলা যায়। যেখানে বায়ু সেইখানেই তেজ ব তাপ আকাশ ব্যতীত বায়ুর দাঁড়াইবার স্থান ত্রিভুবনে আর নাই এবং আকাশের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণ অর্থাৎ কম্পন-ব্যতীতও তেজের উৎপত্তি হইতে পারে না আবার আকাশ, বায়ু ও তেজ এই তিনের মিশ্রণ ব্যতীত কদাপি জলের উৎপত্তি হইতে পারে না, বায়ু তেজের সহযোগে আকাশ হইতে মেঘরূপে ঘনীভূত হইয় জলে পরিণত হয় এবং তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়, আর তদ্দ্বারাই সমুদ্র, অসংখ্য খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ ও তড়াগাদি পরিপূর্ণ হয়। আবার সেই সমুদ্র ও অসংখ্য নদ নদীর জলই বাষ্প হইয়া আকাশে উত্থিত হয় ও সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়, মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা নিপতিত হয় যেমন কার্য্যের জন্য জল—আকাশ ও বায়ুর অপেক্ষা করিতেছে, বায়ু তেজের অপেক্ষা করিতেছে তেজ জলের অপেক্ষা করিতেছে, এবং জল পৃথিবীর অপেক্ষা করিতেছে,—একাকী কেহই কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কার্য্যের জন্য পৃথিবী জলের অপেক্ষা করিতেছে, জল তেজের অপেক্ষা করিতেছে, তেজ বায়ুর অপেক্ষা করিতেছে এবং বায়ু আকাশের অপেক্ষা করিতেছে এই তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা যেমন কার্য্যের জন্য পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করিতেছে, কেহই একাকী কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন একাকী নিষ্ক্রিয়, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু-বিহীন স্থির মহাকাশ স্বরূপ এবং তাঁহার প্রকৃতিও ক্রিয়াবিহীন, কার্য্যের জন্যই উভয়ের সচেতন ভাব, পরন্তু উভয়ের সচেতন ভাবেই সৃষ্টির বিকাশ, কিন্তু সৃষ্টির নাশ হইলেও তাঁহার চৈতন্যভাব লয়প্রাপ্ত হয় না, কেবল মাত্র কার্য্য-রূপ সৃষ্টিরই বিনাশ হয়। এই তত্ত্ব স্থূলবুদ্ধির অতীত তিনি সৃষ্টির জন্যই স্বীয় ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন প্রাণবায়ুর অভাবে দেহ-জগৎ অচল বা ক্রিয়াহীন হয়, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাশ হয় না, তদ্রূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশেও মহাকাশের বিনাশ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের নাশে

জগদ্ব্যাপী বায়ু মহাকাশে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন মহাকাশের স্থিরভাব, ইহাই নির্গুণ, নিরাকার, একব্রহ্মের ভাব তিনি এক, তদ্ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা স্থিতি কিছুই হইতে পারে না, পরন্তু লয় স্থানও তিনিই, তিনি ব্যতীত লয় হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথায় যাইবে? যেহেতু যাওয়ার স্থান আর নাই। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন

আমি স্থাবর জঙ্গম সকলের একমাত্র গতি, ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা) প্রভু (নিয়ন্তা) সাক্ষী (দ্রষ্টা), নিবাস (ভোগ স্থান), শরণ (রক্ষাকর্ত্তা), সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহারকর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং বীজ অর্থাৎ সূক্ষ্ম কারণস্বরূপ এবং অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী

আমিই তাপ প্রদান করি, আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং আমিই বৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমিই অমর, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ এবং আমিই অসৎ

তিনি নিরাকার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহার জড়ীয় রূপ নাই, এই জন্যই তাঁহাকে আমরা নিরাকার বলি, কিন্তু তাঁহার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে, যাহা জ্ঞান চক্ষে দর্শন করা যায় সাধন দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু বিকাশিত হয় এবং জ্ঞান চক্ষে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করা যায় তিনি একমাত্র সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যও একমাত্র তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং একমাত্র সত্যের আরাধনা অর্থাৎ সত্যবাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধুব্যবহার ব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের অতীত। প্রকৃতি তাঁহার মায়া, মায়া-বুদ্ধিতে অহং ভাবের সংযোগই সৃষ্টির হেতু সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ সেই প্রকৃতিতেই অবস্থান করে নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যেমন সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন, তৎসঙ্গে রজোগুণ আসিয়া উপস্থিত হইল রজোগুণ অনুরাগাত্মক। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন এবং তমো গুণে সংহার।

এতক্ষণ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-তত্ত্বই আলোচিত হইল এক্ষণে দেখা যাউক, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ দেহ-সৃষ্টির মূল কি আর্য্যেরা বলেন, দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে সকল শক্তি, পদার্থ বা গুণ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই সকল শক্তি, পদার্থ বা গুণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল দেহেই বর্ত্তমান। শাস্ত্রে আছে ;—

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ব্বে শরীরে তে ব্যবস্থিতাঃ

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল গুণ আছে, তাহার শরীরেও অবস্থিতি করিতেছে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

সত্ত্বরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে নির্ব্বিকার দেহীকে সুখদুঃখরূপ মোহে আবদ্ধ করে

পুরুষ ব্রহ্মসনাতন নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং তিনি স্বীয় মায়ারূপিণী প্রকৃতিদেবীকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহাও বলা হইয়াছে ফলতঃ সৃষ্টিকার্য্যে তিনি জনক এবং প্রকৃতি জননী। তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রকৃতি সগুণ ব্রহ্ম, তিনি নিরাকার ব্রহ্ম, প্রকৃতি সাকার ব্রহ্ম, তিনি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি সক্রিয় ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, প্রকৃতি তাঁহার মায়, কিন্তু স্থূল দর্শনে দেখিতে পাই প্রকৃতি আট প্রকার ভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় বলিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী এবং সর্ব্বজীবের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশমান হই

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াভূতং চরাচরম্

যৎ সর্ব্বভূতানাং বীজং তৎ অহং, ময়া বিনা যৎস্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের (পঞ্চভূতই সর্ব্বভূত অথবা তাহা হইতে জাত জীব জগৎ বা সর্ব্বজীব) বীজ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, তাহা আমিই আমি ব্যতীত চরাচরে থাকিতে পারে, এমন কিছুই নাই, অর্থাৎ আমি

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পঞ্চভূতের মধ্যেও আছি এবং সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যেও আছি, আমি ছাড়া কিছুই নাই বা থাকিতেই পারে না আবার বলিতেছেন,—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।

আমি স্বীয় প্রকৃতি (মায়া বা মায়ারূপিণী বুদ্ধি, অথবা পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতি) অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতির বশীভূত হই এবং প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই এই অবশ ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি ইহার ভাবার্থ এই—তিনি নিজেই নিজের মায়া দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশ হয়েন এবং সেই অবশাপন্ন অবস্থায়ই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তিনি নিজেই যখন মায়ারূপিণী প্রকৃতির বশীভূত, তখন তাঁহা হইতে সৃষ্ট সমস্ত চরাচর বিশ্ব অবশ্যই মায়াভিভূত যেহেতু কারণই কার্য্য, কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি সৃষ্টিতে একমাত্র মায়ারূপিণী প্রকৃতিদেবীরই কর্ত্তৃত্ব, স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়েরই যখন কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন অন্য পরে কা কথা, অন্য জীবজন্তুর তো কথাই নাই কিন্তু এবম্ভূতা প্রকৃতিদেবীও তাঁহার অধ্যক্ষতা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন না তাই আবার ভগবান বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন আমার কর্ত্তৃত্বেই প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রসব করেন, এইহেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় আমি অব্যক্ত, জীবভাবেই ব্যক্ত হই এবং প্রকৃতির বশে কার্য্য করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি অব্যক্ত অবস্থায় আমি প্রকৃতির বশীভূত নহি এবং ঐ অবস্থায় আমার কোনও কার্য্যও নাই" তিনি নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ও নির্গুণ ইহাই সৃষ্টি হিন্দুশাস্ত্রের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা "একোবহুস্যামঃ" অর্থাৎ একই অদ্বিতীয়, এক হইতেই বহুর আবির্ভাব ও আবির্ভাবের পর সেই একেতে তিরোভাব, ইহা কষ্টকল্পনা নহে, জ্বলন্ত সত্য যাহার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই বিশ্বপতির এই সৃষ্টিলীলা দর্শন করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন তাঁহার দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহ্যক্রিয়া রহিত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়াছে, সুতরাং এরূপ

মানুষের আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয় অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে ভোগায়তন দেহে ভোগের প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে

মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা

হে ভারত মহৎ ব্রহ্ম আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান স্থান, তাহাতেই আমি বীজ নিঃক্ষেপ করি এবং তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় হে কৌন্তেয় জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, মহৎব্রহ্ম তাহাদের যোনি এবং আমিই তাহাদের বীজপ্রদ পিতা এই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাও কঠিন, বুঝানও কঠিন যেমন নিদ্রাকালে আমাদের চেতনবৃত্তি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং নিদ্রাভঙ্গ কালে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন নিয়মিত ও সংযত হইয়া অহংভাবে পরিণত হয়, পরন্তু অহংভাবে পরিণত হইলেই তাহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ হইয়া ক্রিয়ার অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ অনন্ত আকাশে ব্রহ্ম চৈতন্য নিশ্চেষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকেন, যে কোনকালে তাহার কোন দেশে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন ঘনীভূত ব সঙ্কুচিত হইয়া অহংভাবে পরিণত হইলে তাহাতে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াপ্রবৃত্তি জন্মে অহংভাবে পরিণত সেই চেতনকে বিরাট পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলা যায় ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট জগতের বীজস্বরূপ সেই বিরাট পুরুষকেই পরা প্রকৃতি বলে বীজের মধ্যে যেরূপ বৃক্ষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুণ ও ক্রিয়াদি অব্যক্তভাবে থাকে, অসংখ্য দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট এই অনন্ত বিশ্বও তদ্রূপ পরাপ্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে থাকে শাস্ত্রে দেখিতে পাই ;—

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতা।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা
কেচিৎ প্রধান মিত্যাহু রব্যক্তমপরে জগুঃ

সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, কেহ কেহ ইহাকে প্রধান, কেহ কেহ বা অব্যক্ত বলেন যখন ক্রিয়া থাকে না, তখনই সাম্যাবস্থা, আর যখন ক্রিয়ান্বিত তখনই বৈষম্য অবস্থা। সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত, বৈষম্য অবস্থাই ব্যক্ত সাম্যাবস্থার একমাত্র উপমা, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুবিহীন

স্থির মহাকাশ। চুম্বকের শক্তি যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু লৌহখণ্ড অদূরে স্থাপন করিলেই লৌহখণ্ড কম্পিত হইতে থাকে, আবার লৌহখণ্ড চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হইবামাত্রই কম্পনরহিত হন, তদ্রূপ প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় কোনও ক্রিয়া থাকে না, কেবল তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ক্রিয়ান্বিতা হয়েন যিনি প্রকৃতি তিনিই পুরুষ, ক্রিয়ান্বিত অবস্থাই প্রকৃতি এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থাই পুরুষ যেমন আকুঞ্চন ও প্রসারণ। সূর্য্যদেব যেমন দিবাভাগে স্বীয় তেজ প্রসারিত করেন এবং সন্ধ্যাসমাগমে পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করেন, সৃষ্টি এবং মহাপ্রলয় তদ্রূপ যতক্ষণ ব্রহ্ম সনাতন স্বীয় তেজ প্রসারিত করিয়া রাখিবেন, বা যতক্ষণ চুম্বকে লৌহখণ্ড সংলগ্ন না হইবে, ততক্ষণই সৃষ্টি, আবার যখন ব্রহ্মণ্যদেব স্বীয় তেজ আকুঞ্চন করিবেন বা চুম্বক ব্রহ্ম লৌহকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিবেন, তখনই মহাপ্রলয়, যেমন বহির্জগৎ তদ্রূপ অন্তর্জগৎ। চৈতন্যদেব স্বীয় চেতনাটুকু আকর্ষণ করিলেই মৃত্যু ইহাই সৃষ্টিরহস্য। এই কম্পনই ভাইব্রেশন, এই কম্পনেই জগতের অস্তিত্ব, জীবের অস্তিত্ব, এই কম্পনেই এঞ্জিনের অস্তিত্ব, ইহাই শ্বাস-প্রশ্বাস, ইহাই প্রকৃতির খেলা সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির কার্য্য থাকে না, সেই অবস্থাকেই পুরুষ বলা যায় আর ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই তাহাকে প্রকৃতি বলা যায়। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি প্রকৃতি ইহা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব। অব্যক্ত অবস্থায় এই আটটি অব্যক্ত, আবার ব্যক্তাবস্থায় ব্যক্ত ও ক্রিয়ান্বিত যাহা পুরুষ, তাহাই প্রকৃতি, কেবল অবস্থাভেদ মাত্র যাহা মন তাহাই প্রাণ, বুদ্ধি ও আত্মা, কেবল কার্য্য-ভেদে অবস্থা-ভেদ এবং অবস্থা-ভেদে নামভেদ মাত্র। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আটটি আমার প্রকৃতি আবার সূক্ষ্ম-দর্শনে দেখিতে গেলে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ইহারা পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, সর্ব্ব-প্রকার গন্ধ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্র তাহার কারণ, সুতরাং পৃথিবী গন্ধগুণের সমষ্টি মাত্র এই গন্ধ একমাত্র নাসিকাই গ্রহণ করে, অতএব নাসিকাও গন্ধ-গুণের সমবায়ে গঠিত এই জন্য নাসিক

ব্যতীত আর কোন ইন্দ্রিয়ই গন্ধগ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ জলের গুণ রস, রসতন্মাত্র তাহার কারণ, সুতরাং রসগুণের সমষ্টি জল। এই রস কেবল মাত্র রসনা গ্রহণ করে অগ্নির গুণ তেজ বা রূপ, রূপতন্মাত্র অগ্নির কারণ, ঘনীভূত রূপতেজই অগ্নি, অগ্নিগুণ হইতে উৎপন্ন কেবল মাত্র চক্ষু সেই রূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম বায়ুর গুণ স্পর্শ, স্পর্শতন্মাত্র তাহার কারণ, স্পর্শগুণ ঘনীভূত হইয়া বায়ু জন্মে, স্পর্শগুণ হইতে ত্বকের উৎপত্তি, সুতরাং স্পর্শজ্ঞান কেবলমাত্র ত্বকেরই আছে আকাশের গুণ শব্দ, শব্দতন্মাত্র তাহার কারণ, শব্দগুণে কর্ণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, কেবল কর্ণই শব্দ গ্রহণ করিতে সক্ষম

চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ অথবা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক মানুষ, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদি জীবজন্তুর তো কথাই নাই, উদ্ভিদের এমন কি অচেতন পদার্থের শরীরেও ঐ পঞ্চভূত সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান

অস্থি মাংসময় কঠিনাত্মক পৃথিবী, দ্রবময় সলিল, উষ্ণাত্মক অগ্নি, শ্রোত্রাত্মক আকাশ ও চেষ্টাত্মক বায়ু এই পঞ্চভূত সংযোগে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হয় এই পঞ্চভূতের সমবায়ে দেহাবয়ব গঠিত হইলেও কোন কোন অঙ্গে ভূত বিশেষের আধিক্য বর্ত্তমান সমস্ত দেহ পৃথিবী এবং জল দ্বারা গঠিত, কারণ পৃথিবী ব্যতীত অস্থি মাংসাদি কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না এবং জলব্যতীত কোনও অবয়ব গঠিত হওয়াও অসম্ভব তাই দেহত্যাগ হইলে, অস্থি মাংসাত্মক দেহ অর্থাৎ আকাশ (শূন্যস্থান) সমন্বিত জল ও পৃথিবী পৃথিবীতেই পতিত থাকে, কারণ তাহারা যাইবে কোথায়? মাটীর অংশ মাটীতে ও জলীয়াংশ জলে মিশিত হইবে মৃতদেহে পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু ও তেজ বা তেজমিশিত বায়ু, কেবল এই দুইটির অভাব হয়, ইহাই প্রাণ, কেবলমাত্র প্রাণবায়ু দেহস্থ আকাশ পরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়, তাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ

প্রাণই ভগবান শঙ্কর, প্রাণই বিষ্ণু প্রাণই পিতামহ, প্রাণই জগৎ ধারণ করে, সর্ব্বজগৎ প্রাণময় যেমন দেহাবয়ব পৃথিবী ও জলবহুল, তদ্রূপ দেহের কোন কোন অংশে আবার পঞ্চভূতাদি কোন কোন পদার্থের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন তেজ,

আকাশ, পৃথিবী, জল ও বায়ুর গুণাধিক্যে বিশেষ ভাবে গঠিত, তদ্রূপ শরীরের স্থানবিশেষ যথা পঞ্চচক্র আবার বিশিষ্টরূপে পঞ্চভূতের আশ্রয় স্থান যেমন বহির্জগতে সর্ব্বোপরি আকাশ, আকাশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ, তন্নিম্নে অগ্নি, অগ্নির নিম্নে জল, জলের নিম্নে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর উপরেই জল, জলের উপরে অগ্নি, অগ্নির উপরে বায়ু ও বায়ুর উপরে আকাশ, তদ্বৎ দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনিম্নে অর্থাৎ মলদ্বারে পৃথিবী, তদুপরি লিঙ্গ-মূলে জল, নাভিমূলে তেজ, হৃদয়ে বায়ু ও কণ্ঠে আকাশের স্থান ইহার চারি স্থানে প্রাণরূপী চারি বায়ু অবস্থান করিতেছে, যথা -

হৃদিপ্রাণ গুদেঽপানঃ সমানো ন ভিসংস্থিতঃ
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থঃ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।

অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণবায়ু (ইহাই জীবের চেতনা), মলদ্বারে অপান বায়ু, নাভিতে সমানবায়ু, কণ্ঠদেশে উদানবায়ু এবং সমস্ত শরীরে ব্যানবায়ু, অবস্থিতি করিতেছে বহির্জগৎ ব অন্তর্জগৎ তেজোময়, ইহাই বিষ্ণু তেজ নামে অভিহিত ইহ সত্ত্বগুণবহুল এই তেজ বা অগ্নির উৎপত্তির কারণ গতিশীল ব চঞ্চল বায়ুর সহিত আকাশের সংঘর্ষণ বা কম্পন ইহাকেই ইংরাজীতে ভাইব্রেশন্ (স্পন্দন) কহে। এই তেজ সৃষ্টির কারণ বায়ু বায়ু রজোগুণাধিক, তেজ সত্ত্বগুণ বহুল এবং জল তমোগুণাধিক রজগুণ অনুরাগাত্মক, অভিলাষ এবং আসক্তি হইতে উৎপন্ন, এইজন্য প্রথমে বায়ুর সৃষ্টি, এইজন্য বায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বায়ু সর্ব্বভূতের প্রাণ এবং ঐ বায়ু প্রথমতঃ আকাশের সহিত মিলিত হইয়া তাপ উৎপাদন করিয়া সৃষ্টির সূচনা করিয়াছে। এই বায়ু যখন দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখনই জীব মৃত হইয়া ভূপতিত থাকে আকাশের সহিত বায়ুর সংঘর্ষে প্রতিনিয়ত এত তাপ উদ্ভূত হইতেছে যে, সেই অত্যধিক তাপে জগৎ এক মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত বা দগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু দগ্ধ হয় না কেন? তাহার কারণ অগ্নির বিপরীত গুণবিশিষ্ট দুইটি শৈত্য দ্রব্য অর্থাৎ বায়ু ও জলদ্বারা সর্ব্বদা অগ্নির সমতা রক্ষা হইতেছে, এই জন্যই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দগ্ধ হইতেছে না জল ও বায়ুই এই সমতা রক্ষার কারণ স্বরূপ বহির্জগতে এইরূপে অগ্নিস্বরূপ সূর্য্যের উত্তাপের সমতা যেমন বায়ু ও জলের শৈত্য সংযোগে রক্ষিত হইতেছে, দেহাভ্যন্তরেও তদ্রূপ হৃদয় স্থিত প্রাণবায়ু ও লিঙ্গমূলস্থ জল সর্ব্বদা নাভিমূলস্থিত তেজের সমতা রক্ষা

করিতেছে। আবার সূর্য্যদেবের উত্তাপের সমত্ত যেমন রস অর্থাৎ জলীয়াংশ মিশ্রিত বায়ুর দ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে রক্ষিত হইতেছে, তদ্রূপ দেহস্থিত জলসংযুক্ত পঞ্চপ্রাণবায়ুর দ্বারা নাভিস্থিত তেজ বা অগ্নির সমতা রক্ষিত হইতেছে। দেহস্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ তত্ত্বের স্থান যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ অর্থাৎ মলদ্বারে মূলাধার পদ্মে পৃথিবী, লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্মে জল, নাভি-মূলে মণিপুর পদ্মে অগ্নি, হৃদয়ে অনাহত পদ্মে বায়ু, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্মে আকাশ, তদুপরি নাসিকাগ্রে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞা চক্রের স্থান। শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান নিয়ত মস্তক হইতে মলদ্বার ও মলদ্বার হইতে মস্তক অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে গমনাগমন করিতেছে, ইহাই প্রাণ, ইহাকেই শ্বাসপ্রশ্বাস বলা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রাণ ও অপানের গতি। শ্বাস দ্বারা প্রাণের গতি এবং প্রশ্বাস দ্বারা অপানের গতি, শ্বাস প্রাণ এবং প্রশ্বাস অপান, প্রাণ বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে, এবং অপান ভিতরের বায়ু পরিত্যাগ করে। শ্বাসের গতি ঊর্দ্ধে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং প্রশ্বাসের গতি নাভির নিম্নে অধোদিকে মলদ্বার পর্য্যন্ত। এই যে ঊর্দ্ধাধোগতি ইহাকেই দেহস্থিত আকাশের সহিত প্রাণবায়ুর সংঘর্ষণ বা কম্পন বলা যায়। এই ঘর্ষণে প্রতিনিয়ত যে তাপ নাভিমণ্ডলে উদ্ভূত হয়, তাহার সমতা রক্ষা না করিলে দেহ দগ্ধ হইয়া যায়, তাই জলের প্রয়োজন, তাই লিঙ্গমূলস্থ জলাধারের সাহায্যে নাভিমণ্ডলস্থিত তাপের সমতা রক্ষিত হইতেছে। আপ অর্থাৎ জলের এই শক্তিকে আপ্যায়নী শক্তি কহে। লিঙ্গমূলকে কেন জলাধার বলা যায়, তাহার ভিতরে আরো গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। ভগবৎপ্রকৃতির কার্য্যাবলীর যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। স্ত্রীদিগের রজ ও পুরুষদিগের শুক্র উভয়ই দ্রবাত্মক সলিল ব্যতীত আর কিছুই নহে। জলে সৃজনী শক্তি বিদ্যমান, জল ব্যতীত মূর্ত্তি বা অবয়ব গঠন অসম্ভব, মৃত্তিকাদ্বারা মূর্ত্তি গড়িতে হইলে যেমন দ্রবাত্মক জলের প্রয়োজন, আবার যেমন কেবল জলের দ্বারা কঠিন পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না, মৃত্তিকারও প্রয়োজন, তাই বহির্জ্জগতে যেমন মৃত্তিকার উপরেই জল রক্ষিত হইয়াছে এবং ঐ জল ও মৃত্তিকার সাহায্যে বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষাদিরূপে পরিণত হইতেছে, তদ্রূপ দেহজগতেও পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার পদ্মের উপরেই জলের স্থান, কারণ মৃত্তিকার সংযোগ ব্যতীত কেবল জলদ্বারা কি বীজ

অঙ্কুরিত হইতে পারে? শুক্র ও রজ এই উভয়ই দ্রবপদার্থ, উভয় মিলিত হইয়া জীবে পরিণত হয়, উভয়ই দ্রবাত্মক বীজ উভয় মিলিত হইয়া মৃত্তিকার সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় পক্ষান্তরে শুক্রে পৃথিবীগুণ বহুলপরিমাণে বিদ্যমান, তজ্জন্য শুক্র ব্যতীত জীবের অস্থি মাংসাদি কঠিন অবয়ব হইতে পারে না, আবার রজব্যতীত জীবের রক্তাদি তরল পদার্থ জন্মিতে পারে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয় বীজ মিলিত হইয়া আবার জল ও ভূমির অপেক্ষা এবং প্রয়োজন মত মূলাধার চক্র হইতে মৃত্তিকা ও স্বাধিষ্ঠান চক্র হইতে জল আকর্ষণ করিতেছে এক্ষণে প্রশ্ন এই যদি কেবল জল ও মৃত্তিকাদ্বারাই সৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তেজ, বায়ু ও আকাশের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চভূত সূক্ষ্মভাবে পরস্পর পরস্পরের গুণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেছে জলও যেমন বায়ু ও তেজের সাহায্য করিতেছে, বায়ুও তদ্রূপ সর্ব্বদা জলের সাহায্য করিতেছে, আবার তেজ যেমন জলের সাহায্য সর্ব্বদা করিতেছে, তদ্রূপ বায়ুরও সাহায্য সর্ব্বদা করিতেছে, জলেও বায়ু এবং তেজ বিদ্যমান, বায়ুও জল বা তেজ শূন্য নহে, আবার তেজও বায়ু এবং জল ব্যতীত হইতে পারে না যেমন আকাশের সহিত বায়ুর সংঘর্ষে তেজ এবং সেই তেজ ও বায়ুর মিশ্রণে জলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ জল হইতেও বায়ু এবং তেজের উৎপত্তি হয় ঘনীভূত বায়ু বা মেঘ তেজের শক্তিকে পরাভূত করিয়া শীতল হয় কিন্তু তাহাতেও তেজ বিদ্যমান, তাহা হইতেও বাষ্পরূপী তেজ বহির্গত হইতে দেখা যায়, এইরূপ জল হইতেও বাষ্প নির্গত হইতে দেখা যায় আবার বরফের ন্যায় শৈত্যদ্রব্য আর নাই, কিন্তু তাহা হইতেও বাষ্পরূপী তেজ নির্গত হইয়া থাকে

উদ্ভিদ।

চেতন পদার্থের নিম্নেই উদ্ভিদ চেতনপদার্থ পঞ্চভূত ময়, উদ্ভিদও পঞ্চভূতাত্মক চেতনপদার্থের প্রাণ আছে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, চেতন পদার্থের সুখ দুঃখ বোধ আছে, উদ্ভিদেরও সুখদুঃখবোধ আছে, কিন্তু চেতন পদার্থের যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা আছে, এবং তাহাদের ইচ্ছা-মত একস্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমনের শক্তি আছে, উদ্ভিদের তদ্রূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, এই জন্যই তাহারা

জীবজন্তু প্রাণীদিগের অপেক্ষা নিম্নস্তরে এক্ষণে প্রশ্ন এই—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কর্মেন্দ্রিয়বিহীনের দেহাবয়ব কিরূপে পঞ্চভূতাত্মক হইতে পারে? পরন্তু যাহার ত্বক্ ব্যতীত অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, সে কি প্রকারেই বা সুখদুঃখ বোধ করে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই স্থূল দর্শনে তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দৃষ্ট না হইলেও বা স্থূলাবয়ব বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সকল তাহাতে বিদ্যমান না থাকিলেও সূক্ষ্ম দর্শনে সূক্ষ্মরূপে তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে এবং প্রতিনিয়ত তদ্দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় চেষ্টাত্মক বায়ু, শ্রোত্রাত্মক আকাশ উষ্মাত্মক অগ্নি, দ্রবাত্মক সলিল, এবং অস্থিমাংসময় কঠিনাত্মক পৃথিবী; এই পঞ্চভূত ব্যতীত সৃষ্টি যখন অসম্ভব, তখন তাহারাও পঞ্চভূতাত্মক ইহা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ বৃক্ষগণের অবয়ব নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট হইলেও, তাহাতে আকাশ (ছিদ্র বা শূন্য স্থান) আছে, যেহেতু নিয়তই তাহাদের ফল পুষ্প প্রকাশিত হইতেছে উষ্মাবশতঃ তাহাদের ত্বক্, পত্র, ফল ও পুষ্প ম্লান হইতেছে তাহারা যখন গ্লানিযুক্ত ও শীর্ণ হয়, তখন স্পর্শ-জ্ঞান বিশিষ্ট বায়ু, বহ্নি ও বজ্র নির্ঘোষদ্বারা তাহাদের ফল পুষ্প যখন বিশীর্ণ হয়, তখন শ্রোত্রাত্মক শব্দজ্ঞান তাহাদের অবশ্যই আছে বল্লী-সকল যখন বৃক্ষগণকে বেষ্টন করে এবং সর্ব্বদিকেই গমন করিয়া থাকে, তখন তাহাদেরও দর্শনশক্তি অবশ্যই আছে, কারণ দর্শন শক্তিবিহীনের গমন করিবার শক্তি কোথায়? নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট ধূপ ও জল (সার) সংযোগ দ্বারা যখন তাহারা রোগহীন ও পুষ্পিত হয়, তখন তাহাদের অবশ্যই ঘ্রাণ শক্তি আছে বৃক্ষগণ মূলদ্বারা জল আকর্ষণ ও পান করে, সুতরাং তাহাদের রসনশক্তি অবশ্যই আছে তাহারা ছিন্ন হইলে, পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, আহত হইলে রুধির পরিত্যাগ করে ও ম্লান হয়, সুতরাং তাহাদের অবশ্যই প্রাণ ও সুখদুঃখবোধ আছে বৃক্ষগণ পা দ্বারা জল পান করে, এই জন্য পাদপনামে অভিহিত তাহারা যে জল পান করে, সেই জল, বায়ু ও অগ্নি জীর্ণ করিয়া থাকে, পরন্তু জলপান বা রস আকর্ষণ দ্বারা তাহাদের স্নিগ্ধতাও বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তাহাদের শরীরও পঞ্চভূতাত্মক।

উদ্ভিদের জীবত্ব।

অনেক আলোচনা অনুসন্ধানের ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদের জীবত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু যে তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদের এত

আবাস, তাহা হিন্দুর মহাভারতে বিদ্যমান। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বাধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নে ভীষ্মদেব ভরদ্বাজ ও ভৃগু মুনির প্রশ্নোত্তর সম্বলিত যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম উদ্ভিদের প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল। অতঃপর "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে" না বলিয়া তাহা নাই জগতে এই কথা বলাই সঙ্গত।

অচেতন বা জড়

অচেতন উদ্ভিদের নিম্নস্তরে। প্রাণহীন পদার্থের নাম অচেতন, কিন্তু অচেতনও পঞ্চভূতাত্মক। শুষ্ক কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে উষ্মা নির্গত হয়। প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। স্থূলদৃষ্টিতে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নীরস বোধ হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে রস প্রত্যক্ষ করা যায়। স্থূল দৃষ্টিতে আকাশ ও বায়ু দৃষ্ট না হইলেও সর্ব্বত্র আকাশ অর্থাৎ শূন্যস্থান বা ছিদ্র ও বায়ু তাহাতে বিদ্যমান। যেহেতু যেখানে আকাশ, সেইখানেই বায়ু, যেখানে বায়ু, সেইখানেই আকাশের সহিত তাহার ঘর্ষণ, ঘর্ষণেই তাপ, তাপ অবশ্যই জল ও বায়ুসংযুক্ত, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জল সর্ব্বদাই স্বীয় আপ্যায়নী শক্তিদ্বারা তাপের সমতা রক্ষা করিতেছে এবং বায়ু তাহার চালন শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা সেই তাপকে চালনা করিতেছে।

পঞ্চভূতের লক্ষণ

পঞ্চভূতের উৎপত্তি, গুণ ও ক্রিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এস্থলে আরও একটু বিশদরূপে বলা যাইতেছে। ধন্বন্তরি বলেন,

আন্তরীক্ষাস্তু শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চ।

বায়ব্যাস্তু স্পর্শঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ সর্ব্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ।

তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষ তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ।

আপ্যাস্তু রসো রসনেন্দ্রিয়ং সর্ব্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ।

পার্থিবাস্তু গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো গুরুতা চেতি।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ইহারা পঞ্চভূত। শব্দ, শব্দেন্দ্রিয় (কর্ণ) সচ্ছিদ্রতা ও পৃথকত্ব ইহারা আকাশীয়। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়ং, ক্রিয়াশক্তি, শরীরের স্পন্দন ও লঘুতা ইহারা বায়বীয়। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, দীপ্তিমানতা,

পাচকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা এবং শূরত্ব ইহারা তৈজস পদার্থ রস রসনেন্দ্রিয় (জিহ্ব), সকলদ্রববস্তু এবং গুরুতা শৈত্য, স্নেহ ও শুক্র ইহারা জলীয় গন্ধ, গন্ধেন্দ্রিয় (নাসিকা), সকল প্রকার মূর্ত্তি এবং গুরুত্ব ইহার পার্থিব পদার্থ ॥

তত্র সত্ত্ববহুলমাকাশম্ রজোবহুলো বায়ুঃ সত্ত্বরজো বহুলোঽগ্নিঃ সত্ত্বতমোবহুলা আপঃ তমো বহুলা পৃথিবী

আকাশ সত্ত্বগুণ বহুল, বায়ু রজোগুণবহুল, অগ্নি সত্ত্বরজোবহুল, জল সত্ত্ব ও তমোবহুল এবং পৃথিবী তমোবহুল

আকাশ শব্দবিশিষ্ট, কারণ আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণে বা স্পন্দনে শব্দের উৎপত্তি আকাশ শব্দেন্দ্রিয়, কারণ শব্দতন্মাত্র হইতেই কর্ণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি আকাশ ছিদ্রময় পৃথিবীতে ছিদ্রশূন্য বস্তু নাই, এমন যে কাঠ, পাথর, স্বর্ণ, লৌহাদি কঠিন পদার্থ, তাহাতেও স্থূল বা সূক্ষ্ম তিন্ন ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রসকলই আকাশ, আকাশ বিবিক্ত অর্থাৎ অসংপৃক্ত, কিছুর সহিতই মিশ্রিত হয় না, সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ বায়ু স্পর্শগুণবিশিষ্ট, স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বক্ দ্বারা যাহা অনুভব করা যায়, তাহাই বায়ু যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, সে বায়ু সর্ব্বশরীরে যে স্পন্দিত হয় অথবা আকাশের সহিত যাহার স্পন্দন হয়, তাহাই বায়ু এবং যে পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, তাহাও বায়ু

যাহা রূপ তাহাই তেজ, রূপ যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে, সেই দর্শনেন্দ্রিয়ও তেজ, বর্ণ যে পদার্থ, তাহাও তেজ, তাপ যাহা তাহাও তেজ, দীপ্তিমানতা যাহার ক্রিয়া তাহাও তেজ, যাহাদ্বারা ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়, তাহাও তেজ, যে শক্তির প্রভাবে ক্রোধ এবং শূরত্ব হয়, তাহাও তেজ, তীক্ষ্ণত্ব গুণ যাহাতে আছে, তাহাও তেজ

জলের লক্ষণ এই—ভুক্ত পদার্থ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, তাহার সারাংশ যাহা, তাহাই জল, ছয় রস যে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় অর্থাৎ জিহ্বা তাহাও জল, যে সকল পদার্থ তরল, অত্যন্ত ভার এবং শীতল, তাহাও জল, স্নিগ্ধ পদার্থ অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি পদার্থও জল, দেহের যে শুক্র তাহাও জল

পৃথিবীর লক্ষণ এই—গন্ধ যে পদার্থ তাহা পৃথিবী, গন্ধকে যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে অর্থাৎ নাসিকা তাহাও পৃথিবী, যাহাদ্বারা চেতন বা উদ্ভিদের

মূর্ত্তি অর্থাৎ অবয়ব গঠিত হয়, তাহাও পৃথিবী, যে পদার্থ অত্যন্ত ভাব তাহাও পৃথিবী।

আকাশ অতি স্থির পদার্থ, বায়ু অতিশয় চঞ্চল, বায়ু অপেক্ষা তেজ অধিকতর চঞ্চল ও দ্রুতগামী, জল তদপেক্ষা স্থির, মৃত্তিকা তদপেক্ষা অধিকতর স্থির

আমরা দেখিলাম, পঞ্চভূতেই সৃষ্টি অথব সৃষ্টিই পঞ্চভূতে পঞ্চভূত ব্যতীত সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না পঞ্চভূত ব্যতীত জগতে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই বা থাকিতে পারেনা মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ এমন কি অচেতন পদার্থও পঞ্চভূতাত্মক রেল, ষ্টীমার, টেলীগ্রাফ, তারহীন তড়িৎ যন্ত্র ও এরোপ্লেন এই সকলও পঞ্চভূতের খেলা কেবল পদার্থ সমূহের মধ্যে ঐ পাঁচটীর কোনটীর প্রাধান্য অধিক, কোনটীর বা কম এই মাত্র পার্থক্য এই পার্থক্যেই পদার্থসকলের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে । এক্ষণে দেখাযাউক পঞ্চভূতের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক

পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল এই ত্রিভূতের শক্তিই অধিক পরন্তু উহাদের মধ্যে আবার যেটী যত সূক্ষ্ম, সেটী তত অধিক শক্তিশালী, তাই দেখিতে পাই পৃথিবী অপেক্ষা জল লঘু বা সূক্ষ্ম, জল হইতে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাই দেখিতে পাই জল হইতে তেজ লঘু বা সূক্ষ্ম, জগন্ময় তেজের প্রভাব, এবং তেজ হইতে বায়ু অধিকতর লঘু, সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য সেই বায়ুই জগতের প্রাণ ও আত্মা আবার বায়ু হইতে আকাশ আরও অধিক লঘু ও সূক্ষ্ম সুতরাং আকাশ অধিক শক্তিশালী যে হেতু আকাশের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণই সৃষ্টির কারণ এবং সেই সংঘর্ষণেই শব্দ ও অগ্নির উৎপত্তি ফলতঃ যেখানে আকাশ, সেখানে বায়ু, যেখানে বায়ু সেইখানেই তেজ এবং যেখানে বায়ু ও তেজ সেইখানেই জল এই যে বায়ু, অগ্নি ও জল ইহারাই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বা পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা বায়ু, অগ্নি ও জল দেহাভ্যন্তরে তাহাই বায়ু, ও পিত্ত ও শ্লেষ্মা। তাই সুশ্রুতের উপদেষ্টা ধন্বন্তরি জলদ গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন ;—

বায়ুরাত্মৈবাত্মা পিত্তমাগ্নেয়ং শ্লেষ্মা সৌম্য ইতি

অর্থাৎ বায়ু স্বয়ংসিদ্ধ, পিত্ত আগ্নেয় এবং শ্লেষ্মা শীতল

বায়ুপিত্ত শ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তা-ন্নান্ন চ মারুতাৎ

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই দেহোৎপত্তির হেতু, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব অসম্ভব বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে দোষ নামে অভিহিত

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে—বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা

বিসর্গ দানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলা তথা

অত্র যথাসংখ্যেণ যথে যে দ্রব্যং বিসর্গ দানং বাতস্যৈব, বিক্ষেপঃ শীতোষ্ণাদীনাং বিবিধপ্রকারেণ প্রেরণম্

যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, ইহারা যথাক্রমে বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ দ্বারা জগৎকে ধারণ করে, সেইরূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু, ইহারাও বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপদ্বারা দেহ ধারণ করে বিসর্গ শব্দে ত্যাগ, আদান শব্দে গ্রহণ ও বিক্ষেপ অর্থে প্রসারণ বুঝায় জাগতিক সকল পদার্থেরই প্রধান গুণ বা ক্রিয়া আছে এবং তদ্দ্বারা প্রত্যেক পদার্থের স্বভাব অবগত হওয়া যায় চন্দ্রের স্বভাব বিসর্গ বা ত্যাগ, চন্দ্র স্বীয় শীতল গুণ দ্বারা সূর্য্যের সন্তাপকে আপ্যায়িত করেন সূর্য্যের স্বভাব আদান, সূর্য্য পৃথিবীর রস আকর্ষণ বা গ্রহণ করেন এবং বায়ুর স্বভাব বিক্ষেপ বা প্রসারণ, বায়ু চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণকে প্রসারিত করেন বায়ু পঞ্চভূতের দ্বিতীয় পদার্থ, কিন্তু সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সকলের নেতা বায়ুর পরেই অগ্নি বা সূর্য্য, তাহার প্রধানগুণ গ্রহণ, কিন্তু বায়ুর বিক্ষেপ বা চন্দ্রের বিসর্গগুণও তাহাতে বর্ত্তমান, তাই সূর্য্য প্রধান গুণদ্বারা রস আকর্ষণ করিলেও, অপ্রধান গুণদ্বারা আবার রসবর্ষণও করিয়া থাকেন. দক্ষিণায়নে রসবর্ষণ এবং উত্তরায়নে রসাকর্ষণ করেন আবার চন্দ্র স্বীয় প্রধানগুণদ্বারা রসবর্ষণ করিলেও, তাঁহাতে বিক্ষেপ অর্থাৎ প্রসারণ এবং আদানগুণও বর্ত্তমান, নচেৎ রস গ্রহণ না করিতে পারিলে বর্ষণ এবং বিস্তার করা যায় না বহির্জগতে বায়ু, অগ্নি, জলের ক্রিয়াও যেরূপ, দেহজগতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ক্রিয়াও ঠিক তদ্রূপ

দোষশব্দস্য নিরুক্তিঃ

ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দূষ্যন্ত্যেভি র্যতস্ততঃ
বাতপিত্তকফা এতে এয়ো দোষ ইতি স্মৃতাঃ

দোষ ইত্যত্র দুষ্ বৈকৃত্যে ইতি দুষ্ ধাতেঃ দুষ্যন্ত্যোভিরিতি বাক্যে অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিত্যনেন সূত্রেণ করণেঽর্থে ঘঞ প্রত্যয়ঃ

তে ধাতবোঽপি বিদ্বদ্ভির্গদিতা দেহধারণাৎ
মলাশ্চ তে রসাদীনাং মলিনীকরণাম্মতাঃ ॰

ধাতু ও মলকে দূষিত করে, এই জন্য বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটীকে দোষ বলা যায় বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটীকে পণ্ডিতগণ ধাতুও বলিয়াছেন, যেহেতু ইহারা শরীরকে ধারণ করে

সেই বায়ু, পিত্ত, কফ, রসাদিকে মলিন করে, একারণ ঐ তিনটীকে মলও বলা যায়

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি এয়ো দোষাঃ সমাসতঃ
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ
তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশয়াঃ
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ

সংক্ষেপতঃ বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটী দোষ ইহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে দেহ নষ্ট করে, অবিকৃত থাকিলে শরীর পোষণ করিয়া থাকে

সেই বায়ু, পিত্ত, কফ, যথাক্রমে হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের অধোদেশ, মধ্যদেশ ও ঊর্দ্ধদেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ বায়ু নাভির নিম্নে, পিত্ত হৃদয় ও নাভির মধ্যে এবং কফ হৃদয়ের ঊর্দ্ধদেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ তিনটী দোষ বয়ঃক্রম, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের অন্ত, মধ্য ও আদ্য সময়ে প্রবল হইয়া থাকে অর্থাৎ বয়ঃক্রমের শেষ অবস্থায় বায়ু, মধ্য অবস্থায় (যৌবন অবস্থায়) পিত্ত ও আদ্য অবস্থায় (বাল্যাবস্থায়) কফ প্রবল হয় দিবাবসানে বায়ু, মধ্যাহ্ন সময়ে পিত্ত ও পূর্ব্বাহ্ণে কফের প্রবলতা হয় এই প্রকার রাত্রিরও অন্ত, মধ্য ও আদিতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। এইরূপ আহারের পরিপাক হইলে বায়ু, পচ্যমান অবস্থায় পিত্ত ও ভুক্তমাত্রে কফ প্রবল হইয়া থাকে

বায়োঃ স্বরূপমাহ

একো বায়ুঃ পিত্তবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ।
তেষাং বায়ুনাং নামান্যাহ

উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ
ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ

একমাত্র বায়ু পিত্তের ন্যায় নামভেদে, স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ প্রকার সেই পাঁচ প্রকার বায়ুর নাম বলা যাইতেছে যথা—উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান, স্থানভেদে বায়ুর এই সমস্ত নাম

অথোদানাদীনাং স্থানান্যাহ
কণ্ঠেহৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্ম্মলাশয়ে।
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনোবসেৎ

উদানাদি বায়ুর স্থান বলা যাইতেছে যথা—কণ্ঠ, হৃদয়, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ও সমস্ত শরীর, এই পঞ্চস্থানে যথাক্রমে উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু অবস্থিতি করে, অর্থাৎ কণ্ঠদেশে উদান, হৃদয়ে প্রাণ, অগ্ন্যাশয়ে সমান, মলাশয়ে অপান এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান বায়ু অবস্থিতি করে

অথ তেষাং কর্ম্মাণ্যাহ
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ
তেন ভাষিতগীতাদিপ্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ

উদানাদি বায়ুর কার্য্য।

ঊর্দ্ধগামী কণ্ঠদেশস্থ যে বায়ু অর্থাৎ যাহার দ্বারা বাক্য কথন ও সংগীত প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে উদান বায়ু বলা যায় ইহা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে দেহে রোগোৎপত্তি হয়; বিশেষতঃ আধিক্যরূপে ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। উদান প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধগামী করে, তাই প্রাণবায়ু বহির্ব্বায়ু গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় উদান ও প্রাণের সঙ্ঘর্ষণে বাক্যোচ্চারণ হয়

যে বায়ু প্রাণনামাঽসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্
সোঽন্নং প্রবেশযত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্

প্রাণ-বায়ুর কার্য্য।

শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বায়ু দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নাম প্রাণ-বায়ু, এই বায়ুদ্বারা ভক্ষিত দ্রব্য সকল উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহাই জীবন রক্ষার প্রধান কারণ। এই বায়ু কুপিত হইলে প্রায়ই হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে।

আমপক্কাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি
স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতিসারগুল্মান্ করোতি হি।
তজ্জানিতি অন্নজান্ রসমলমূত্রাদীন্ পৃথক্ করোতীত্যর্থঃ।

সমান বায়ুর কার্য্য

যে বায়ু আমাশয় ও পক্কাশয়ে বিচরণ করে, তাহার নাম সমান বায়ু, সেই সমান বায়ু অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইয়া উদরস্থ অন্নকে পরিপাক করে এবং অন্ন পরিপাক হইয়া যে রস ও মলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথক্ করিয়া থাকে। এই সমানবায়ু দূষিত হইলে, মন্দাগ্নি, অতীসার ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

পক্কাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপায়ম্
সমীরণঃ শকৃন্মূত্র শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্
শুক্রদোষপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্

অপান বায়ুর কার্য্য

অপান বায়ু পক্কাশয়ে অবস্থিতি করিয়া যথাকালে (উপযুক্ত সময়ে) বায়ু, মল, মূত্র, শুক্র ও আর্ত্তবকে অধঃ প্রেরণ করে। এই অপান বায়ু দূষিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশ সংশ্রিত নানা প্রকার ঘোরতর রোগ, শুক্রদোষ, প্রমেহ এবং ব্যান বায়ু ও অপানবায়ু কুপিত হইলে যে সকল রোগ হইতে পারে, সেই সেই রোগ উপস্থিত হয়।

কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।
গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপণনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ

ব্যান বায়ুর কার্য্য

সর্ব্বদেহচারী ব্যান বায়ুর দ্বারা রসবহন, ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাব, গমন, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ নিমেষ ও উন্মেষ, এই পাঁচ প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে

প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্
প্রস্যন্দনঞ্চোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।
যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্
"দেহং ভিন্দ্যুঃ" দেহং ভিন্নং কুর্য্যুর্ম্মারয়েয়ুরিত্যর্থঃ

দেহীদিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যান বায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ, এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়া। ইহা কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্বদেহগত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে উক্ত উদানাদি পাঁচপ্রকার বায়ু একত্র কুপিত হইলে নিশ্চয় শরীর বিনষ্ট হয়

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্
সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লন্তু পাকতঃ
পীতমনিরামম্ নীলং স মম্

পিত্তের স্বরূপ বলা যাইতেছে।

পিত্ত—উষ্ণ, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ, অর্থাৎ নিরামপিত্ত পীতবর্ণ, সামপিত্ত নীলবর্ণ, ইহা সত্ত্বগুণাত্মক, সারক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ এবং অম্লবিপাক

একং পিত্তং বাতবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধম্
তেষাং পিত্তানাং নামান্যাহ
পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা
ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ

এক পিত্ত বায়ুর ন্যায় নাম, স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত যথা - পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক

অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নে হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে
ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ ।

পাচকাদিপিত্তের স্থান বলা যাইতেছে

অগ্ন্যাশয়ে, যকৃৎ ও প্লীহাতে, হৃদয়ে, নেত্রদ্বয়ে ও সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মে, এই সকল স্থানে যথাক্রমে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক এবং ভ্রাজক পিত্ত অবস্থিতি করে, অর্থাৎ পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহাতে, সাধক হৃদয়ে, অলোচক নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করে

পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্
রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ

'পাচকং পিত্তং' আমপক্কাশয মধ্যস্থং ষড়্বিধ মাহারং ভোজ্যং ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যং লেহ্যং চোষ্যং পেয়ং পচতি রসমূত্রপুরীষাণি পৃথক্করোতি চ তদগ্ন্যাশয়স্থমেব স্বশক্ত্যা রসরঞ্জনহৃদয়স্থকফতমোহপনোদনরূপগ্রহণপ্রভাপ্রকাশনাঙ্গলেপাদিপাচনাগ্নিকর্ম্মণা শেষাণাং পিত্তস্থানানামনুগ্রহং করোতীত্যর্থঃ শেষাণ্যপি পিত্তস্থানানি যকৃৎপ্লীহাদীনি ভাগেন গত্বা তত্র তত্র রসরঞ্জনাদি কর্ম্মভিরুপকরোতীত্যর্থঃ কথম্ভূতং পাচকপিত্তং ? শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্ "শেষা অগ্নয়ঃ" পৃথিব্যাদিমহাভূতগতাঃ সপ্তধাতুগতাশ্চ

পাচকাদির ক্রিয়া বলা যাইতেছে ।

পাচকপিত্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক করে এবং অপরাপর অগ্নির (ভূতাগ্নির ও ধাত্বগ্নির) বল বৃদ্ধি করে এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করিয়া থাকে

আমাশয ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থ পাচক নামক পিত্ত ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়, এই ষড়্বিধ আহারকে পরিপাক করে এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করে এই অগ্ন্যাশয়স্থ পিত্ত স্বকীয় শক্তিদ্বারা রসকে রঞ্জিত করণ, হৃদয়স্থিত কফ ও তমোগুণের দূরীকরণ, রূপ গ্রহণ, এবং মৃগনাভি প্রভৃতি অঙ্গলেপাদি পরিপাক করণ ও দেহের শোভা প্রকাশরূপ অগ্নিকর্ম্মের

দ্বারা বিশেষ বিশেষ পিত্তের স্থান সমূহের সাহায্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ রঞ্জকাদি অবশিষ্ট পিত্তের আবাসস্থান যকৃৎ প্লীহাদি স্থানে উপস্থিত হইয়া তত্তৎস্থানীয় রসরঞ্জনাদি কার্য্য দ্বারা উপকার করিয়া থাকে এবং শেষাগ্নি অর্থাৎ ভৌম প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতাগ্নির ও সপ্ত ধাত্বগ্নির বল বৃদ্ধি করে

যত উক্তং চরকেণ

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা ইতি "উষ্মাণঃ অগ্নয়ঃ।"

যেহেতু চরকমুনি পঞ্চমহাভূতাগ্নি স্বীকার করিয়াছেন যথা ভৌম অগ্নি, আপ্যাগ্নি, তৈজস অগ্নি, বায়ব্যাগ্নি ও নাভস অগ্নি

যত উক্তং বাগ্‌ভটে

দোষধাতুমলাদীনামুষ্মেত্যাত্রেয়শাসনমিতি দোষধাতুমলাদীনা-মুষ্মেবাগ্নিরিত্যর্থঃ রসাদিধাতুগতা সপ্ত, তেষাং বলবর্দ্ধনম্

বাগ্‌ভট বলেন যে আত্রেয় মুনির মতে দোষ, ধাতু ও মল, ইহাদের উষ্মাই অগ্নি, অতএব পাচক অগ্নি সপ্তধাতুগত সপ্ত অগ্নিরও বল বৃদ্ধি করে

যথা গৃহে স্থাপিতানি রত্নানি খদ্যোতবদ্দূরভাস্বরাণি, তান্যপি দীপজ্যোতিষা দূরপ্রকাশকানি ভবন্তি, তথা অগ্ন্যাশয়স্থপাচকাগ্নি-তেজসা সর্ব্বে অগ্নয়ো বলবন্তো ভবন্তি

যেমন গৃহস্থিত রত্ন (সূর্য্যকান্তাদি) খদ্যোতের ন্যায় দূরদেশ (স্থান) পর্য্যন্ত দীপিত করে ও দীপের আলো দ্বারা দূরদেশ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে থাকিয় স্বকীয় অগ্নির তেজ দ্বারা অপরাপর অগ্নির বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে

তথা চ বাগ্‌ভটঃ।

অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৄণামধিকো মতঃ
তন্মূলাস্তে হি তদ্বৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকা ইতি

বাগ্‌ভট বলেন যে, সকল প্রকার অগ্নির মধ্যে অন্নের পরিপাক কর্ত্তা পাচক অগ্নি শ্রেষ্ঠ সেই পাচক অগ্নি অপর অগ্নির আধারস্বরূপ, যেহেতু এই অগ্নির বৃদ্ধি ক্ষয় দ্বারা অপর অগ্নির বৃদ্ধি ক্ষয় হইয়া থাকে

ননু পিত্তাদন্যোঽগ্নিরাহোস্বিৎ পিত্তমেবাগ্নিরিতি সন্দেহ ?

উচ্যতে। পিত্তস্যোষ্ণাদিগুণেনাহারপাচনরঞ্জনদর্শনাদিকর্ম্মণশ্চ ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিঃ। তস্মাদগ্নিরূপস্যৈব পিত্তস্য স্থানভেদাৎ পাচকরঞ্জকসাধকালোচকভ্রাজক সংজ্ঞা।

এস্থলে সন্দেহ এই যে পিত্তই অগ্নি কিম্বা পিত্ত ব্যতীত অন্য অগ্নি আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, পিত্তের উষ্ণাদি গুণ দ্বারা আহার পরিপাক, রসরঞ্জন ও রূপদর্শনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি নাই। সেই জন্যই অগ্নিস্বরূপ পিত্তের পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

পাচকং তিলমানং স্যাৎ কাঠিন্যান্নাস্য দোষত।
অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতং পিত্তং পাকোষ্মদর্শনৈঃ
ক্ষুত্তৃড়্রুচিপ্রভামেধাধীশৌর্য্যতনুমার্দ্দবৈঃ।
পিত্তং পঞ্চাত্মকং তচ্চ পক্বামাশয়মধ্যগম্।
পঞ্চভূতাত্মকত্বেঽপি যত্তৈজসগুণোদয়ম্।
ত্যক্তদ্রবত্বং পাকাদিকর্ম্মণানলশব্দিতম্।
পচত্যন্নং বিভজতে সারকিট্টৌ পৃথক্ তথা।
তত্রস্থমেব পিত্তানাং শেষাণামপ্যনুগ্রহম্।
করোতি বলদানেন পাচকং নাম তৎস্মৃতম্।

বাগ্‌ভটও তাহাই লিখিয়াছেন যে, পাচকাগ্নি তিল প্রমাণ, ইহ কঠিন নহে, কোমল পদার্থ এই পাচক অগ্নি অবিকৃত থাকিলে ক্ষুধ, তৃষ্ণা, রুচি, সৌন্দর্য্য, মেধা, বুদ্ধি, শূরত্ব ও দেহের কোমলতা উৎপাদন এবং পাক ও উষ্মাদি দ্বারা দেহের আনুকূল্য করিয়া থাকে পিত্ত পাঁচ প্রকার, তন্মধ্যে পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যস্থলে যে পিত্ত অবস্থান করে, যে পিত্ত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাত্মক হইলেও অগ্নিগুণের আধিক্য বশতঃ তরলতাবিহীন হইয়া পাকাদি কর্ম্ম দ্বারা অগ্নি নামে খ্যাত, যে পিত্ত অন্নকে পাক করে ও অন্নের সারভাগ এবং মল ভাগকে পৃথক্ করে, পরন্তু যে পিত্ত পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে থাকিয়া অবশিষ্ট পিত্ত সকলকে অধিকতর বল প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করে, তাহার নাম পাচক পিত্ত

ননু যদি পিত্তাগ্ন্যোরভেদস্তদা কথং ঘৃতং পিত্তস্য শমকমগ্নেদীপকমিতি? তথা মৎস্যাঃ পিত্তং কুর্ব্বন্তি ন চ তেঽগ্নিদীপিকা ইতি। তথা পিত্তাধিক্যাত্তীক্ষ্ণে হগ্নিরিত্যপি কথং স্যাৎ? তথা সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চেত্যপি বক্তুং ন যুজ্যতে তথা দ্রবং স্নিগ্ধমধোগঞ্চ পিত্তং বহ্নিরতোঽন্যথেতি?

এস্থলে প্রশ্ন এই—যদি পিত্ত ও অগ্নি অভিন্ন পদার্থ হয়, তবে ঘৃত পিত্তনাশক ও অগ্নির উদ্দীপক, মৎস্য পিত্তকারক অথচ অগ্নির উদ্দীপক নহে, পিত্তাধিক্য হেতু তীক্ষ্ণাগ্নি, কফ, পিত্ত ও বায়ুর শমতা থাকিলে সমাগ্নি বলা যায়, শাস্ত্রোক্ত এই সমস্ত নির্দ্ধারণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আর পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগামী, অগ্নি ইহার বিপরীত, অর্থাৎ অদ্রব, রুক্ষ ও উর্দ্ধগামী, ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়?

অত্রোচ্যতে পিত্তমগ্নেঃ সন্ততাধিষ্ঠানম্

তথাচোক্তং তন্ত্র স্তরে—

অগ্নির্ভিন্নগুণৈর্যুক্তঃ পিত্তং ভিন্নগুণৈস্তথা

দ্রবং স্নিগ্ধমধোগঞ্চ পিত্তং বহ্নিরতোঽন্যথা

তস্মাত্তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স পক্তিমান্।

স সঞ্চরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ।

স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্

অনন্যগতিরিত্যেবং দেহে কায়াগ্নিরুচ্যতে

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই. পিত্তই সতত অগ্নির আধার তন্ত্রান্তরে ইহার বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট হয়

যথা—অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত এবং পিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগামী। অগ্নি ইহার বিপরীত অর্থাৎ অদ্রব, রুক্ষ ও উর্দ্ধগামী।

তেজোময় পিত্তের উষ্মাই অগ্নি কুক্ষিস্থ সেই অগ্নি ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চরণ করে ইহাই কায়াগ্নি, কায়োষ্ম, পক্তা, জীবন এবং অনন্যগতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ বামপার্শ্বাশ্রিতং নাভেঃ কিঞ্চিৎ সোমস্যমণ্ডলম্

তন্মধ্যে মণ্ডলং সৌর্য্যং তন্মধ্যেঽগ্নির্ব্যবস্থিতঃ।

জরায়ুমাত্রপ্রচ্ছন্নঃ কাচকোশস্থদীপবৎ

নাভির কিঞ্চিৎ বামপার্শ্বে সোম মণ্ডল, তন্মধ্যে (সোম মণ্ডলের মধ্যে) সূর্য্যমণ্ডল, এই সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে কাচ পাত্রাচ্ছাদিত দীপের ন্যায় জরায়ু (আবরক চর্ম্মবেষ্টনী) দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি অবস্থিতি করে

তথা চ মধুকোষে দ্রবতেজঃ সমুদায়াত্মকস্যাপি পিত্তস্য তেজো-ভাগোহগ্নিরিতি তেন পিত্তমপ্যগ্নিরন্যতে প্রতিতাপিতায়ো গোলক-বৎ পরমার্থতস্তু অগ্নিঃ পিত্তাদ্ভিন্ন এবেতি সিদ্ধান্তঃ

মধুকোষে এইরূপ উক্ত আছে যে, মিলিত দ্রবভাগ ও তেজোভাগ, এই সমুদায়াত্মক পিত্তের তেজোভাগই অগ্নি, একারণ পিত্তকেও অগ্নি বলা যায় যেমন অত্যন্ত অগ্নিসন্তপ্ত লৌহপিণ্ডকে অগ্নি বলাযায়, তদ্রূপ তেজোময় পিত্তকে অগ্নি বলা যায় প্রকৃত পক্ষে স্থূল অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্নপদার্থ, কোন সন্দেহ নাই

অতএবাহ সুশ্রুতে জাঠরে ভগবানগ্নিরীশ্বরে হন্নস্য পাচকঃ
সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদনো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে

সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, ভগবান্ ঈশ্বরই অন্নের পাককর্ত্তা ও সমস্ত রস-গ্রাহক জাঠরাগ্নি, সূক্ষ্ম হেতু পিত্ত ও অগ্নির পার্থক্য প্রকাশ করিবার শক্তি নাই

নাভৌ মধ্যে শরীরস্য বিশেষাৎ সোমমণ্ডলম্
সোমমণ্ডলমধ্যস্থং বিদ্যাৎ সূর্য্যস্যমণ্ডলম্।
প্রদীপবত্তন্ন নূনাং স্থিতো মধ্যে হুতাশনঃ
সূর্য্যো দিবি যথা তিষ্ঠংস্তেজোযুক্তৈর্গভস্তিভিঃ
বিশোষয়তি সর্ব্বাণি পল্বলানি সরাংসিচ
তদ্বচ্ছরীরিণাং ভুক্তং জ্বলনো নাভিমাশ্রিতঃ
ময়ূখৈঃ পচতে ক্ষিপ্রমন্নব্যঞ্জনসংস্কৃতম্
স্থূলকায়েষু সত্ত্বেষু যবমাত্রঃ প্রমাণতঃ
হ্রস্বকায়েষু সত্ত্বেষু তিলমাত্রঃ প্রমাণতঃ
কৃমিকীটপতঙ্গেষু বালমাত্রোহবতিষ্ঠতঃ

বিশেষতঃ নাভির মধ্যে সোম (চন্দ্র) মণ্ডল, সোম মণ্ডলের মধ্যেই সূর্য্য মণ্ডল অবস্থিত, সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে প্রদীপের ন্যায় মনুষ্যের জাঠরাগ্নি

অবস্থিতি করে। যেমন সূর্য্য আকাশে থাকিয়া তেজোযুক্ত কিরণ দ্বারা সমস্ত স্থল ও সরোবরাদি শোষ করেন, সেই প্রকার নাভিসংশ্রিত অগ্নি স্বীয় শিখা দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি সংযুক্ত ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই পরিপাক করে এই অগ্নি স্থূল শরীরে যবপ্রমাণ ও ক্ষীণ শরীরে তিল প্রমাণ এবং ক্রিমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতির শরীরে বালুকা প্রমাণ

পুনঃ প্রকৃতমনুসরতি

রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ

রঞ্জক পিত্তের কার্য্য

তৎপরে প্রকৃত বিষয় বলা যাইতেছে

যে পিত্তদ্বারা আহারজাত রস রঞ্জিত বা রক্তাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম রঞ্জক পিত্ত

যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্

'ধৃতিং' মেধাং

সাধক পিত্তের কার্য্য।

যে পিত্ত দ্বারা, বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি জন্মে, তাহাকে সাধক পিত্ত বলা যায়

যদালোচকসংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারণম্

আলোচক পিত্তের কার্য্য

যে পিত্তের দ্বারা রূপ দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার নাম আলোচক পিত্ত

ভ্রাজকং কান্তিকারী স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকম্

ভ্রাজক পিত্তের কার্য্য

ভ্রাজক পিত্ত শরীরের শোভা সম্পাদক এবং প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পরিপাক কারক।

অথ শ্লেষ্মস্বরূপমাহ

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরু স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা

তমোগুণোঽধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ

শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণাধিক ও মধুররস, কিন্তু বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হইয়া থাকে

একঃ শ্লেষ্মা বাতপিত্তবচ্চ নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ

অথ শ্লেষ্মণাং নামান্যাহ

কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ

একমাত্র শ্লেষ্মা বায়ু ও পিত্তের ন্যায় নামভেদ, স্থানভেদ ও কার্য্যভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যথা ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষণ, স্থানভেদে কফ এই সকল নামে অভিহিত হয়

অথ ক্লেদনাদীনাং স্থানান্যাহ

আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু
স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ

ক্লেদনাদি শ্লেষ্মার স্থান কথিত হইতেছে

আমাশয়ে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, মস্তকে ও সন্ধিস্থানে মনুষ্যের এই সকল স্থানে যথাক্রমে ক্লেদনাদি শ্লেষ্মা অবস্থিতি করে

তথাহ বাগ্‌ভটঃ   ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্যবিকৃতাত্মনাম্
ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।

দোষাণাং সকলশরীরব্যাপিনামপি পঞ্চ পঞ্চ স্থানানীতি বাহুল্যাভিপ্রায়েণোক্তানি

কফ, পিত্ত, বায়ু, ইহারা সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও সে সকল লিপিবদ্ধ করা বাহুল্য বিবেচনায় উহাদের পাঁচটী স্থানমাত্র উক্ত হইয়াছে বাগভট্ট বলেন যে, দোষসমূহ সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও অবিকৃত অবস্থায় থাকিলে এই কয়েকটী তাহাদের বিশেষ স্থান, এবং তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্

চরকে   তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়া ইতি

চরক মুনি বলেন যে বায়ু, পিত্ত ও কফ, ইহারা সর্ব্ব শরীরব্যাপী হইলেও বিশেষরূপে হৃদয় এবং নাভির অধঃ, মধ্য ও উর্দ্ধস্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে

অথ তত্তৎস্থানগতস্য শ্লেষ্মণঃ কর্ম্মাণ্যাহ
ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যা পরাণ্যপি
অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা।

অয়মর্থঃ ক্লেদনোঽন্নং ক্লেদয়তি, তেন সংহতস্যান্নং ভেদং প্রাপ্নোতি অপরাণ্যপি শ্লেষ্মস্থানানি হৃদয়াদীনি ভাগেন গত্বা তত্র তত্র হৃদয়ালম্বনত্রিকসং ধারণরসগ্রহণ সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণসন্ধিসংশ্লেষণাদ্যুদককর্ম্মভিরনুগৃহ্ণাতি উপকরোতি

ক্লেদন শ্লেষ্মা স্বকীয় শক্তিদ্বারা ভুক্তান্নকে ক্লেদযুক্ত করে এবং জলীয়গুণ দ্বারা অপরাপর শ্লেষ্মার স্থান সমূহের (হৃদয় প্রভৃতির) সাহায্য করিয়া থাকে অর্থাৎ ক্লেদন নামক কফ ভক্ষিত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করে, সুতরাং পিণ্ডাকৃতি অন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। অনন্তর হৃদয় প্রভৃতি অপর শ্লেষ্মার স্থানে গমন পূর্ব্বক হৃদয় অবলম্বন, ত্রিক সন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রিয় সমূহের তর্পণ ও সন্ধি-সংশ্লেষণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তৎ তৎ স্থানের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

তথাচ। রসযুক্তাম্বুবীর্য্যেণ হৃদয়স্যাবলম্বনম্
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ
'ত্রিকং' শিরোবাহুদ্বয়সন্ধিঃ।

অবলম্বন শ্লেষ্মার কার্য্য।

বক্ষঃস্থল স্থিত অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা রস সংযোগে স্বীয় শক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধিস্থলকে ধারণ করিয়া থাকে

উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষ্ঠতশ্চান্তিকে যতঃ
যতো রসাভিজ্ঞানাতো রসনারসনৌ সমৌ
'রসনা' রসনেন্দ্রিয়ং "রসনঃ" কণ্ঠস্থকফঃ

রসন শ্লেষ্মার কার্য্য।

রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা) রসন নামক কণ্ঠস্থিত কফের সমান, যে হেতু উহারা উভয়ই সোমগুণ বিশিষ্ট, উভয়ই পরস্পর নিকটবর্ত্তী এবং উভয়েই রসজ্ঞানের আধার

স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ

স্নেহন শ্লেষ্মার কার্য্য।

স্নেহন নামক শ্লেষ্মা স্নেহ-প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন করে

শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং বিদধাত্যসৌ।

শ্লেষণ শ্লেষ্মার কার্য্য

শ্লেষণ নামক কফ সন্ধিসমূহের সংশ্লেষ বিধান করে

অগ্নি, জল ও বায়ু ইহারাই পিত্ত কফ ও বায়ু এবং পিত্ত, কফ ও বায়ু সেই পঞ্চতন্মাত্রের তেজ, জল ও বায়ু ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে বহির্জগতে যেমন মৃত্তিকার উপর জল, জলের উপর অগ্নি, অগ্নির উপর বায়ু ও তদুপরি আকাশ (শূন্যস্থান) স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, দেহ জগতেও তদ্রূপ মূলাধারে মৃত্তিকা, স্বাধিষ্ঠানে জল, মণিপুরে তেজ, অনাহতে বায়ু ও বিশুদ্ধচক্রে আকাশের স্থান একণে প্রশ্ন এই যদি তাহাই হয়, তবে সুশ্রুতের উপদেষ্টা ধন্বন্তরি দেহাকাশের উপরে শ্লেষ্মার স্থান নির্ণয় করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলাযাইতে পারে, যেমন পৃথিবীর জল সর্ব্বদা বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, দেহস্থ জলাধার হইতেও তদ্রূপ সর্ব্বদা বাষ্প উদ্গত ও মস্তকে সঞ্চিত হইয়া মস্তক হইতে নাক ও মুখদ্বারা নির্গত হইতেছে যেমন বৃষ্টির জলও জল, নদী পুষ্করিণীর জলও জল অথচ উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ জল ও শ্লেষ্মা উভয় একই পদার্থ হইলেও রূপান্তর ভেদে স্থানভেদ, স্থানভেদে কার্য্যভেদ এবং কার্য্যভেদে নাম ভেদ হইয়া থাকে এই জন্যই বায়ু পঞ্চ প্রকার, তাহার নাম, স্থান, কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন, পিত্ত পঞ্চপ্রকার, তাহার নাম, স্থান এবং কার্য্যও পঞ্চপ্রকার এবং শ্লেষ্মা পঞ্চপ্রকার, তাহার নাম, স্থান এবং কার্য্যও পঞ্চবিধ

বর্ত্তমানে আমাদিগের দুর্দ্দশা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, তাই উপযুক্ত গুরুরও অভাব, শিষ্যেরও অভাব, বুঝাইবার লোকেরও অভাব, বুঝিবার লোকেরও অভাব, আর সেই জন্যই কথায় কথায় শাস্ত্রের দোষদিয়া থাকি প্রকৃতপক্ষে আর্য্যেরা বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি কদাপি হইতে পারেনা, তাহারা ভ্রান্তির দাস বা দাস্ত নহেন, আমরাই তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া দোষারোপ করি, আমরাই ভ্রান্তির দাস

বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকৃতি, গতি ও ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য এতদূরে আসিয়াছি, কিন্তু সকলেরই জানা উচিত; যেমন অনন্ত বহির্জগতে বায়ু ও চন্দ্র

সূর্য্যের স্থান, গতি ও ক্রিয়া নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তদ্রূপ দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্থান, গতি এবং ক্রিয়া নির্দ্দেশ অসম্ভব। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ওতঃপ্রোতভাবে দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান ও ক্রিয়া করিতেছে, পরন্তু যাবৎ দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইবে, তাবৎ ক্রিয়া করিবে। বাহির্জগতে যেমন পৃথিবীর উপরে জল, জলের উপরে অগ্নি, অগ্নির উপরে বায়ু, তদুপরি সূর্য্য এবং সূর্য্যের উপরে চন্দ্র, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ, মূলাধারে পৃথিবী, তদুপরি স্বাধিষ্ঠানে জল, মণিপুরে তেজ (নাভির কিঞ্চিৎ নিম্নে), নাভিতে সমান বায়ু এবং তদুপরি আমাশয়ে শ্লেষ্মার স্থান। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, নাভির মধ্যে চন্দ্র মণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্য মণ্ডল, সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের ন্যায় পাচকাগ্নি অবস্থিত। জ্যোতিষেও দেখিতে পাই,—

"ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।"

অর্থাৎ চন্দ্রের অধঃস্থ মেঘের ন্যায় পদার্থ সূর্য্যের আচ্ছাদক। যেমন সূর্য্যের উপরে চন্দ্র থাকিয়া স্বীয় সোমগুণ দ্বারা সূর্য্যের প্রখরতাকে মন্দীভূত বা সংযত করিতেছে, তদ্রূপ দেহে পাকস্থলীর উপরিস্থ আমাশয়ে সোমগুণ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা অবস্থান করিয়া পাকস্থলীর পাচকাগ্নির তেজকে মন্দীভূত করিতেছে। যেমন সূর্য্যের উপরে ও নীচে জল না থাকিলে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবী একমুহূর্ত্তে দগ্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ আমাশয়ে শ্লেষ্মা না থাকিলে, পাচকাগ্নির তাপে শরীর একমুহূর্ত্তে দগ্ধীভূত হইতে পারে। যেরূপ হাঁড়ীর মধ্যে অপক্কদ্রব্য জলসহ রক্ষিত হয় এবং নিম্নস্থ অগ্নির সন্তাপে তাহা পক্ক বা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ আমাশয়ে জলরূপী শ্লেষ্মা সর্ব্বদা সঞ্চিত হইতেছে ও তদ্দ্বারা (লালা) ভুক্তদ্রব্য স্নিগ্ধ অর্থাৎ আর্দ্র হইয়া নিম্নের পাচকাগ্নির তাপে পরিপক্ক হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রকারগণ আমাশয়ে শ্লেষ্মার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। আমাশয়ে শ্লেষ্মা না থাকিলে, ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক না হইয়া দগ্ধ হইতে পারে। ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ আমাশয়ে যায়, তথায় গিয়া শ্লেষ্মভাবাপন্ন বা আর্দ্র হইয়া পক্বাশয়ে যায় এবং তথায় পরিপক্ক হইয়া মলাশয়ে গিয়া কঠিনাংশ মল ও তরলাংশ মূত্ররূপে অধোগামী হয় এবং সারাংশ রস সর্ব্বশরীরে গমন করে। সাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া জলসংযুক্ত হাঁড়ির দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, কিন্তু বিষয় এত সূক্ষ্ম যে, ইহা ভাষায় বুঝানও কঠিন এবং বুঝাও কঠিন। ধন্বন্তরি বলেন—

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ
সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে
প্রাণাপানসম নৈস্তু সর্ব্বতঃ পবনৈস্ত্রিভিঃ
ধ্মাযতে পাল্যতে চাপি স্বে স্বে স্থানে ব্যবস্থিতৈঃ

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,

অহং বৈশ্বানরো ভূত্ব প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ
প্রাণাপ নসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্

'হে অর্জ্জুন আমিই প্রাণীদিগের দেহে প্রাণ ও অপান বায়ু সংযোগে দেহ আশ্রয় ক'রিয়া বৈশ্বানররূপে চতুর্ব্বিধ অন্ন (চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়) পাক করি, ফলতঃ এ সকল বিষয় সাধন দ্বারা নিজ বোধগম্য যোগীর এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবল মাত্র গীতার দুই এক খানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে

বহির্জগতে যেমন চন্দ্র উপরে থাকিয়া সূর্য্যের উত্তাপকে আদান করিতেছে, তদ্রূপ আমাশয়ে শ্লেষ্মা অবস্থান করিয়া নিম্নের পাচকাগ্নির তাপের সমতা রক্ষা করিতেছে, এজন্য শ্লেষ্মাকে পাচকাগ্নি ও ভুক্তদ্রব্যের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করা অসঙ্গত হয় নাই বস্তুতঃ চন্দ্রই সৌম্যের কিরণের আধার, চন্দ্রের আপ্যায়নী শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ হইয়া যাইত। বহির্জগতে যেমন চন্দ্র পৃথিবীর জলীয়াংশ শোষণ করিয়া স্বীয়দেহ পুষ্ট করে, অন্তর্জগতে তদ্রূপ আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা নিম্নে স্বাধিষ্ঠান হইতে জল আহরণ করে।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে—সত্ত্ব, রজ ও তম

অগ্নিঃসোমোবায়ুঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ

"রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমঃ স্পৃশে"

অগ্নি, সোম ও বায়ু সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের আশ্রয় অগ্নি বা সূর্য্য সত্ত্ব, সোম বা চন্দ্র তম এবং বায়ু রজগুণাত্মক রজগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমগুণে লয় অথবা রজগুণে জন্ম, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমগুণে সংহার

অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ- তাহার উত্তর ত প্রত্যয় করিয়া সত্ত্ব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে সত্ত্ব শব্দে নিরন্তর স্থিতি বা কখনও অভাব না হওয়া বুঝায় যতই রূপান্তর বা নামান্তর হউক, দ্রব্যের একবারে ধ্বংস হয় না, কেবল নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র এই হিসাবে সকল পদার্থই নিত্য এইরূপে নিত্যভাবে থাকাই সকল পদার্থের সত্ত্বগুণের লক্ষণ দ্রব্য মাত্রেরই গুণ আছে, সেই গুণ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, সেই ক্রিয়া প্রবর্ত্তক গুণ থাকাই পদার্থের রজোগুণের লক্ষণ সেই ক্রিয়া প্রবর্ত্তক গুণের দ্বারা পদার্থের নিয়ত রূপান্তর হইতেছে, স্বরূপ ত্যাগ করিয়া রূপান্তর গ্রহণ করাই দ্রব্যের তমোগুণের লক্ষণ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ সেই সকল দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া একত্র করিয়া একাকারে ভাবিলে বিরাটের কল্পনা করা যায় এবং সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা করিলে বিশ্বের কল্পনা করা যায় সেই অসংখ্য বিশ্ব পদার্থ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না এই ত্রিগুণই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার অবান্তর মাত্র পঞ্চভূতের বিকৃতি দ্বারা সমস্ত পদার্থ জন্মে বলিয়া জাগতিক পদার্থকে বিকারসম্ভূত বলে রোগও দেহস্থ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি বা রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র, পরন্তু যাহা বায়ু পিত্ত, শ্লেষ্মা, তাহাই সত্ত্ব, রজ, তম প্রকৃতির এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই প্রধান এই গুণ দ্বারা মানবের মনে সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম, দয়া, ভক্তি, মহত্ত্ব ও পবিত্র ভাব জন্মে সত্ত্ব শব্দে উত্তম, দ্রব্য, পদার্থ, মন, অন্তঃকরণ স্বভাব, বল, শক্তি, ধৈর্য্য, উৎসাহ, স্থিতি, চৈতন্য, আত্মা, পরাক্রম ও সাহস বুঝায়। সত্ত্বগুণ যোগীদিগের প্রধান অবলম্বন রজোগুণ (রঞ্জ্‌+অ (অন্) স্ম বা অস্ —ণ অর্থ—রং করা, রস, জল, প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণ, স্ত্রীদিগের মাসে মাসে যোনি-নিঃসৃত রক্ত, ধূলি, ইচ্ছা, দ্বেষ, অহঙ্কারাদির কারণ গুণবিশেষ তমোগুণ প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমঃ শব্দে অন্ধকার বা অজ্ঞানতা এই গুণের প্রাধান্য হইলে, লোকে কামক্রোধাদি নীচপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয় এই তিন গুণের মধ্যে তম সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ
সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদন্বয়াৎ

সতঃ সাধোর্ভাবং সত্ত্বং প্রকাশকং জ্ঞানং সুখহেতুঃ। রজঃ রাগাত্মকং দুঃখহেতুঃ তাম্যতি গ্লানিং প্রাপ্নোতি অনেনেতিতমঃ, আবরকং

মোহহেতুঃ। তে গুণাঃ সমাঃ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তথাসতি ন্যূনাধিক-গুণাঃ বিকৃতিঃ

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ
প্রমাদমোহৌ তমসে ভবতোঽজ্ঞানমেবচ।
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা জন্মে পুণ্যকর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক বা নির্ম্মল, রজগুণের ফল দুঃখ এবং তমগুণের ফল অজ্ঞান সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে, রজগুণ প্রধানি মধ্যে অবস্থান করে এবং নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তামসেরা অধোগামী হয়

এক্ষণে প্রশ্ন এই—ঊর্দ্ধে যদি শ্লেষ্মার স্থান হয় এবং শ্লেষ্মা যদি তমবহুল হয়, তাহাহইলে, দেহের ঊর্দ্ধাংশ কি প্রকারে সত্ত্বগুণের স্থান হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দেহের ঊর্দ্ধাংশ শ্লেষ্মা সঞ্চয়ের স্থান, ঐস্থানে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় মাত্র, শ্লেষ্মার জন্মস্থান আমাশয় এবং জলের স্থান স্বাধিষ্ঠান। সত্ত্বগুণের অবান্তর পিত্ত, রজগুণের অবান্তর বায়ু এবং তমগুণের অবান্তর কফ। দেহের ঊর্দ্ধাংশে বায়ু, মধ্যাংশে পিত্ত ও নিম্নভাগে শ্লেষ্মার স্থান সত্ত্বগুণ যোগীদিগের প্রধান অবলম্বন, তাঁহারা দেহের মধ্যভাগস্থিত তেজ প্রাণায়াম দ্বারা আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধগামী করেন এবং দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করেন, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন সত্ত্বগুণাবলম্বীরা ঊর্দ্ধে থাকে, রাজসেরা মধ্যে থাকে এবং তামসের নিম্ন বা অধোগামী হয় উদর রজোগুণ কাঞ্চনের স্থান এবং লিঙ্গ তমোগুণ কামিনীর স্থান মন যেদিকে, দৃষ্টিও সেইদিকে, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন কামিনীতে আশক্তি থাকিলে স্থান নরকে, কাঞ্চনে আশক্তি থাকিলে মধ্যপথে বা মর্ত্ত্যে এবং সত্ত্বগুণে স্বর্গে অবস্থান বহির্জ্জগতে যেমন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল বর্ত্তমান, অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ মস্তক ত্রিগুণাতীত নিরাময় স্থান, এই স্থানেই সহস্রারে অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মে পরমাত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবস্থিতি, এই স্থানেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ ও মুক্তি রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি

এবং তমোগুণে সংহার বজ অনুরাগ ও দুঃখাত্মক হে ভগবন্ এক আপনিইতো বহু হইয়াছেন, আপনিইতো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়েব কারণ আপনারও কি আশক্তি, ইচ্ছা, সুখ দুঃখ আছে? আপনারও কি কর্ম্ম এবং ফলাকাঙ্ক্ষা আছে? তজ্জন্যই কি "একো বহুস্যামঃ" হইয়াছেন? আপনারও কি কর্ম্মফলে জন্ম, জন্ম দুঃখের নিদান?

পঞ্চভূতের তেজ, জল ও বায়ু, ইহারাই দেহের পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই যে পিত্ত, শ্লেষ্ম ও বায়ু ইহারাই সত্ত্ব, তম ও রজ এই যে অগ্নি, সোম ও বায়ু, ইহারাই যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু এবং এই যে সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু, ইহারাই অগ্নি, জল ও বায়ু।

নাড়ীবিজ্ঞানে—বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা।

এযাবৎ যে কোন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই বায়ু, অগ্নি ও জলের প্রভাব দেখিয়াছি এবং বায়ু, অগ্নি, জলই যে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার নামান্তর, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি একণে একটু নাড়ীবিজ্ঞানের আলোচনা করা যাউক কারণ শারীরবিজ্ঞানে নাড়ীবিজ্ঞান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়

সার্দ্ধ ত্রিকোট্যোনাড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্
নাভিকন্দনিবদ্ধাস্তা তির্য্যগূর্দ্ধমধঃস্থিতাঃ
দ্বাসপ্ততিসহস্রেস্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
দেহে ধমন্যো ধম্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়গুণাবহাঃ।

তাসান্তু সূক্ষ্মশুষিরাণি শতানি সপ্ত স্থানানি যৈরসকৃদন্নরসং বহদ্ভিঃ আপ্যায্যতে বপুরিদংহি নৃণামমীষাং স্রবদ্ভিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ আপাদতঃ প্রততগাত্রমশেষমেষা মামস্তকাদপিচ নাভিপুরঃস্থিতেন।
এতন্মৃদঙ্গ ইব চর্ম্মচয়েন নদ্ধং কায়ং নৃণামিহ শিরাশতসপ্তকেন॥

সপ্তশতানাং মধ্যে চত্বরধিকা বিংশতিস্ফুটাঃ॥

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে, বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধভাগে হস্তপাদৌ চ বামৌ। তস্য ধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ।

বাহ্বোর্নাড়ীদ্বয়ং তস্য পৃষ্ঠে নাড়ীদ্বয়ন্তথা
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ
ন শাস্ত্রপঠনাদ্বাপি শাস্ত্রাধ্যয়নাদপি
স্পর্শনাদিযোগাভ্যাসং বিনা নাড়ীবিবেকভাক্।
নাড়ীগতিবিষং সম্যক্ যোগাভ্যাসবদেকতঃ
শক্যতে নানুগাঢ় তৈস্তু বৃহস্পতিসমৈর্যদি
প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো নাড্যস্তত্র দশস্মৃতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্নাচ তৃতীয়িকা
গান্ধারী হস্তিজিহ্বাচ পূষাচৈব যশস্বিনী
অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনীচ দশস্মৃতাঃ
এবং নাড়ীময়ং চক্রং বিজ্ঞেয়ং যোগিভিঃসদা
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ
এতে নাড়ীষু সর্ব্বাসু চরন্তি জীবরূপিণঃ

দেহে স্থুল সূক্ষ্মভেদে নাড়ী সাড়ে তিন কোটি। এই সকল নাড়ী নাভিমূল হইতে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্‌ভাবে সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ঐ সাড়েতিনকোটি নাড়ীর মধ্যে স্থূল নাড়ী ৭২০০০ হাজার ইহারা চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ যথাক্রমে এই পঞ্চগুণ বহন করে সূক্ষ্মধমনী সাতশত যেমন শত শত নদ নদীর জল সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম ধমনীসকল ভুক্তদ্রব্যের রস বহন করিয়া শরীরকে আপ্যায়িত করে। ফিতার ন্যায় চর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ মৃদঙ্গবৎ উক্ত সাত শত ধমনী আপাদ মস্তক অবস্থান করিয়া শরীর ধারণ করিতেছে ইহাদের মধ্যে প্রধানীয় ধমনী চব্বিশটি তন্মধ্যে প্রাণবহা দশটী যথা—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু ও শঙ্খিনী এইরূপে নাড়ীময় চক্র যোগীদিগের জ্ঞেয় প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ প্রাণরূপী বায়ু উক্ত দশবিধ নাড়ীর মধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করে এই কর্ম্মরূপী নাড়ীপুঞ্জের বাঙ্গালা নাম নাড়ীভূঁড়ী

এই যে, সাড়েতিন হস্ত দেহে সাড়ে তিনকোটী নাড়ী, এইখানেই শারীর বিজ্ঞানের চরমোন্নতি স্থূলজ্ঞানে ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, বর্ত্তমানে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এক্ষণে অসাধারণ উন্নতি, সেই পাশ্চাত্যজাতির নিকটেও এই তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত, কিন্তু আর্য্যরা যোগবলে এই সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইড়াচ বামনাসায়াং দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা
সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রেচ গান্ধারী বামচক্ষুষি।
দক্ষিণে হস্তিজিহ্বাচ পূষাকর্ণেহন্য দক্ষিণে।
বামে যশস্বিনী জ্ঞেয়া মুখে চ লম্বুষা মতা
কুহূস্থাল্লিঙ্গমূলেতু শঙ্খিনী মস্তকোপরি
এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ।
তাসাং মুখ্যতমা স্তিস্র স্তিসৃস্বেকোত্তমোত্তমা
ইড়া চ শঙ্খচন্দ্রাভা বামে ভাগে ব্যবস্থিতা
পিঙ্গলা সিতরক্তাভা দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতা।
ইড়ায়াঃ পিঙ্গলায়াশ্চ মধ্যে যা সা সুষুম্নিকা
ইয়ঞ্চ ত্রিগুণা জ্ঞেয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা
সুষুম্নায়া মধ্যগতা স্তিস্রো নাড্যঃ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ
রজোগুণাচ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সত্ত্বসংযুতা
তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী কার্য্যভেদক্রমেণ চ

বাম নাসিকায় ইড়া, দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা, ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না, বামচক্ষে গান্ধারী, দক্ষিণচক্ষে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহূ এবং মস্তকোপরি শঙ্খিনী, এই দশপ্রকার নাড়ী দশ-দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয় প্রধান, তন্মধ্যে আবার একমাত্র সুষুম্না সর্ব্বপ্রধান। শঙ্খ ও চন্দ্রের আভাবিশিষ্টা ইড়া শরীরের বামদিকে এবং শ্বেত ও রক্তবর্ণ বিশিষ্টা পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণ দিকে অবস্থিতা। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে নাড়ী, তাহাই সুষুম্না। এই সুষুম্না ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মিকা বা সত্ত্ব, রজ ও তম ত্রিগুণ বিশিষ্টা। ঐ সুষুম্নার অভ্যন্তরে রজোগুণা বজ্র, বজ্রার মধ্যে সত্ত্বগুণ

চিত্রিণী এবং চিত্রিণীর মধ্যে তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী ক্রিয়াভেদে অবস্থান করিয়া থাকে

পূর্ব্বোক্তায়াঃ সুষুম্নায়া মধ্যস্থায়াঃ সুলোচনে
নাড্যোঽনন্তা দেহব্যাপ্তাঃ পঞ্চপর্ব্বসমুদ্ভবাঃ॥
অধোমুখাঃ শিরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদূর্দ্ধমুখাস্তথা।
পরাস্তির্য্যগতাঃ কাশ্চিদ্ বিজ্ঞাতব্যা বিচক্ষণৈঃ

পূর্ব্বোক্ত সুষুম্নানাড়ীর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ এই পঞ্চ চক্রস্থিত পঞ্চ পর্ব্ব হইতে অসংখ্য নাড়ী উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি দেহের অধোদিকে পাদাদি অবয়বে, কতকগুলি ঊর্দ্ধদিকে মস্তকাদিতে এবং কতকগুলি তির্য্যক্‌ভাবে হস্তাদি অবয়বে গমন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সুষুম্নানাড়ী সত্ত্ব, রজ ও তমো এই ত্রিগুণময়ী এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অনিলাত্মিকা এই যে গুণত্রয় বা চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, ইহারাই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই নাড়ীত্রয় পরস্পর একত্র ত্রিগুণাত্মক একটি রজ্জুর ন্যায় ইহাই স্পর্শ করিয়া রোগপরীক্ষা করিতে হয় এই নাড়ী পুরুষের দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণপদ ব্যাপিয়া অবস্থান করে এবং স্ত্রীদিগের বামহস্ত ও বামপদ ব্যাপিয়া থাকে শাস্ত্র বলেন

স্ত্রীণামূর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্মঃ পুংসাং পুনরধোমুখঃ
অতঃ কূর্ম্মাতিক্রান্তাৎ সর্ব্বমেব ব্যতিক্রমঃ

ঐ কচ্ছপাকৃতি নাড়ীপুঞ্জের মুখ স্ত্রীদিগের ঊর্দ্ধদিকে এবং পুরুষের অধোদিকে, কূর্ম্ম বৈপরীত্য হেতু পরীক্ষণীয়া নাড়ীর এইরূপ সংস্থান-বিপর্য্যয়

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তারগণ নরদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে সূত্রাকৃতি সুষুম্না নাড়ী দেখিতে পাইয়াছেন পাশ্চাত্য তাড়িৎ বিজ্ঞানবেত্তা ডাক্তার ডড্ সাহেব তাঁহার প্রণীত তাড়িত্তত্ত্ব নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি শিরা সংযুক্ত আছে, তাহা ছেদন করিবামাত্রই রক্তের সঞ্চালন এককালে বন্ধ হইয়া যায় ইহাতেই তিনি অনুমান করেন যে, এই সুষুম্নার দ্বারাই হৃদয়ে রক্ত সঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিতা হয়

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জগতের একমাত্র চালক বায়ু বায়ু দশপ্রকার,

তন্মধ্যে প্রধান পাঁচটি ও অপ্রধান পাঁচটি, প্রধান পাঁচটির মধ্যে প্রাণবায়ু সর্ব্ব-প্রধান শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণবায়ুর দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়, দেহস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি হইতেই সেই প্রাণবায়ু সমুদ্ভূত হইয়াছে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিই তড়িন্ময় বায়ু। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের ছিদ্রস্থ সুষুম্নার মধ্যে অবস্থান করিয়া মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তিতে বিভক্ত হইয়া দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এই ত্রিশক্তি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা ও সত্ত্ব, রজ তমোগুণময়ী এই ত্রিগুণময়ী সুষুম্না নাড়ীর মধ্যেই একসূত্রে প্রকৃতি দুইপ্রকার, পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি পরা শ্রেষ্ঠা ও অপরা নিকৃষ্টা গীতায় দেখিতে পাই

ভূমির্রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ

হে মহাবাহো পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি আমার প্রকৃতি এই আটটি অপকৃষ্ট এতদ্ব্যতীত জীবভূতা পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, যাহা এই জগৎ বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে

অনেকে এই জীবভূত প্রকৃতি শব্দের অর্থ করেন চেতনা, কিন্তু চেতনার স্থান হৃদয়, হৃদয়ে প্রাণবায়ুর স্থান, যদি চেতনাকে লক্ষ্য করাই ভগবদ্বাক্যের অর্থ হয়, তাহা হইলে চেতনা অষ্টপ্রকৃতির বহির্ভূত হইতে পারে না, কারণ যে বায়ু চেতনার কারণ, সেই বায়ু চেতনার স্থান হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে এতদ্দ্বারা ভগবান্ সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন চেতনার স্থান হৃদয় এবং হৃদয়াবলম্বন প্রাণবায়ু সেই কুণ্ডলিনী শক্তিতে গ্রথিত এক্ষণে দেখা যাউক কুণ্ডলিনীর স্থান কোথায়

মহাশক্তিঃ কুণ্ডলিনী নাভীস্থ হিম্বরূপিণী
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশচাধো গতা স্তথা
দ্বে দ্বে তির্য্যগ্‌গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া
সূক্ষ্মমুখ্যস্ততো নাড্যঃ সপ্তত্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ

কুণ্ডলিন্যাং মহাশক্তৌ মলমার্গা ভবন্ত্যমী
যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থান নিরাময়ম্
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী
প্রবুদ্ধ বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ
সূচীব গুণমাদায় ব্রজত্যূর্দ্ধং সুষুম্নয়া

সর্পস্বরূপিণী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাভিনাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন তাহ হইতে দশটি ঊর্দ্ধগত, দশটি অধোগত এবং চারিটি তির্য্যক্ গত, মোট ২৪টি নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে এই চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী হইতে সূক্ষ্ম মুখ বিশিষ্ট ৭২০০০ হাজার নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে, মহাশক্তি কুণ্ডলিনীতে তাহাদের মূল সংলগ্ন যে পথ দ্বারা গুণাতীত নিরাময় ব্রহ্মধামে গমন করা যায়, কুণ্ডলিনী পরমেশ্বরী সেই দ্বার স্বীয় মুখদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রিতা রহিয়াছেন তাঁহাকে জাগরিত করাই যোগের তথা যোগীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং চিত্তে যথারীতি প্রাণায়াম করিলে, প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধাধোগতি রহিত হইয়া বায়ু স্থিরভাবাপন্ন হয়, তখন কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া সূচী যেরূপ সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় তদ্রূপ সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডমধ্যস্থ ব্রহ্মসূত্রে অবলম্বন করিয় নিরাময় মোক্ষধামে অর্থাৎ মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মে গমন করিয়া থাকেন যে কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবজগৎ ধারণ করিয় রহিয়াছেন -

শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপাবলী
বায়্বগ্নিময়ী স দেবী কুণ্ডলী পরমা কলা

যাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জগতের সমস্ত জীবের জীবন রক্ষা হইতেছে, সেই কুণ্ডলিনী মূলাধার পদ্মে দীপাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন

সেই কুণ্ডলিনী বায়ু ও অগ্নিময়ী ইনিই চেতনার তথা হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের মূল ইনিই গীতার সেই জীবভূত পরাকৃতি ইনিই জীব জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন হৃৎপিণ্ডস্থ প্রাণবায়ু ইঁহারই আশ্রিত

আমি যাহার জন্য এত দূরে আসিয়াছি, তাহা এতক্ষণে প্রাপ্ত হইলাম আমি দেখাইতে চাই যে, পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল এই ভূতত্রয় প্রধান, এই পদার্থত্রয়ের মধ্যে আবার বায়ু ও অগ্নি অতি প্রধান তাহাই

নয় কি? তাহাই তো ঠিক এই বায়ু ও তেজ অদৃশ্য, নির্লিপ্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও সূক্ষ্ম, জল যে গুরু পদার্থ কেবল পৃথিবীর দিকেই আকর্ষণ করে! জল যে আর্দ্র পদার্থ, তেজোময় বায়ুরূপী মন জলে আর্দ্র হইয়াই তো সংসারে আসক্তি জন্মায়, মায়ামুগ্ধ মানুষের সাধ্য কি, সেই গুরুভার পরিত্যাগ করিয়া,—সংসারের মায়া কাটাইয়া পৃথিবী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে গমন করে স্বাধিষ্ঠান জলের স্থান, জল পরিত্যাগ না করিলে, সাধ্য কি মানুষ কামিনীর লোভ সম্বরণ করে?

এই যে অগ্নিময়ী বায়ু, ইহাই ব্রহ্মতেজ,– ইহাই তড়িৎ শক্তি, পশুপ্রায় আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাসক্ত মানুষ ইহার মর্ম্ম জানে না, বুঝেনা। এই তেজ, শক্তি বা বল যাহার আছে প্রকৃত পক্ষে সে তেজীয়ান্, বলীয়ান্ ও শক্তিমান্ মনের বলই প্রকৃত বল, মনের তেজই প্রকৃত তেজ এবং মনের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। এই শক্তিতেই যোগ এই শক্তিতেই ভোগ, এই শক্তিতেই প্রবৃত্তি, এই শক্তিতেই নিবৃত্তি যেখানে ভোগ, সেইখানেই যোগ, যেখানে প্রবৃত্তি, সেইখানেই নিবৃত্তি, যেখানে উৎপত্তি, সেই খানেই লয়.

মেরুদণ্ডের রন্ধ্র মধ্যে মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় মেরুদণ্ড ব্যাপিয়া সুষুম্না নাড়ী অবস্থান করে এই নাড়ীর মধ্যে বায়ু ও অগ্নিময়ী তড়িৎশক্তি নিয়তই আবাহিত ও প্রবাহিত হইতেছে সেই আবাহন প্রবাহনের প্রভাবে মেরুদণ্ডের নিম্নে যোনিমণ্ডলে নাভির অধোভাগ হইতে অপান বায়ু আকৃষ্ট হয় এবং পুনরায় তথা হইতে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত বিতাড়িত হয় কুণ্ডলী শক্তির মস্তিষ্ক অভিমুখে আবাহন কালে অপান বায়ু যোনিমণ্ডলে আকৃষ্ট হয় এবং মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহনকালে অপানবায়ু যোনিমণ্ডল হইতে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত তাড়িত হয় অপান বায়ুর সেই আকর্ষণ ও তাড়নের দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট ও তাড়িত হয়; তাহাতেই শ্বাস প্রশ্বাস জন্মে, সেই শ্বাসপ্রশ্বাসই হৃৎপিণ্ডস্থ চেতনা এই খানেই প্রাণবায়ুর স্থান। যে বায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমাগমন করে, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে মলদ্বার ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থান যোনিমণ্ডল

প্রাণবায়ু যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে, তখন অপানবায়ুও যোনিমণ্ডল হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে এইরূপে নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান

উভয়দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পূরককালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচক কালে দুইবায়ু দুইদিকে গমন করে যথা—

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
তৌ চৈতৌ বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিমম্

অপানবায়ু প্রাণকে এবং প্রাণবায়ু অপানকে আকর্ষণ করে যেমন রজ্জুবদ্ধ শ্যেনপক্ষী উড্ডীয়মান হইলেও কিয়দ্দূর গিয়া রজ্জুর আকর্ষণে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে, প্রাণবায়ুও তদ্রূপ নাসারন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়াও অপান বায়ুর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করে এই দুই বায়ুর বিসম্বাদে অর্থাৎ নাস ও যোনিমণ্ডলের অভিমুখে বিপরীত ভাবে গমনে জীবজন্তুর জীবনরক্ষ হয় যখন ঐ দুই বায়ু নাভিগ্রন্থিভেদ পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা দেহ পরিত্যাগ করে মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস কহে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুর মধ্যবর্ত্তী নাভিমণ্ডলস্থিত বায়ুকে সমানবায়ু কহে নাভিমণ্ডলে প্রাণ ও অপান উভয় বায়ুর কার্য্যের দ্বার উভয়ের বেগের সমতা হয় এবং তাহাকেই সমান বায়ু বল যায় সমান বায়ুর এই সমত পাচকাগ্নিকে সমভাবে রক্ষা করে এই আকর্ষণ ও বিতাড়ন দ্বারা দৈহিক সমস্ত যন্ত্র চালিত হয় এবং সর্ব্বদেহে তাড়িৎশক্তি বিশিষ্ট বায়ু সঞ্চরণ করে এই আকর্ষণ ও বিতাড়নই শ্বাসপ্রশ্বাস, কুণ্ডলিনী এবং সুষুম্না নাড়ীদ্বারাই শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় তন্ত্রে দেখিতে পাই,—

জীবশোণিতসংযোগাৎ সুষুম্না জীবসাক্ষিণী
স্পন্দিতা সর্ব্বদেহেষু যাবজ্জীবে ন মুঞ্চতি
তস্যাভিঃ পঞ্চভি স্পন্দৈঃ সুস্থো জিতেন্দ্রিয়ো বলী
অজপানামগায়ত্রীং বারমেকং জপেৎ প্রিয়ে
স তু শ্বাস ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রানুসারতঃ
উচ্ছ্বাসে চৈব নিঃশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্
হং কারেণ বহির্য্যাতি সঃকারেণাবিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা

কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ
অনয়া সদৃশং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জায়তে জপ্যতে যদা
উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ
উচ্ছ্বাসেচৈব নিঃশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্
তস্মাৎ প্রাণস্তু হংসাত্মা আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ
হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ
পুংপ্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে
পুরুষং স্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতি র্নিত্যমাত্মনঃ।
যদা তত্ত্বার মাপ্নোতি তদা সোঽহমিদং ভবেৎ
ষষ্টিশ্বাসৈ র্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্ প্রাণা নাড়িকা মতা
ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ
একবিংশতিসাহস্রং ষট্শতাধিকমীশ্বরি
জপ্যতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্
উৎপত্তিশ্চ জপারম্ভো মৃত্যুস্তস্য নিবেদনম্

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবশোণিতের আঘাত দ্বারা সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বদেহে স্পন্দিত হয় ঐ নাড়ী পাঁচবার স্পন্দিত হইলে, সুস্থ ও বলবান ব্যক্তির অজপানাম্নী গায়ত্রীর একবার জপ হয় অর্থাৎ উচ্ছ্বাসে ও নিঃশ্বাসে "হংসঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়, ইহাকেই শ্বাস কহে। উচ্ছ্বাসে "সঃ" জপে বায়ুগ্রহণ ও নিঃশ্বাসে "হং" জপে বায়ু পরিত্যাগ হয়; জীব সর্ব্বদাই হংসঃ এই পরম মন্ত্র জপ করিতেছে এই প্রাণধারিণী অজপা নাম গায়ত্রী কুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণবিদ্যা যিনি অবগত আছেন, তিনিই যোগী। ইহার ন্যায় বিদ্যা, জপ এবং পুণ্য হয় নাই, হইবেও না যদি এই গায়ত্রীর মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী জপ করা যায়, তবে ভববন্ধনমোচন হইতে পারে এই যে হংসঃ এই দুইটি কথা,

ইহাদের মধ্যে বিন্দু অর্থাৎ হং পুরুষ এবং বিসর্গ অর্থাৎ সঃ প্রকৃতি উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসে এই শব্দদুইটির উচ্চারণ হয় বলিয়া আত্মাকারে সংস্থিত প্রাণকে হংসাত্মা বলা যায় সমস্ত জীবজন্তু এই অজপা গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে আত্মার প্রকৃতি পুরুষকে নিত্যাশ্রয় মনে করিয়া যখন সেই পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তখন "সোঽহম্" ভাবাপন্ন হইয়া সেই পরম পুরুষে লয়প্রাপ্ত হয়েন ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি

৬০ শ্বাসে এক প্রাণ অর্থাৎ দশপল, ছয়প্রাণে এক নাড়িক বা দণ্ড, ৬০ নাড়িকাতে এক দিবস অর্থাৎ দিবারাত্রি হয় এক অহোরাত্রে জীবের ২১৬০০ বার গায়ত্রী জপ হয় জন্ম হইতে এই জপের আরম্ভ এবং মৃত্যুকালে জপের শেষ সুষুম্না পাঁচবার স্পন্দিত হইলে, একবার শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, ৬০ শ্বাসে ১০ পল, সুতরাং ১ পলে শ্বাসপ্রশ্বাস ৬ বার এবং স্পন্দন সংখ্যা ৩০ বার ৬০ পলে ১ দণ্ড সুতরাং ৬০ কে ৬ অঙ্কদ্বারা গুণ করিলে, এক দণ্ডে স্পন্দন-সংখ্যা ৩৬০ বার, আবার ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র, সুতরাং ৩৬০ কে ৬০ দ্বারা গুণ করিলে, একদিবারাত্রির স্পন্দন সংখ্যা ২১৬০০ বার হয়।

ধমনী

ধমন্যো নাভিতো জাতা শ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া
দশোঽর্দ্ধগা দশোঽধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্মৃতাঃ।

তত্রোর্দ্ধগাঃ। শব্দস্পর্শরূপরস গন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিতক্ষুৎহসিত কথিত রুদিত গীতাদিবিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। প্রশ্বাসঃ অন্তঃ প্রবিশদ্বায়ুঃ। উচ্ছ্বাসঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছদ্বায়ুঃ।

তস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে তাস্ত্রিংশৎ তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ তা দশ অষ্টাভিঃ শব্দরসরূপগন্ধান্ গৃহ্লাতি পুরুষঃ দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষতে, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্বাভ্যাং জাগর্ত্তি, দ্বে চাশ্রুবাহিন্যৌ, দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয় বহতঃ স্তনসংশ্রিতে। তে এব শুক্রং নরস্য স্তনাভ্যা মভিবহতঃ। তা স্ত্বেতা স্ত্রিংশৎ স-বিভাগা ব্যাখ্যাতা। এতাভিরূর্দ্ধং নাভেরুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবা বাহবো ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ

নাভিমূল ধমনীসমূহের উৎপত্তি স্থান স্থূলধমনী মোট চব্বিশটি নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার দশটি দেহের ঊর্দ্ধদিকে, দশটি নিম্নদিকে এবং চারিটি ঊর্দ্ধদিকে ও অধোদিকে বক্রভাবে গমন করিয়াছে ঊর্দ্ধগত দশটি ধমনী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভা (হাই), ক্ষুৎ (হাঁচি), হাস্য, বাক্যকথন, রোদন ও গান প্রভৃতি দৈহিককার্য্য সম্পন্ন ও দেহ ধারণ করে প্রশ্বাস অর্থাৎ অন্তরে যে বায়ু প্রবেশ করে উচ্ছ্বাস অর্থাৎ যে বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করে। সেই ঊর্দ্ধগত দশটি ধমনী হৃদয়ে গিয়া প্রত্যেকে তিনটি করিয়া মোট ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে সেই ত্রিশটির মধ্যে দুই দুইটি করিয়া মোট দশটি ধমনী বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্ম, রস ও রক্ত বহন করে আটটির দ্বারা জীব শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধগ্রহণ, দুইটির দ্বারা বাক্যকথন, দুইটির দ্বারা শব্দোচ্চারণ, দুইটির দ্বারা নিদ্রা, দুইটির দ্বারা জাগরণ এবং দুইটীর দ্বারা নেত্রজল পরিত্যাগ করে দুইটি স্ত্রীদিগের স্তনাশ্রয় করিয়া স্তন্য বা স্তন দুগ্ধ বহন করে। দুইটি ধমনী পুরুষের স্তনদ্বয় আশ্রয় করিয়া শুক্র বহন করিয়া থাকে এই ত্রিশটি ঊর্দ্ধগামিনী ধমনী নাভির ঊর্দ্ধদিকে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীব, মস্তক ও বাহুদ্বয়কে ধারণ ও সঞ্চালন করিয়া থাকে।

তত্রোঽধোগতাঃ অধোগতাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীনধো বহন্তি তাস্তু পিত্তশয়ং গতাস্ত্রিধ জায়ন্তে, তা স্ত্রিংশৎ তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ তা দশ দ্বে অন্ন-বহে অন্ত্রাশ্রিতে, দ্বে তোয়বহে, দ্বে বস্তিগতে মূত্রবহে, দ্বে শুক্রস্য প্রাদুর্ভাবায়, তে তদ্বিসর্গায়, ত এব নারীণামার্ত্তবং প্রাদুর্ভবতো বিসৃজতশ্চ। দ্বে স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধে পুরীষং বিসৃজতঃ অষ্টাবন্যা-স্ত্রির্য্যগ্‌গতাঃ স্বেদমর্পয়ন্তি এতাস্ত্রিংশৎ এতাভিবধোনাভেঃ পক্বাশয় কটিমূত্রপুরীষবস্তিগুদমেঢ্রসক্থীনি ধার্য্যন্তে চাল্যন্তেচ।

অধোগামিনী ধমনীসমূহ বায়ু, মূত্র, মল, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতিকে অধো-দিকে বহন করে তাহারা পিত্তাশয়ে গমন করিয়া প্রত্যেকে তিনটি করিয়া মোট ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে দুইটি করিয়া দশটিধমনী বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রক্ত ও রসকে বহন করে দুইটি অন্ত্রে সংলগ্ন থাকিয়া অন্ন বহন করে, দুইটি জল বহন করে, দুইটি বস্তিতে সংলগ্ন থাকিয়া মূত্রবহন করে,দুইটির দ্বারা

শুক্র উৎপন্ন হয়, দুইটির দ্বারা শুক্র নিঃসরণ হয়, এই চারিটি ধমনীর দ্বারাই স্ত্রীদিগের আর্ত্তব উৎপন্ন ও নিঃসরণ হয় দুইটি ধমনী স্থূল অন্ত্রে সংলগ্ন থাকিয়া মল নিঃসারণ করে, অপর আটটি ধমনী তির্য্যগ্‌গত ধমনী সকলকে স্বেদ (ঘর্ম্ম) অর্পণ করে এই ত্রিশটি অধোগামিনী ধমনীর দ্বারা নাভির অধোদেশস্থ পক্বাশয়, কটি, মল, মূত্র, মূত্রাশয়, গুহ্য, শিশ্ন ও সক্‌থি ধৃত ও চালিত হয়

তত্র তির্য্যগ্‌গতাঃ তির্য্যগ্‌গতানান্তু চতসৃণা মেকৈকং শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে তাস্ত্বসংখ্যেয়া স্তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং নিবদ্ধ মায়তঞ্চ গবাক্ষে বাতায়নং। যথা গবাক্ষে বহূনি ছিদ্রাণি ভবন্তি, তথা অস্মিন্ দেহে জালবৎ শিরাঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ "নিবদ্ধ মায়তঞ্চগবাক্ষিতম্" গবাক্ষাকারান্ত্র নিকরী-যুক্তং কৃতমিত্যর্থঃ।

তাসাং মুখানি রোমকূপানি যৈর্স্বেদঃ স্বেদঃ স্রবন্তি, রসঞ্চা-ভিসন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ, তৈরেবাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহনালেপনবীর্য্যাণি ত্বচি পক্কান্যন্তঃ প্রবেশয়ন্তি তৈরেব স্পর্শং শুভমশুভং বা গৃহ্ণন্তি।

তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী চারিটির এক একটির শত সহস্র শাখা প্রশাখা তাহারা অসংখ্য যেমন বাতায়নে অধিক ছিদ্র থাকে, তদ্রূপ এই তির্য্যগ্‌-গামিনী ধমনীসকল সমস্ত শরীরকে ছিদ্রযুক্ত করিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে সেইসকল ধমনীর মুখসমস্ত লোমকূপে সংলগ্ন ঐ সকল মুখের দ্বারাই দেহের অভ্যন্তরস্থ স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম বহির্গত হয় এবং শারীরিক রস শরীরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করে অর্থাৎ ঐ ধমনীসমূহের ছিদ্র দ্বারা অভ্যঙ্গ, পরিষেচন, অবগাহন ও লেপন ক্রিয়ার তৈলাদি দ্রব্যের বীর্য্য ভ্রাজক পিত্তের দ্বারা ত্বকে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তাহার বীর্য্য শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও স্পর্শজন্য সুখ দুঃখ অনুভূত হয়

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষুচ।
ধমনীনাংস্তথা খানি রসো যৈরভিতশ্চরেৎ॥

পদ্মের মৃণালের মধ্যে যেরূপ সূক্ষ্মছিদ্র থাকে, ধমনীর মধ্যেও তদ্রূপ ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দ্বারা সমস্ত শরীরে রস সঞ্চালিত হয়

পঞ্চাভিভূতাস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়ন্তি।
পঞ্চেন্দ্রিয়ম্পঞ্চসু ভাবয়িত্বা পঞ্চত্ব মায়ান্তি বিনাশকালে।

অস্যায়মর্থঃ ধমন্যঃ কথম্ভূতাঃ? পঞ্চাভিভূতাঃ পঞ্চভ্য আকাশাদিমহাভূতেভ্যঃ অভি (সমন্তাৎ) ভূতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চেন্দ্রিয়াণি উভয়াত্মকং মনশ্চ যস্য তৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ং জীবাত্মানং পঞ্চসু ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু শ্রোত্রাদিষু "পঞ্চকৃত্বঃ" পঞ্চবারান্ পর্য্যায়েণ নত্বেকদৈব ভাবয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং সমাহারং পঞ্চেন্দ্রিয়ং শ্রোত্রাদিঃ, তদুপলক্ষিতং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং মনশ্চ পঞ্চসু পৃথিব্যাদিষু বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়েষু, তদুপলক্ষিতেষু হস্তাদিষু কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়েষু মন্তব্যে মনোবিষয়েচ ভাবয়িত্বা প্রাপয্য সংযোজ্যেতি যাবৎ তথা সতি বিনাশকালে পঞ্চত্বং আকাশাদিভাব মায়ান্তিপ্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।

ধমনীসকল পঞ্চাভিভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের বশীভূত হইয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ে সংযোজন করে, তাই সমস্ত শারীরিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিনাশকালে উহারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়।

কণ্ডরা

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ
প্রসারণাকুঞ্চনয়ো দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনম্
চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং চতস্রঃ পাদয়োস্মৃতাঃ
গ্রীবায়া মপি তাবন্ত্য স্তাবন্ত্যঃ পৃষ্ঠসঙ্গতাঃ

স্থূল স্নায়ুসমূহকে কণ্ডরা বলা যায়, তাহারা সংখ্যায় ষোলটি। প্রসারণ ও আকুঞ্চন তাহাদের কার্য্য। চারিটি হস্তদ্বয়ে, চারিটি পদদ্বয়ে, চারিটি গ্রীবাতে এবং চারিটি পৃষ্ঠদেশে

আমি যে আকুঞ্চন প্রসারণ সম্বন্ধে এত আলোচনা করিতেছি, তাহা এই কণ্ডরা দ্বারা নির্ব্বাহ হয়

রন্ধ্র (ছিদ্র)

নেত্রশ্রবণনাসানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে
মুখমেহনপায়ুনা মেকৈকং রন্ধ্র মুচ্যতে
দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ।
স্ত্রীণামন্যানিচ ত্রীণি স্তনয়ো গর্ভবর্ত্মনি

চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাতে দুইটি করিয়া ছয়টি, মুখ, লিঙ্গ ও মলদ্বারে একটি করিয়া তিনটি এবং মস্তকে একটি, পুরুষের সর্ব্বসমেত এই দশটি রন্ধ্র। স্ত্রীদিগের এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি রন্ধ্র আছে; স্তনদ্বয়ে দুইটি ও গর্ভবর্ত্ম বা জরায়ুতে একটি

রজ্জু।

পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ
চতস্রো মাংসপেশীনাং বন্ধনন্তৎ প্রয়োজনম্।

মেরুদণ্ডের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দুইটি করিয়া মোট ৪টি রজ্জু আছে, তাহারা সমগ্র মাংসপেশীকে বন্ধন করিয়া রাখে মেরুদণ্ডের বাহিরে দুই পার্শ্বে ২টি এবং অভ্যন্তরে দুই পার্শ্বে দুইটি।

হৃদ্‌গোলক বা ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড

হৃৎ হৃদয়ং, বক্ষঃ বাহুদ্বয়ান্তরম্, হৃদয়ং তদভ্যন্তরম্ দ্ব্যঙ্গুলম্, যদুক্তং

দ্ব্যঙ্গুলায়তনং নৃণাং হৃদয়ং স্যাদধোমুখম্
অপরঞ্চ। পদ্মকোষপ্রতীকাশং শুষিরঞ্চাপ্যধোমুখম্
হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥
অন্যচ্চ হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্
জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতস্তু নিমীলতি।
আশয় স্তত্তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমম্।
অতস্তস্মিং স্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি॥

বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থান বক্ষঃস্থল তাহার অভ্যন্তরে হৃদ্‌পিণ্ড অবস্থিত। হৃদ্‌পিণ্ডের আয়তন দুই অঙ্গুলি উহা দেখিতে পদ্মপুষ্পের কুঁড়ির ন্যায়,

ছিদ্র বিশিষ্ট ও অধোমুখ হৃদয় চেতনার উৎকৃষ্টস্থান উহা তমোগুণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে জীবজন্তু নিদ্রাভিভূত হয় নিদ্রাকালে উহা পদ্মের কুঁড়ির ন্যায় মুদিত হয় এবং জাগ্রত অবস্থায় পদ্মের ন্যায় বিকসিত অর্থাৎ প্রস্ফুটিত হয় বিশ্বের আয়তন ইহাপেক্ষা মহৎ

এইখানেই শারীরবিজ্ঞানের চরমোন্নতি যাঁহারা বলেন, আয়ুর্ব্বেদে শারীর-তত্ত্বসম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই, আয়ুর্ব্বেদে বিজ্ঞানের প্রভাব নাই, তাঁহারা হৃৎপিণ্ডের আকৃতি, প্রকৃতি ও সংস্থানের বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, বুঝিতে পারিবেন যে, আর্য্যেরা শারীরবিজ্ঞানের কি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছিলেন আর্য্যদিগের জ্ঞানের কি প্রভাব জাগ্রত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় এবং নিদ্রাবস্থায় পদ্মের কুঁড়ির ন্যায় সঙ্কুচিত হয়, এই তত্ত্ব কেবল জ্ঞানবলেই জানাযায়, শবব্যবচ্ছেদে জানা যায় না প্রাণবায়ু নির্গত হওযার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডও মুদিত হয়, সুতরাং মৃতদেহে জাগ্রত অবস্থার বিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব যেসকল বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত তাহারও মীমাংসা জ্ঞানবলে করাযায় হৃৎপিণ্ডের এইযে আকুঞ্চন ও প্রসারণ, ইহার মূলে শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসের মূলে কুণ্ডলী শক্তি শ্বাসপ্রশ্বাসের যে ঘাত প্রতিঘাত বা দেহাকাশের সহিত সঙ্ঘর্ষণ, তাহাই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এই স্পন্দনেই ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বা তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা স্পন্দিত হয় এই স্পন্দনেই শব্দের উদ্ভব, সেই শব্দই যন্ত্রের দ্বারা অনুভব করা যায় এই স্পন্দন রহিত হইলেই মৃত্যু হৃৎপিণ্ডের আলোচনায় আর্য্যদিগের আরও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহারা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকার হৃৎপিণ্ডের ন্যায়, কিন্তু বিশ্বের আয়তন, উহাপেক্ষা বৃহৎ ভূগোলে পৃথিবী গোল, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, কমলালেবুর ন্যায় উত্তরে ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপ, পৃথিবীর আকার এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে বাস্তবিক ভূ-গোল নহে, অণ্ডাকৃতি, এইজন্যই তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড ; ঈষৎ লম্বাকৃতি অণ্ডের ন্যায় ইহার সহিত হৃৎপিণ্ডের সাদৃশ্য আছে। ছাগলের হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য যন্ত্রাদি দর্শন করিলে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ কিছুই নহে বা বৈজ্ঞানিক নহে বলিয়া নাসিক কুঞ্চিত করেন তাঁহারা কি বলেন ?

প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, ক্লোম।

উদরং পঞ্চমঞ্চাঙ্গং ষষ্ঠংপার্শ্বদ্বয়ং স্মৃতম্‌।
সপৃষ্ঠবংশং পৃষ্ঠন্তু সমস্তং সপ্তমং স্মৃতম্‌
উপাঙ্গানিচ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ
শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ
হৃদয়াদ্বামতোঽধশ্চ ফুস্‌ফুসো রক্তফেণজঃ
অধোদক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্‌ যকৃতঃ স্থিতিঃ
তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্‌
অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি
জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতম্‌
অন্যচ্চ রক্তাদনিলসংযুক্তাৎ কালীয়কসমুদ্ভবঃ
ক্লোম তিলকম্‌ ৫৩৩ বাতরক্তজম্‌

উদর দেহের পঞ্চম অঙ্গ পার্শ্বদ্বয় ষষ্ঠ অঙ্গ পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠদেশ সপ্তম অঙ্গ প্লীহা রক্ত হইতে উৎপন্ন ও দেহের বামপার্শ্বে এবং হৃদ্‌পিণ্ডের অধোভাগে অবস্থিত প্লীহাযন্ত্রে রক্তবাহি শিরাসকলের মূল সংলগ্ন শরীরের বামপার্শ্বে এবং হৃদ্‌পিণ্ডের অধোদেশে রক্তফেণ-জাত ফুস্‌ফুস্‌ অবস্থিত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে হৃদয়ের অধোদেশে যকৃৎ অবস্থিত, যকৃৎ শোণিত হইতে উৎপন্ন এবং রঞ্জকপিত্তের আবাসস্থান দক্ষিণপার্শ্বে হৃদয়ের অধোদেশে বাত ও রক্ত হইতে জাত ক্লোম অবস্থিত। ক্লোমযন্ত্রে জলবাহি শিরার মূল সংলগ্ন ক্লোম পিপাসা নিবারক

প্লীহা, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড ও ক্লোম এই কয়েকটি যন্ত্র পৃষ্ঠবংশের সহিত গ্রথিত ফুস্‌ফুসের দুইটি অংশ, প্রধান অংশ হৃৎপিণ্ডের বামে ও অপ্রধান অংশ দক্ষিণে হৃৎপিণ্ড, উক্ত ফুস্‌ফুসের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই রক্ত হইতে জাত উভয়ই অশোধিত রক্তের আধার উভয়ই অশুদ্ধ রক্তের শোধক যকৃতের উপরিভাগে পিত্তস্থলী, উহা রঞ্জক পিত্তের আধার এই পিত্ত, অতি দুর্গন্ধময় ক্লোম বাত ও রক্ত হইতে জাত, দেখিতে ক্ষুদ্র গোলাকার ইহা হৃৎপিণ্ডের অধোদিকে যকৃতের পার্শ্বে

অবস্থিত ইহাতে জলবাহিশিরার মূল সংলগ্ন এই জলবাহি শিরাসকল ক্লোম হইতে কণ্ঠ, তালু ও গলদেশে গিয়াছে কণ্ঠনালীর উপরে জলপূর্ণ থলিয়া থাকে, এই থলিয়ার জল শুষ্ক হইলেই পিপাসা হয় এবং কণ্ঠ, তালু ও গলশোষ হয়। যকৃতের বাঙ্গালা নাম, মেটে, মেটুলী বা কালীপোক। সংস্কৃত নাম কালক, কালেয়, কালখণ্ড ক্লোমের সংস্কৃত নাম তিলক ও কালীযক ছাগল, ভেড় কাটিয়া যন্ত্রগুলি দেখিলে, বেশ জ্ঞানলাভ কর যায় ইংরাজীতে প্লীহাকে স্প্লীন, যকৃৎকে লিবার, ফুসফুস্‌কে লাংস্‌, হৃৎপিণ্ডকে হার্ট কহে আর্য্যের কেন যে হৃৎপিণ্ডের বামদিকে ফুসফুসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না বাস্তবিক হৃৎপিণ্ডের উভয়দিকেই ফুসফুস্‌ অবস্থিত

পদার্থ-বিজ্ঞান।

সমস্ত পদার্থই ব্যাধিপ্রশমক, সুতরাং ভৈষজ্য বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এক্ষণে দেখাযাউক পদার্থ বিজ্ঞানের স্থূলতত্ত্ব কি ধন্বন্তরি বলেন—

পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানাং সমুদয়াদ্‌ দ্ব্যাভি নিবৃত্তিরুৎকর্ষস্ত-ভিব্যঞ্জকো ভবতীদং পার্থিব মিদমাপ্য মিদং বায়ব্য মিদমাকাশীয়মিতি। তত্র স্থূলসান্দ্রসান্দ্রমন্দস্থিরখরগুরুকঠিনগন্ধবহুলমীষৎ কষায়ং প্রায়শো মধুরমিতি পার্থিবম্‌ তৎ স্থৈর্য্যবলসঙ্ঘাতোপচয়করং বিশেষত শ্চাধোগতিস্বভাবমিতি। শীতস্তিমিতস্নিগ্ধমন্দগুরুসরসান্দ্রমৃদু পিচ্ছিল রসবহুলমীষৎকষায়াম্ললবণং মধুররসপ্রায়মাপ্য, তৎ স্নেহন প্রহ্লাদন ক্লেদনবন্ধনবিষ্যন্দনকরমিতি। উষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মরুক্ষখর লঘুবিশদং রূপ-গুণবহুল মীষৎকষায়াম্ললবণং কটুকরসপ্রায়ং বিশেষত শ্চোর্দ্ধগতি-স্বভাবমিতি তৈজসং। তদ্দহনপচনদারণতাপনপ্রকাশন প্রভাবর্ণকর-মিতি। সূক্ষ্ম রুক্ষ খর শিশির লঘু বিশদং স্পর্শবহুলমীষত্তিক্তং বিশেষতঃ কষায়মিতি বায়বীয়ং। তদ্বৈশদ্যলাঘবগ্লাপন বিরুক্ষণ বিচারণকরমিতি। শ্লক্ষ্ণসূক্ষ্ম মৃদুব্যবায়িবিবিক্তমব্যক্তরসং শব্দবহুল-মাকাশীয়ং। তস্মার্দ্দব শৌষির্য্যলাঘবকরমিতি।

অনেন নিদর্শনেন নানৌষধীভূতং জগতি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমস্তীতি কৃত্বা তংতং যুক্তিবিশেষমর্থং বাভিসমীক্ষ্য স্ববীর্য্যগুণযুক্তানি দ্রব্যাণি কার্ম্ম-

করাণি ভবন্তি। তানি যদা কুর্ব্বন্তি স কালঃ যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম্ম, যেন কুর্ব্বন্তি তদ্বীর্য্যং, যত্র কুর্ব্বন্তি তদধিকরণম্, যথা কুর্ব্বন্তি স উপায়ো যন্নিষ্পাদয়তি তৎ ফলমিতি

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত সংযোগে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় যে দ্রব্যে পৃথিবীর গুণ অধিক, তাহাকে পার্থিব, যে দ্রব্যে জলের গুণ অধিক, তাহাকে আপ্য, যে দ্রব্যে তেজের গুণ অধিক, তাহাকে তৈজস, যেদ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক, তাহাকে বায়ব্য এবং যেদ্রব্যে আকাশের গুণ অধিক, তাহাকে আকাশীয় বলে

যে সকল দ্রব্য স্থূলসারবিশিষ্ট, ঘন বা নিবিড়সংযোগবিশিষ্ট, মন্দ (মৃদু) স্থির (অচঞ্চল), খর (কর্কশ), গুরু, কঠিন, গন্ধবহুল, ঈষৎ কষায় রসবিশিষ্ট প্রায় মধুর রসভাবাপন্ন, তাহাই পার্থিব পার্থিবদ্রব্য স্থির বা অচঞ্চল, বলসঞ্জাত বা বলসমষ্টি, উপচয় বা বর্দ্ধনকর ও অধোগমনশীল।

যেদ্রব্য শীতল, আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সারক, ঘন, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহুল, ঈষৎ কষায়, অম্ল বা লবণ রসবিশিষ্ট কিম্বা মধুরভাবাপন্ন, তাহাকে জলীয় দ্রব্য কহে ইহা স্নেহ, হর্ষ, ক্লেদ, বন্ধন ও সংশ্লেষ কর (সংশ্লিষ্টকারী) এবং ক্ষরণধর্ম্মশীল

যেদ্রব্য উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, লঘু, বিশদ, রূপগুণবহুল, ঈষৎ অম্ল ও লবণরস বিশিষ্ট অথবা কটুরসভাবাপন্ন, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধগমনশীল, তাহাকে তৈজস বলে তৈজসদ্রব্যে দহন, পচন, দারণ, তাপন ও প্রকাশন এই সকল গুণ বিদ্যমান, পরন্তু উহা প্রভা ও বর্ণজনক

যে দ্রব্য সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, শিশির, লঘু, বিশদ, স্পর্শবহুল, ঈষৎ তিক্ত, বিশেষতঃ কষায় রসবিশিষ্ট, তাহাকে বায়বীয় বলাযায় বায়বীয় পদার্থ নির্ম্মল, লঘু, গ্লানিকর এবং শোষক ও চালক

যে দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মৃদু, ব্যবায়ি, উত্তেজক, অপ্রকাশিত ও অব্যক্তরস অথবা শব্দবহুল, মৃদু, সচ্ছিদ্র ও লঘু তাহাকে আকাশীয় কহে

এই সকল লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায়, জগতের সকলদ্রব্যই ঔষধ, ঔষধব্যতীত জগতে কোনদ্রব্যের অস্তিত্ব নাই দ্রব্যসকল যদি স্বীয় গুণ ও বীর্য্যবিশিষ্ট হয় এবং প্রয়োজনমত যুক্তির কল্পনা করিয়া প্রযোগ করা যায়, তাহাহইলে তাহারা নিশ্চয়ই ক্রিয়াশীল বা কার্য্যকারী হয় সেই সকল ঔষধ যে সময়ে

কার্য্য করে, সেই সময়কে কাল বলে, যাহা করে, তাহাকে কর্ম্ম কহে, যাহ দ্বারা কর্ম্ম করে তাহাকে বীর্য্য বলে, যে আধারে বা যে স্থানে কার্য্য করে, তাহাকে অধিকরণ বলে, যে প্রকারে করে, তাহাকে উপায় কহে এবং সেই কার্য্যের পরিণাম যাহা, তাহাকেই ফল বলা যায়

রস-বিজ্ঞান।

আকাশপবনদহনতোয়ভূমিষু যথাসঙ্খ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধাঃ। তস্মাদাপ্যো রসঃ পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যুৎকর্ষাপ-কর্ষাত্তু গ্রহণম্ স খল্বাপ্যো রসঃ শেষভূতসংসর্গাদ্বিদগ্ধঃ ষোঢ় বিভজ্যতে। তদ্‌যথা—মধুরোঽম্লোলবণঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায় ইতি। তে চ ভূয়ঃ পরস্পরসংসর্গাত্ত্রিষষ্টিধা ভিদ্যন্তে তত্র ভূম্যম্বুগুণবাহুল্যান্মধুরঃ ভূম্যগ্নিগুণবাহুল্যাদম্লঃ তোযাগ্নিগুণবাহুল্যাল্লবণঃ বায়্বগ্নিগুণবাহু-ল্যাৎ কটুকঃ। বায়্বাকাশগুণবাহুল্যাত্তিক্তঃ। পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কষায় ইতি তত্র মধুরাম্ললবণা বাতঘ্নাঃ। মধুরতিক্তকষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ কটুতিক্তকষায়াঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ তত্র বায়ুরাত্মনৈবাত্মা পিত্ত-মাগ্নেয়ং শ্লেষ্মা সৌম্য ইতি ত এব রসাঃ স্বযোনিবর্দ্ধনা অন্যযোনি প্রশমনাশ্চ কেচিদাহুরগ্নিষোমীয়ত্বাজ্জগতো রসা দ্বিবিধাঃ সৌম্য আগ্নেয়াশ্চ তত্র মধুরতিক্তকষায়াঃ সৌম্যাঃ কটুম্ললবণাঃ আগ্নেয়াঃ। মধুরাম্ললবণাঃ স্নিগ্ধা গুরবশ্চ কটুতিক্তকষায়া রুক্ষা লঘবশ্চ সৌম্যাঃ শীতা আগ্নেযাশ্চোষ্ণাঃ

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক একটি গুণ বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং মৃত্তিকার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অতএব রস জলীয়গুণ সম্ভূত। পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য ও মিশ্রণ-প্রযুক্ত সকলভূতের অংশ সর্ব্বভূতেই মিশ্রিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপ-কৃষ্টভেদে গৃহীত হইয়া ছয়প্রকারে বিভক্ত হয়, যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ৬৩ তিষট্টিপ্রকারে

বিভক্ত হয় তন্মধ্যে পার্থিব ও জলীয়গুণের আধিক্যে মধুর, পার্থিব ও আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে অম্ল, জলীয় ও অগ্নিগুণবাহুল্যে লবণ, বায়ব্য ও অগ্নিগুণ-বাহুল্যে কটু, বায়ব্য ও আকাশগুণবাহুল্যে তিক্ত এবং পার্থিব ও বায়ব্য গুণের বাহুল্যে কষায়রস জন্মে মধুর, অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন, মধুর, তিক্ত ও কষায় পিত্তঘ্ন এবং কটু, তিক্ত ও কষায় শ্লেষ্মঘ্ন। বায়ু স্বয়ংসিদ্ধ, পিত্ত আগ্নেয় ও শ্লেষ্মা সৌম্যপদার্থ। সেই সকল রস স্বযোনিবর্দ্ধনকর এবং অন্যযোনি প্রশমক কেহ কেহ বলেন যে অগ্নিগুণ ও শীতগুণ প্রযুক্ত রস দুই প্রকার, যথা আগ্নেয় ও সৌম্য মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য এবং কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয় মধুর, অম্ল ও লবণ স্নিগ্ধ ও গুরু এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রুক্ষ ও লঘু সৌম্য শীতল, আগ্নেয় উষ্ণ

প্রভাব।

ঔষধের প্রভাব বিজ্ঞানাতীত এখানে বৈজ্ঞানিকের পরাজয় শাস্ত্র-কার বলেন—

> অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ
> আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ।
> প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ
> নৌষধীর্হেতুভির্ব্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন

অর্থাৎ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধসকল মীমাংসা বা চিন্তার অতীত বিজ্ঞ-জনেরা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাহা সেবন করিবেন শাস্ত্রোক্ত ঔষধসকল স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ এবং তাহাদিগের লক্ষণ এবং ফলও প্রত্যক্ষ, সুতরাং বিজ্ঞেরা সেই সকল ঔষধের পরীক্ষা করিবেন না।

শব্দ-বিজ্ঞান।

ব্যোম।

আকাশাদ্বায়ুঃ

আকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশ বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, আকাশের গুণ শব্দ, প্রথমেই শব্দের উৎপত্তি আমরা শব্দদ্বারা সকলভাব প্রকাশ করি বা শব্দ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি, এই খানেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য শেষ। অতঃপর অব্যক্ত ব্যোমেই উৎপত্তি এবং লয়

স্থির মহাকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশমাত্রই আকাশের সহিত সেই স্পর্শ গুণবিশিষ্ট, গতিশীল ও চঞ্চল বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ, অথবা আকাশে স্থানাভাব বশতঃ একের মধ্যে অপরের প্রবেশলাভের চেষ্টায় দ্বন্দ্ব এই সঙ্ঘর্ষণ, দ্বন্দ্ব বা কম্পন হইতেই শব্দের উৎপত্তি

যেমন পুষ্করিণীতে ঢিল নিঃক্ষেপ করিলে একটি গর্ত্ত হয়, তদ্রূপ জিহ্বাদ্বারা উদানবায়ু আঘাত প্রাপ্ত হইলে, একটী শব্দ উচ্চারিত হয় ইহা জিহ্বারূপ ঢিল, কণ্ঠদেশস্থ আকাশরূপ বায়ুসমুদ্রকে আঘাত করিবামাত্র, বায়ুপরিপূর্ণ আকাশে একটি গর্ত্ত হয়, গর্ত্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয়, আকাশ শব্দের সমানযোনি, সুতরাং, শব্দোচ্চারণ মাত্র ঊর্দ্ধগামী হয় ও ঊর্দ্ধে স্থাপিত আকাশগুণবিশিষ্ট কর্ণদ্বারা তাহা আমরা গ্রহণ করি

মুখগহ্বর মধ্যে প্রাণবায়ু সর্ব্বদা বিচরণ করে কণ্ঠদেশে উদানবায়ুর স্থান ও জিহ্বামূল সংলগ্ন জিহ্বা চালনা করিলেই প্রাণবায়ু তাড়িত হয়, প্রাণবায়ু তাড়িত হইবামাত্র উদান বায়ুকে আঘাত করে সুতরাং আকাশের স্থান কণ্ঠদেশে শব্দ উৎপন্ন হয়, তারপর ঐ শব্দ কেবলমাত্র মুখ হইতে নির্গত হয় মাত্র শব্দোচ্চারণমাত্র মহাকাশে তরঙ্গ উপস্থিত করে, সেই তরঙ্গের আঘাত ঊর্দ্ধে স্থাপিত আকাশগুণবিশিষ্ট কর্ণ গ্রহণ করে

আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণে এই যে শব্দের উৎপত্তি, ইহাই "নাদ ব্রহ্ম," ইহাই "ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" এই শব্দই যোগীদিগের শ্রোতব্য তাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে মনাকর্ষণ করিয়া অন্তর্ম্মুখী করেন, এইজন্য মনের স্থিরতাবশতঃ তাঁহাদের এই শব্দ শ্রুতিগোচর হয় এই শব্দই মদনমোহন মুরলীধরের বংশীধ্বনি এই শব্দ শুনিয়াই রাই উন্মাদিনী হইতেন এই "ওঁম্" হইতেই ব্যোম্, তৎপর, মরুৎ, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি ইহাই ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম ইহাই পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূত দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত ও পরিচালিত হইতেছে

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম ও নিখাদ এই সপ্তস্বর আকাশ হইতে উৎপন্ন এই সকল শব্দ ব্যাপক ভাবে সর্ব্বত্র থাকিয়াও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে বিশিষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে বাদ্যযন্ত্র, জলধর, রথ, প্রাণী ও অপ্রাণী যাহার যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহা এই সপ্তস্বরের অন্তর্গত

বোম্ ব্যোম্ বলিয়া ভবানীপতি ভূতভাবন মহেশ্বরকে আপ্যায়িত করা হয় এই শব্দে শ্মশানবাসী পাগল দিগম্বর পরম সন্তোষলাভ করেন তিনি

সংহারকর্ত্তা, লয়স্থান শ্মশান, তাই তিনি শ্মশানে বসিয়া উদাসীনভাবে উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বদা লয়কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন শ্মশানবাসীর বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজন নাই, তাই তাঁহার উলঙ্গাবস্থা, পরিধেয় বাঘছাল, গলে মুণ্ডমালা, মস্তকে জটা, জটায় সর্প, পাগলের বেশ! —এই পাগলের বেশেই দিগম্বর সন্তুষ্ট, কেবল একটি ব্যোম্ শব্দের প্রত্যাশী . ব্যোম্ শুনিলেই পাগল খুসী . তাই আমরা বলি ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ !!!

শব্দোৎপত্তি ও শব্দোচ্চারণের মূল তত্ত্ব এই এক্ষণে দেখা যাউক নামের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় সৃষ্টির আদিতে গুণ অনুসারে নাম কল্পিত হইত বর্ত্তমানে যেমন কানা ছেলে পদ্মলোচন, কুলীনের পুত্র কুলীন, নির্গুণ গুণবান্, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক, বিদ্যাহীন বিদ্যারত্ন, অবিদ্বান্ বিদ্বান্, মূর্খ পণ্ডিত, উপাধ্যায়ের অযোগ্য মহামহোপাধ্যায় এবং রাজ্যহীন রাজাপ্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত এবং সমাজে পূজিত ও সম্মানিত হয়, পূর্ব্বে কিন্তু তদ্রূপ ছিল না, তখন গুণ অনুসারে নাম দেওয়া হইত। কিন্তু এই ভাববিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সমাজও অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাই সমধর্ম্মার, সমগুণের আদর, সম্মান করিতেই ভালবাসে বায়ু, বাত, জগৎ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই সকল নামের ব্যুৎপত্ত্যর্থ বিবেচনা করিলে, বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কোন্ গুণের জন্য কে কিরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে

মনোবিজ্ঞান।

বুদ্ধি, চেতনা, মন ও প্রাণ

মনঃ দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃদ্পদ্মগোলকেস্থিতম্

মনঃ বুদ্ধেরবান্তরভেদং, বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং। চেতনাস্থানং হৃদয়ং প্রাণবায়োঃ স্থানং হৃদয়ং, তদ্‌যথ —হৃদিপ্রাণ ইতি।

বুদ্ধি, চেতনা, মন ও প্রাণ একই স্থানে অবস্থিতি করে গীতার রহস্যে একদৃষ্টির অর্থ ইহাতেই পরিস্ফুট. জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয়েরই মীমাংসা করা যায় জ্ঞানের অগোচর কিছুই নাই, কিন্তু সে জ্ঞান সকলের নাই, কেন নাই, শাস্ত্র তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানোহি তেষামধিকোবিশেষঃ জ্ঞানেনহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

অন্যচ্চ। নিদ্রাভিমৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-জ্ঞান সকল প্রাণীরই আছে, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদিরও আছে, মানুষেরও আছে, কিন্তু যে সকল মানুষ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাসক্ত, তাহারা মানুষরূপী পশু, আর যাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, ন্যায় ও সত্যপরায়ণ এবং ধার্ম্মিক, তাহারাই জ্ঞানবান্।

মন সকল প্রাণীরই আছে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনজ্ঞানও সকলেরই আছে, যেহেতু ইহা স্থূলজ্ঞান, এতদ্ব্যতীত মনের যে বিশেষ বা সূক্ষ্মজ্ঞান আছে, তাহার অধিকারী মানুষ মানুষ বিজ্ঞানের প্রভাবে না করিতে পারে, এমন কার্য্য নাই বিজ্ঞানে অসম্ভবও সম্ভব হয় বিজ্ঞানের প্রভাবে আজ পাশ্চাত্যজাতি কত উপরে এবং আমরা কতই নিম্নে। "জ্ঞানহীন মানুষ পশু" এই শিববাক্যের লক্ষ্যস্থল কে?

যাহার দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থান মন সূক্ষ্মজ্ঞান কেবলমাত্র মনের দ্বারাই লাভ হয় মনের এই অবস্থার নাম মনোবিজ্ঞান যাহার মনোবিজ্ঞানে অধিকার নাই, তাহার স্থান অতি নিম্নে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাসক্ত পশুর যে স্থান, তাহারও সেই স্থান

পঞ্চভূত শব্দে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটিকে বুঝায় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি উহাদের গুণ। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা সমস্ত বাহ্যজগৎ পরিজ্ঞাত হই কর্ণ দ্বারা শব্দ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুর দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করি, তাহাতেই আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞান জন্মে জাগতিক পদার্থ যত প্রকারই হউক, যখন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বার সেই সমস্ত জ্ঞাত হই, তখন পাঁচটির অধিক মূল পদার্থ কখনই থাকিতে পারে না সমস্ত জগৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণেই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং ইহা স্থির যে ঐ পাঁচটি মূল অমিশ্র পদার্থ; এবং ঐ মূল পঞ্চপদার্থ হইতে অসংখ্য মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ অতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলেই, অতিরিক্ত গুণ থাকিবে, অতিরিক্ত গুণ থাকিলেই, অতিরিক্ত গুণের জ্ঞাতা

অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিবে আমাদিগের যখন পাঁচটির অধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, পরন্তু পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই যখন আমাদের জগৎজ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইতেছে, তখন পাঁচটির অতিরিক্ত মূলপদার্থ কখনই থাকিতে পারে না আর্য্যগণ মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক, সকল সঙ্কল্পের নায়ক, সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ইনিই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করে মন কোন কার্য্যের সঙ্কল্প করে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার করে এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করে। চক্ষু রূপদর্শন করে, মন তাহা উপভোগের জন্য পাগল হয়, কর্ণ সুমধুর গীত শ্রবণ করে, মন তাহা উপভোগের জন্য লালায়িত হয়, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, মন তাহাতে পরিতৃপ্ত হয়, জিহ্বা সুরস গ্রহণ করে, মন তাহাতে তৃপ্তিলাভ করে, ত্বক্ স্পর্শ গ্রহণ করে, মন তাহা উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় আবার মন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, ইহাদের দ্বারা কেবল দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ রূপ কার্য্য করাইয়াই নিবৃত্ত হয় না, আরো চাই বলিয়া হস্ত ও পদকে ভোগের দ্রব্য সম্মুখে আনিয়া দিতে আদেশ করে এবং নিজের হস্ত ও পদ যদি যাইতে ইচ্ছা না করে, তখন বাক্য দ্বারা আদেশ প্রচার করে, এবং অন্যের হস্তপদ তাহা আনয়ন করিয়া দেয় ফলতঃ মনের ইচ্ছানুযায়ী হস্ত, পদ, ও মুখাদি ইন্দ্রিয় স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সর্ব্বদা সম্পাদন করিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, বাক্য, লিঙ্গ ও গুহ্য এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মনের ইচ্ছা হইবা মাত্রেই এই দশ ইন্দ্রিয় ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্মে ব্যাপৃত হয় ফলতঃ মনই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, আবার মনই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, মনই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, আবার মনই সর্ব্বাপেক্ষা অমহৎ, মনই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, আবার মনই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, মনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, আবার মনই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, মনই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, আবার মনই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, মনই সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল, আবার মনই সর্ব্বাপেক্ষা স্থির। মনের এই অসাধারণ প্রভাব পৃথিবীতে কেবলমাত্র আর্য্যেরা অবগত হইয়াছিলেন, তাই গীতার ন্যায় মহাগ্রন্থের অভ্যুদয়, তাই যোগবলের এত প্রাধান্য, তাই হিন্দু বিজ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতিলাভ। মনোবিজ্ঞান যিনি অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্, তিনিই প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহার অসাধ্য কার্য্য এ জগতে কিছুই নাই, তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন এবং মনরূপ তড়িৎ শক্তির বলে পৃথিবীর

সমস্ত বিষয়ই জ্ঞাত হইতে পারেন। যিনি এইরূপ শক্তিসম্পন্ন, তিনি সহস্র সহস্র লোকচক্ষুর গোচরে অদৃশ্য হইতে পারেন, যিনি এবম্ভূত ক্ষমতাশালী, তিনি দূরবীক্ষণ ব্যতীতও জ্ঞানের প্রভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ দর্শন করিতে পারেন এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ, ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মপদার্থ আছে, যাহা "অবাঙ্মনসোগোচরঃ' অর্থাৎ বাক্য এবং মনের অগোচর বস্তু, তাহাই আত্মা এই আত্মদর্শন কেবল পৃথিবীতে আর্য্যদিগের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল, তাই তাঁহারা এতদপেক্ষা স্থূল বিষয়ের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াই দৃষ্টি-পাত করিতেন না

হৃৎপিণ্ড হইতে যে মনোবহা ধমনী মস্তকে গিয়াছে, তৎসাহায্যে মনের সঙ্কল্প বিকল্প ও বোধশক্তি জন্মে মন, বুদ্ধি ও চেতনার ক্রিয়ার স্থান মস্তক। নিদ্রাকালে মনের সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না বলিয়া চৈতন্য বা বোধশক্তি থাকে না; কিন্তু প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অব্যাহত থাকে মস্তকের ক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব।

স্থূল সূক্ষ্ম

স্থূল শব্দে মোটা সূক্ষ্ম শব্দে ক্ষুদ্র। স্থূলপদার্থ স্থূলচক্ষুদুইটি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যাহা সূক্ষ্ম বস্তু অর্থাৎ অণু বা তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু, তাহা স্থূল নয়ন দ্বারা দেখা যায় না মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কাঠ, পাথর, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, জল ও অগ্নি প্রভৃতি স্থূলদ্রব্য, স্থূল বলিয়া দৃষ্টির গোচর, কিন্তু বায়ু, আকাশ এবং অণু পরমাণু ইহারা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া চক্ষুর অগোচর। পদার্থ যেমন স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার, জ্ঞানও তদ্রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইপ্রকার মানুষাদি স্থূল পদার্থ স্থূল দৃশ্য, স্থূলাবয়ব চক্ষুর দ্বারা ঐ সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করাযায়, কিন্তু চক্ষু যখন মোটে আমাদের দুইটি, অথচ সেই চক্ষুর সাহায্যে যখন সূক্ষ্মপদার্থ লক্ষ্য করিতে পারি না, তখন অণু পরমাণু কি উপায়ে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর এই— জ্ঞানের সাহায্যে যে দিব্যদৃষ্টি জন্মে, তদ্দ্বারা স্থূলদৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মপদার্থ নয়নগোচর হইতে পারে কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয় তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন কি? তাহারও প্রয়োজন আছে, যেহেতু সকলের জ্ঞান সমান নহে, সুতরাং সকলের দূরদর্শনও নাই, দূরদর্শন নাই বলিয়া স্থূলদৃষ্টির জন্য দূরবীক্ষণের প্রয়োজন, আর ঐ যন্ত্রের আবিষ্কারে যেমন কার্য্যের সুবিধা হয়, তদ্রূপ

সময়ের অপব্যবহারও বন্ধ হয় জ্ঞানের আলোচনায় জ্ঞান বাড়ে, সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চা করিলে, অন্যে যাহা করিতে পারে, তাহা তুমি আমিই বা না পারিব কেন? আমরাও তো মানুষব্যতীত আর কিছুই না যাউক সে কথা, এক্ষণে জ্ঞানচক্ষু কি চরকমুনির একটি বচন তুলিয়া দেখাইতেছি

"শারীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদতি-
সৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ।"

ইহার অর্থ এই দেহাবয়বকে অতিবহু, অতিসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত অসংখ্য পরমাণুতে বিভাগ করা যাইতে পারে, ইহার সরল ব্যাখ্যা এই-দেহাবয়ব অতিবহু, অতিসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র

এক্ষণে বক্তব্য এই—চরক মুনি আমাদের ন্যায় গৃহস্থ ছিলেন না, মহাযোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি যে মানুষ ছিলেন, তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই, অতএব তিনি কিরূপে ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন? তখন তো মাইক্রোস্কোপ ছিলনা, আর অণুপরমাণু এই শব্দইবা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? আমি ইহার মীমাংসা যেরূপ করিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল

একটি মানুষের উপাদান এক বিন্দু শুক্র, ঐ বিন্দুটীকে জলে নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিলে উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে বিভক্ত ও অদৃশ্য হইয়া যায় কিন্তু উহাই আবার একটী স্থূল কঠিন দেহাবয়বে পরিণত হইয়া থাকে ঐ দেহ আবার ভস্মসাৎ করিলে অসংখ্য পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ময়দার অসংখ্য পরমাণুসমষ্টি দ্বারা জলসংযোগে একটী গোলক প্রস্তুত করা যাইতে পারে আবার তাহাকে অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিলে, অত্যধিক সূক্ষ্মত্বহেতু তাহার পরমাণুসকল অদৃশ্য হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত ঐ জলে ময়দার শ্বেত আভা দৃষ্ট হয়, তাবৎ ঐ জলে শ্বেত কোনপদার্থ মিশ্রিত করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে বেশী পরিমাণ জল নিঃক্ষেপ করিলে উহা একেবারে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া পড়ে; ইহাকেই অতীন্দ্রিয় বলা যায় অতি সূক্ষ্মত্ব এবং অতি বহুত্বহেতু পরমাণুসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না স্থূল ও সূক্ষ্মের রহস্য এই মৃত্তিকা অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম, জল অপেক্ষা অগ্নি সূক্ষ্ম, অগ্নি অপেক্ষা বায়ু সূক্ষ্ম এবং বায়ু অপেক্ষা আকাশ অতি সূক্ষ্মপদার্থ আবার আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল বায়ু অপেক্ষা অগ্নি স্থূল, অগ্নি অপেক্ষা জল স্থূল এবং জল

অপেক্ষ মৃত্তিকা অতি স্থূল মৃত্তিকা, জল ও অগ্নি দৃশ্যপদার্থ, কিন্তু বায়ু ও আকাশ অদৃশ্য বায়ু আকারবিহীন, কেবল স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায় কিন্তু আকাশ নিরাকার এবং অদৃশ্য পদার্থ, কেবল জ্ঞান-বলে তাহার অনুভব করা যায় মনের এই বিজ্ঞানের নাম মনোবিজ্ঞান, হিন্দুর সমস্ত বিজ্ঞান এই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত, নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য এই মনোবিজ্ঞানই আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে

লঘু গুরু

যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে পদার্থসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত, তদ্রূপ লঘু ও গুরু ভেদে পদার্থসকল দুই ভাগে বিভক্ত

মৃত্তিকা হইতে জল লঘু, জল হইতে অগ্নি লঘু, অগ্নি হইতে বায়ু লঘু এবং বায়ু হইতে আকাশ আরও লঘুপদার্থ,

লঘু শব্দে পাতলা বা হাল্‌কা, গুরুশব্দে ঘন অবয়ববিশিষ্ট বা ভারী। লঘু দ্রব্য অনেক স্থান ব্যাপক এবং গুরুদ্রব্য অল্পস্থান ব্যাপক মৃত্তিকা কঠিন বা জমাট পদার্থ, তাই মৃত্তিকা আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল অপেক্ষা গুরু ও অল্পস্থান ব্যাপক, জল তদপেক্ষা লঘু ও পাতলা, জল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনভাগ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে আবার জল অপেক্ষ অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ক্রমশঃ লঘু, ইহারা সর্ব্বব্যাপী যেখানে শত সহস্র হস্ত গভীর খাত খনন না করিলে, জল পাওয়া যায় না, সেখানেও আগুনের বা সূর্য্যকিরণের অভাব হয় না। ফলতঃ লঘুদ্রব্য অপেক্ষা গুরুপদার্থ অল্পায়তনবিশিষ্ট বলিয়া গুরুদ্রব্য অল্প স্থান ব্যাপক, এবং লঘুদ্রব্য লঘুত্ব হেতু অধিক স্থান ব্যাপক। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশগুণ ভারী, রৌপ্য জল অপেক্ষা ১১ গুণ ভারী পারদ জল অপেক্ষা ১৪ গুণ ভারী সীস জল অপেক্ষা ১১ গুণ ভারী তাম্র জল অপেক্ষা ৮ গুণ ভারী লৌহ জল অপেক্ষা ৮ গুণ ভারী রঙ্গ জল অপেক্ষা ৭ গুণ ও দস্তা ৮ গুণ ভারী, স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশগুণভারী, ইহার অর্থ এই—স্বর্ণের অবয়ব এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে এক ভরি জল যতটুকু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ১৯ ভরি স্বর্ণ সেই স্থানে রাখা যায় ইহাই লঘু গুরুর রহস্য

স্থূল সূক্ষ্ম ও লঘু গুরুর ভেদ বর্ণিত হইল। মন স্থূলও বটে, সূক্ষ্মও বটে, আবার লঘুও বটে, গুরুও বটে, যাহার যেমন ভাব, তাহার মনও তদ্রূপ, লাভও তদ্রূপ; ভাবেতেই ক্রিয়া, ক্রিয়াতেই ফল মনের স্থিরতা, দৃঢ়তা,

প্রশান্ততা, লঘুতা ও স্বচ্ছতা যাহার আছে, সে প্রকৃত মানুষ আর মন যাহার স্থূল, গুরু, অস্থির বা চঞ্চল, অদৃঢ় ও অপ্রশান্ত, সে মনুষ্যত্ব-বিহীন। মনটাকে পৃথিবীর ন্যায় স্থির ও দৃঢ়, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, জলের ন্যায় স্বচ্ছ, বায়ুর ন্যায় লঘু ও আকাশের ন্যায় প্রশান্ত করিতে পারিলে, মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় এইরূপ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, সাধনার প্রয়োজন, সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না আমি দেখাইব, আর্য্যসন্তান পৃথিবীর মধ্যে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শেষ করিয়া তাঁহারা মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন

যে কার্য্যই করা যায়, মনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মন যদি সন্দেহ করে, তবে কার্য্যও সন্দেহ বিশিষ্ট হয়, নিঃসন্দেহ হইবার যো কি? কার্য্যে যাহার এইরূপ সন্দেহ, তাহার মনে প্রাণে ঐক্য নাই মনে প্রাণে ঐক্য থাকিলে, কার্য্যে কখনও সন্দেহ থাকিবে না মনে প্রাণে ঐক্য করিতে হইলে মনটাকে অগ্রে স্থির করিতে হয় মন স্থির না হইলে, কার্য্য কখনই নিখুঁত হয় না। কার্য্য নিখুঁত না হইলেই তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাই দেখিতে পাই ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় ঔষধ নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল গত বৎসর যে ঔষধ অসীমগুণসম্পন্ন বলিয়া ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত হইয়াছে, এ বৎসর আর তাহা ফার্ম্মাকোপিয়ায় স্থান পায় নাই ফেনাসিটিন নামক ঔষধ বহুকাল যাবৎ জ্বরবিচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে উহার দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয় বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এইরূপ অ-আ ঔষধের নাম করা যাইতে পারে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও চিকিৎসা-প্রণালী কত কালের, তাহার নির্দ্ধারণ অসম্ভব, কিন্তু এই অনন্তকালের ঔষধ ও চিকিৎসাপ্রণালী এখনও সমানভাবে ক্রিয়া করিতেছে। ইহার পরিবর্ত্তন নাই বা হইতেও পারে না, তবে আলোচনার অভাবে ইহা মরিচাধরা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে মরিচা আমাদের মনের, আর সেই জন্যই আলোচনার দরকার। আয়ুর্ব্বেদ প্রকৃতির অনুকূলে বিরচিত, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের পরিবর্ত্তন নাই বা "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" পরিবর্ত্তন হইতে পারে না চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর কি কোনরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কিম্বা বায়ু, অগ্নি ও জল, ইহার আর পরিবর্ত্তন কি? ইহা যে মনে প্রাণে ঐক্য করা বিজ্ঞান স্থূলজ্ঞানে আয়ুর্ব্বেদ পরিবর্ত্তনশীল মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞানে অপরিবর্ত্তনশীল মনে হইবে স্থূলজ্ঞানে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্মজ্ঞানে জগৎ

পরিবর্ত্তনশীল নহে জগৎ শব্দে বায়ু, বায়ু অমিশ্র পদার্থ, বায়ু কাহারও সহিত মিশ্রিত হয় না বা বায়ুর কোনও পরিবর্ত্তনও নাই কেবল ভ্রান্তিবশতঃ পরিবর্ত্তনশীল মনে হয়। যে পর্য্যন্ত মন স্থির না হইবে, তাবৎ পরিবর্ত্তনশীল মনে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি? কিন্তু মন স্থিরকরা তো সহজ নহে অর্জ্জুনের ন্যায় ভুবনবিজয়ীবীর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্

হে কৃষ্ণ মন অতিশয় চঞ্চল, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অজেয় ও দৃঢ়, আমি তাহাকে বশীভূত করা বায়ুর ন্যায় সুদুষ্কর মনে করিতেছি। ভগবান্ বলিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে

হে মহাবাহো! মনযে অতিশয় চঞ্চল এবং দুর্নিগ্রহ, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু তাহাকেও অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা বশকরা যায়। কেহ যেন মনে না করেন যে আমি যোগী হইয় যোগের উপদেশ করিতে বসিয়াছি আমি যোগীও নহি বা যোগের উপদেশ দিতেও বসি নাই, মনের যে কি অসীমশক্তি, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ যুক্তিপ্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য আমি দেখাইতে চাই যে, যিনি যতবড় বিজ্ঞানবিদ্ হউন ন, আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের উপর তাঁহার কলম চালাইবার ক্ষমত নাই মন স্থির যাঁহার হইবে, তিনি আর্য্যদিগের দূরদর্শন ব সূক্ষ্ম দর্শন দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন এবং মস্তক অবনত করিবেন। তড়িৎ অপেক্ষাও চঞ্চল মনটাকে যাঁহারা স্থির করিয়া বায়ুর অপেক্ষা লঘু ও দ্রুতগামী হইয়াছিলেন, ভোগের প্রবৃত্তি যাঁহাদের নিবৃত্তিতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের কার্য্যের বা জ্ঞানের সমালোচনা করাই বিড়ম্বনা মাত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে বুঝিলাম, মনের ন্যায় চঞ্চল কোন পদার্থই জগতে নাই এবং তাহা বশীভূত করা কষ্টকর হইলেও অসাধ্য নহে, একদিকে সৌদামিনীর চাঞ্চল্য, অপর দিকে, মহাকাশের স্থিরভাব। এক দিকে সৃষ্টির বিকাশ, অপর দিকে লয়, এক দিকে ভোগের প্রবৃত্তি, অপর

দিকে নিবৃত্তি, একদিকে সাড়ে তিন হাত মানুষ, অপর দিকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী বিরাট বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ব্রহ্মসনাতন, এক দিকে অচল লৌহখণ্ড, অপর দিকে চুম্বক চঞ্চল মন সৌদামিনীর মাহাত্ম্য ও চুম্বকের মাহাত্ম্য বরং বুঝিতে পারে, কিন্তু মহাকাশের স্থিরভাব বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট মূর্ত্তির ধারণা করিবে, সে ক্ষমতা তাহার কোথায়? মহাকাল জীবরূপ ঘটে অধিষ্ঠান করিলেই চাঞ্চল্য ও জীবদেহের সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, সে চাঞ্চল্য-টুকু বরং জীব বুঝিতে পারে, কিন্তু সে চাঞ্চল্যকে কিপ্রকারে স্থির করিতে হয়, তাহা কয়জনে জানে? সৃষ্টিও যেরূপ রহস্যপূর্ণ, জীবদেহও তদ্রূপ। সৃষ্টি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর্য্যের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য অবগত হইয়া বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বা সৃষ্টির সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। সেই সূক্ষ্ম দর্শনের ফলে আয়ুর্ব্বেদের বিকাশ জীবদেহেও যেরূপ সর্ব্বদা বায়ুর কম্পন অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, বহির্জগতেও তদ্রূপ অনবরত কম্পন হইতেছে বহির্জগতের সেই কম্পনের ফলে অন্তর্জগৎ সর্ব্বদা কম্পিত হই-তেছে যিনি যতই বিজ্ঞানবিৎ হউন, যিনি যতই বিজ্ঞানের আলোচনা করুন, এই সূক্ষ্মতত্ত্ব যাবৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকাশিত হইবার নহে আর্য্যেরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, জগতের মৌলিক পদার্থ পঞ্চভূত আর্য্যেরা অবগত হইয়াছিলেন যে দেহে যেমন প্রাণ ও অপান বায়ুর কম্পন হয়, তদ্রূপ বহির্জগতেও সর্ব্বদা কম্পন হয়, শুধু অবগত হওয়া নহে, প্রত্যেক বিষয়ের কেমন সুন্দর মিল, বুঝিয়া দেখিলে, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয় তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, বহির্জগতে যে সকল ব্যাপার নিয়ত সঙ্ঘটিত হইতেছে, অন্তর্জগতেও ঠিক তদ্রূপ ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষে বহির্ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, জীবাকাশের সহিত জীবদেহস্থ বায়ুর সঙ্ঘর্ষে জীবদেহের সৃষ্টি বহির্জগতের সেই সঙ্ঘর্ষণ অনবরত অবিশ্রান্ত চলিতেছে, সেই সঙ্ঘর্ষণ বা কম্পনের একটু ধাক্কা আসিয়া জীবদেহে লাগিতেছে, আর তাহাতেই জীবজন্তুসমস্ত বাঁচিতেছে, হাঁসিতেছে, কান্দিতেছে, চলিতেছে, বলিতেছে। আবার যেমন সেই টুকু সঙ্কুচিত হইবে, অমনি জীবের মৃত্যু! সাধের দেহখানি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইবে কি সুন্দর সূক্ষ্ম দর্শন! বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের কি চমৎকার মিল! কেবল ইহাই নহে, আর্য্যদিগের সূক্ষ্মজ্ঞানের তথা বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান। যতই আলোচনা করা

যায়, যতই সূক্ষ্মস্তরে গমন করা যায়, ততই তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুঃ মনঃপ্রগ্রহমেবচ

দেহ-রথে আত্মাই সারথী, দশ ইন্দ্রিয় দশটি অশ্ব, অশ্বগণের রজ্জুরূপী মন সারথীর হস্তে, সারথী সেই রজ্জু দ্বারা অশ্বগণকে পরিচালনা করিতেছেন, রথ দশ অশ্ববলে পরিচালিত হইতেছে, ইহাই উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ। আত্মাই যে, দেহরথের রথী তাহা অনেকেই জানে, কিন্তু অনেকেই বুঝেনা বা বুঝিয়াও আত্মাকে রথী বলিয়া মনে করে না পরন্তু মনে করা সহজও নহে, অত্যন্ত কঠিন, কারণ মন অতিশয় চঞ্চল ও অহংভাবাপন্ন, অহংমদে মত্ত হইয়া মানুষ নিজেকেই সারথী বলিয়া মনে করে রথের সহিত দেহের কি সুদৃষ্টান্ত কিন্তু ইহাও স্থূল দৃষ্টান্ত, ইহাপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত আছে।

স্থূল দর্শনে পদার্থ নানাবিধ, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনে ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থ এক স্থূল দর্শনে মন, প্রাণ, বুদ্ধি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাকার ভিন্নরূপের কল্পনা, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনে তাহারা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা অনন্ত সত্তার একোক্তিভাব তখন সারথীও নাই, রথও নাই, অশ্বও নাই, রজ্জুও নাই, সব একাকার, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি এই ভাবের যখন উপলব্ধি হয়, তখন আর মন থাকেনা, প্রাণ থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, জীবাত্মাও থাকেনা, তখন মনের চাঞ্চল্য স্থিরতাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার কার্য্য অর্থাৎ বুদ্ধি এবং মন প্রাণে লয় হয়, ইহাকেই মনে প্রাণে ঐক্যকরা কহে শাস্ত্রে ইহাকেই সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন জীবাত্মার ভোগের নিবৃত্তি হইলেই পরমাত্মার সহিত তাহার মিলন সঙ্ঘটিত হয় ইহাই যোগ, এই যোগবলই আর্য্যদিগের প্রধান বল, ইহাই জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম নিদর্শন আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" সূক্ষ্ম যোগবল নামক অতি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চস্তরে অবস্থিত। এই জন্যই চরকমুনি বলিয়াছেন, শরীরাবয়ব কেবল অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র

প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ, কেবল স্থানভেদে অবস্থাভেদ এবং অবস্থাভেদে উপাধিভেদ মাত্র যেমন বহুরূপী একই ব্যক্তি

একাকীই বহুরূপ ধারণ করে ও এক এক সময় এক এক রূপে দর্শক সমীপে উপস্থিত হয়, অথবা যেমন একই ব্যক্তি কখনও স্নান, কখনও আহার, কখনও ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য একাকী সম্পন্ন করে, পরমাত্মাও তদ্রূপ, যখন কার্য্যে থাকেন না, তখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, অব্যক্ত ও স্থির, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই জীবাত্মারূপে তাঁহার ভোগের আসক্তি এবং সেই আসক্তি বা ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলেই তিনি ভোক্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন স্থূল দৃষ্টিতে তিনি বহু, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক এবং উপাধিবিহীন। কেবল কার্য্যের জন্যই তিনি নানা উপাধিবিশিষ্ট ও বহুরূপী হইয়া থাকেন

মন যেমন সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল, তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মনের এই চাঞ্চল্যের মধ্যে এই দ্রুতগতি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত, তাই দেখিতে পাই যেবস্তু যত অধিক চঞ্চল, সে বস্তু তত অধিক দ্রুতগামী; আর যে বস্তু যত অধিক দ্রুতগামী, সে ততই অধিক চঞ্চল, এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কলের গাড়ী হুড় হুড় করিয়া পাঁচমিনিটে পাঁচমাইল রাস্তা অতিক্রম করিতেছে, এই জন্যই দেখিতে পাই টেলীগ্রাফে পাঁচমিনিটের মধ্যে পাঁচসহস্র মাইলের সেই টরেটক্কা, টক্কাটরে খবরটি গিয়া পৌছাইতেছে, এই জন্যই দেখিতে পাই এরোপ্লেন অর্থাৎ পুষ্পকরথ আকাশে উত্থিত হইয়া সবেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এইজন্যই দেখিতে পাই তারবিহীন তাড়িৎযন্ত্রে সহস্রমাইলের খবর এক মুহূর্ত্তে গিয়া পৌছিতেছে কিন্তু মন এই সকল এঞ্জিন বা যন্ত্র অপেক্ষাও অধিক চঞ্চল ও দ্রুতগামী এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে মন যদি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও চঞ্চল হয়, তবে দেহরথ লইয়া কলের গাড়ীরমত দৌড়াইতে পারেনা কেন? ইহার উত্তরে বলাযাইতে পারে যে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেহ উড়িতেও চায় ন এবং বিষয় ভোগ করিয়া মন নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইলে কেহ উড়িতেও পারেনা যাঁহারা বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বল ও তেজ রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা অণু অপেক্ষা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া বায়ুর অপেক্ষা লঘু ও দ্রুতগামী হইতেও পারেন। এই অণিমা লঘিমা ঐশ্বর্য্য কেবল মাত্র আর্য্যগণ প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন, গর্ভস্থ জ্রূণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাহার মন থাকিলেও মনের সঙ্কল্প বা কার্য্য থাকে না পক্ষান্তরে প্রাণপক্ষী যখন দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তখন প্রাণও থাকে না, মনও থাকেনা, তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রাণের সঙ্কল্পই

মন এবং সূক্ষ্মদর্শনে যাহা মন তাহাই প্রাণ। এই প্রাণই দেহরূপ এঞ্জিনের ষ্টীম, দেহাকাশের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণে ও খাদ্যরূপ কয়লার সহযোগে সেই ষ্টীম সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই ষ্টীম অর্থাৎ তেজোময় বাষ্পের বলে দেহরথ সর্ব্বদাই চলিতেছে, ইহাই বিষ্ণুতেজ, ইহাই মানবের তথা সকল প্রাণীর প্রাণ; ইহাই জগতের প্রাণ। যেখানে আকাশ সেই খানেই বায়ু, একের মধ্যে অপরের প্রবেশ, সুতরাং ঠেলাঠেলি বা ঘাত প্রতিঘাত, যেখানে ঘাত প্রতিঘাত সেইখানেই তরঙ্গ, শব্দ ও তাপ, ইহাই তড়িৎ, সৌদামিনী বা বিদ্যুৎ। যে তড়িৎ শক্তির কার্য্য দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়, তাহা এই দেহেই সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে। আর্য্যগণ এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং এই সূক্ষ্মবিজ্ঞানসূত্রে অবলম্বন করিয়া অতি সূক্ষ্মবিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চস্তরে গমন করিয়াছিলেন।

শরীরাবয়ব অসংখ্যপরমাণুর সমষ্টি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল পরমাণু এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুর অগোচর, এস্থলে প্রশ্ন এই যিনি ইহা চক্ষুর অগোচর বলিয়াছেন, তিনি ইহা কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, চক্ষুর অগোচর কিন্তু জ্ঞানগোচর, জ্ঞানবলে চক্ষুর অগোচর বস্তুও দর্শন করা যায়। মনের যে সূক্ষ্মজ্ঞান তাহা এইরূপ সূক্ষ্মজ্ঞান জন্মে, তাহাকে মনোবিজ্ঞান বলা যায়। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের ভিত্তি এই সর্ব্বোচ্চ মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যদি মনেরমত হয়, তাহাহইলে, ছয়মাসের পথের খবর এক মুহূর্ত্তেই লওয়াযায়, মন যদি মনের মতই হয়, তাহা হইলে হাজার হাজার লোকের চক্ষুর সম্মুখে অদৃশ্য হওয়াযায়। মন যদি মনের মত হয়, তাহাহইলে, অণুরন্যায় সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া অন্যের দেহে প্রবেশ করা যায়। মন যদি মনের মত হয় তাহাহইলে মুহূর্ত্তে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা যায়। [illegible] মনের এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের আলোচনায় নিরত [illegible] এইযে বর্ত্তমানে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব দৃষ্টে আমরা মুগ্ধ হই, ইহা সাধারণ বিজ্ঞানের নিম্নস্তরের স্থূল-বিজ্ঞান মাত্র। মনোবিজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান, সকল বিজ্ঞানের সার। মনেরন্যায় সূক্ষ্ম, লঘু এবং দ্রুতগামী পদার্থ আর নাই, কিন্তু একমাত্র সত্যে প্রতিষ্ঠাব্যতীত মনের ক্রিয়া জানাযায় না। অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌগুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ। মন অণু এবং এক অর্থাৎ অমিশ্র পদার্থ, পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুনাসক্তজীব, মনের গতি কি করিয়া বুঝিবে?

শারীর বিজ্ঞান

শিরাঃ

সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ
নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তা প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥
শরীরং সকলঞ্চৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা
প্রণালীভি রিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ।
প্রসারণাকুঞ্চণাদিক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ
শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু
যথাম্রদলে সাক্ষাৎ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ
তথৈব দেহিনো দেহে বর্ত্তন্তে সকলে শিরাঃ
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভিরুপাশ্রিত
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রেনাভিবিবারকৈঃ

সন্ধি সমূহের বন্ধনকারিণী দোষ ও ধাতুবাহিনী শিরাসকল নাভিমূলে সংলগ্ন, নাভিমূল হইতে ইহারা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। যেমন জলপ্রণালীর দ্বারা উদ্যানস্থ বৃক্ষাদির পোষণ হয় এবং কুল্যা অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় দ্বারা ক্ষেত্রে ধান্যাদির পোষণ হয়, তদ্রূপ শিরাদ্বারাও ধাতু বাহিত হইয়া শরীরকে পোষণ করে। শিরা সাতশত। এই শিরাদ্বারাই আকুঞ্চণ প্রসারণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। বৃক্ষের পাতার সর্ব্ব অবয়ব যেরূপ শিরাসকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত দৃষ্ট হয়, দেহীর সমস্ত অবয়ব তদ্রূপ শিরাসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে। জীবজন্তুর প্রাণ যে নাভিদেশে অবস্থিত, সেই নাভিদেশই শিরাসমূহের মূল। যেমন চাকার মধ্যস্থ নাভিদেশের চতুর্দ্দিকে অর অর্থাৎ পাখিসকল সংলগ্ন থাকে, নাভির চতুর্দ্দিকেও তদ্রূপ শিরাসমূহ ব্যাপ্ত থাকাবশতঃ নাভি আবৃত থাকে।

স্নায়ুঃ

মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরা স্নায়ুত্ব মাপ্নুয়াৎ।

নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনং বহুভির্যুতা।
নিযুক্তাহগাধসলিলে ভবেদ্ভারসহা ভৃশম্
এবমেব শরীরেহস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ
স্নায়ুভি র্বহুভির্ব্বদ্ধা স্তেন ভারসহা নরাঃ।
শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাম্

শিরা মেদের স্নেহভাগকে গ্রহণ করিয়া স্নায়ুত্বপ্রাপ্ত হয় শিরার পাক মৃদু এবং স্নায়ুসকলের পাক খর স্নায়ুর দ্বারা শরীরের মাংস, অস্থি এবং মেদ ও সন্ধিসমূহের বন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় শিরাহইতে স্নায়ু দৃঢ়, কারণ স্নায়ু শিরাপেক্ষা কঠিন

মস্তকের সহিত মন, বুদ্ধি ও চেতনার সম্বন্ধ।

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃদ্‌পদ্মগোলকেস্থিতম্।

করণং মনস্তস্যায়তনানি বাহ্যানি চক্ষুরাদীনি, অভ্যন্তরাণি মনোবহানি স্রোতাংসি যৈরাগত্য মনশ্চক্ষুরাদীন্যধিতিষ্ঠতি।

যদুক্তং। মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো চিত্তং করণমন্তরম্
সংশয়ো নিশ্চয়োগর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥

করণস্যায়ং সংস্কারঃ করণবৃত্তিনিবৃত্তৌ নিদ্রায়াং সংস্কারাদর্শনাৎ। তদেব জীবাখ্যং সংসারমুপযুজ্যতে এতৎ সনাতনরহস্যম্। অন্তঃকরণবিলীনতা নিদ্রা

মধ্যেচ হৃদয়স্যৈকা শিরা তত্র মনোবহা।
সর্ব্বগাত্রপ্রবাহিণ্য স্তস্যা হ্যনুগতাঃ শিরাঃ।

ক্রিয়তেহনেনেতি করণম্ করাযায় ইহাদ্বারা এই অর্থে করণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, করণ অর্থে মন হৃৎপিণ্ড হইতে একটি শিরা মস্তক অভিমুখে গিয়াছে, মস্তকেগিয়া আবার ঐ শিরার অনুগত অনেক শিরা অনেক শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মস্তক এবং সর্ব্বগাত্রে বিস্তৃত হইয়াছে। মস্তকগত ধমনীগুলিকে মনোবহা প্রধান ধমনী বলাযায়। কারণ মন ঐ সকল ধমনী পথের দ্বারা আসিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করে

মনই কর্ম্মকর্ত্তা, মনেরই সংসার, যখন বিশ্রামকাল উপস্থিত হয় বা কর্ম্ম থাকে না, তখনি জীবজন্তু নিদ্রিত হয়, নিদ্রিত হইলেই মনের ক্রিয়া বা সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না কিন্তু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয় অব্যাহত থাকে, এইজন্য আর্য্যেরা হৃৎপিণ্ডকে মনের স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে ইহাই সঙ্গত

মন সঙ্কল্পকরে, সঙ্গে সঙ্গে চেতনা অর্থাৎ বোধশক্তি তাহা বোধকরে এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহার ভালমন্দ বিচার করে যেমন বহুবিধ বন্ধনের সাহায্যে বহুকাষ্ঠফলক দ্বারা নৌকা নির্ম্মিত হয় এবং সেই নৌকা অগাধজলে ভাসমান থাকিয়া ভার বহন করে, শরীরের সন্ধিসকল বহুস্নায়ুদ্বারা আবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত মানুষ তদ্রূপ ভারসহ করিতে সক্ষম হয় সর্ব্বশরীরে স্নায়ুর সংখ্যা নয়শত

ধমনী, নাড়ী, শিরা, কণ্ডরা ও স্নায়ু ইহারা প্রায় একই পদার্থ, শরীরের বন্ধন, রসরক্তাদিবহন, আকুঞ্চণ প্রসারণ ও অনুভবশক্তি ইহাদের সকলেরই আছে, কিন্তু স্থূলসূক্ষ্ম অবয়ব ও ক্রিয়াভেদে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয় ধমনী ও নাড়ী একার্থবাচক শব্দ স্থূলধমনী বা নাড়ীর ধমন অর্থাৎ আকুঞ্চণ প্রসারণ প্রধান কার্য্য বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রসাদি ধাতুর বহন শিরার প্রধান কার্য্য স্থূলস্নায়ুর আকুঞ্চণ প্রসারণ প্রধান কার্য্য এবং সূক্ষ্ম স্নায়ুর অনুভূতি প্রধান কার্য্য স্পর্শাত্মক বায়ু, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ অনুভব করে, সুতরাং দেহের প্রত্যেক অবয়বেরই অনুভব শক্তি আছে, তন্মধ্যে সূক্ষ্ম স্নায়ুর বোধশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এই সকল সূক্ষ্ম স্নায়ুকে মনোবহা ধমনী কহে, চিন্তা ইহাদের প্রধান কার্য্য মস্তক ইহাদের প্রধান স্থান, মস্তক হইতেই চিন্তা ও বুদ্ধি প্রসূত হয় মনও সূক্ষ্ম, মনোবহা ধমনীও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাবয়ব তারের দ্বারা টেলীগ্রাফ হয়, স্থূলাবয়ব তারের দ্বারা কি তাহা হয়

পঞ্চভূতেরগুণ ও বায়ু, অগ্নি, জলের শ্রেষ্ঠতা

(মহাভারতের শান্তিপর্ব্বহইতে গৃহীত)

জন্তুগণের অগ্নিস্বরূপ তেজ, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা, এবং জঠরাগ্নি অর্থাৎ যাহা ভক্ষ্যবস্তুসমুদয় পরিপাক করে এই পাঁচটি আগ্নেয় পদার্থ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, আস্য, হৃদয় এবং কোষ্ঠ অর্থাৎ অন্নাদির স্থান এই পাঁচটি প্রাণিগণের দেহে আকাশ হইতে উৎপন্ন শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, বসা এবং শোণিত এই পাঁচটি জলীয়

অংশ প্রাণীদিগের শরীরে সতত অবস্থিতি করিতেছে প্রাণবায়ু হৃদয়ে অবস্থিতি করে, প্রাণিগণ প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া গমনাদি কার্য্য করে, ব্যান বায়ু অবলম্বন পূর্ব্বক বলসাধ্যকার্য্যে উদ্যত হয় অপানবায়ু অধোগমন করে, সমান বায়ু নাভিদেশে অবস্থিতিকরে এবং উদানবায়ু কণ্ঠে অবস্থান করে, তদ্দারা উচ্ছ্বাস ও উরঃ, কণ্ঠ এবং শিরঃস্থান ভেদবশতঃ শব্দ উচ্চারণ হয় এই পঞ্চবিধ বায়ু এইরূপে প্রাণিগণের অঙ্গচালনাদি চেষ্টা সমাধান করে ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ এবং বায়ুদ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও শব্দ, তন্মধ্যে বিস্তারিতরূপে ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, সংহত, স্নিগ্ধ রুক্ষ এবং বিশদ এই নয় প্রকার পার্থিবপদার্থগত গন্ধের গুণ চক্ষুদ্বারা পৃথিবী প্রভৃতির রূপ দর্শন করা যায়, ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ রস বহুবিধ, মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু, এই ষড়্‌বিধ রস, বারিময় বলিয়া প্রসিদ্ধ শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিনটি জ্যোতির গুণ, জ্যোতির্দ্বারা বস্তুর রূপদর্শন করা যায় রূপ নানাপ্রকার হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুরস্র, গোলাকার, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল এবং মৃদু অথচ দারুণ এই ষোড়শ প্রকার রূপের গুণ জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া বিখ্যাত শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী বায়ুর গুণ তন্মধ্যে স্পর্শ বহুবিধ; উষ্ণ, শীতল, সুখকর, দুঃখপ্রদ, স্নিগ্ধ বিশদ, খর, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, লঘু এবং গুরুতর এই একাদশ প্রকার বায়ুর গুণ। আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ সেই শব্দের ভেদ নানাপ্রকার ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, এই সপ্তবিধ স্বর আকাশ হইতে উৎপন্ন এই সমস্ত শব্দব্যাপক ভাবে সর্ব্বত্র থাকিয়াও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। মৃদঙ্গ, ভেরী ও শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, জলধর, রথ, প্রাণী বা অপ্রাণী যাহার যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহা এই সপ্তস্বরের অন্তর্গত এইরূপে আকাশসম্ভব শব্দের ভেদ নানাপ্রকার, পণ্ডিতগণ শব্দকে আকাশ-সম্ভব বলিয়া থাকেন এই সমস্তশব্দ স্পর্শদ্বারা প্রতিহত হইয়া বীচি তরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহা বিষমাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে, অনুভূত হয় না দেহারম্ভক ত্বগাদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রথম হইতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জল, অগ্নি ও বায়ু নিয়ত জীবদেহে জাগরিত আছে, ইহারাই শরীরের মূল, ইহারাই পঞ্চপ্রাণকে অবলম্বন করিয়া এই শরীরে অবস্থিতি করিতেছে

উপরোক্ত অংশ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল আমি শব্দবিজ্ঞানে শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইয়া ঘাত প্রতিঘাত বা তরঙ্গ উপস্থিত করে, মহাভারতের এই অংশ অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি নদী বা পুষ্করিণীর পারে দাঁড়াইয় শব্দোচ্চারণ করিলে, তন্মুহূর্ত্তে প্রতিঘাত আসিয়া কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয় শব্দোচ্চারণ ঘাত এবং শব্দের পুনরাগমন প্রতিঘাত ষড়্জ প্রভৃতি সপ্তস্বর হইতে আদ্যক্ষর লইয়া সঙ্ক্ষেপে, স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সপ্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। এই সপ্তস্বরের নাম সপ্তক। সপ্তক তিন প্রকার, উদারা, মুদারা ও তারা উদারা নিম্ন, মুদারা মধ্য ও তারা উচ্চসপ্তক

বায়ুর ক্রিয়া।

(মহাভারত হইতে গৃহীত)

বায়ু যেরূপে প্রাণিগণের শারীরিক চেষ্টা সমাধান করে, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে অগ্নি মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শরীর পালন করিয়া শারীরিক কার্য্যসকল সমাধান করে, আর প্রাণবায়ু মস্তক ও অগ্নি উভয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া শারীরিক গমনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া থাকে সেই প্রাণই সর্ব্বভূতময় সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জীবসমুদয় এবং শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়স্বরূপ। প্রাণ দ্বারা আন্তরিক বিজ্ঞান এবং বাহ্য দেহেন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হয়, অনন্তর সমান বায়ুদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ গতি বা ক্রিয়া অবলম্বন করে অপানবায়ু জঠরাগ্নিকে অবলম্বনপূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়স্থিত অশিত (ভক্ষিত) বস্তুজাতকে পরিপাক করিয়া মূত্র এবং পুরীষরূপে পরিণত করে গমনাদিকার্য্য, তদনুকূল চেষ্টা এবং ভারবহনাদি সামর্থ্য এই তিন বিষয়ে যে বায়ু বর্ত্তমান রহে, তাহাকে উদানবায়ু কহে মানবগণের শরীরের সমুদয় সন্ধিস্থলে যে বায়ু সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাকে ব্যানবায়ু বলা যায় ত্বগাদিতে বিস্তীর্ণ জঠরাগ্নি সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া রস, রক্ত, ধাতু ও পিত্ত প্রভৃতির পরিণতি করিয়া থাকে, ঐ জঠরানল নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করে আস্য দেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটি প্রবহমান স্রোত আছে, উহার অন্তভাগ গুহ্যদেশ সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক্ হইতে দেহ মধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাণবায়ুর ঐ জঠরানলের নাম উষ্মা। উহাই দেহীদিগের ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করে। জঠরাগ্নির বেগবৃদ্ধিকর প্রাণবায়ু

পায়ু পর্য্যন্ত আসিয়া প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা পুনরায় ঊর্দ্ধে আগমন করিয়া জঠরাগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে উৎক্ষিপ্ত করে নাভির অধোভাগে পক্কাশয় অর্থাৎ অন্নাদির পাকের স্থান এবং ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় অবস্থিত। শরীরের মধ্যস্থলে সমস্ত প্রাণ সংস্থিত প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক পঞ্চবায়ু এই দশবিধ বায়ু দ্বারা চালিত হইয় নাড়ী-সকল তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে এবং হৃদয়প্রদেশে প্রস্থানপূর্ব্বক অন্নরসসমুদয় বহন করিয়া থাকে আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত আছে, তাহাই যোগীদিগের যোগের পথ ক্লান্তিবিজয়ী সমদুঃখসুখ ধীরব্যক্তিরা মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মে সুষুম্না নাড়ীদ্বারা এই পথে আত্মাকে ধারণ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।* স্থালীমধ্যে অর্পিত বাহ্য অগ্নির ন্যায় দেহীদিগের বুদ্ধি, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ অপান প্রভৃতির মধ্যে সমর্পিত জঠরানল নিয়ত প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

আবর্ত্তন

আবর্ত্তনেই সৃষ্টি, আবর্ত্তন জগতের মহাধর্ম্ম, জাগতিক সকলপদার্থই আবর্ত্তনশীল, এই আবর্ত্তনের বিরাম বিশ্রাম নাই, কবি বলেন—

এই দেখি—আছি আমি, আছে চরাচর,
সংখ্যাতীত চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ সংখ্যাতীত।
সংখ্যাতীত সম্মিলিত জড় ও চেতন,
হইতেছে নিত্য কর্ম্ম চক্রে আবর্ত্তিত
এই দেখি চক্রাকারে ভ্রমে ঋতুগণ,
ভ্রমে দিবা নিশি পক্ষ, গ্রহ সংখ্যাতীত ;
চক্রে চক্রে মহাশূন্যে করিছে ভ্রমণ,
করিয়া অনন্তমন্ত্রে অনন্ত প্লাবিত
এই দেখি জন্মে চক্রে বীজেতে অঙ্কুর,
অঙ্কুরেতে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুল, ফুলে ফল,
ফলে পুনঃ বীজ, জলে জন্মে বাষ্পরাশি—
বাষ্পে জন্মে মেঘ, পুনঃ মেঘ হয় জল।
এই দেখি চক্রে জীব জন্মি নিরন্তর,
সেই মহা সিন্ধুগর্ভে আবর্ত্তনময়

করি জরা ব্যাধি-ভোগ দুঃখ নির্য্যাতন,
সেই মহা সিন্ধুগর্ভে হইতেছে লয়
এই চক্র ধর্ম্মচক্র এই আবর্ত্তন
জগতের মহাধর্ম্ম সৃষ্টি স্থিতি লয়
হইতেছে সংঘটিত, এই আবর্ত্তনে
নিরন্তর, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিময়

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীবজন্তু, দিবা নিশা, পক্ষ মাস সমস্তই আবর্ত্তনের অধীন, আবর্ত্তনেই রূপান্তর বা সৃষ্টি। এই আবর্ত্তনেই অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, ফল হইতে পুনর্ব্বার বীজ জন্মিতেছে জীবজন্তু জন্মিয়া জরাব্যাধি দুঃখনির্য্যাতন ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতেছে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল আবর্ত্তন এই আবর্ত্তনের কর্ত্তা একমাত্র বায়ু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মূলপদার্থ পঞ্চভূত, পঞ্চভূতের মধ্যে আদি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ বায়ু, একমাত্র চলনগুণ বায়ুতে বিদ্যমান, সুতরাং বায়ু সকলের চালক, বায়ুর চালনা ব্যতীত চলা বলা, আহার নিদ্রা, শোয়া বসা কোন কার্য্যই হয় না বায়ু ব্যতীত জীবজন্তু কিছুই বাঁচে না, বা বাঁচিতে পারে না বায়ুরগুণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই চলনশীল বা আবর্ত্তনশীল কিন্তু বায়ু সকল পদার্থের চালক হইয়াও নির্লিপ্ত বহুরূপী যেমন নানাপ্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বহুরূপ প্রদর্শন করায় অথচ বহুরূপধারী মানুষের তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না তদ্রূপ গতিশীল বায়ু, সকল ভাবের প্রবর্ত্তক অথচ নির্লিপ্ত বায়ু এবং জগৎ অভিন্ন পদার্থ জগৎ শব্দে গতিশীল পদার্থ, এই জন্য লোকে বলে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনও পরিবর্ত্তন নাই নির্লিপ্ত পদার্থের কি পরিবর্ত্তন হইবে? যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল সৃষ্টপদার্থের আবর্ত্তন কিন্তু স্রষ্টার কোন পরিবর্ত্তন নাই এই আবর্ত্তনের প্রধান কর্ত্তা বায়ু এবং সহকারী অগ্নি ও জল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে বায়ু নাই সমুদ্রের জলে যেমন মৎস্যকুল বিচরণ করে, পৃথিবীর জীবজন্তু তদ্রূপ সর্ব্বদা বায়ুসমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করিতেছে বায়ুরূপী ভগবান্ বহুরূপধারী বায়ু-আদি পদার্থ, বায়ু হইতেই অগ্নি জলের উৎপত্তি, রূপান্তর করণে বায়ুই এক-মাত্র কর্ত্তা। ফলতঃ বায়ুর প্রভাব, বায়ুব্যতীত আর কেহ অবগত নহে। বায়ু কখনও জল, কখনও বৃষ্টি, কখনও বাষ্প, কখনও মেঘ, কখনও বা ঝড়

রূপে দেখা দিতেছেন। তিনিই স্রষ্টা হইয়া সৃষ্টপদার্থকে সহকারী করিয়া সৃষ্টপদার্থের সহিত লড়াই করিতেছেন এই রূপান্তর ও লড়াইয়ের ব্যাপার যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় লড়াই অর্থে সঙ্ঘর্ষণ, যেখানে বায়ু ও আকাশ, সেই খানেই সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষণের ফলেই রূপান্তর ও রূপান্তরের ফলে সৃষ্টি।

সূক্ষ্মদর্শনে কাঠপাথরেও আকাশ বা শূন্যস্থান আছে, পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহাতে ছিদ্র নাই কাঠে যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের সাহায্যে কাঠের পোকার শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য্য নির্ব্বাহ হয় জলেও ছিদ্র আছে, মৎস্যকুল সেই ছিদ্রের সাহায্যে বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে গেলাসেও ছিদ্র আছে, একটি গেলাসে বরফ রাখিয়া দিলে, তাহার বহির্ভাগে জলবিন্দু সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। এই সকল ছিদ্রও সর্ব্বদা বায়ুপূর্ণ, বায়ু সূক্ষ্মতা এবং লঘুতাপ্রযুক্ত সর্ব্বগামী, তাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রেই তাহার প্রভাব পরন্তু এই প্রভাবে সকলের সহিত তাহার সংঘর্ষণ জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাপ জন্মাইয়া শ্বাস প্রদান করিয়া মৎস্যকুলকে রক্ষা করিতেছে, কাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পোকাগুলিকে জীবিত রাখিতেছে বায়ু শৈত্যগুণবিশিষ্ট, একারণ সংঘর্ষণের ন্যূনাধিক্যে, কখনও বাষ্প, কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি, এবং কখনও বা বরফ আকারে দৃষ্ট হয় যেস্থানে সংঘর্ষণের প্রভাব কম, সেইস্থানেই ক্রমশঃ বায়ু সঞ্চিত ও ঘনীভূত হয় এবং জল বা বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, আবার যেখানে তদপেক্ষা সংঘর্ষণ আরও কম, সেখানে অধিক শৈত্যতা-প্রযুক্ত বরফ হইয়া যায় কিন্তু বায়ু ছাড়াতো কোন স্থানই নাই, তবে এরূপ তারতম্য কেন ঘটে? তাহার কারণ আছে বায়ুরও খরচ আছে, আর সেই খরচও সর্ব্বত্রে সমান নহে, কোন স্থানে বেশী, কোন স্থানে কম, তদ্ব্যতীত সূর্য্যের দূরত্বহেতু সর্ব্বত্রে সমান তাপ লাগে না, এবং সমুদ্রের জল অনবরত বাষ্প হইয়া বায়ুকে ঘনীভূত ও আর্দ্র করিতেছে, এইরূপ নানা কারণে সর্ব্বত্রে বায়ু সমান নহে, কোন স্থানের বায়ু লঘু, কোন স্থানের বায়ু গুরু বা ঘন। একটী জলপূর্ণ গামলা হইতে এক গ্লাস জল তুলিলে, চতুর্দ্দিকের জল আসিয়া দ্রুতবেগে তাহার গর্ত্ত পূর্ণ করে, বায়ুর গর্ত্ত স্থূলদৃষ্টির অগোচর হইলেও ঠিক এইরূপ, এই গর্ত্ত পূরণের জন্যই ঝড়ের আবির্ভাব পুষ্করিণীতে একটি ঢিল নিঃক্ষেপ করিলে, ঐ ঢিলটি যে স্থানে পড়ে, সেই স্থানে একটি গর্ত্ত হয়, বায়ুর গর্ত্তও তদ্রূপ। ইহাকেও বায়ুর খরচ বলা যাইতে পারে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,

যেখানে আকাশ, সেইখানেই বায়ু, যেখানে বায়ু, সেইখানেই তেজ। এক্ষণে দেখা যাউক, আকাশ কি পদার্থ বায়ুর অপেক্ষাও আকাশ সূক্ষ্ম, কারণ বায়ু অদৃশ্য হইলেও, তাহার প্রভাব অনুভব করা যায, ঝড, শ্বাস প্রশ্বাস ও ত্বকের স্পর্শ-জ্ঞানদ্বারা বায়ুর প্রভাব উপলব্ধি করা যায় কিন্তু আকাশ পদার্থটা বুঝাও কঠিন, বুঝানও কঠিন আকাশ অর্থে শূন্য, স্থূল জ্ঞানে ইহার মর্ম্ম বুঝা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বেশ উপলব্ধি করা যায়; আকাশ ছিদ্রব্যতীত আর কিছুই নহে। পৃথিবীতে খালি স্থান কোথাও নাই, সকল স্থানই বায়ু-পূর্ণ এই বায়ুপূর্ণ আকাশের মধ্যে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ সমস্ত পদার্থই ডুবিয়া রহিয়াছে

বায়ু যে এমন লঘু ও সূক্ষ্ম, তাহার মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম অণুর ন্যায় ছিদ্র আছে বায়ু সেই ছিদ্রদ্বারা জলশোষণ করে জীবজন্তু, অচেতন ও উদ্ভিদ সকল পদার্থেই এই ছিদ্র বর্ত্তমান এবং ছিদ্র বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ জীবজন্তুগণ যেমন পিপাসিত হইয়া জলপান করে, উদাহরণস্বরূপ বায়ুও তদ্রূপ তৃষ্ণার্ত্ত হয ও জল পান করে বলা যাইতে পারে, ইহাই বায়ুর শোষণ গুণ এক খানি বস্ত্র জলে আর্দ্র করিলে, বস্ত্রের ছিদ্রগুলি জলদ্বারা পূর্ণ হয় অর্থাৎ বুজিযা যায় ছিদ্র জলে পূর্ণ হইলে, বায়ুর পিপাসার শান্তি হয়, সে তখন আর জল পান করিতে চাযনা ইহাই জলের আপ্যায়নী শক্তি। এই শক্তির দ্বারা জল অনবরত বায়ুকে তথা সমস্ত জাগতিক পদার্থকে আপ্যায়িত করিতেছে তাই জীব জগৎ দগ্ধ হয না এতদ্ব্যতীত জীবজন্তুগণ শ্বাসপ্রশ্বাসদ্বারা সর্ব্বদা জলের অতি সূক্ষ্ম কণা গ্রহণ করিতেছে সমুদ্র হইতে সর্ব্বদা বাষ্প উদ্গত হইযা বায়ুকে এবং চন্দ্রকে সর্ব্বদা স্বীয় শৈত্যগুণ দান করিতেছে, সেই বায়ু জীব-জগৎ রক্ষা করিতেছে, সেই চন্দ্র স্বীয় শৈত্যগুণ দ্বারা সূর্য্যের খরতর অর্থাৎ তীব্র তেজের সমতা করিতেছে, আবার সূর্য্য স্বীয় তাপ দ্বারা সর্ব্বদা জল শোষণ করিতেছে যথা—

শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপি
তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥

চন্দ্র পৃথিবীকে ক্লিন্ন অর্থাৎ আর্দ্র করে, সূর্য্য পৃথিবীকে শোষণ করে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়কে আশ্রয করিযা বায়ু প্রজাপালন করে

তেজ ঘনীভূত হইলে, তাহাকে তাপ বলা যায়। সূর্য্যের উত্তাপ অপেক্ষা

অগ্নির তাপ অধিক ঘনীভূত বা গাঢ় পদার্থের গুণে রৌদ্রের তাপ ঘনীভূত করিয়া অগ্নিতে পরিণত করা যায় একখানি আতসী পাথর সূর্য্যোত্তাপে ধরিলে, সূর্য্যোত্তাপ কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন করে তাপদ্বারা জাগতিক সমস্ত পদার্থের লঘুতা সম্পাদিত হয় যেমন জল স্বীয় আপ্যায়নী শক্তি দ্বারা তেজকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিতেছে, অগ্নি তদ্রূপ সেই জলের শোষণ করিয় লঘুতা সম্পাদন করিতেছে, জল না থাকিলে, তেজ দ্বার যেমন পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ তাপের অভাবে পৃথিবী এক মুহূর্ত্তে জলময় হইতে পারে যেমন সর্ব্বদা জলের প্রয়োজন, তদ্রূপ সর্ব্বদা তাপেরও প্রয়োজন তাপব্যতীত কোন পদার্থই পরিপক্ক হয় না রুক্ষতা ও লঘুতা যেমন বায়ুর আছে, তদ্রূপ, তাপেরও ঐ দুইটি গুণ আছে কারণ বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি এক হাঁড়ী জল চুল্লীর উপরে বসাইয় তন্নিয়ে অগ্নির তাপ দিলে, হাঁড়ীর নিম্নস্থ জল প্রথমে উষ্ণ ও লঘু হয় উষ্ণ যত অধিক হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে লঘুও তত বেশী হয় এবং উষ্ণতা ও লঘুতা ক্রমশঃ যখন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত অর্থাৎ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন হাঁড়ীর সমস্ত জল উষ্ণ হয় জল উষ্ণ হইলে হাঁড়ীর মধ্যস্থ দাইল, চাউল প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, আর যদি কেবল মাত্র জল থাকে, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ বাষ্প হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া আকাশের সহিত মিশিয়া যায় দ্রব্য লঘু হওয়ার নামই পাক।

জলে কেন আগুণ জ্বলে না ?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আকাশ ও সর্ব্বত্র বায়ু এবং সর্ব্বত্র আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ ও তাহা হইতে তাপের উদ্ভব কিন্তু জলে কেন আগুণ জ্বলে না ? তাহার কারণ এই জলের শৈত্যগুণ সঙ্ঘর্ষণজনিত তাপকে সর্ব্বদা আর্দ্র করিতেছে, এই জন্য জলে আগুণ জ্বলে না ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বটে,—যেখানে শৈত্য অপেক্ষা তাপের প্রভাব বেশী, সেখানে জলেও আগুণ জ্বলে, যেমন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড আবার যেখানে শীতের প্রভাব অধিক, সেখানে তেজের প্রভাব কম, যেমন—দার্জ্জিলিং বা হিমালয় ঐ সকল স্থানে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ নাই

পর্ব্বতে কেন তুষার পাত হয় ?

পর্ব্বত পার্থিবদ্রব্য, পৃথিবীর সমধর্ম্মী, এই জন্য পৃথিবীর যে জল বাষ্পরূপে

ঊর্দ্ধগামী হয়, পর্ব্বত তাহাকে আকর্ষণ করে, সুতরাং পর্ব্বতে এত অধিক আর্দ্র বায়ু আসিয়া সঞ্চিত ও ঘনীভূত হয় যে, ঘনীভূত বায়ুর প্রভাবে জল বরফ হইয়া যায় দার্জ্জিলিং বা হিমালয় ইহার দৃষ্টান্ত স্থল বাষ্পরূপী মেঘ তথায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে বাড়ীতে বাড়ীতে এবং মস্তকের উপরে যেন ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, এ দৃশ্য অতি সুন্দর যেখানে পর্ব্বত, সেইখানেই ঘনীভূত বায়ু বা শীতের প্রভাব

সূর্য্য কেন অস্ত যায়?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জল স্বীয় শৈত্যগুণ দ্বারা সর্ব্বদা সূর্য্যের প্রখরে তাপকে আর্দ্র করিতেছে, তজ্জন্যই পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে না সূর্য্য অস্তমিত এবং চন্দ্রোদয় এই সমতা রক্ষার অন্যতম কারণ আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণে প্রতিনিয়ত যে তাপোদ্ভব হইতেছে, সূর্য্যই তাহার কেন্দ্রস্থল, সঙ্ঘর্ষণ-জনিত তাপ প্রতিনিয়ত সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া সঞ্চিত ও ঘনীভূত হইতেছে আবার সমুদ্র হইতে যে বাষ্প সর্ব্বদা উত্থিত হয়, তাহাই চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে সূর্য্য অগ্নিগুণ ও চন্দ্র শৈত্যগুণ চন্দ্র যদি তাহার শৈত্যগুণ দ্বারা সূর্য্যের তাপকে আর্দ্র না করে, তাহা হইলে, সূর্য্যোত্তাপে পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যায় ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক দিবারাত্রির পরিমাণ ৬০ দণ্ড। দিবামান ৩০ দণ্ড ও রাত্রিমান ৩০ দণ্ড যখন দিবা বড় হয়, তখন সূর্য্যের প্রভাবাধিক্যবশতঃ গ্রীষ্ম এবং যখন রাত্রি বড় হয়, তখন চন্দ্রের প্রভাবাধিক্যবশতঃ ঋতুর আবির্ভাব হয় গ্রীষ্মকালে দিবা বড় ও অতি গরম এবং শীতকালে রাত্রি বড় ও অত্যন্ত শীত বোধ হয় গ্রীষ্ম-কালে নিম্নভূমি ও আর্দ্র বলিয়া এদেশে বেশী গরম ব শীত অনুভূত হয় ন, কিন্তু পশ্চিম প্রদেশে অত্যন্ত শীত বোধ হয় এবং গ্রীষ্মকালে অগ্নিকণা বাপু ছুটে। গ্রীষ্মকালে যদি আর দুইচারিদণ্ড দিবামান বৃদ্ধি ও শীতকালে যদি আর দুই চারি দণ্ড রাত্রিমান বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে জীবজন্তু সূর্য্যের প্রখরোত্তাপে এবং চন্দ্রের শৈত্যে মারা যায়

মাধ্যাকর্ষণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণে তাপের উদ্ভব হয়, কিন্তু ইহাও স্থূল বিজ্ঞান, ইহা অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মবিজ্ঞান আছে স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে যাইতে হয়, তজ্জন্য আমিও এতক্ষণ স্থূলবিজ্ঞানের আলো-চনাই করিয়াছি; এক্ষণে আরও একটু সূক্ষ্মে যাওয়া যাউক

ব্রহ্মাণ্ডে বায়ু ও আকাশব্যতীত স্থান নাই, যেখানে আকাশ, সেইখানেই বায়ু, বায়ু ব্যতীত আকাশ বা আকাশ ব্যতীত বায়ুর স্থান নাই বায়ু পাঁচ প্রকার, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণবায়ুর গতি ঊর্দ্ধে এবং অপান বায়ুর গতি অধো দিকে, প্রাণবায়ুর স্থান ঊর্দ্ধে মহাকাশে, অপান বায়ুর স্থান নিম্নে পৃথিবীতে, প্রাণ অপানকে এবং অপান প্রাণকে অর্থাৎ সরল কথায় বলিতে গেলে মহাকাশ পৃথিবীকে ও পৃথিবী মহাকাশকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে, পরন্তু উভয়ের টানাটানিতে কোনরূপ বৈষম্য বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য সমানবায়ু উভয়ের মধ্যস্থল সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিয়া উভয়ের বেগের সমতা-রক্ষা করিতেছে। ইহাই মাধ্যাকর্ষণ এই আকর্ষণের বলে ফল নিম্নেই পতিত হয়, ঢিল বা কোন গুরুপদার্থ ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে, তাহাও ভূতলে পতিত হয়। এই টানাটানিতে পৃথিবীর ন্যায় দেহ খাড় থাকে, যখন এই টানাটানি রহিত হয়, তখন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হয় ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডও যে নিয়মের অধীন, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডও সেই নিয়মেরই অধীন

প্রদীপ ঢাকিয়া রাখিলে কেন নিবিয়া যায়?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ হইতে তাপ উৎপন্ন হয়, প্রদীপ সেই ঘনীভূত তাপব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু যেখানে আকাশ, সেই খানে বায়ু ও আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ, ইহাই যদি প্রকৃত হয়, তাহাহইলে, প্রদীপ কোন পাত্রদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে, কেন নিবিয়া যায়? তন্মধ্যে কি আকাশ ও বায়ু নাই? ইহার উত্তরে বলাযাইতে পারে, আকাশও সর্ব্বত্র, বায়ুও সর্ব্বত্র এবং সঙ্ঘর্ষণেরও বিরাম বিশ্রাম নাই, কিন্তু আবৃতস্থানে সঙ্ঘর্ষণের প্রভাব এত কম যে, তাহাতে প্রদীপ থাকিতে পারেনা, বিশেষতঃ বহির্জগতের সঙ্ঘর্ষণের প্রভাবও আবৃতস্থানে পৌছিতে পারে না, এই জন্য প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াযায়। মানুষ, পশু পক্ষীকে আবৃত করিয়া রাখিলে তাহারা কি বাঁচে? সঙ্ঘর্ষণহইতে অগ্নি এবং বায়ু ও অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তির ইহাও অন্যতম প্রমাণ। যেখানে সঙ্ঘর্ষণ নাই, সেখানে অগ্নি, জল বা প্রাণবায়ুর অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া আবদ্ধ জীবজন্তুর ন্যায় প্রদীপেরও প্রাণবিয়োগ ঘটে।

বিজ্ঞানের প্রভাব

(অহিফেনের মাদকতা দূরীকরণ)

জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু জ্ঞানের চর্চ্চাব্যতীত জ্ঞানের বিকাশ হয় না। মানুষ মানুষই বটে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বা তথাবিধ অন্যকোন জন্তু নহে, কিন্তু একে অপরের আজ্ঞাধীন হয় কেন? ইহার একমাত্র উত্তর সে অজ্ঞান, জ্ঞানের আলোচনা সে করে নাই ফলতঃ শিক্ষাব্যতীত কখনও মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় না বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অনেক নিরক্ষর, সাঁওতাল, ভীল কোল শিক্ষালাভ করিয়া উন্নত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান চর্চ্চা, বিজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিজ্ঞানবলে পাশ্চাত্যজাতি এক্ষণে কতউর্দ্ধে, আর আমরা কতই নিম্নে তাঁহারা এরোপ্লেনে আকাশমার্গে বিচরণ করেন, আর আমরা নিম্নে হা করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দর্শন করি পাশ্চাত্যজাতি একসময়ে অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ছিলেন, বর্ত্তমানে কেবল জ্ঞান চর্চ্চার প্রভাবে তাঁহারা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন আমাদেরও সবছিল একথা ঠিক, এখনও আছে, সেকথাও ঠিক, কিন্তু ছিল বা আছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না, লোকে কার্য্যে দেখিতে চায় আরও একটা কথা এই ছিল বা আছে বলিয়া নিজের মনটাকেই যে প্রবোধ দেওয়া যায় না, তাইতো আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও কথায় কথায় ডাক্তার ডাকি, ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করি কেন করি? তাহার একমাত্র উত্তর আমাদের যোগ্যতার অভাব, নিজেদের যোগ্যতার উপর নিজেদেরই বিশ্বাস নাই, এ অবস্থায় অন্যেই বা আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে কেন? তাই আমাদিগকে পুরাতন ছেঁড়া কাঁথা-দ্বারাই কম্বলের সাধ মিটাইতে হয় পুরাতন ২৪টি রোগে ব্যতীত আমাদিগকে কেহই ডাকে না। এই গেল রোগের ব্যাপার, এতদ্ব্যতীত আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেও তথৈবচ কেহ যদি আত্মহত্যার জন্য অহিফেন সেবন করে, আমরা তাহার কিছুই করিতে পারি না। অথচ মুখে বলি আমাদেরও সবই আছে, সুতরাং আছে কথাটার সার্থকতা কোথায়?

বিজ্ঞানের অসাধারণ প্রভাব • বিজ্ঞানে অসম্ভবও সম্ভব হয়। যে অহিফেনের প্রভাবে প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, বিজ্ঞানমতে অহিফেনের সেই প্রভাবকে মাদকতা কহে। দ্রব্যের এমন প্রভাব এমন

শক্তি যে অহিফেনের মাদকতাপর্য্যন্ত দ্রব্যগুণে বিনষ্ট হয়,—অহিফেন জল হইয় যায় যদি এই তত্ত্বটুকু আমাদের জানা থাকিত, তাহাহইলে, অনেক লোকের জীবন-রক্ষা হইত নিম্নে অহিফেনের গুণ ও তাহার মাদকতা নিবারণের প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল

অহিফেন

ঢেঁড়ী গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৃৎ
অহিফেন। উক্তং খসফলক্ষীর মাফূক মহিফেনকম্।
আফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্
আক্ষেপশমনং নিদ্রাজননং মদকারিচ
স্বেদনং বেদনাহৃচ্চ মূত্রাতীসারনুৎপরম্
কাসশ্বাসাতীসারঘ্নং শোণিতস্রুতিবারণম্
তথাখসফলোদ্ভূতং বল্কলং প্রায়মিত্যপি
মুহুর্মোহকরং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্।

খসফলশব্দে পোস্তফল পোস্তফলের ক্ষীর অর্থাৎ নির্য্যাসকে অহিফেন কহে আফিং শোষক, গ্রাহি, শ্লেষ্মা নাশক, বাতপিত্তবর্দ্ধক, আক্ষেপ-প্রশমক, নিদ্রাজনক, মত্ততাকারক, ঘর্ম্মকারক, বেদনানাশক এবং মূত্রাতীসার (বহুমূত্র), কাস, শ্বাস ও অতিসার নিবারক। ফলের বল্কলও প্রায় এই প্রকার ফলদায়ক পোস্তফল অর্থাৎ ঢেঁড়ী গ্রাহি, তিক্ত ও কষায়রস, বাতবর্দ্ধক এবং কফ ও কাসনাশক

অহিফেনের গুণ আলোচনায় বুঝাগেল, আফিং প্রধানতঃ বাতপিত্ত বর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক, শোষক ও মাদক যাহা বায়ুপিত্ত বর্দ্ধক, তাহাই শোষক এবং শোষক বলিয়া শ্লেষ্মা বা জলনাশক। তিক্তকষায় দ্রব্যমাত্রেই অতিশয় বায়ু বর্দ্ধক এবং কষায় তিক্তের সংমিশ্রণে ও আধিক্যে বিষাক্ত ও মাদক কুইনাইন বেশী তিক্ত বলিয়াই বেশী মাত্রায় মাদক; কিন্তু তিক্তরস মাত্রেই পিত্ত-প্রশমক, তবে এস্থলে তাহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় কেন? তাহার কারণ এই, ইহা কষায় ও তিক্ত বলিয়া শোষণগুণ বিশিষ্ট তদ্ধেতু অত্যধিক বায়ু বর্দ্ধক ও পিত্তবর্দ্ধক, আবার বায়ুপিত্ত বর্দ্ধক বলিয়া শোষক যেহেতু অগ্নি ও বায়ু একত্র হইয়াই জলশোষণ করে, পরন্তু তিক্ত এবং কষায় রসের সমানযোনি

বায়ু ও আকাশ অর্থাৎ বায়ু হইতে তিক্ত ও কষায় রসের উৎপত্তি, আবার রুক্ষতা বায়ু ও পিত্তগুণের লক্ষণ, সুতরাং অহিফেন বায়ুপিত্ত বর্দ্ধক, কিন্তু অহিফেন অল্পমাত্রায় অগ্নিবর্দ্ধক ও উত্তেজক এবং বেশী মাত্রায় অবসাদক, বেশীদিন অভ্যস্ত হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল বা নিস্তেজ করিয়া ফেলে। যেদ্রব্য অধিক মাত্রায় অবসাদক, সে দ্রব্য অধিক দিন সেবন করিলেও অধিক মাত্রায় সেবনের ফল হয়। তাই অহিফেনসেবীদিগের প্রায়ই অবসাদ ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝাযায়, কটুরসবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যদ্বারা অহিফেনের মাদকতা বিনষ্ট হইতে পারে। হিং অত্যন্ত বায়ুনাশক ও শুল্‌ফা বা রাঁধুনী তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য প্রথমে ২ রতি হিং জলে গুলিয়া রাখিবে, পরে ০ ভরি শুল্‌ফা বা রাঁধুনী বাটিয়া একছটাক জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তৎসহ হিং মিশ্রিত করিয়া অহিফেনসেবীকে খাওযাইবে অহিফেনের সহিত এই দুইদ্রব্য মিশ্রিত করিলে, অহিফেনের তিক্ততা বিনষ্ট হয় এবং অহিফেণ জল হইয়া যায়

কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য তিক্তনাশক। এদেশে অনেকেই তিক্তদ্রব্য দ্বারা শুক্তপ্রস্তুত করিয়া আহার করেন এবং তিক্ত দ্রব্যেরমধ্যে ঝাল দেওয়া নিষেধ তাহাও অনেকেই জানেন, ঝালে তিক্ততা নষ্টকরে বলিয়াই তিক্তদ্রব্যে ঝাল দেওয়া হয় না।

অহিফেণ গ্রাহি অর্থাৎ গ্রহণ করে বা মলমূত্রের বহির্গমন বন্ধ করে, আফিং-যের এই গুণ প্রধান, এইজন্য অতিসারে বা বহুমূত্রে বহুনিঃসরণ রোধ করে। আফিং শোষক, শোষক বলিয়া কফ, কাস এবং বেদনানাশক, মদকারিত্বশক্তি আছে বলিয়া আফিং নিদ্রাজনক ও আক্ষেপনাশক। আক্ষেপ শব্দে বায়ুর আধিক্যে আকুঞ্চন প্রসারণের আধিক্য বুঝায় গাঁজা, ভাঙ্গ ও ধুতুরা প্রভৃতিও বেদনানাশক, মাদক ও আক্ষেপপ্রশমক এইসকল দ্রব্যে আকুঞ্চন প্রসারণ কমায় বলিয়া আক্ষেপ বিনষ্ট করে। এই জন্যই অহিফেন সেবন করিলে, শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে অহিফেন শ্লৈষ্মিকশ্বাস বিনষ্ট করিতে এবং শ্বাসের টান কমাইতে পারে

কুকুরের বিষ দূরীকরণ।

বিষস্য বিষমৌষধম্

কনকদলদ্রবঘৃতগুড়দুগ্ধপলৈকং শুনাং গরলনাশনম্।

'বিষস্য বিষমৌষধম্' বিষের ঔষধ বিষ, কথাটা খুবই ঠিক, বিষব্যতীত

বিষের প্রভাব অন্তদ্রব্যে বিনষ্ট করিতে পারেনা। কুকুরের বিষ নষ্ট করিতে ধুতুরার আশ্চর্য্যশক্তি নিয়ে মাত্রা প্রভৃতি লিখিত হইল ইহা যেমন বিষ নাশক, তেমনি উত্তেজকস্নায়ুর অবসাদক ধুতুরাও বিষ, কুকুরের বিষও বিষ

কনকধুতুরার ডগা ও পাতা ছেঁচিয়া ২ তোলা রস গ্রহণ করিবে তাহার সহিত ২ তোলা গব্যঘৃত, ২ তোলা ইক্ষুগুড় ও ২ তোলা দুগ্ধ মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইবে ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের রোগীকে অর্দ্ধ মাত্রা দিবে প্রাতঃকালে সেব্য পথ্য—মাছের ঝোল, তিক্ত দ্রব্য, দুধ ও ভাত

ধুস্তূর

ধুস্তূরো মদবর্ণাগ্নিবাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ
কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিখ্যাবিনাশকঃ
উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্মকণ্ডুক্রিমিবিষাপহঃ

ধুস্তূর মদকারক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক বায়ুজনক, কষায়মধুরতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু এবং জ্বর, কুষ্ঠ, যূকা ও লিখ্যা নামক ক্রিমি, ব্রণ, কফ, কণ্ডূ, ক্রিমি ও বিষ নাশক। স্নিগ্ধ ও অম্ল দ্বারা ধুতুরার মাদকতার প্রভাব নষ্ট হয়

উন্মাদে-ধুতুরা।

উন্মাদে ধুতুরা বড় উপকারী যে সকল উন্মাদ রোগী নৃত্যগীত ও চীৎকার করে, তাহারা এই ঔষধের প্রভাবে অল্পকালেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে প্রত্যহ সকালে একবার ও সন্ধ্যার সময় একবার প্রযুজ্য। বটিকা সেবনে রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয় প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, রোগীর আপাদমস্তকে সরিষার তৈল মালিশ করিয়া স্নান করাইবে এই ঔষধের গুণে উত্তেজিত স্নায়ু-সমূহের উত্তেজনা অল্পকালের মধ্যেই হ্রাস পায় ও রোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে

প্রয়োগ-প্রণালী।

শ্বেত ধুতুরার মূল ২ তোলা উত্তমরূপে বাটিয়া তাহা দুগ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া খাওয়াইবে অথবা ধুতুরার মূল ২ তোলা, তণ্ডুল ৮ তোলা, দুগ্ধ এক সের ও ইক্ষুগুড় এক ছটাক একত্র করিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে রোগ প্রবল না হইলে, কেবল সন্ধ্যার সময় একবার খাওয়াইলেও চলে পূর্ণমাত্রা

২ তোলা, অর্দ্ধমাত্রা ১ তোলা যোল বৎসরের কম বয়সের রোগীকে অর্দ্ধমাত্রা দিবে।

ভাঙ্গ।

ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমদবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

ভাঙ্গ কফনাশক, তিক্ত, মলরোধক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, মাদক, মোহজনক এবং বাক্য ও অগ্নিবর্দ্ধক

স্নিগ্ধপদার্থ দ্বারা ভাঙ্গের নেশা ছুটে। যেমন—গঁদ অর্থাৎ বাবলার বা জিউলীর আটা। জলে ভিজাইয়া খাওয়াইতে হয়

শারীর-বিজ্ঞান।

নাভিচক্র

ধমনীর উৎপত্তিস্থান নাভি এবং নাভিতে ধমনীর মূল সংলগ্ন, আর্য্যদিগের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নাড়ীময় প্রধান চক্র নাভিতে অবস্থিত নাভি হইতে স্থূল ধমনী চব্বিশটি উৎপন্ন হইয়া দেহের ঊর্দ্ধ, অধ এবং ঊর্দ্ধাধো উভয় দিকে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা হইতে আবার স্থূল সূক্ষ্ম সাড়ে তিন কোটি নাড়ী সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমি ৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি যে, কূর্ম্মরূপী নাড়ীপুঞ্জের বাঙ্গালা নাম নাড়ীভুঁড়ী, ইহাতে অনেকেই উদরের নাড়ীভুঁড়ী বুঝিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, নাভির চতুর্দ্দিকে যে নাড়ীপুঞ্জ অবস্থিত, তাহাই বুঝিতে হইবে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচনা অনুসন্ধানের এবং অভিজ্ঞতার অভাবে এই প্রকার ভুলভ্রান্তি অনিবার্য্য কূর্ম্মরূপী নাড়ীপুঞ্জ নাভিতে অবস্থিত ধমনীসকল নাভির চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে অবস্থিতি করে।

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যুপাশ্রিতা
শিরাভির্বাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ
নাভিমণ্ডলমাসাদ্য কুক্কুটাণ্ডমিবস্থিতম্।
নাড়ীচক্রমিহপ্রাহুস্তস্মান্নাড্যঃ সমুদ্‌গতাঃ

নাভি উদরের মধ্যস্থ নিম্নাংশ ব চাকার মধ্যগত পিণ্ডিকা। এই পিণ্ডরূপী নাভির চতুর্দ্দিকে নাড়ীচক্র অবস্থিত। যেমন গাড়ী প্রভৃতির চাকার মধ্যভাগ

চতুর্দ্দিকস্থ পাখি দ্বারা সংলগ্ন থাকে, তদ্রূপ নাভির চতুর্দ্দিক্ শিরা সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে বলিয়া ঐ সকল শিরা দ্বারা নাভি আবৃত থাকে ইহাই কুম্ভ ব কুক্কুটাণ্ডসদৃশ নাড়ীপুঞ্জ এই নাড়ীপুঞ্জ দ্বারা নাভি আবৃত থাকে নাভি যে ধমনী বা শিরাসকলের মূল, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এ যাবৎ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই কিন্তু মহাজ্ঞানী আর্য্যেরা এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন ইহার মূলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি, যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতীত জীবজন্তু বাঁচে না, কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের আদি বা মূলস্থান নাভি, কারণ গর্ভস্থ ভ্রূণ নাভিসংলগ্ন নাড়ী দ্বারাই বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, পরন্তু ঐ নাড়ীর দ্বারাই তাহাদের আহার বিহার, পান, ভোজন, শয়ন, নিদ্রা এবং রস রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় ইহার যথেষ্ট যুক্তি এবং প্রমাণও আছে। মহাভারতে দেখিতে পাই— ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অভিমন্যু বলিয়াছিলেন, "আমি সপ্তরথিবেষ্টিত ব্যূহ-প্রবেশের সন্ধান জানি, কিন্তু তাহা হইতে কি প্রকারে নির্গমন করিতে হয়, তাহা জানি না মাতা ব্যূহ প্রবেশের বিবরণ শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, সুতরাং ব্যূহ-নির্গমনের বিবরণ আমি শুনিতে পাই নাই " এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে, গর্ভস্থ ভ্রূণ মাতার সমস্ত ক্রিয়ার অধীন, পরন্তু নাভিনাড়ী দ্বারাই যখন মাতার সহিত শিশুর সংযোগ, আর সেই সংযোগেই যখন শিশুর সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তখন নাভিনাড়ীই যে মূল নাড়ী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আর্য্যের এই জন্যই বলিয়াছেন, নাভি সকলধমনীর মূল, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই ঠিক

বায়ু জীবজন্তুর প্রাণ, গর্ভাশয়েও শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরাম নাই, ভূমিষ্ঠ হইলেও যাবৎ মৃত্যু না হয়, তাবৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরাম বিশ্রাম নাই গর্ভাশয়স্থ ভ্রূণের মুখ ও নাসারন্ধ্র গাঢ় শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত থাকে, সুতরাং নাভিনাড়ীর দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তৎপর ভূমিষ্ঠ হইলেও ঐ শ্লেষ্মা ফেলিয়া না দিলে, অনেক শিশু ক্রন্দন করিতে বা বহির্বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না নাভিনাড়ী কাটিয়া বন্ধন করিলেই শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের ঐ পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, এই সকল কারণে নাভিই যে ধমনীর মূল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রথমেই ক্রন্দন করিয়া বায়ু গ্রহণ করে এবং শেষ প্রশ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াই ভবলীলা সাঙ্গ করে দশবিধ প্রাণরূপী বায়ুবহানাড়ীর মূলস্থান নাভি।

পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ পশ্চাদপানঃ।

নাভির ঊর্দ্ধে প্রাণ এবং অধোদিকে অপান যে বায়ু নাসিকা গ্রহণ করে, তাহা প্রাণ, যে বায়ু পরিত্যাগ করে, তাহা অপান প্রাণ বায়ু শীতল, অপান বায়ু উষ্ণ এই সকল স্থূল কথা প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতি বা সজ্বর্ষণ দ্বারা নাভিতে যে তেজ উদ্ভূত হয়, প্রকৃতপক্ষে সেই সমান বায়ু সর্ব্বজীবের প্রাণ নাভিস্থান তেজের স্থান, তজ্জন্য তাহাকে মণিপুর বলে ঐ স্থানেই ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হয়। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন প্রাণীদিগের প্রাণ নাভিতে অবস্থিত এবং নাভিও প্রাণের আশ্রিত, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে তাহ এই—

শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জীবো যয়া ধার্য্যতে।
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপাবলী॥
বায়্বগ্নিময়ী সা দেবী কুণ্ডলী পরমা কলা।

কুণ্ডলীশক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসই জীবের প্রাণ। ইনিই মূলাধার পদ্মে অবস্থান করিয়া যখন বায়ু গ্রহণ করেন, তখন প্রাণ বায়ু নাসিকার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নভিমণ্ডল স্ফীত করে এবং যখন বায়ু পরিত্যাগ করেন, তখন অপান বায়ু মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধে গিয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করে, এইরূপে যখন শেষ অপান বায়ু ত্যাগ হয়, তখনি প্রাণাপানের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় ইহারই নাম মৃত্যু।

ইনিই বায়ু ও অগ্নিময়ী প্রকৃতিদেবী, ইনিই পৃথিবীর রাজ্ঞী, ইঁহার প্রভাব-ব্যতীত তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, তাই ইনি মূলাধার পদ্মে অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকিয়া তড়িৎ উৎপাদনে সহায়তা করিতেছেন নিম্নে পৃথিবীর আকর্ষণ এবং ঊর্দ্ধে মহাকাশস্থ বায়ুর আকর্ষণ, এই উভয় আকর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের স্থিতি এই তড়িৎশক্তি শরীরে সর্ব্বদা উৎপন্ন হয়, এবং শরীরে যতটুকু প্রয়োজন, তাহা শরীরেই থাকে, বাকী জীবজন্তুর পদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া লয়

মেরুদণ্ড। Spinalcord.

যেমন পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দুইদিকে সুমেরু ও কুমেরু দুই মেরু আছে, তদ্রূপ শরীরের উত্তর দক্ষিণ দিকে বা বামে ও ডাহিনে দুই দিকে দুইটি মেরু বর্ত্তমান। দুই মেরু যাহার দ্বারা আবদ্ধ আছে, তাহার নাম মেরুদণ্ড বা মেরুবংশ। ইহার ইংরাজী নাম স্পাইন্যাল কর্ড মেরুদণ্ড সমস্ত দেহাবয়বের

মধ্যে প্রধান মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্ব এবং হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ফুসফুস্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান শারীরিক যন্ত্রগুলি মেরুদণ্ডের সহিত গ্রথিত বা মেরুদণ্ডই ঐ সকল অবয়বের প্রধান অবলম্বন এমন যে মস্তক দেহের উত্তম বা প্রধান অঙ্গ, তাহারও অবলম্বন মেরুদণ্ড আমরা মস্তিষ্কের দ্বারাই যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করি, মস্তিষ্ক সঙ্কল্প বিকল্পের বা চিন্তার কর্ত্তা, মস্তিষ্ক বুদ্ধির দ্বারা কার্য্য নির্ণয় না করিলে, আমরা কিছুই করিতে পারি না, নিদ্রিতাবস্থায় মনের সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না বলিয়া কার্য্যও থাকে না কিন্তু যে কোন কার্য্যই করি, মেরুদণ্ডের সাহায্য ব্যতীত মস্তিষ্ক তাহা বোধ করিতে পারে না জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত তাহার প্রমাণ এই নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ পায়ে সুড়্‌সুরি দেয়, তাহা হইলে, নিদ্রিত ব্যক্তির মস্তিষ্ক তাহা জানিতে পারে না, কিন্তু মেরুদণ্ড তাহা তন্মুহূর্ত্তেই জানিতে পারিয়া পা সরাইয়া লয় ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা যে কোন কার্য্যই করি, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ তড়িৎশক্তিবহা সুষুম্না ধমনী তাহা সর্ব্বাগ্রে বোধ করে

আয়ুর্বিবজ্ঞানে—মানব-প্রকৃতি।

অথ বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্।

জাগরুকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রিকরঃ কৃশঃ॥
শীঘ্রগো বহুবাগ্রূক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি।
এবম্বিধঃ স বিজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ।

বাতপ্রকৃতির মনুষ্যগণ জাগরণশীল, অল্প কেশবিশিষ্ট, হস্ত ও পদ স্ফুটিত, কৃশ, দ্রুতগামী, অত্যন্ত বাক্যব্যয়ী ও রূক্ষ শরীর হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় আকাশ-মার্গে বিচরণ করিতেছে, এইরূপ বোধ করে

পিত্তপ্রকৃতিলক্ষণম্

পিত্তপ্রকৃতিকে লোকো যাদৃশোঽথ নিগদ্যতে।
অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্
বহুভুক্তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি
এবম্বিধো ভবেদ্‌যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ

যাহাদের অকালে কেশ পাকে, দেহ শুক্লবর্ণ, ক্রোধ অধিক, ঘর্ম্মবেশী,

বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ভোজনের ক্ষমতা বেশী, নেত্র তাম্রবর্ণ এবং যাহারা স্বপ্নাবস্থায় নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময পদার্থ দর্শন করে, তাহার পিত্তপ্রকৃতির লোক

শ্লেষ্মপ্রকৃতিলক্ষণম্

শ্যামকেশঃ ক্ষমঃ স্থূলো বহুবীর্য্যো মহাফলঃ
স্বপ্নে জলাশযালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ

যাহারা শ্যামবর্ণ কেশবিশিষ্ট, ক্ষমাশীল, স্থূলকায, বীর্য্যবন্ত, অত্যন্ত বলবান্ এবং স্বপ্নাবস্থায় দীর্ঘিকাদি জলাশয দর্শন করে, তাহারা শ্লেষ্মপ্রকৃতির লোক

দৃশ্যতে প্রকৃতৌ যত্র রূপং দোষদ্বয়স্য তু
তাং সংসর্গেণ জানীযাৎ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিদোষজাম্।

দ্বিদোষজ ও সন্নিপাতজ প্রকৃতির লক্ষণ।

উক্ত বাত, পিত্ত ও কফপ্রকৃতির মধ্যে দুইটি দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, দ্বিদোষজ এবং দোষত্রযের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সান্নিপাতিক প্রকৃতি বলা যায় অর্থাৎ বাত প্রকৃতি ও কফপ্রকৃতির লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বাতকফ-প্রকৃতি. পিত্তপ্রকৃতির ও কফপ্রকৃতির লক্ষণ লক্ষিত হইলে.পিত্তশ্লৈষ্মিক প্রকৃতি, বাতপ্রকৃতি ও পিত্ত প্রকৃতির লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বাতপৈত্তিক প্রকৃতি এবং বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি ও কফপ্রকৃতির লক্ষণ লক্ষিত হইলে, সান্নিপাতিক প্রকৃতি বল যায়

বাগভটে তু বিভুত্বদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদন্যকোপনাৎ
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুরোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ

সর্ব্বব্যাপিত্ব, আশুকারিত্ব, বলবত্ব, পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ কারিত্ব, স্বাতন্ত্র্য (প্রেরকত্ব) এবং বহুরোগজনকত্ব, এই কযেকটী গুণ বায়ুতে বিদ্যমান থাকাতে সকল দোষ অপেক্ষা বায়ু প্রবল

প্রাযোঽতএব পবনাধ্যুষিতা মনুষ্যাঃ
দোষাত্মকাঃ স্ফুটিতধূসরকেশগাত্রাঃ।
শীতদ্বিষশ্চলধৃতিস্মৃতিবুদ্ধিচেষ্টাঃ
সৌহার্দ্দ্যদৃষ্টিগতয়োঽতিবহুপ্রলাপাঃ
অল্পপিত্তবলজীবিতনিদ্রাঃ সন্নগদ্গদচলজর্জ্জরবাচঃ
নাস্তিকা বহুভুজঃ সবিলাসা গীতহাস্যমৃগয কলিলোলাঃ

মধুরাম্লপটুষ্ণসাত্ম্যকাংক্ষাঃ কৃশদীর্ঘাকৃতয়ঃ সশব্দযাতাঃ।
ন দৃঢ়া ন জিতেন্দ্রিয়া ন চার্য্যা ন চ কান্তাদয়িতা বহুপ্রজা বা।
নেত্রাণি চৈষাঙ্খরধূসরাণি বৃত্তান্যচারূণি মৃতোপমানি।
উন্মীলিতানীব ভবন্তি সুপ্তে শৈলদ্রুমাংস্তে গগনং প্রযাতি
অধন্যা মৎসরাধ্মাতাঃ স্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিণ্ডিকাঃ
শ্বশৃগালোষ্ট্রগৃধ্রাখুকাকানুকাশ্চ বাতিকাঃ

বাগ্‌ভট বলেন যে, বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষাত্মক অর্থাৎ দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগের চুল ও হস্তপদাদি ফাটা ফাটা এবং বর্ণ ধূসর বা ঈষৎ পাণ্ডু, শীতে দ্বেষ অর্থাৎ শীতল ভাল লাগে না, ধৈর্য্য নাই, স্মরণশক্তি অল্প, বুদ্ধি চঞ্চল, দৃষ্টি চঞ্চল, গতি চঞ্চল এবং কার্য্যেও চঞ্চলতাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা সৌহার্দ্দ্যে দৃঢ়তাহীন, মিত্রতায় সন্দিহান এবং বহুতর অনর্থক বাক্য প্রযোগ করিয়া থাকে। তাহারা অল্প পিত্ত বিশিষ্ট, অল্প বলযুক্ত, অল্পায়ু এবং অল্প নিদ্রাশীল হয় তাহাদের বাক্য ক্ষীণ, অসংলগ্ন এবং গদগদ স্বর বিশিষ্ট ও ভাঙ্গ ভাঙ্গা তাহারা নাস্তিক (ধর্ম্ম, মোক্ষ ও পরলোকাদিতে অবিশ্বাসী), বহুভোজী, বিলাসপরায়ণ, সঙ্গীত ও হাস্য, মৃগয়া ও পাপকর্ম্ম (কলহে) অত্যন্ত আগ্রহান্বিত তাহাদের মধুর, অম্ল এবং লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্যে ও উষ্ণদ্রব্যে আকাঙ্খা অধিক, শরীর কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি, চলিযা যাইতে শব্দ হয়, (পা মড়্‌মড়্‌ করে), কোন বিষয়ে দৃঢ়তা থাকে না তাহারা ইন্দ্রিয় পরবশ ও অনার্য্য স্ত্রীলোকের অপ্রিয় হয় এবং তাহাদের অধিক সন্তান জন্মে না তাহাদিগের চক্ষু খর, ধূসরবর্ণ, গোলাকার, বিকৃতাকার এবং মৃতব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় হইয়া থাকে, পরন্তু তাহারা নিদ্রাকালে চক্ষু মেলিয়া থাকে ও স্বপ্নাবস্থায় পর্ব্বতে এবং বৃক্ষে আরোহণ ও আকাশে বিচরণ করে

তাহারা অযশস্বী, পরশ্রীতে কাতর, কোপন-স্বভাব ও চোর হইয়া থাকে এবং তাহাদের জঙ্ঘার পশ্চাদ্‌ভাগ অতিশয় উন্নত হয়। কুক্কুর, শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধিনী, মূষিক ও কাক, এই সকল প্রাণীর স্বভাবের ন্যায় বাতপ্রকৃতি মনুষ্যের স্বভাব হইয়া থাকে

পিত্তংবহ্নির্বহ্নিজঞ্চৈতদস্মাৎ পিত্তোদ্রিক্তস্তীব্রতৃষ্ণাবুভুক্ষুঃ।
গৌরোষ্ণাঙ্গস্তাম্রহস্তাঙ্‌ঘ্রিবক্ত্রঃ শূরো মানী পিঙ্গকেশোঽল্পরোমা॥

দয়িতমাল্যবিলেপনমণ্ডনঃ সুচিরতঃ শুচিরাশ্রিতবৎসলঃ।
বিভবসাহসবুদ্ধিবলান্বিতো ভবতি ভীয়ু গতির্দ্বিষতামপি
মেধাবী প্রশিথিলসন্ধিবন্ধমাংসো
নারীণামনভিমতোঽল্পশুক্রকামঃ
আবাসঃ পলিতরঙ্গনীলিকানাং
ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং মধুরকষায়তিক্তশীতম্
ধর্ম্মদ্বেষী স্বেদনঃ পূতিগন্ধি
ভূর্য্যুচ্চাবক্রোধপানাশনের্য্যঃ।
সুপ্তঃ পশ্যেৎ কর্ণিকাবান্ পলাশান্
দিগ্‌দাহোল্কাবিদ্যুদর্কানলাংশ্চ
তনুনি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং তন্বল্পপক্ষাণি হিমপ্রিয়াণি
ক্রোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি
মধ্যায়ুষো মধ্যবলাঃ পণ্ডিতাঃ ক্লেশভীরবঃ
ব্যাঘ্রর্ক্ষকপিমার্জ্জারযক্ষানুকাশ্চ পৈত্তিকাঃ

পিত্তপ্রকৃতির লক্ষণ।

পিত্তই অগ্নিস্বরূপ বা অগ্নিই পিত্ত, তজ্জন্য পিত্তাধিক অর্থাৎ পিত্তপ্রকৃতির লোক, তীব্র তৃষ্ণা এবং তীব্র ক্ষুধায় পীড়িত হয় তাহাদের শরীর গৌরবর্ণ ও স্পর্শেতে উষ্ণ, হস্ত, পদ এবং মুখ তাম্রবর্ণ হয় পিত্ত প্রকৃতির লোক পরাক্রমশালী, অভিমানী, পিঙ্গলবর্ণ কেশ ও অল্প লোম বিশিষ্ট হয় পরন্তু তাহারা স্ত্রীলোককে ভালবাসে, সচ্চরিত্র, পবিত্র, আশ্রিত, প্রতিপালক, সম্পত্তি বিশিষ্ট, সাহসী, বুদ্ধিমান্ এবং বলবান্ হইয়া থাকে এবং শত্রুগণেরও ভয় উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহায়তা করে তাহারা মেধাবী হয় ও তাহাদের সন্ধির বন্ধনসকল এবং গাত্রমাংস অত্যন্ত শিথিলভাবাপন্ন হয় তাহারা স্ত্রীলোকের প্রিয় হয় না, স্বল্প শুক্রবিশিষ্ট এবং অল্পমাত্র রমণেচ্ছু হইয়া থাকে, পরন্তু বলী, পলিত ও নীলিকারোগের আধার স্বরূপ ; মধুর, কষায়, তিক্ত এবং শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসে ও ধর্ম্মদ্বেষী হয় তাহাদের অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও শরীরে দুর্গন্ধ হয়। মল, ক্রোধ, পান, ভোজন এবং ঈর্য্যা অধিক হয়। নিদ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ স্বপ্নে কর্ণিকার ফুল, পলাশ ফুল, দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত,

বিদ্যুৎ, সূর্য্য এবং অগ্নি-দর্শন ঘটিয়া থাকে তাহাদের চক্ষু পাতলা, পিঙ্গল বর্ণ চঞ্চল, সূক্ষ্ম ও অল্প পক্ষ্ম (অক্ষিলোম) বিশিষ্ট, চক্ষুতে শীতল ভাল লাগে, ক্রোধ উপস্থিত হইলে, মদ্যপান করিলে, সূর্য্যের কিরণ লাগিলে, চক্ষু লালবর্ণ হইয়া উঠে। ইহারা মধ্যম পরমায়ু বিশিষ্ট, মধ্যম বলযুক্ত শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত এবং ক্লেশভীরু অর্থাৎ কষ্টকর বিষয়ে ভীত হয়। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, যক্ষ (কুবের প্রভৃতি) এই সকল প্রাণীর স্বভাবের ন্যায় পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যের স্বভাব হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা সোমঃ শ্লেষ্মলস্তেন সৌম্যো গূঢ়স্নিগ্ধশ্লিষ্টসন্ধ্যস্থিমাংসঃ
ক্ষুত্তৃড্‌দুঃখক্লেশঘর্ম্মৈরতপ্তো বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সাত্ত্বিকঃ সত্যসন্ধঃ।
প্রিয়ঙ্গুদূর্ব্বাশরকাণ্ডশস্ত্রগোরোচনাপদ্মসুবর্ণবর্ণঃ।
প্রলম্ববাহুঃ পৃথুপীনবক্ষা মহাললাটো ঘননীলকেশঃ
মৃদঙ্গসম সুবিভক্তচারুদেহো বহ্বোজোরতিরসশুক্রপুত্রভৃত্যঃ
ধর্ম্মাত্মা বদতি ন নিষ্ঠুরঞ্চ যাতু প্রচ্ছন্নং বহতি দৃঢ়ং চিরঞ্চ বৈরম্॥
সমদদ্বিরদেন্দ্রতুল্যযাতো জলদাম্ভোধিমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
স্মৃতিমানভিযোগবান্ বিনীতো ন চ বাল্যেঽপ্যতিরোদনো ন লোলঃ॥
তিক্তং কষায়ং কটুকোষ্ণরূক্ষমল্পঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে বলবাংস্তথাপি
রক্তান্তঃ সুস্নিগ্ধবিশালদীর্ঘসুব্যক্তশুক্লাসিতপক্ষ্মলাক্ষঃ।
অল্পাহারক্রোধপানাশনেহঃ প্রাজ্ঞায়ুর্ব্বিত্তো দীর্ঘদর্শী বদান্যঃ
শ্রাদ্ধো গম্ভীরঃ স্থূললক্ষঃ ক্ষমাবানার্য্যো নিদ্রালুর্দীর্ঘসূত্রঃ কৃতজ্ঞঃ
ঋজুর্ব্বিপশ্চিৎ সুভগঃ সলজ্জো ভক্তো গুরূণাং স্থিরসৌহৃদশ্চ
স্বপ্নে সপদ্মান্ সবিহঙ্গমালাং স্তোয়াশয়ান্ পশ্যতি তোয়দাংশ্চ॥
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণতার্ক্ষ্যহংসগজাধিপৈঃ
শ্লেষ্মপ্রকৃতয়স্তুল্যাস্তথা সিংহাশ্চ গোবৃষৈঃ

শ্লেষ্মপ্রকৃতির লক্ষণ।

শ্লেষ্ম সোমগুণযুক্ত, একারণ শ্লেষ্মপ্রকৃতির লোক সৌম্য হয় অর্থাৎ উগ্র-স্বভাব হয় না। তাহার সন্ধিসকল ও অস্থিসকল মাংসসংবৃত, স্নিগ্ধ ও পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে। শ্লেষ্মপ্রকৃতির ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মানসিক দুঃখ অথবা শারী-

রিক ক্লেশে কাতর হয় না সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সাত্ত্বিক এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ; প্রিয়ঙ্গু, পুষ্প, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, শাণিত অস্ত্র, গোরোচনা, পদ্ম অথবা সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দীর্ঘবাহুযুক্ত, মাংসল ও বিশাল বক্ষবিশিষ্ট বিস্তৃত ললাট; তাহার চুল ঘন ও নীলবর্ণ; শরীর মৃদু, সুগঠিত, সমান ও সুন্দর অঙ্গবিভাগ বিশিষ্ট, এবং ওজঃ, রমণশক্তি, রসধাতু, শুক্র ও পুত্র অধিক হইয়া থাকে, অধিক ভৃত্য থাকে এবং সে অধিক লোককে প্রতিপালন করিয়া থাকে

শ্লেষ্মপ্রকৃতির ব্যক্তি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গমন করিয়া থাকে। মেঘ, সমুদ্র, মৃদঙ্গ-ধ্বনি অথবা সিংহের শব্দের ন্যায় তাহার ধ্বনি হইয়া থাকে সে স্মৃতিমান, সর্ব্বকার্য্যের উদ্যোগ-কর্ত্তা ও সুশীল হইয়া থাকে বাল্যাবস্থাতেও (পীড়িত হইলে) রোদন করে না এবং বিষয়েতে অতিরিক্ত লালসারহিত হইয়া থাকে এইরূপ লোক তিক্ত, কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য অল্প পরিমিত ভোজন করে, তথাচ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে তাহার চক্ষুর অভ্যন্তর রক্তবর্ণ এবং শ্বেতভাগ ও কৃষ্ণভাগ ব্যক্তভাবে সন্নিবিষ্ট, স্নিগ্ধ, বিস্তীর্ণ অথচ দীর্ঘ এবং সুন্দর পক্ষ্মযুক্ত নেত্র হইয়া থাকে সে অল্পমাত্র বাক্যভাষী, অক্রোধী, অল্প পানশীল, অল্পাহারী ও অল্প ঈর্ষ্যান্বিত হয় অপিচ আয়ুষ্মান্, প্রভূত বিত্তসম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী, মিষ্টভাষী ও দাতা হয় শ্রদ্ধাবান্, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, সরল চিত্ত, ক্ষমাবান্, সজ্জন, নিদ্রালু, দীর্ঘসূত্রী (বহুকালে কর্ম্ম সম্পন্নকারী) এবং কৃতজ্ঞ, সরল, প্রাজ্ঞ, সৌভাগ্যশীল, লজ্জাবান্ গুরুগণের ভক্ত ও স্থির-মিত্রতাযুক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু স্বপ্নেতে পদ্মপুষ্প বিশিষ্ট, জলচর পক্ষিসমাকীর্ণ জলাশয় এবং মেঘসকল দেখিয়া থাকে পরন্তু শ্লেষ্মপ্রকৃতির ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, গরুড়, হংস, ঐরাবত হস্তী, সিংহ, অশ্ব, গো এবং বৃষের স্বভাবের ন্যায় হয়।

নম্ন প্রকৃতিহেতূনাং মধ্যে যোঽধিকঃ স স্বব্যাধীন্ কথং ন করো-তীত্যাশঙ্কায়ামাহ

বিষজাতো যথা কীটো ন বিষেণ প্রবাধ্যতে।

তদ্বৎ প্রকৃতয়ো মর্ত্ত্যং শক্নুবন্তি ন বাধিতুম্ ॥

এতৌ দ্বৌ নএ্গাবগীঘদর্থৌ তেন বিশেষেণ বিষজদাহাদিনা ঈষৎ প্রবাধ্যতে, ন তু ভৃশং তথা চ প্রকৃতয়ঃ প্রকৃতিহেতবো দোষা

বাধিতুং ন শক্নুবন্তি। করচরণস্ফুটিতত্বস্বেদনিদ্রাধিক্যাদিনা ঈষদ্বাধিতুং শক্নুবন্ত্যেব, ন তু জ্বরাদিভিঃ

এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহার শরীর যে দোষের আধিক্যে উৎপন্ন, সেই দোষজাত রোগ কেন তাহার জন্মে না? অর্থাৎ বাতপ্রকৃতি শরীরে বাতজ রোগ, পিত্তপ্রকৃতি শরীরে পিত্তজ রোগ ইত্যাদি কেন উৎপন্ন হয় না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেরূপ বিষজাত কীটসমূহ বিষদ্বারা কিঞ্চিৎ পীড়িত হয়, তদ্রূপ মানবগণ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিদ্বারা কিঞ্চিৎ পীড়িত হয় মাত্র অর্থাৎ বাতপ্রকৃতির মানব করচরণ স্ফুটিত, পিত্ত প্রকৃতির মানুষ ঘর্ম্ম এবং কফপ্রকৃতির মনুষ্য নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি দ্বারা কিঞ্চিৎ পীড়িত হয়। কিন্তু জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

প্রকোপো বান্যভাবো বা ক্ষয়ো বা নোপজায়তে।
প্রকৃতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতায়ুষঃ

প্রকৃতির দ্বারা বাতাদির প্রকোপ এবং প্রকৃতির অন্যথাভাব বা ক্ষয় সহজে হয় না, যদি প্রকৃতির দ্বারা বাতাদির প্রকোপ হয় অথবা প্রকৃতির অন্যথাভাব হয়, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে

সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম।

চয়প্রকোপোপশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু
বর্ষাদিষু চ পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু।

গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে যথাক্রমে বায়ুর সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হয় গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, বর্ষাকালে প্রকোপ ও শরৎ কালে উপশম, ইহাই স্বাভাবিক। এইরূপ বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয়, শরৎ কালে প্রকোপ ও হেমন্ত কালে সেই প্রকোপের উপশম হইয়া থাকে আবার শীতকালে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বসন্তকালে প্রকোপ ও গ্রীষ্মকালে প্রকোপের শান্তি হয়

চীযতে লঘুরুক্ষাভিঃ রোষধীভিঃ সমীরণঃ
তদ্বিধস্তদ্বিধে দেহে কালস্যৌষ্ণ্যান্ন কুপ্যতি।
তদ্বিধঃ রুক্ষোলঘুশ্চ তদ্বিধে রুক্ষে লঘৌচ
অদ্ভিরম্লবিপাকাভি রোষধীভিশ্চ তাদৃশম্।

পিত্তং যাতি চয়ং কোপং ন তু কালস্য শৈত্যতঃ
তাদৃশং অম্লবিপাকম্
চীয়তে স্নিগ্ধশীতাভি রুদকৌষধিভিঃ কফঃ
তুল্যেচ কালে দেহেচ স্কন্দত্বান্ন প্রকুপ্যতি,
তুল্যে হপিকালে স্নিগ্ধে শীতলেচ স্কন্দত্বাৎ শুষ্কত্বাৎ।

গ্রীষ্মকালে লঘু ও রুক্ষগুণযুক্ত ওষধি (যে সকল উদ্ভিদ ফল পাকিলে, শুষ্ক হইয়া যায়) সেবনে লঘু ও রুক্ষগুণবিশিষ্ট বায়ু, লঘু ও রুক্ষদেহে প্রকুপিত হয়, গ্রীষ্মকালের উষ্ণত বশতঃ প্রকুপিত হয় না, ওষধির লঘুত, রুক্ষতা এবং দেহের লঘুত্ব ও রুক্ষতার জন্যই ঐরূপ বায়ু প্রকুপিত হয়

অম্লপাক জল ও ওষধি সেবন করিলে, লঘু ও রুক্ষ বায়ু লঘু ও রুক্ষশরীরে প্রকুপিত হয়, কালের উষ্ণতা তাহার কারণ নহে

স্নিগ্ধ ও শীতল জল এবং ওষধি সেবন করিলে, শিশিরকালে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়, কালের স্বভাব তাহার কারণ নহে

হিমে যাতি শমং পিত্তং বায়ুঃ শ্লেষ্মাচ চীয়তে
স বায়ুঃ শিশিরে কোপং যাত্যেবোপহতঃ কফঃ
হেমন্তে সঞ্চিতঃ শ্লেষ্মা শিশিরে ত্বতিচীয়তে
শীতস্নিগ্ধগুরুদ্রব্যৈঃ শৈত্যাৎ স্কন্দো ন কুপ্যতি
স্কন্দঃ কঠিনীভূতঃ

হেমন্তকালে পিত্ত প্রশমিত থাকে, কিন্তু বায়ু ও শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে আবার সেই বায়ু ও শ্লেষ্ম শীতকালে প্রকুপিত হয় হেমন্ত শ্লেষ্মার সঞ্চয়ের কাল, ঐ ঋতুতে শীতল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে, শীতকালে শ্লেষ্মা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীতের শৈত্যতাবশতঃ শ্লেষ্মা কঠিনতাপ্রাপ্ত হইলে, প্রকুপিত হয় না।

বর্ষাসু শিশিরে বায়ু গ্রীষ্মে শরদি পৈত্তিকম্
হেমন্তে চ বসন্তে চ শৈষ্মিকঃ কুপ্যতি ক্রমাৎ

এবং স্বভাবতোঽপি পূর্ব্বাহ্নে বসন্তস্য লিঙ্গং, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মস্য, অপরাহ্নে প্রাবৃষঃ, প্রদোষে বার্ষিকম্, শরদ মর্দ্ধরাত্রে, প্রত্যুষসি হেমন্ত

মুপলক্ষয়েৎ এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষ দিলক্ষণং দোষোপচয়প্রকোপোপশমৈর্জ্জানীয়াদিতি

ইতি কালস্বভাবোঽয়মাহারাদিবশাৎ পুনঃ
চয়াদীন্ যান্তি সদ্যোঽপি দোষাঃ কালে বিশেষতঃ।
চয়কোপশমা দোষা বিহারাহারসেবনৈঃ
সমানৈর্যান্ত্যকালেঽপি বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ম্

সমানৈঃ তুল্যৈঃ চয়াদিযোগ্যৈরিতি যাবৎ বিপর্য্যয়ং কালেঽপি বৈপরীত্যং বোধ্যমিতি

বর্ষা ও শীতকালে বায়ুর প্রকোপ, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ এবং হেমন্ত ও বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ স্বাভাবিক এইরূপ গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুর ন্যায় দিবারাত্রির মধ্যেও দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হয়, যথা— প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ দ্বারা পিত্তের প্রকোপ ও অপরাহ্নে প্রাবৃট্ ঋতুর লক্ষণ দ্বারা বায়ুর প্রকোপ, সন্ধ্যাকালে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ ঋতুর লক্ষণ এবং শেষ রাত্রিতে হেমন্ত ঋতুর লক্ষণ দৃষ্ট হয় এইরূপে ঋতুর স্বভাববশতঃ এবং আহারাদির দোষগুণ-বশতঃ দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হইয়া থাকে বিশেষতঃ সঞ্চয়াদির কাল উপস্থিত হইলে, সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হইবেই, যেহেতু কালের স্বভাব প্রবল ও অনতিক্রমণীয় সমগুণবিশিষ্ট আহার বিহার দ্বারা সঞ্চয়াদির কাল ব্যতীত অন্য সময়েও দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হয়, আবার তদ্বিপরীত আহারবিহার দ্বারা সঞ্চয়াদির সময়েও বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে কফের সময় কফনাশক ক্রিয়া করিলে, মধ্যাহ্নে পিত্তের সময় পিত্তনাশক ক্রিয়া করিলে এবং অপরাহ্নে বায়ুর সময় বায়ুনাশক ক্রিয়া করিলে, কালস্বভাবজনিত প্রকোপের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়

স্বস্থানস্থস্য দোষস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ স্তব্ধকোষ্ঠতা।
পীতাবভাসতা বহ্নে র্মন্দতা চাঙ্গগৌরবম্।
আলস্যঞ্চয়হেতৌতু দোষস্য চয়লক্ষণম্।

দোষসঞ্চয়ের লক্ষণ

দোষ সঞ্চয়ের হেতু বর্ত্তমান থাকিলে, স্বস্থানগত বায়ু, অগ্নি, জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয় শরীরের পীতবর্ণত্ব, গুরুতা, মন্দাগ্নি ও আলস্য এই সকল লক্ষণ দোষ সঞ্চয় হইলে, প্রকাশ পায় কিন্তু সঞ্চয়মাত্রই যদি সেই দোষনাশক ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে, দোষ কদাপি বলবান্ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না, পরন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বলবত্তর অর্থাৎ অত্যন্ত বলবান্ বা যন্ত্রণাদায়কও হইতে পারে না

স শীতাভ্রপ্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তেচ বিশেষতঃ
প্রত্যুষস্যপরাহ্নেতু জীর্ণেঽন্নেচ প্রকুপ্যতি
তদুষ্ণৈরুষ্ণকালেচ মেঘান্তেচ বিশেষতঃ
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রেতু জীর্য্যত্যন্নেচ কুপ্যতি
স শীতৈঃ শীতকালেচ বসন্তেচ বিশেষতঃ
পূর্ব্বাহ্নেচ প্রদোষেচ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ কাল।

নানাবিধ আহার বিহারে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় বিশেষতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্নকালে, শীতল বায়ুর প্রবাহনকালে, বর্ষাকালে, প্রতিদিন প্রত্যুষে ও অপরাহ্নে এবং অন্ন পরিপাক হইয়া গেলে বায়ু প্রকুপিত হয় উষ্ণক্রিয়া দ্বারা, উষ্ণকালে (গ্রীষ্মে), শরৎকালে অথবা মধ্যাহ্নকালে, অর্দ্ধরাত্রে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হওয়ার সময়ে পিত্তপ্রকুপিত হয় শীতলক্রিয়া দ্বারা, শীত কিম্বা বসন্তকালে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এবং আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়

স্বভাবতো হিতানি

শালীনাং লোহিতঃ শালিঃ ষষ্টিকেষু চ ষষ্টিকা।
শূকধান্যেষ্বপি যবো গোধূমঃ প্রবরো মতঃ
শিম্বিধান্যে বরো মুদ্গো মসূরশ্চাঢ়কী তথা
রসেষু মধুরঃ শ্রেষ্ঠো লবণেষু চ সৈন্ধবং
দাড়িমামলকদ্রাক্ষা খর্জ্জুরঞ্চ পরূষকম্
রাজাদনং মাতুলুঙ্গং ফলবর্গেষু শস্যতে

"পরূষকং" "ফরূসা ইতি লোকে" "রাজাদনং" খিরিণী ইতি লোকে। "মাতুলুঙ্গং" বিজউরা ইতি লোকে।

পত্রশাকেষু বাস্তুকং জীবন্তী পোতিকা বরা।
পটোলং ফলশাকেষু কন্দশাকেষু শূরণম্॥
এণঃ কুরঙ্গো হরিণো জঙ্গলেষু প্রশস্যতে।
পক্ষিণাং তিত্তিরির্লাবো বরো মৎস্যেষু রোহিতঃ॥
হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাদেণঃ কৃষ্ণস্তথা মতঃ।
কুরঙ্গস্তাম্র উদ্দিষ্টো হরিণাকৃতিকো মহান্।
জলেষু দিব্যং দুগ্ধেষু গব্যমাজ্যেষু গোভবম্
তৈলেষু তিলজস্তৈলমৈক্ষবেষু সিতা হিতা॥

স্বভাবতঃ হিতকর দ্রব্যসকল।

হৈমন্তিক ধান্যের মধ্যে রক্তশালি, আশুধান্যের মধ্যে ষেটেধান, শূকধান্যের মধ্যে যব ও গোধূম অর্থাৎ গম হিতকর। দাইলের মধ্যে মুগ, মস্থর ও অড়হর শ্রেষ্ঠ। রসের মধ্যে মধুররস শ্রেষ্ঠ লবণের মধ্যে সৈন্ধব উপকারী ফলের মধ্যে দাড়িম, আমলকী, কিস্‌মিস্, খেজুর, পরুষফল, খিরিণী ও ছোলঙ্গলেবু প্রশস্ত পত্রশাকের মধ্যে বাস্তুয়াশাক, জীবন্তীশাক ও গোতিকা-শাক প্রশস্ত ফলের মধ্যে পটোল বড় উপকারী কন্দ বা মূল পদার্থের মধ্যে ওল উপকারী জাঙ্গলমাংসের মধ্যে এণ, কুরঙ্গ ও হরিণের মাংস উপকারী। পক্ষীর মাংসের মধ্যে তিত্তির ও লাব পাখীর মাংস উৎকৃষ্ট। মৎস্যের মধ্যে রোহিত অর্থাৎ রুই স্বভাবতঃ হিতকর। তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃগকে এণ বলা যায়। কুরঙ্গও তাম্রবর্ণ হরিণের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। জলের মধ্যে আন্তরীক্ষ জল অতি হিতকর। দুগ্ধের মধ্যে গব্যদুগ্ধ এবং ঘৃতের মধ্যে গোঘৃত বড় উপকারী তৈলের মধ্যে তিলতৈল এবং ইক্ষুবিকারের মধ্যে চিনি স্বভাবতঃ হিতকর এই সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ হিতকর, সুতরাং প্রত্যহ ভক্ষণ করা যায়। এবং প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার সমতা অক্ষুণ্ণ থাকে

স্বভাবাদহিতানি

শিম্বিষু মাষান্ গ্রীষ্মর্ত্তৌ লবণেষ্বৌষরং ত্যজেৎ।
ফলেষু লকুচং শাকে সার্ষপং ন হিতম্মতম্॥

গোমাংসং গ্রাম্যমাংসেষু ন হিতং মহিষীবসা
মেষীপয়ঃ কুসুম্ভস্য তৈলস্ত্যাজ্যঞ্চ ফাণিতম্।

ইক্ষুরসঃ পরিপক্বো যোঽর্দ্ধঘনস্তৎফাণিতম্ তদ্ধি ছোয়াবাব ইতি লোকে।

শিম্বীধান্যের মধ্যে মাষকলায় অতি অপকারী, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে উহা বর্জন করাই উচিত লবণের মধ্যে উষর লবণ, ফলের মধ্যে ঢেঁড়ুয়া বা ঢেফল-মান্দার এবং শাকের মধ্যে সর্ষপশাক স্বভাবতঃ অহিতকর গ্রাম্যমাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষের বসা, দুগ্ধের মধ্যে মেষী দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম্ভতৈল এবং ইক্ষুবিকারের মধ্যে ফাণিত বড় অপকারী অগ্নিপক্ক অর্দ্ধঘন ইক্ষুরসকে ফাণিত বলা যায় এই সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ অহিতকর, অতএব ভক্ষণ না করাই উচিত, ভক্ষণ করিলে শরীরের সমতা নষ্ট হয়

গোমাংস।

গোমাংস বড় অপকারী, এই জন্য ইহা অখাদ্য, যাহা অপকারী, তাহা হিন্দুর পক্ষেও অপকারী মুসলমানের পক্ষেও অপকারী

সংযোগবিরুদ্ধাদি

মৎস্যানূপমাংসঞ্চ দুগ্ধযুক্তং বিবর্জ্জয়েৎ
কপোতং সার্ষপস্নেহ ভর্জ্জিতম্পরিবর্জ্জয়েৎ।
মৎস্যানিক্ষোরবিকারেণ তথা ক্ষৌদ্রেণ বর্জ্জয়েৎ।
শক্তূন্ মাংসপয়োযুক্তানুষ্ণৈর্দ্দধি বিবর্জ্জয়েৎ
উষ্ণৈর্ভোঽম্বুনা ক্ষৌদ্রং পায়সং কৃশরান্বিতম্
দশাহমুষিতং সর্পিঃ কাংস্যে মধুঘৃতং সমম্
কৃতান্নঞ্চ কষায়ঞ্চ পুনরুষ্ণীকৃতং ত্যজেৎ
একত্রে বহুমাংসানি বিরুধ্যন্তে পরস্পরম্
মধুসর্পির্ব্বসাতৈলং পানীয়ং বা পয়স্তথা।

সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যসকল।

দুগ্ধের সহিত,মৎস্য কিম্বা আনূপ মাংস ভোজন অকর্ত্তব্য অনূপদেশ শব্দে আর্দ্রভূমি কবুতরের মাংস সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া ভক্ষণ করিবে না

গুড় প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যের সহিত অথবা মধুর সহিত মৎস্য ভক্ষণ অকর্ত্তব্য মাংস ও দুগ্ধসংযুক্ত ছাতু এবং উষ্ণদ্রব্যের সহিত দধি ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে উষ্ণদ্রব্যের সহিত আকাশের অর্থাৎ বৃষ্টির জল অথবা মধু ও খিচুড়ী সংযুক্ত মাংস ও কলা কিম্বা দধি ও ঘোলের সহিত বেল ভক্ষণ করা উচিত নহে কাঁসার পাত্রে ঘৃত রাখিয় ভক্ষণ অথবা মধু ও ঘৃত সমভাগে ভক্ষণ করিবে না ব্যঞ্জনাদি অগ্নিপক্ক দ্রব্য এবং ক্বাথ পাকাবসানে শীতল হইলে, পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া সেবন অকর্ত্তব্য নানাবিধ মাংস একত্র অথবা মধু, ঘৃত, বসা, তৈল, পানীয়দ্রব্য ও দুগ্ধ একত্র ভোজন করিবে না।

এই সকলদ্রব্য সংযোগে বিরুদ্ধগুণ হয়, সুতরাং উক্ত দ্রব্য সকল সেবন করিলে, নানাবিধ পীড়া হয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা নষ্ট হইয়া থাকে

সংযোগ ও বিয়োগ, বা বিমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ

দেহাবয়ব অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ, মৃত্যু হইলে, অবয়ব পচিয়া গলিয়া বা ভস্মসাৎ হইয়া আবার সেই সংযোগের বিয়োগ ঘটে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এই সংযোগ বিয়োগের অধীন, সংযোগের পর বিয়োগ ও বিয়োগের পর সংযোগের নামই আবর্ত্তন।

এক একটি দ্রব্যের অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত সেই উপাদান-গুলি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ করণের নাম বিশ্লেষণ এবং উপাদান-গুলি একত্র করিয়া একটি দ্রব্য প্রস্তুত করার নাম মিশ্রণ এই বিমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ বা সংযোগ বিয়োগই বিজ্ঞানের কার্য্য যিনি এই কার্য্যে সুনিপুণ, তিনিই বিজ্ঞানবিৎ। এই বিজ্ঞানের প্রভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার নকল মুক্তা, হীরা, জাফরাণ ও গালা প্রভৃতি বহুবিধ পণ্য বিক্রয় করিয়া কোটিপতি হইতেছেন আর আমরা তাহাই কিনিয়া সখ মিটাইতেছি ও দেশের অজস্র অর্থ, জলের ন্যায় বিদেশে পাঠাইতেছি ভগবন্! আপনিই তো জগদ্‌গুরু সর্ব্বান্তর্য্যামী একটু জোরে কশাঘাত করিয়া আমাদের চৈতন্য-সঞ্চার করিতে পারেন না কি?

ব্যাধি, দ্রব্য, রস ও প্রাণীর বিভাগ।

ব্যাধয়শ্চতুর্ব্বিধা আগন্তবঃ শারীরা মানসাঃ স্বাভাবিকাশ্চেতি তেষামাগন্তবোঽভিঘাতনিমিত্তাঃ শারীরাস্ত্বন্নপানমূলা বাতপিত্ত কফ—

শোণিতসন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তাঃ মানসাস্তুঃ ক্রোধশোকভয়হর্ষ-বিষাদের্য্যাভ্যসূয়াদৈন্যমাৎসর্য্যকামলোভপ্রভৃতয় ইচ্ছাদ্বেষভেদৈর্ভবন্তি স্বাভাবিকাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুনিদ্রাপ্রভৃতয়ঃ ত এতে মনঃ শরীরাধিষ্ঠানাঃ। তেষাং সংশোধনসংশমনাহারাচারাঃ সম্যক্ প্রযুক্তা নিগ্রহহেতবঃ প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ স ষট্সু রসেষ্বায়ত্তো রসাঃ পুনর্দ্রব্যাশ্রয়াঃ। দ্রব্যাণি পুনরোষধয়স্তাঃ দ্বিবিধাঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ তাসাং স্থাবরাশ্চতুর্বিধাঃ বনস্পতয়ো বৃক্ষা বীরুধ ওষধয় ইতি তাস্বপুষ্পাঃ ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ। পুষ্পফলবন্তো বৃক্ষাঃ প্রতানবত্যঃ স্তম্বিন্যশ্চ বীরুধঃ ফলপাকনিষ্ঠা ওষধয় ইতি জঙ্গমাস্বপি চতুর্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ তত্র পশুমনুষ্য-ব্যালাদয়ো জরায়ুজাঃ খগসর্পসরীসৃপপ্রভৃতয়োঽণ্ডজাঃ কৃমিকীট-পিপীলিকাপ্রভৃতয়ঃ স্বেদজাঃ ইন্দ্রগোপমণ্ডূকপ্রভৃতয় উদ্ভিজ্জাঃ। তত্র স্থাবরেভ্যস্ত্বক্পত্রপুষ্পফলমূলকন্দনির্য্যাসস্বরসাদয়ঃ প্রয়োজনবন্তো জঙ্গমেভ্যশ্চর্ম্মনখরোমরুধিরাদয়ঃ পার্থিবাঃ সুবর্ণরজতমণিমুক্তামনঃ-শিলামৃৎকপালাদয়ঃ কালকৃতাস্তু প্রবাতনিবাতাতপচ্ছায়াজ্যোৎস্না-তমঃ শীতোষ্ণবর্ষাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্বয়নাদয়ঃ সংবৎসরবিশেষাঃ ত এতে স্বভাবত এব দোষাণাং সঞ্চয়-প্রকোপ-প্রশম-প্রতীকার-হেতবঃ প্রয়োজনবন্তশ্চ

ব্যাধি চারিপ্রকার, আগন্তু, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিক আগন্তু-রোগ আঘাত হইতে, খাদ্য পানীয় হইতে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্ম, রক্ত ও সন্নিপাত ইহাদের বৈষম্যহেতু শারীরিক ব্যাধি জন্মে ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, অসূয়, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম ও লোভ হইতে মানসিক ব্যাধি জন্মে স্বাভাবিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি এই সকল ব্যাধি মনে ও শরীরে অবস্থান করে যদ্দ্বারা শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিষ্কার করা হয়, তাহাকে সংশোধন দ্রব্য কহে যদ্দ্বারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সংশমন দ্রব্য কহে এই শোধন ও শমন দ্রব্য বিধিপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে এবং শোধনী ও শমনীবিধি-সকল পালন করিলে, সকল ব্যাধির শান্তি হয় আহার জীবগণের বল,

বর্ণ ও তেজের কারণ সেই আহার কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল ও লবণ এই ছয়রস সংযুক্ত এই ছয়রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে দ্রব্যসকল ওষধিনামে খ্যাত সেই ওষধিসকল দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে স্থাবর চারি প্রকার, বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি। যাহাদের পুষ্প না হইয় ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি কহে যাহাদের ফল পুষ্প দুইই হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে যাহারা একত্রীকৃত তৃণগোছার ন্যায় অথবা লতার ন্যায়, তাহাদিগকে বীরুধ্ কহে ফল পাকিলেই যাহারা মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। জঙ্গমও চারিপ্রকার। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ মনুষ্য পশু প্রভৃতি যাহারা জরায়ু, হইতে জাত, তাহারা জরায়ুজ। পক্ষী, সর্প, মৎস্যাদি অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য তাহারা অণ্ডজ যাবতীয় প্রাণীর মৃতদেহ ও মল হইতে যে উষ্মা জন্মে, তাহাকে স্বেদ কহে, ঐ স্বেদ হইতে ক্রিমি, কীট ও পিপীলিকাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে স্বেদজ কহে। বর্ষাকালে রক্তবর্ণ সূতার ন্যায় কীট এবং ভেকপ্রভৃতি মৃত্তিকাভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে স্থাবর পদার্থ হইতে ছাল, পাতা, ফুল, ফল, শিকড়, কন্দ, আঠা ও রস ঔষধের জন্য প্রয়োজনীয় জঙ্গম হইতে চর্ম্ম, নখ, লোম, ও রক্ত প্রয়োজনীয়। পার্থিব বস্তুর মধ্যে সোণা, রূপা, হীরা, মুক্তা, মনছাল ও শর্করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট বায়ু, নির্ব্বাত রৌদ, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর ইহারাই স্বভাবতঃ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রশান্তি ও প্রতিকারের কারণ স্বরূপ, ইহারাও অতীব প্রয়োজনীয়

রোগ-বিজ্ঞান।

রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে
সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্।
বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়োদোষাঃ সমাসতঃ
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ॥

তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানাং মন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ

দোষের বৈষম্যই রোগ, সাম্যভাব সুস্থতা। দোষের বৈষম্য বা বিকৃতভাবই সকল রোগের কারণ, দোষ বৈষম্যের কারণ বিবিধ অহিত আহার বিহার। দোষ শব্দে বায়ু, অগ্নি ও জল। ইহারা বিকৃত হইলে, দেহ নষ্ট করে, কিন্তু অবিকৃত থাকিলে, শরীর পোষণ করে। দেহের মধ্যে নাভির অধোভাগে বায়ু, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যভাগে পিত্ত এবং হৃদয়ের ঊর্দ্ধভাগে শ্লেষ্মার স্থান। অনিয়মিত আহার বিহারাদি করিলে, ইহারা ঐ স্থানে থাকিয়া বিকৃত বা বর্দ্ধিত হয় এবং বহির্জগতের বায়ু, অগ্নি ও জল সেই বিকৃতির সাহায্য করে।

যেমন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সূক্ষ্মভাবে বায়ু, অগ্নি ও জল বর্ত্তমান থাকিলেও স্থূলকার্য্যের জন্য তেজঃপুঞ্জ কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নিরূপী সূর্য্যে, জল সমুদ্রে এবং ঘনীভূত বায়ু মেরুপ্রদেশে পৃথক্ ২ অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ দেহরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার কেন্দ্রীভূত পৃথক্ পৃথক্ স্থান আছে, অথবা যেমন গৃহের মধ্যে অদৃশ্যভাবে সর্ব্বত্র বায়ু, অগ্নি ও জল বর্ত্তমান থাকিলেও, স্থূলকার্য্যের জন্য জলাধারে জল, অগ্ন্যাধারে অগ্নি এবং পুঞ্জীকৃত বায়ু হইতে প্রয়োজন মত পাখার দ্বারা হাওয়া করিয়া বায়ু-গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ দেহের মধ্যে সর্ব্বত্র সূক্ষ্মরূপে বায়ু পিত্ত, শ্লেষ্মা থাকিলেও শ্বাসনালী বায়ুর প্রধান আশ্রয়, তন্মধ্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন হয়, পাচকাগ্নিই প্রধান অগ্নি, তদ্দ্বারা আহার পরিপক্ক হয়, আমাশয়ই শ্লেষ্মার প্রধান স্থান, সেই জলের সাহায্যেই স্থালীস্থ ভুক্তদ্রব্য সিদ্ধ হয়। বহির্জগতে যেমন প্রকৃতির বৈষম্য-ভাব উপস্থিত হইলেই ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়, দেহজগতেও তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য ভাব হইলেই রোগ উপস্থিত হয়, দেহজগতে ইহাই প্রকৃতির বিকৃতি বা দেহের বিকার, ইহাকেই রোগ বলাযায়। আহার-বিহারাদির অনিয়ম হইলেই বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ভিতর বাহির চতুর্দ্দিক্ হইতে মানুষকে পীড়িত করে। ইহাই স্বাভাবিক, শত্রু কি কখনো শত্রুতার সুযোগ পরিত্যাগ করে? সময় পাইলে যেকোন প্রকারেই হউক শত্রুতা-সাধন করে। যেমন রাজ্যেশ্বর রাজা অপরকোন রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন অথবা সর্ব্বদা স্বীয় বলবৃদ্ধি করিয়া পরের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন,

তদ্রূপ তোমার শরীরেও যাহাতে ব্যাধিরূপী শত্রু প্রবেশ করিতে এবং প্রবেশ করিয়া শরীর বিধ্বস্ত করিতে না পারে, তৎপ্রতি তোমার সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত স্বভাবতঃ হিতকর পথ্য এবং তোমার দেশের জলবায়ুর অনুকূল যে ঔষধ পথ্য তোমার পূর্ব্বপুরুষ তোমার কল্যাণের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই তোমার পক্ষে হিতকর

বায়ু

বিভুত্বাদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদন্যকোপনাৎ।
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুরোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ
বার্দ্ধক্যে বর্দ্ধমানেন বায়ুনা রসশোষণাৎ।
ন তথা ধাতুবৃদ্ধিঃ স্যাত্তস্তত্রানিলং জয়েৎ ॥

বিভুত্ব (কর্তৃত্ব বা ব্যাপিত্ব), আশুকারিত্ব (শীঘ্রত্ব), বলিত্ব, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপকারিত্ব, স্বতন্ত্রত্ব এবং বহুরোগের কারণ বলিয়া বায়ু সর্ব্বদোষের মধ্যেই প্রবল সুতরাং বায়ুকে অগ্রে রক্ষা করা উচিত বৃদ্ধাবস্থায় বর্দ্ধমান বায়ুদ্বারা রস শোষণ হয় বলিয়া ধাতু-পুষ্টি হয়না, সুতরাং বার্দ্ধক্যাবস্থায় বায়ুর প্রশমন করিবে আমি এ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি যে, একমাত্র বায়ু সর্ব্বেসর্ব্বা। একমাত্র বায়ু নিয়ত বহুরূপীর বেশে নূতন নূতন রূপে বিশ্বরঙ্গের আবর্ত্তন ঘটাইতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও যাহা, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই কর্তৃত্ব, শীঘ্রগামিতা, বলবত্তা ও স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি বাহ্যবায়ুরও যেমন অন্তর্ব্বায়ুরও তদ্রূপ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, সৃষ্টির প্রথম পদার্থই যখন বায়ু, তখন বায়ুর প্রাধান্য কে অস্বীকার করিবে? বায়ু ব্যতীত যে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসই চলিতে পারে না বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস, বায়ু মন, বায়ু প্রাণ, বায়ুব্যতীত সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তও চলে না, চলিতে পারে না, বায়ু ভগবান্ স্বয়ম্ভু

স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাত্তথৈবচ।
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেষ কারণম্।
তির্য্যগ্‌গো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহুল এবচ
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট্

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ
উৎসাহোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসচেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ
সম্যগ্‌গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ।
অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্‌
খরোম্নদুর্য্যোগবাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ
দাহকৃত্তেজসাযুক্তং শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ
পক্বাশয়কটীসক্থিশ্রোত্রাস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ং
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাশয়ং বিশেষতঃ
যথাগ্নিঃ পঞ্চধা ভিন্নো নামস্থানাত্মকর্ম্মভিঃ।
ভিন্নোঽনিলস্তথা হ্যেকো নামস্থানক্রিয়াময়ৈঃ
প্রাণোদানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এব চ।
স্থানস্থা মারুতাঃ পঞ্চ যাপযন্তি শরীরিণাম্‌
বায়ুর্য্যো বক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণনামদেহধৃক্‌
সোঽন্নং প্রবেশযত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্‌ গদান্‌
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিতগীতাদি বিশেষোঽভিপ্রবর্ত্ততে
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্‌ রোগান্‌ করোতি চ বিশেষতঃ
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসঙ্গতঃ
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্‌ বিবিনক্তি হি
গুল্মাগ্নিমান্দ্যাতিসার প্রভৃতীন্‌ কুরুতে গদান্‌
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্‌স্রাবণো বাঁপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্‌ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্‌
পক্বাধানালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্‌।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ

ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্
শুক্রদোষপ্রমেহাংস্তু ব্যানাপানপ্রকোপজাঃ
যুগপৎকুপিতাশ্চাপি দেহং ভিন্দুরসংশয়ম্
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নানাস্থানান্তরাশ্রিতঃ
বহুশঃ কুপিতোবায়ুর্বিকারান্ কুরুতে হি যান্
বায়ুরামাশয়েক্রুদ্ধশ্ছর্দ্দ্যাদীন্ কুরুতে গদান্
মোহং মূর্চ্ছাং পিপাসাঞ্চ হৃদ্গ্রহং পার্শ্ববেদনাম্।
পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলং নাভৌ করোতি চ
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্
শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধঃ সমীরণঃ।
বৈবর্ণ্যং স্ফুরণং রৌক্ষ্যং সুপ্তিং চুমুচুমায়নম্
ত্বক্স্থোনিস্তোদনং কুর্য্যাত্ত্বগ্ভেদং পরিপোটনম্
ব্রণাংশ্চরক্তগোগ্রন্থীন্ সশূলান্মাংসসংশ্রিতঃ
তথা মেদঃশ্রিতঃ কুর্য্যাদ্ গন্থীনান্দরুজোঽব্রণান্
কুর্য্যাৎ শিরাগতং শূলং শিরাকুঞ্চনপূরণম্।
স্নায়ুপ্রাপ্তঃ স্তম্ভকম্পৌ শূলমাক্ষেপণং তথা
হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোফৌ করোতি চ
অস্থিশোষঞ্চ ভেদঞ্চ কুর্য্যাচ্ছূলঞ্চ তৎস্থিতঃ
তথা মজ্জগতে রুক্চ ন কদাচিৎ প্রশাম্যতি
অপ্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তির্ব্বাবিকৃতিঃ শুক্রগেঽনিলে
হস্তপাদশিরোধাতুংস্তথা সঞ্চরতি ক্রমাৎ।
ব্যাপ্যৈবাখিলং দেহং বায়ুঃ সর্ব্বগতো নৃণাম্
স্তম্ভনাক্ষেপণস্বাপশোফশূলানি সর্ব্বগঃ
স্থানেষূক্তেষু মিশ্রশ্চ সংমিশ্রাঃ কুরুতে রুজঃ।
কুর্য্যাদবয়বপ্রাপ্তো মারুতস্তদ্ভিতান্ গদান্
দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃস্যুর্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে
শৈত্যশোফগুরুত্বানি তস্মিন্নেবকফাবৃতে।

সূচীভিরিবনিস্তোদঃ স্পর্শদ্বেষঃ প্রসুপ্ততা
শেষাঃ পিত্তবিকারাংস্যুর্ম্মারুতে শোণিতান্বিতে।
প্রাণে পিত্তাবৃতেচ্ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে।
দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রাবৈবর্ণ্যঞ্চ কফাবৃতে।
উদানে পিত্তসংযুক্তে মূর্চ্ছাদাহভ্রমক্লমাঃ
অস্বেদহর্ষৌ মন্দাগ্নিঃ শীতস্তম্ভৌ কফাবৃতে
সমানে পিত্তসংযুক্তে স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছনম
কফাধিকঞ্চ বিন্মূত্রং রোমহর্ষঃ কফাবৃতে
অপানে পিত্তসংযুক্তে দাহোষ্ণ্যে স্যাদসৃগ্দরম্
অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ ভস্মিন্নেবকফাবৃতে
ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহে গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ
গুরূণি সর্ব্বগাত্রাণি স্তম্ভনঞ্চাস্থিপর্ব্বণাম্।
লিঙ্গং কফাবৃতে ব্যানে চেষ্টাস্তম্ভস্তথৈবচ।

সুশ্রুতের প্রশ্নের উত্তরে ধন্বন্তরি বলিতেছেন ভগবান্ স্বয়ম্ভুই বায়ু নামে কথিত ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগত, পরন্তু সর্ব্বলোকনমস্কৃত হইয়া সর্ব্ব দেহে আত্মস্বরূপে বিরাজ করেন ইনি প্রাণীদিগের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ ইনি স্বয়ং অব্যক্ত কিন্তু ইহাঁর ক্রিয়াসকল ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ

বায়ু স্বয়ং সিদ্ধ, বায়ু কাহারো অপেক্ষা করেনা বায়ু সকলের নেতা, বায়ুর কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত কেহই কোনো কার্য্য করিতে পারেনা বায়ু চালক, তাই তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণী সচল বায়ু সকলের প্রাণ, তাই জীব জন্তু সকল বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুময়, আমরা সর্ব্বদা বায়ুসমুদ্রে ডুবিয়া আছি বায়ু ব্যতীত পৃথিবীর অস্তিত্ব অসম্ভব, বায়ু ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব বায়ুব্যতীত জীবের চলন, বলন, গমন, শ্বাস নিঃশ্বাস কিছুই চলিতে পারে না। বায়ু জীবের আত্মা, বায়ু মন, বায়ু প্রাণ ইহা রুক্ষ, শীতল, লঘু, তির্য্যগ্‌গামী, শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজোগুণ বহুল, দোষ সমূহের নায়ক এবং রোগসমূহের রাজা, পরন্তু দেহমধ্যে আশু কার্য্যকারী ও শীঘ্র বিচরণকারী

দেহের মধ্যে বিচরণশীল বায়ুর লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর বায়ু কুপিত

না হইলে, দোষ, ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় এবং বায়ুর ক্রিয়াসকলও সরলভাবে হইতে থাকে নাম, স্থান ও ক্রিয়াভেদে অগ্নি যেরূপ পঞ্চবিধ, তদ্রূপ নাম, স্থান ও ক্রিয়াভেদে বায়ুও পঞ্চবিধ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু পঞ্চ স্থানে থাকিয়া দেহীদিগের দেহ রক্ষা করে যে বায়ু মুখ-মধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে। প্রাণ বায়ুর দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন, জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ ধারণ হয়। এই বায়ু কুপিত হইলে, প্রায়ই হিক্কা ও শ্বাস উৎপন্ন হয় যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদান বায়ু কহে ইহা কুপিত হইলে স্কন্ধ সন্ধির উপরিস্থিত রোগসমূহ বিশেষরূপে জন্মে। সমানবায়ু জঠরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে এবং তজ্জনিত রসসমূহ পৃথক্ করে। ইহা কুপিত হইলে গুল্ম, অগ্নি-মান্দ্য, অতীসার প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে এবং আহার জনিত রস সকলশরীরে বহন করে ইহার দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসারণ ও দেহ হইতে রক্তস্রাব হয় অথবা পঞ্চবিধ কার্য্যই সম্পন্ন হয় ব্যানবায়ু কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্বদেহগত রোগই জন্মে অপান বায়ুর স্থান পাকাশয়ে। ইহার দ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ, এবং আর্ত্তব শোণিত যথাকালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে ইহা কুপিত হইলে, বস্তি ও গুহ্যদেশের রোগসকল জন্মে ব্যান ও অপান এই দুই বায়ু একত্র কুপিত হইলে, শুক্রদোষ ও প্রমেহ রোগ জন্মে পঞ্চবায়ু একত্র কুপিত হইলে, দেহ ভেদ করিয়া তাহারা মহাকাশে গমন করে

অতঃপর বায়ু বিবিধ প্রকারে কুপিত হইয়া যে যে স্থান আশ্রয় করিয়া যেযে রোগ উৎপাদন করে, তাহা বলা যাইতেছে বায়ু কুপিত হইয়া আমা-শয় আশ্রয় করিলে, বমনাদিরোগ এবং মোহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা এই সকল উপদ্রব জন্মায় পক্কাশয় আশ্রয় করিলে, অন্ত্রকূজন (নাড়ীরশব্দ) নাভিশূল, কষ্টে মল মূত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা জন্মে। কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিলে, ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। ত্বক্ আশ্রয় করিলে, বিবর্ণতা, অঙ্গস্ফুরণ, রুক্ষতা, সুপ্তি (ত্বকের সঙ্কোচভাব), চুমচুম্ শব্দ শ্রবণ, ত্বক্ ভেদ (ত্বক্ ফাটিয়া যাওয়া) এবং পরিপোটন (রস নিঃসরণ) এই সকল উপদ্রব জন্মায়। শোণিত আশ্রয় করিলে ব্রণ জন্মায়। মাংস আশ্রয় করিলে, শূলবিশিষ্ট গ্রন্থিরোগ উৎপাদন করে। মেদ আশ্রয় করিলে, ব্রণ না হইয়া

অল্প বেদনাবিশিষ্ট গ্রন্থি জন্মে। শিরা আশ্রয় করিলে শিরার মধ্যে শূলবেদনা হয় এবং শিরাসকল আকুঞ্চিত ও পূর্ণ হয় (শিরা সকলে টান লাগে ও শিরা ফুলিয়া উঠে), স্নায়ু আশ্রয় করিলে, স্তম্ভ, কম্প, শূল ও আক্ষেপ জন্মে। সন্ধিস্থান আশ্রয় করিলে, সন্ধি বিচ্ছেদ হয় এবং সন্ধিস্থানে শূল ও শোথ জন্মে। অস্থি আশ্রয় করিলে, অস্থিশোষ, অস্থিভেদ ও অস্থিশূল জন্মায়। মজ্জা আশ্রয় করিলে, বেদনার কদাচ শান্তি হয় না। বায়ু শুক্রগত হইলে, ক্ষরিত হউক বা না হউক শুক্র বিকৃত হয়। বায়ু কুপিত হইয়া দেহ মধ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিলে, হস্ত, পদ, মস্তক ও সমস্ত ধাতু মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চরণ করিয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়। সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইলে, স্তম্ভ, আক্ষেপ, তন্দ্রা, শোথ ও শূল জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত সকল স্থানের মধ্যে এক কালে দুই তিন স্থান আশ্রয় করিলে, মিশ্র রোগ উৎপন্ন হয়। দেহের কোন অবয়ব আশ্রয় করিলে, সেই অবয়বের সমস্ত অংশেই রোগ জন্মায়। বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, দাহ, মূর্চ্ছা ও সন্তাপ জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, শৈত্য, শোথ ও গুরুত্ব জন্মায়। কুপিত বায়ু শোণিতের সহিত মিলিত হইলে, সূচী দ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শ করিলে অসহ্য বোধ হওয়া ও সুপ্ততা জন্মে। প্রাণ বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, বমন ও দাহ জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, দৌর্ব্বল্য, দেহের অবসন্নতা, বিবর্ণতা ও তন্দ্রা জন্মায়। উদান বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইলে, মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম ও ক্লান্তি জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, ঘর্ম্মের অভাব, লোমাঞ্চ, মন্দাগ্নি, শীতবোধ ও স্তব্ধভাব হইয়া থাকে। সমান বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, ঘর্ম্ম, দাহ, উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা জন্মে। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, মলমূত্রে কফের আধিক্য ও রোমহর্ষ হয়। অপান বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, দাহ, উষ্ণতা ও আর্ত্তব শোণিতের প্রবৃত্তি হয়। কফ মিলিত হইলে, শরীরের অধোভাগ ভার হয়। ব্যান বায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে, দাহ, গাত্রবিক্ষেপ জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, সর্ব্ব শরীর ভারবোধ ও অস্থিপর্ব্বের স্তব্ধভাব হয় এবং ইন্দ্রিয়সকল নিশ্চেষ্ট হয়।

পিত্ত

তপ-সন্তাপে, তপ ধাতুর অর্থ সন্তাপ, কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া পিত্ত শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যে সন্তাপিত করে, সেই পিত্ত। পিত্তের স্থান বলা যাইতেছে,—

তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ। শ্রোণিগুদয়োরুপর্য্যধো নাভেঃ পক্বাশয়ঃ পক্বামাশয়মধ্যং পিত্তস্য। পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ং দৃষ্টিস্ত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ অত্র জিজ্ঞাস্যং কিং পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরাহোস্বিৎ পিত্তমেবাগ্নিরিতি অত্রোচ্যতে ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তে দহন পচনাদিষ্বভিবর্ত্তমানেঽগ্নিবদুপচারঃ ক্রিয়তেঽন্তরগ্নিরিতি ক্ষীণেহ্যগ্নিগুণে তৎসমানদ্রব্যোপযোগাদতিবৃদ্ধে শীতক্রিয়োপযোগাদাগমাচ্চ পশ্যামো ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরিতি। তচ্চাদৃষ্টহেতুকেন বিশেষেণ পক্বামাশয়মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্ব্বিধমন্নপানং পচতি বিরেচয়তিচ রসদোষ মূত্রপুরীষাণি তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানানাং শরীরস্যাগ্নিকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি তস্মিন্ পিত্তে পাচকোঽগ্নিরিতিসংজ্ঞা। যত্ত যকৃৎ প্লীহ্নোঃ পিত্তং তস্মিন্ রঞ্জকোঽগ্নিরিতিসংজ্ঞা স রসস্য রাগকৃদুক্তঃ। যৎ পিত্তং হৃদয়সংস্থিতং তস্মিন্ সাধকোঽগ্নিরিতিসংজ্ঞা, সোঽভিপ্রার্থিত মনোরথসাধন কৃদুক্তঃ। যদ্দৃষ্ট্যাং পিত্তং তস্মিন্নালোচকোঽগ্নিরিতিসংজ্ঞা স রূপগ্রহণেঽধিকৃতঃ। যত্তু ত্বচি পিত্তং তস্মিন্ ভ্রাজকোঽগ্নিরিতিসংজ্ঞা সোঽভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহাবলেপনাদীনাং ক্রিয়াদ্রব্যাণাং পক্তা ছায়ানাঞ্চ প্রকাশকঃ ভবতিচাত্র পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈবচ উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধং চাম্লমেবচ উষ্মাচোষপবিদাহঃধূমায়নানি পিত্তস্য।

বায়ু কটিদেশ এবং মলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে কটি এবং মলাশয়ের উপরিভাগে এবং নাভির অধোভাগে পকাশয়, সেই পকাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যস্থানে পিত্তাশয়। শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করে পিত্তের স্থান যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি, ত্বক্ এবং পূর্ব্বোক্ত পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থান শ্লেষ্মার স্থান বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠদেশ, সন্ধিস্থান এবং আমাশয়

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে পিত্তব্যতিরেকে দেহে অন্য অগ্নি আছে কি পিত্তই অগ্নি? পিত্তব্যতীত দেহে অন্য অগ্নির উপলব্ধি হয় না, পিত্তই অগ্নি। পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ দহন ও পচন বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায়

কার্য্য করে, ইহাকেই অন্তরাগ্নি কহে। কারণ প্রথমতঃ দেহে অগ্নিমান্দ্য হইলে, যাহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যই সেবন করা যায় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইলে, শীতল ক্রিয়ার দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আগম শাস্ত্রেও এরূপ কথিত আছে যে, পিত্ত ভিন্ন দেহে অন্য কোন প্রকার অগ্নির অধিষ্ঠান নাই। পক্কাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া পিত্ত যে কি প্রকারে চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাক করে এবং কি প্রকারেই বা আহার জনিত রস বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। পিত্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়াই অগ্নি-ক্রিয়ার দ্বারা দেহে অপর চারিটি পিত্তাশয়ের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক্ক ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তে, পাচক নামক অগ্নি অবস্থিতি করে, যকৃৎ প্লীহার মধ্যে যে অগ্নি অধিষ্ঠিত, তাহাতে রঞ্জক নামক অগ্নি অবস্থিতি করে, সেই অগ্নিই আহার সম্ভূত রসকে রক্তবর্ণ করে। যে পিত্ত হৃদয়ে সংস্থিত, তাহাতে সাধক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে, তদ্দ্বারা মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। যে পিত্ত দৃষ্টিস্থানে অবস্থিত, তাহাতে আলোচক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে, তদ্দ্বারা পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। যে পিত্ত ত্বকে অবস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি অবস্থান করে, তৈল-মর্দ্দন, অবগাহন ও আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যেসকল স্নেহাদি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তের দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও দেহের ছায়ার প্রকাশ হয়।

পিত্ত তীক্ষ্ণগুণ ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট, নীল অথবা পীতবর্ণবিশিষ্ট এবং তরল পিত্ত উষ্ণ হইলে কটুরস-বিশিষ্ট এবং বিদগ্ধ হইলে, অম্লরস বিশিষ্ট হয়। পিত্ত প্রকুপিত হইলে, শরীরের উষ্ণতা, সর্ব্বাঙ্গ দাহ ও ধূমোদ্গার বা চোঁয়া ঢেকুর উঠে।

শ্লেষ্মা।

শ্লিষ্ আলিঙ্গনে, শ্লিষ্ ধাতুর অর্থ আপ্যায়ন, তাহার উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

শ্লেষ্মস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যন্তে। আমাশয়ঃ পিত্তাশয়স্যো-পরিষ্টাত্তৎ প্রত্যনীকত্বাদূর্দ্ধগতিত্বাত্তেজসশ্চন্দ্র ইবাদিত্যস্য স চতুর্ব্বিধ-

স্যাহারস্যাধারঃ সচ ভবৌদকৈগুর্ণৈবাহারঃ পক্লিন্নো ভিন্নসংঘাতঃ সুখজরশ্চ ভবতি

মাধুর্য্যাৎ পিচ্ছিলত্ব চচ প্রক্লেদিত্বা ওথৈবচ
আমাশয়ে সম্ভবতি শ্লেষ্মা মধুরশীতলঃ

স তত্রস্থ এব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং শরীরস্যোদক-কর্ম্মণানুগ্রহং করোতি উরঃস্থস্ত্রিকসন্ধারণমাত্মবীর্য্যেণান্নরসসহিতেন হৃদযাবলম্বনং করোতি। জিহ্বামূলকণ্ঠস্থো জিহ্বেন্দ্রিয়স্য সৌম্যত্বাৎ সম্যক্‌রসজ্ঞানে বর্ত্ততে শিরস্থঃ স্নেহসন্তর্পণাধিকৃতত্বাদিন্দ্রিযাণা মাত্মবীর্য্যেণানুগ্রহং করোতি সন্ধিস্থস্তু শ্লেষ্মা সর্ব্বসন্ধিসংশ্লেষাৎ সর্ব্বসন্ধ্যনুগ্রহং করোতি। ভবতি চাত্র

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এবচ
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ
অরোচকাবিপাকাঙ্গসাদচ্ছর্দ্দিশ্চেতি শ্লেষ্মণো লিঙ্গানি ভবন্তি

শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়, আমাশয় পিত্তাশযের উপরিভাগে অবস্থান প্রযুক্ত শ্লেষ্ম এবং পিত্ত পরস্পর বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া এবং পিত্তের ঊর্দ্ধগতি প্রযুক্ত, চন্দ্র যেরূপ সূর্য্যক্রিযার আধার, তদ্রূপ শ্লেষ্মাও চারিপ্রকার আহারের আধার আমাশযের স্থানে শ্লেষ্মার জলীয় গুণ দ্বারা সকল প্রকার ভুক্তদ্রব্য ক্লিন্ন অর্থাৎ আর্দ্র হয়, একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্ হয় এবং তাহাতে অনায়াসেই জীর্ণ হয় আমাশয়ের স্থানেই শ্লেষ্মার উৎপত্তি। মাধুর্য্য এবং পিচ্ছিলতা প্রযুক্ত এবং ভুক্ত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করা প্রযুক্ত, ইহা মধুর রস ও শীতল গুণবিশিষ্ট শ্লেষ্ম আমাশয়ে অবস্থিতি করিযা সাধ্যানুসারে উদকক্রিযা বা আপ্যায়নী শক্তির দ্বারা শরীরের অপরাপর স্থানের শ্লেষ্মার আনুকূল্য করে হৃদযস্থ শ্লেষ্মা কটিদেশের সন্ধি ধারণ করে এবং অন্নরসের সহিত মিলিত হইয়া হৃদযস্থান অবলম্বন করে কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা জিহ্বা-মূল আশ্রয় করিয়া থাকে এবং রসনেন্দ্রিয়ের সৌম্যগুণপ্রযুক্ত রসের আস্বাদন কার্য্যেই তাহার অধিষ্ঠান হয। মস্তকে যে সকল তৈলাদি স্নেহদ্রব্য মর্দ্দন করা যায়, তাহার দ্বারা সন্তৃপ্ত হইয়া শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা শ্রবণ দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিযের কার্য্যের সহায়তা করে সন্ধিস্থানগত শ্লেষ্ম শরীরের সন্ধিস্থান সংশ্লিষ্ট রাখিবার পক্ষে আনুকূল্য করে শ্লেষ্ম 'গুরু, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল শ্লেষ্মা মধুর রস

বিশিষ্ট হইলে, অবিদাহী এবং লবণরস বিশিষ্ট হইলে, বিদাহী হইয়া থাকে শ্লেষ্ম প্রকুপিত হইলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসাদ এবং বমন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

"রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং দোষসাম্য মরোগতা"

"দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে"

দোষের বৈষম্য ভাবকে রোগ এবং দোষের সমতাকে সুস্থতা বলাযায় দোষ শব্দে বায়ু, পিত্ত ও কফ, বায়ু, পিত্ত, কফ শব্দে বায়ু, অগ্নি ও জল। দোষ যাবৎ সমভাবে থাকে, তাবৎ দেহও সুস্থ থাকে, কিন্তু ত্রিদোষের মধ্যে কোনও একটির বৈষম্য উপস্থিত ব হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেই, শরীরও অসুস্থ হয়, তখন এই হ্রাস বৃদ্ধির সমত করিতে হয় এই সমতার নাম চিকিৎসা বৈষম্যেই রূপান্তর ব সৃষ্টি প্রকৃতির গুণ যখন সমভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার কোন ক্রিয়াই থাকেনা, কিন্তু যখন বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই ক্রিয় আরম্ভ হয়, ইহাই সৃষ্টি ফলতঃ বৈষম্যই সৃষ্টির কারণ বা বৈষম্য হইতেই নূতন নূতন ভাব উৎপন্ন হয় শরীরে বায়ু, অগ্নি ও জল সমান ভাবে থাকিলে, রোগের সৃষ্টি হয় না, রোগের সৃষ্টি না হইলে, জীব জন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে, পৃথিবীতে এত জীবজন্তুর স্থান-সঙ্কুলান হয় না এবং পৃথিবীর সমতারক্ষাও হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ আবর্ত্তনশীল, এই আবর্ত্তন সংঘটনের কর্ত্তা বায়ু, কিন্তু বায়ু স্বয়ং নির্লিপ্ত, বায়ুর কোন পরিবর্ত্তন নাই। বহুরূপের সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকাই তাহার স্বভাব

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ
তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্॥

বায়ু, অগ্নি ও জলের হ্রাসবৃদ্ধিই সকল রোগের কারণ এবং হ্রাসবৃদ্ধির কারণ বিবিধ অহিত আহার বিহার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বায়ু অমিশ্র পদার্থ, বায়ুর কোন পরিবর্ত্তন নাই, বায়ু এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইলেই নূতন দেহের সৃষ্টি হয়, ইহাই বায়ুর কার্য্য। কফ জলের বিকৃতি এবং পিত্ত অগ্নির বিকৃতি

বায়ু, অগ্নি ও জল সকল দেহেই বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাদের পরিমাণ সমান নহে, এইজন্য বায়ুর আধিক্য থাকিলে বাতপ্রকৃতি, পিত্তের আধিক্য থাকিলে পৈত্তিক-প্রকৃতি ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি বলা যায় শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানুষের শরীরে জলের অংশ বেশী, তজ্জন্য সমধর্ম্ম বা সমগুণ বিশিষ্ট জলের বিকার তেল জল তাহার সহ্য হয় না, সর্দ্দিকাশি সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে, তেল জল দিলেই সর্দ্দিকাস বাড়ে ইহার ঔষধ রুক্ষ গুণবিশিষ্ট বায়ু ও অগ্নি পিত্ত-প্রকৃতি মানুষের শরীরে অগ্নির আধিক্য বিদ্যমান, সুতরাং তাহাদের গরম সহ্য হয় না, ইহার ঔষধ স্নিগ্ধ শীতল পদার্থ বা জল বাতপ্রকৃতির শরীরে বায়ুর আধিক্য বেশী, সুতরাং বায়ু-বর্দ্ধক ক্রিয়া করিলে, বায়ু আরও বাড়ে, বায়ু বৃদ্ধি হইলে কম্প প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, ইহার ঔষধ আগুণ ও জল এক্ষণে দেখাযাউক দেহস্থ বায়ু, অগ্নি ও জল কি প্রকারে প্রকুপিত অর্থাৎ বৈষম্যভাব-প্রাপ্ত ও প্রসারিত বা বিস্তৃত হয়। ধন্বন্তরি বলেন—

কৃৎস্নেহর্দ্ধেঽবয়বে বাপি যত্রাঙ্গে কুপিতোভৃশম্।

দোষো বিকারং নভসি মেঘবত্তত্র বর্ষতি ॥

দোষা মেভিরাতঙ্কবিশেষৈঃ প্রকুপিতানাং পর্য্যুষিতকিণ্বোদকপিষ্ট-সমবায় ইবোদ্রিক্তানাং প্রসরো ভবতি তেষাং বায়ুর্গতিমত্ত্বাৎ প্রসরণহেতুঃ সত্যপ্যচৈতন্যে স হি রজোভূয়িষ্ঠো রজশ্চ প্রবর্ত্তকং সর্ব্বভাবানাম্। এবং কুপিতাস্তাং স্তান্ শরীরপ্রদেশানাগত্য তাং স্তান্ ব্যাধীন্ জনয়ন্তি।

আকাশে মেঘের সঞ্চার ও বর্ষণ যেরূপ, দেহে রোগের প্রকোপ ও বিস্তারও তদ্রূপ। যেমন সমস্ত আকাশে মেঘের সঞ্চার বা মেঘ ঘনীভূত হইলে, সমস্ত প্রদেশে বর্ষণ হয়, অর্দ্ধ আকাশে মেঘের সঞ্চার হইলে, অর্দ্ধাকাশের নিম্নস্থ ভূভাগে বর্ষণ হয় অথবা আকাশের যে অংশে মেঘের সঞ্চার হয়, কেবল সেই অংশের নিম্ন প্রদেশেই বর্ষণ হয়, তদ্রূপ শরীরের সর্ব্ব অবয়বে, অর্দ্ধ অবয়বে বা অবয়বের যে অংশে দোষ সঞ্চিত ও ঘনীভূত হয়, সেই সেই অবয়ব পীড়িত হয় বা সেই সেই স্থানে রোগ জন্মে। ফলতঃ মেঘ যেমন আকাশের কোন একটি অঙ্গ আশ্রয় করিয়া সঞ্চিত ও ঘনীভূত হয়, দোষও তদ্রূপ কোন অবয়ব আশ্রয় করিয়া প্রকুপিত বা বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয় ধন্বন্তরি ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন—যেমন সুরা প্রস্তুতকালে কিণ্বোদক অর্থাৎ মসল্লার জল এবং পিষ্ট-

তণ্ডুল একত্র পচিয়া স্ফীত ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ নানা কারণে দোষ প্রকুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গতিবিশিষ্ট হয়। বায়ুর গতিশক্তির দ্বারাই তাহাদিগের গতি হইয়া থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও, রজোগুণভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ রজোগুণাধিক, রজোগুণ সকল ভাবের প্রবর্ত্তক। ইহার অর্থ এই রজোগুণের দ্বারাই সৃষ্টি বা নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন হয়। বায়ু রজোগুণ, ক্রিয়াশক্তি কেবলমাত্র বায়ুরই আছে। বায়ু গতিশীলপদার্থ এবং সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক। যেমকত রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা একমাত্র বহুরূপী বায়ুর কার্য্য।

মহামুনি ধন্বন্তরির সুরাপ্রস্তুতের এই দৃষ্টান্তদ্বারা অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। সুরার বীজ ধান্যতণ্ডুলাদিদ্রব্য যাবৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাবৎ উহাদের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না, বিপর্য্যয় না ঘটিলে নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি হয় না, এই যে বিপরীতভাব ইহাতেই নূতন সৃষ্টি। ধান্যতণ্ডুলাদি পচিতে আরম্ভ করিলে স্ফীত হয়, ইহা হইতেই নূতনভাব ও গুণের প্রবর্ত্তন। তারপর মদ্য প্রস্তুত হইলে, বিভিন্নগুণ ও রূপ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ হয়। এই যে ভাবের বা প্রকৃতি ও গুণের বিপর্য্যয় ইহার মূলে বায়ু। মদ্য অগ্নি এবং বায়ুগুণ বিশিষ্ট তাহার প্রমাণ মদ্য আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে উড়িয়া যায় এবং অগ্নির সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে।

হ্রাস-বৃদ্ধি।

যেমন অন্ন, তণ্ডুল বা ধান্য পচিলে, ফেণোদ্গম বা স্ফীত হয়, তদ্রূপ রোগসূচনা হইলে দোষের প্রকোপ হয়। প্রকোপশব্দে বৈষম্য, বৈষম্যশব্দে হ্রাসবৃদ্ধি, হ্রাসবৃদ্ধিশব্দে একের হ্রাস অন্যের বৃদ্ধি, একের বৃদ্ধিতে অন্যের হ্রাস, অগ্নির হ্রাসে জলের বৃদ্ধি, জলের বৃদ্ধিতে বায়ুর হ্রাস, বায়ুর বৃদ্ধিতে জলের হ্রাস, আবার জলের হ্রাসে অগ্নির বৃদ্ধি, অগ্নির হ্রাসে জলের বৃদ্ধি, অগ্নির বৃদ্ধিতে জলের হ্রাস, জলের বৃদ্ধিতে অগ্নির হ্রাস, অগ্নির বৃদ্ধিতে বায়ুর হ্রাস ইত্যাদি। বহির্জগতে যেমন জলের বৃদ্ধিতে আগুন নির্ব্বাপিত হয়, আগুনের বৃদ্ধিতে জল শুষ্ক হয় অথবা বৃষ্টির বৃদ্ধিতে সূর্য্যোত্তাপের হ্রাস, সূর্য্যোত্তাপের বৃদ্ধিতে জলের হ্রাস কিম্বা ঝড়ের বৃদ্ধিতে সূর্য্যোত্তাপের হ্রাস, অথবা প্রখর সূর্য্যোত্তাপের বৃদ্ধিতে জলের হ্রাস অথবা ঝড়ের বৃদ্ধিতে সূর্য্যোত্তাপের হ্রাস, আবার প্রখর সূর্য্যোত্তাপে বায়ুর বেগ মন্দীভূত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অথবা যেমন এঞ্জিনে আগুনের তেজ বেশী হইলে, জলের হ্রাস, জলের পরিমাণ বেশী হইলে, তেজ

মন্দীভূত এবং ষ্টীম অর্থাৎ বাষ্পের হ্রাস বৃদ্ধিতে এঞ্জিন অচল হয় না বয়লার ফাটিয় যায়, দেহেও তদ্রূপ— একের হ্রাসে অন্যের বৃদ্ধি, একের বৃদ্ধিতে অন্যের হ্রাস এবং এই হ্রাস বৃদ্ধিতে রোগের সূচনা। এঞ্জিনের এই বাষ্প, অগ্নি ও জলের সমতা রক্ষা করিবার জন্য যেমন এঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন, তদ্রূপ দেহরূপ এঞ্জিনের বায়ু, অগ্নি ও জলের হ্রাসবৃদ্ধির সমতারক্ষার জন্য চিকিৎসকরূপী এঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন।

দোষাণাং ক্ষীণানাং লক্ষণান্যাহ

বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা
পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নিমান্দ্যং প্রভাক্ষয়ঃ ॥
সন্ধয়ঃ শিথিলাঃ মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যং দাহঃ কফক্ষয়ে।

বায়ুর হ্রাস হইলে কার্য্যে অনুৎসাহ, বাক্যের অল্পতা এবং সংজ্ঞা-রহিত হয়।

পিত্তক্ষীণ হইলে, শ্লেষ্মাবৃদ্ধি অগ্নিমান্দ্য ও কান্তি হ্রাসপায় কফক্ষীণ হইলে, সন্ধি-সমূহের শিথিলতা, মূর্চ্ছা, রুক্ষতা এবং দাহ হয়।

দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধের্নিদানান্যাহ।

তত্তদ্বৃদ্ধিকরাহারবিহারাতিনিষেবণাৎ
দোষধাতুমলানাং হি বৃদ্ধিরুক্তা ভিষগ্বরৈঃ।

দোষ, ধাতু ও মলের বৃদ্ধিকর আহার বিহার দ্বারা দোষ, ধাতু ও মল বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়

তদতিবৃদ্ধানাং তেষাং লক্ষণান্যাহ।

বাতেবৃদ্ধে ভবেৎকার্শ্যং পারুষ্যং চোষ্ণকামিতা।
গাঢ়ং মলং বলভ্রাংশং গাত্রস্ফূর্ত্তি র্বিনিদ্রতা
বিণ্মূত্রনেত্রগাত্রাণাং পীতত্বং ক্ষীণমিন্দ্রিয়ম্।
শীতেচ্ছাতাপমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ পিত্তে বৃদ্ধেঽল্পমূত্রতা
বিড়াদি শৌক্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা।
সন্ধিশৈথিল্য মুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে ॥

বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, শরীরের কৃশতা ও পরুষতা হয় এবং উষ্ণদ্রব্যে

অভিলাষ হইয়া থাকে, পরন্তু মলের গাঢ়তা, বলের অল্পতা, শরীরের স্ফুরণ ও নিদ্রারহিত হয়

পিত্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, মল, মূত্র, নেত্র ও শরীর পীতবর্ণ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, শীতলে অভিলাষ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও নিদ্রাল্পতা, এই সকল লক্ষণ দেখাদেয় কফ অতিবৃদ্ধ হইলে, মলমূত্রাদির শুক্লতা, শীতবোধ, দেহের গুরুতা নিদ্রাধিক্য, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, উৎক্লেদ ও মুখ হইতে কফ-স্রাব; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়

অতিবৃদ্ধানাং দোষাণাং মলানাঞ্চ হ্রাসনমাহ।

তত্তদ্ধ্রাসকরাহারবিহারপরিষেবণাৎ
দোষধাতুমলানাং হি হ্রাসো নিগদিতো নৃণাম্
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽতিবৃদ্ধত্বাদ্বর্দ্ধয়েদ্ধি পরম্পরম্
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতম্।

দোষ, ধাতু ও মলের হ্রাসজনক আহারবিহার দ্বারা দোষ, ধাতু ও মলের হ্রাস করা যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই পর পর ধাতু বৃদ্ধি পাপ্ত হয়, সুতরাং অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস করা উচিত

বিবিধ অহিত আহারবিহার দ্বারা ও বহির্জগতের জল, বায়ু এবং তাপের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ প্রকৃতিবিপর্য্যয়বশতঃ প্রতিনিয়ত দেহের সমতা নষ্ট হয় জাগতিক সমস্ত পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক। বহির্জগতে যেমন জল শোষণ করিবার জন্য অগ্নির প্রয়োজন, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ জল শোষণের জন্য অগ্নিগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন বহির্জগতে যেমন ঝড়ের প্রবল প্রতাপ বৃষ্টির দ্বারা এবং অগ্নির সন্তাপ জল দ্বারা প্রশমিত হয়, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ জলীয়গুণ-বিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ প্রশমিত হয় দ্রব্যের রস ছয় প্রকার, মধুর, অম্ল, কষায়, কটু, তিক্ত ও লবণরস রসের গুণ স্থূলতঃ দুই প্রকার, আগ্নেয় ও সৌম্য আগ্নেয় শব্দে উষ্ণ ও সৌম্য শব্দে শীতল। অগ্নিগুণবিশিষ্ট দ্রব্য উষ্ণ এবং সোমগুণবিশিষ্ট দ্রব্য শীতল মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য এবং কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয় মধুর, অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন, মধুর, তিক্ত ও কষায় পিত্তঘ্ন এবং কটু, তিক্ত ও কষায় শ্লেষ্মঘ্ন বায়ু স্বয়ংসিদ্ধ, পিত্ত আগ্নেয় ও শ্লেষ্মা সৌম্যপদার্থ মধুর, অম্ল ও লবণ স্নিগ্ধ ও গুরু এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রুক্ষ ও লঘু উষ্ণ বা স্নিগ্ধদ্রব্য বাতঘ্ন, শীতল, মৃদু বা

পিচ্ছিলদ্রব্য পিত্তঘ্ন এবং তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও বিশদদ্রব্য শ্লেষ্মঘ্ন। গুরুপাক দ্রব্যে বাতপিত্তের শান্তি হয় এবং লঘুপাক দ্রব্যে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। ধন্বন্তরি বলেন—

ভূতেজোবারিজৈর্দ্রব্যৈঃ শমং যাতি সমীরণঃ।
ভূম্যম্বুবায়ুজৈঃ পিত্তং ক্ষিপ্রমাপ্নোতি নির্ব্বৃতিং।
খতেজোঽনিলজৈঃ শ্লেষ্মা শমমেতি শরীরিণাম্
বিয়ৎপবনজাতাভ্যাং বৃদ্ধিমাপ্নোতি মারুতঃ।
আগ্নেয়মেব যদ্দ্রব্যং তেন পিত্তমুদীর্য্যতে।
বসুধাজলজাতাভ্যাং বলাসঃ পরিবর্দ্ধতে

পার্থিব, জলীয় ও আগ্নেয়গুণ দ্বারা বায়ুর শান্তি হয়, পার্থিব, জলীয় ও বায়বীয় দ্রব্যে পিত্তের শান্তি হয় এবং আকাশীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয় দ্রব্যে কফের শান্তি হয়, কিন্তু বায়ুপ্রধান রোগে আকাশীয় ও বায়বীয় দ্রব্য, পিত্ত-প্রধান রোগে আগ্নেয় দ্রব্য এবং শ্লেষ্মপ্রধান রোগে পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য কখনই প্রয়োগ করিবে না, কারণ আকাশীয় ও বায়বীয় পদার্থে বায়ুবৃদ্ধি, আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্তবৃদ্ধি এবং পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয়।

রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সংপ্রশাম্যতি।
সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লরসং কটু
বিপরীতগুণৈঃ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি॥
গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধমধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মাণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীতগুণৈর্গুণাঃ

বায়ু রুক্ষ, শীতল, লঘু, সূক্ষ্ম, চলনগুণবিশিষ্ট, বিশদ ও খর, সুতরাং ইহার বিপরীতগুণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্ত স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, তরল, অম্লরস ও কটু, ইহার বিপরীতগুণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, পিচ্ছিল, ইহার বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়

যে রসা বাতশমন ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ
তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যলঘুতাশ্চৈব ন তে তৎ কর্ম্মকারিণঃ
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ
স্নেহগৌরবশৈত্যানি বলাসং বর্দ্ধয়ন্তি তে

যে সকল রসের দ্বারা বায়ুর শান্তি হয়, যদি সেই সকল রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা গুণ থাকে; তাহা হইলে তাহারা বায়ুর শান্তি করিতে পারে না। যে সকল রসের দ্বারা পিত্তনাশ হয়, যদি সেই সকল রসে তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহ হইলে তদ্দারা পিত্ত নষ্ট হয় না এবং যে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মার প্রশমন হইয়া থাকে, যদি তাহারা স্নেহ, গৌরব ও শৈত্য গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে, সেই সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে

তত্র শৈত্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশদ্যবৈষ্টম্ভ্যগুণলক্ষণো বায়ুস্তস্য সমানযোনিঃ কষায়ো রসঃ সোঽস্য শৈত্যাৎ শৈত্যং বর্দ্ধয়তি রৌক্ষ্যাদ্রৌক্ষ্যং লাঘবাল্লাঘবং বৈশদ্যাদ্বৈশদ্যং বৈষ্টম্ভ্যা দ্বৈষ্টম্ভ্যমিতি

ঔষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশদ্যগুণলক্ষণং পিত্তং তস্য সমানযোনিঃ কটুকোরসঃ সোঽস্যৌষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যং বর্দ্ধয়তি তৈক্ষ্ণ্যাত্তৈক্ষ্ণ্যং রৌক্ষ্যাদ্রৌক্ষ্যং লাঘবাল্লাঘবং বৈশদ্যাদ্বৈশদ্যমিতি।

মাধুর্য্যস্নেহগৌরবশৈত্যপৈচ্ছিল্যগুণলক্ষণঃ শ্লেষ্মা, তস্য সমানযোনির্ম্মধুরো রসঃ, সোঽস্য মাধুর্য্যান্মাধুর্য্যং বর্দ্ধয়তি স্নেহাৎ স্নেহং গৌরবাদ্গৌরবং শৈত্যাৎশৈত্যং পৈচ্ছিল্যাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি। তস্য পুনরন্যযোনিঃ কটুকো রসঃ স শ্লেষ্মণঃ প্রত্যনীকত্বাৎ কটুকত্বান্মাধুর্য্য মভিভবতি রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং লাঘবাদ্গৌরব মৌষ্ণ্যাৎ শৈত্যং বৈশদ্যাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি। তন্নিদর্শনমাত্র মুক্তং

আবার কষায়রস অতিশয় বায়ুবর্দ্ধক, সুতরাং বায়ুপ্রধান রোগে কখনই প্রয়োগ করিবে না, কারণ কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য বায়ুগুণাধিক বা বায়ুগুণ হইতে উৎপন্ন, শীতলত, রুক্ষত, লঘুত, বৈশদ্য ও বিষ্টম্ভতা বায়ুগুণের লক্ষণ

কষায় রসের শীতলতার দ্বারা বায়ুর শীতলত্ব, রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা লঘুত্ব, বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য এবং বিষ্টম্ভতার দ্বারা বিষ্টম্ভতা বৃদ্ধি হয়।

উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা, লঘুতা এবং বৈশদ্য পিত্তগুণের লক্ষণ ইহার সমানযোনি কটুরস অর্থাৎ পিত্তগুণ হইতে কটুরস উৎপন্ন, সুতরাং কটুরসের উষ্ণতা দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতার দ্বারা পিত্তের তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতার দ্বারা পিত্তের রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা পিত্তের লঘুতা এবং বৈশদ্যের দ্বারা পিত্তের বৈশদ্য বর্দ্ধিত হয়

মাধুর্য্য, স্নেহ, গৌরব, শীতলতা ও পিচ্ছিলতা শ্লেষ্মগুণের লক্ষণ। তাহার সমানযোনি মধুর রস অর্থাৎ মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য সৌম্যগুণযুক্ত, এই হেতু শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে উহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। মধুর রসের মধুরতার দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, স্নেহের দ্বারা স্নিগ্ধতা, গুরুতার দ্বারা গুরুতা, শৈত্যের দ্বারা শীতলতা এবং পিচ্ছিলতার দ্বারা পিচ্ছিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্মার অপর যোনি অর্থাৎ অসমান যোনি কটুরস, শ্লেষ্মার বিনাশের জন্য কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত। কটুরসের কটুতা দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, রুক্ষতার দ্বারা স্নিগ্ধতা ও গুরুতা, উষ্ণতার দ্বারা শীতলতা এবং বৈশদ্যের দ্বারা শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতা নাশ হয়

তত্র বিরেচনদ্রব্যাণি পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠানি পৃথিব্যাপোগুর্ব্ব্যো গুরুত্বাদধো গচ্ছন্তি, তস্মাদ্বিরেচনমধোগুণভূয়িষ্ঠমনুমানাৎ বমন-দ্রব্যাণ্যগ্নিবায়ুগুণভূয়িষ্ঠান্যগ্নিবায়ূ হি লঘু, লঘুত্বাচ্চ তান্যূর্দ্ধমুত্তিষ্ঠন্তি, তস্মাদ্বমনমপ্যূর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠমুক্তমুভয়গুণভূয়িষ্ঠমুভয়তোভাগং। আকাশ-গুণভূয়িষ্ঠং সংশমনং। সংগ্রাহকমনিলগুণভূয়িষ্ঠমনিলস্য শোষণাত্মক-ত্বাৎ। দীপনমগ্নিগুণভূয়িষ্ঠং লেখনমনিলানলগুণভূয়িষ্ঠং। বৃংহণং পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠং এবমৌষধকর্ম্মাণ্যনুমানাৎ সাধয়েৎ।

বিরেচনদ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই অধিক, কারণ পৃথিবী ও জল গুরুতা-প্রযুক্ত অধোগামী, অতএব অধোগুণ বাহুল্যেই বিরেচন হয়। বমনদ্রব্যে অগ্নি ও বায়ুগুণ অধিক, বায়ু ও অগ্নি লঘু, লঘুতাপ্রযুক্ত ঊর্দ্ধগামী, অতএব ঊর্দ্ধগুণ বাহুল্যেই বমন হয়, বমন ও বিরেচন দ্রব্যে ঊর্দ্ধ ও অধোগামী [illegible] গুণই অধিক পরিমাণে থাকে এইরূপ সংশমন অর্থাৎ যে দ্রব্য দ্বারা

দোষের সমতা হয়, তাহাতে আকাশগুণ অধিক এবং সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর শোষণগুণ থাকে বলিয়া উহাতে বায়ুর গুণ অধিক অগ্নিকর ঔষধে অগ্নি-গুণের আধিক্য, লেখনকর ঔষধে বায়ু ও অগ্নি গুণের বাহুল্য এবং পুষ্টিকর ঔষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য, ঔষধের ক্রিয়া এইরূপে সম্পন্ন হয়।

তত্র য ইমে গুণা বীর্য্যসংজ্ঞকাঃ শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমৃদুতীক্ষ্ণ পিচ্ছিলবিশদাস্তেষাং তীক্ষ্ণোষ্ণাবাগ্নেয়ৌ। শীতপিচ্ছিলাবম্বুগুণ-ভূয়িষ্ঠৌ। পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠঃ স্নেহঃ তোয়াকাশগুণভূয়িষ্ঠং মৃদুত্বং বায়ুগুণভূয়িষ্ঠং রৌক্ষ্যং ক্ষিতিসমীরণগুণভূয়িষ্ঠং বৈশদ্যং গুরু-লঘুবিপাকাবুক্তগুণৌ। তত্রোষ্ণস্নিগ্ধৌ বাতঘ্নৌ শীতমৃদুপিচ্ছিলাঃ পিত্তঘ্নাঃ তীক্ষ্ণরুক্ষবিশদাঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ। গুরুপাকো বাতপিত্তঘ্নঃ। লঘুপাকঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ। তেষাং মৃদুশীতোষ্ণাঃ স্পর্শগ্রাহ্যাঃ পিচ্ছিল-বিশদৌ চক্ষুঃস্পর্শাভ্যাং স্নিগ্ধরুক্ষৌ চাক্ষুষৌ শীতোষ্ণৌ সুখদুঃখোৎ-পাদনেন। গুরুপাকঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রতয়া কফোৎক্লেশেন চ। লঘুর্বদ্ধ-বিণ্মূত্রতয়া মারুতকোপেন চ। তত্র তুল্যগুণেষু ভূতেষু রসবিশেষ-মুপলক্ষয়েৎ তদ্যথা মধুরোগুরুশ্চ পার্থিবঃ মধুরঃ স্নিগ্ধশ্চাপ্য ইতি

শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ রুক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও বিশদ, পদার্থের এই গুণগুলিকে বীর্য্য বল যায়। দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নিগুণ থাকিলে, তীক্ষ্ণোষ্ণ বীর্য্য, জলীয়গুণ থাকিলে, শীত ও পিচ্ছিল বীর্য্য, পার্থিব ও জলীয়গুণ থাকিলে, স্নিগ্ধবীর্য্য, জল ও আকাশগুণ থাকিলে, মৃদুবীর্য্য, বায়ুগুণ থাকিলে, রুক্ষ বীর্য্য এবং পৃথিবী ও বায়ুর গুণ থাকিলে, বিশদ বীর্য্য বলা যায়

উষ্ণ বা স্নিগ্ধবীর্য্য বাতঘ্ন, শীত, মৃদু বা পিচ্ছিল বীর্য্য পিত্তঘ্ন এবং তীক্ষ্ণ, রুক্ষ বা বিশদ বীর্য্য শ্লেষ্মঘ্ন। গুরুপাকে বাতপিত্তের এবং লঘুপাকে শ্লেষ্মার শান্তি হয়।

মৃদু, শীতল ও উষ্ণগুণ স্পর্শের দ্বারা জানা যায় পিচ্ছিল ও বিশদ দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা জানা যায় স্নিগ্ধ ও রুক্ষ দর্শনের দ্বারা জানা যায় এবং শীত-বীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা জানা যায়

লঘুপাকে বিষ্ঠা এবং মূত্র রুদ্ধ হয় ও তৎপ্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয় যে দ্রব্যের

যেরূপ রস, তাহার গুণও তদনুযায়ী হয় মধুর রস হইলে, গুরুপাক ও পার্থিব গুণবিশিষ্ট এবং মধুর ও অম্ল হইলে, জলীয় গুণ বিশিষ্ট হয়

গুণা য উক্তা দ্রব্যেষু শরীরেষ্বপি তে তথা।
স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াস্তস্মাদ্দেহিনাং দ্রব্যহেতুকাঃ

সংক্ষেপে চিকিৎসার বিষয় কিছু বলা হইল আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইতেছি যে সৃষ্টি ও তদুৎপন্ন সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক, শাস্ত্রের প্রমাণও অনেক উদ্ধৃত করিয়াছি, সুশ্রুতোক্ত ধন্বন্তরির বাক্যেও প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্রব্য সকলে যে সকল গুণ বর্ত্তমান আছে, শরীরেও সেই সকল গুণ বর্ত্তমান, এবং তাহারা শরীরে তদ্রূপ কার্য্য করে বলিয়া দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একের বৃদ্ধিতে অন্যের হ্রাস, একের পরাভবে অন্যের প্রভাব, কিন্তু ইহা সত্য হইলেও সহজে কি কেহ হ্রস্ব বা খাটো হইতে চায়? না সহজে কেহ কাহারও নিকট পরাভব স্বীকার করে? খাটো হইতে চায় না বলিয়াই, পরাভব স্বীকার করে না বলিয়াই সর্ব্বত্র ঠেলাঠেলি, বাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষ্যা দ্বেষ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের মধ্যেই এই ভাব বর্ত্তমান ইহাদের মধ্যেই যখন এই ভাব, তখন বায়ু, পিত্ত, কফ বা বায়ু, অগ্নি ও জলের মধ্যেই বা এভাবের ব্যতিক্রম হইবে কেন? মানুষও ভূত এবং পদার্থসকলও ভূত, সুতরাং এভাবের ব্যতিক্রম হইতেই পারে না আরও একটা কথা এই, সকলেই ন্যায়বান্ নহে, জগতে ন্যায় অন্যায় সবই আছে, অন্যায়ের পোষকতা বা বল-বৃদ্ধির সহায়তা করিলে, সে কেনই বা বলীয়ান্ না হইবে? এ নিয়ম সর্ব্বত্র, তাই শরীরের বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা-বৃদ্ধির যে কোন রকমেই হউক, সহায়তা করিলেই, যে কোন একটি বলবান্ হইবে তাহাদের মধ্যে সমতা উৎপাদন করিতে হইলে, তাহাদের প্রত্যেকের উৎপত্তি ও স্বভাব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। আগুনে কখনও আগুন নির্ব্বাপণ করিতে পারে না, কিন্তু জলে আগুন নিবাইতে পারে, দেহে পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, তদ্রূপ জলীয় দ্রব্য দ্বারা পিত্তের শান্তি করিতে হয়। আবার দাইল ব্যঞ্জনে জল বেশী হইলে, যেমন অগ্নির তাপে সেই জল শুষ্ক করিতে হয়, তদ্রূপ দেহে শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা সেই জল শুষ্ক করিতে হয় বহির্জ্জগতে যেমন জল অগ্নির উত্তাপে

শোষিত হয়, দেহের জলও তদ্রূপ অগ্নিগুণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা শোষিত হয়। পাকা রাজমিস্ত্রী যেমন গাথুনীর উপর বেশী জল পতিত হইলে, শুষ্ক খোয়া সেই জলে ফেলিয়া জল শোষণ করে, তদ্রূপ অগ্নিগুণবিশিষ্ট পিপুলচূর্ণ দ্বারা আমরা দেহের জল শোষণ করিতে পারি বেশী জলে পাচকাগ্নি আর্দ্র হইলে বা সর্দ্দিকাস হইলে, ইহা জলশোষণ ও জলের গুরুতা নষ্ট করিয়া অগ্নি উদ্দীপ্ত করে বহির্জগতে দেখিতে পাই, দুগ্ধ উত্তোলিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় দুগ্ধের এই যে ঊর্দ্ধগমন, ইহার সহিত দোষ প্রকোপের তুলনা হইতে পারে। যখন দোষ প্রকুপিত হয়, তখন বায়ু তৎসঙ্গে মিলিত হইয়া নেতারূপে, চালকরূপে সকল কর্ম্মের অগ্রণী হয় অগ্রেই বলিয়াছি, যেখানে বায়ু, সেখানে অগ্নি ও জল, দুগ্ধের উত্তোলন কার্য্যেইবা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? তাই দেখিতে পাই, দুগ্ধ হাঁড়ীতে করিয়া চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে তাপ দিলে, দুগ্ধ উষ্ণ হয় এবং বেশী উষ্ণ হইলেই উত্তোলিত হয় কারণ বায়ু ঊর্দ্ধগামী, তাহার জন্মস্থান আকাশ, সে আকাশগামী হইতে চায়, কিন্তু দুগ্ধে যে স্নেহ পদার্থ থাকে, তাহারা পরস্পর একত্র সংলগ্ন হইয় বায়ুকে আবৃত করিয়া ফেলে, উত্তোলনের ইহাই কারণ বায়ু বায়ুর সহিত, তেজ তেজের সহিত, জল জলের সহিত মিশিতে চায়, ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম গাঁজাখোর গাঁজাখোরকেই চায়, গুলিখোর গুলিখোরকেই চায়, সাধু সাধুরই সন্ধান করে, কারণ সাধুর সহিত চোর, গাঁজাখোর বা গুলিখোরের মিল হয় না বা হইতে পারে না।

যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই এই তত্ত্ব পরিস্ফুট; ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই ধর্ম্ম, সকলেই সমানযোনিতে আকৃষ্ট হয় এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুগ্ধে স্নেহ পদার্থ আছে, তদ্দ্বারাই বায়ু আবৃত হয়, কিন্তু দাইল ব্যাঞ্জনাদি উত্তোলিত হয় কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ঐ সকল পদার্থেও স্নেহ-পদার্থ আছে, নচেৎ দাইল ব্যঞ্জনাদি উত্তোলিত হইতে পারে ন, কিন্তু তৈলঘৃতাদি অপেক্ষা এই সকল দ্রব্যে স্নেহের ভাগ বড় কম, সেইহিসাবে ইহারা স্নিগ্ধ পদার্থের পর্য্যায়ভুক্ত নহে আর এই জন্যই জল উত্তোলিত হইয়া অর্থাৎ উথলিয়া পড়ে না। দাইল ও ব্যঞ্জনাদির উত্তোলন-নিবারণার্থে আমরা যেমন স্নিগ্ধ ও শৈত্য দ্রব্য অর্থাৎ একটু তৈল ব জল তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করি, পিত্তের উত্তোলন বা প্রকোপাবস্থা নিবারণের জন্যও তদ্রূপ শৈত্যদ্রব্য বা স্নিগ্ধ-দ্রব্য প্রয়োগ করা যায় শৈত্য দ্রব্যেরও বায়ু পিত্ত প্রশমন করিবার ক্ষমতা আছে

গৎ তৈলঘৃতাদিরও বায়ুপিত্ত প্রশমনের শক্তি আছে শৈত্য দ্রব্য যথা—পেপে, ডাব, শতমূলী প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্য যথা তৈলঘৃতাদি এইরূপে বায়ুর সমতার জন্য জল ব অগ্নির প্রয়োজন, কারণ অগ্নি ও জল ব্যতীত বায়ুর দ্বারা বায়ুর কখনই সমতা হইতে পারে না বায়ুর সহিত বায়ু মিশিলে ঝড় বা মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে যে ইহাই রোগ ইহাই দেহের অসুস্থতা, ইহাই একের সহিত অপরের সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষণের কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক ভূতের স্বভাবই দ্বন্দ্ব তাহাদের স্বভাবই সঙ্ঘর্ষণ আকাশের সহিত বায়ু মিলিত হইয়াই প্রথম সঙ্ঘর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, সেই সঙ্ঘর্ষণেই অগ্নির উদ্ভব, আবার আকাশ, বায়ু ও অগ্নির সঙ্ঘর্ষণে জলের উৎপত্তি চিকিৎসা করিতে হইলে এই সৃষ্টিতত্ত্বটুকু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যেখানে আকাশ, সেখানেই বায়ু, যেখানে বায়ু সেই খানেই অগ্নি, আবার যেখানে ঐ তিনের সমন্বয়, সেই খানেই জল বায়ু স্বতঃসিদ্ধ, বায়ু কাহারও অপেক্ষা করে ন বায়ুই শ্বাস প্রশ্বাস, বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সকলের চালক, সর্ব্বদা তেজোময় আমরা স্থূল দর্শনে দেখিতে পাই, রৌদ্রের বা অগ্নির তাপে জল শুষ্ক হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অগ্নির শোষণ গুণ নাই, তবে উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী বলিয়া শোষণে বায়ু অগ্নির সহায়তা করে মাত্র, কারণ বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি বিজ্ঞান-মতে অগ্নির শোষণগুণ নাই, দহন পচনাদি গুণ আছে, তবে বায়ু, তেজ ও জল পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পর পরস্পরের উদ্ভবের কারণ বলিয়া পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের সহায়তা করে একদিকে ঘনিষ্ঠতা বা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য, অপরদিকে দ্বন্দ্ব বা শত্রুত। যখন তিন সমভাবে থাকে, তখনই মিশামিশ, আবার যখন একের প্রভাব অধিক হয়, তখনি অমিল দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের প্রতিকার বা সমতা করিতে হইলে, বলবানের বল খর্ব্ব করিতে হয়। ইহাকেই দোষের সমতা বা চিকিৎসা কহে।

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্মতৈৎ ভিষজাং মতং।

যে সকল ক্রিয়াদ্বারা শারীরিক ধাতুসকল সমতাপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলে। ইহাই চিকিৎসকদিগের করণীয় ধাতু শব্দে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। যেমন বিবিধ কারণে

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তদ্রূপ রসরক্তাদিরও হ্রাস বৃদ্ধি হয় আবার যেমন বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক আহারে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা বা ঐ সকল পদার্থের সমগুণ বিশিষ্ট আহার দ্বারা রক্তাদিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়

শ্লেষ্মা গুরু, অগ্নি তদপেক্ষা লঘু এবং অগ্নি অপেক্ষা বায়ু আরও লঘুপদার্থ বহির্জগতে আমাদিগকে সর্ব্বদা এই লঘু গুরুর ব্যাপারে বিব্রত হইতে হয় তণ্ডুল গুরু পদার্থ, তাহাকে অন্নে পরিণত করিতে লঘু পদার্থ অগ্নি ও বায়ুর প্রয়োজন অগ্নিতে পরিপক্ক হইলেই, তাহা লঘু হয়, লঘু হয় বলিয়াই সহজে হজম হয় এইরূপ দাইল, তরকারী ও মাংস প্রভৃতি গুরু পদার্থকে লঘু করিয়া উদরস্থ করিতে হয়, নচেৎ উদরাগ্নি পরিপাক করিতে পারে না। জল গুরুপদার্থ শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কিন্তু সিদ্ধ করিলে, তাহাও অত্যন্ত লঘু এবং শ্লেষ্ম নাশক হয় পৃথিবীর এই নিয়ম, গুরুকে লঘু ও লঘুকে গুরু করিয়া একের প্রভাব খর্ব্ব ও অন্যের প্রভাব বৃদ্ধি না করিলে, লঘু গুরুর দ্বারা সংসারের কোন বড় কাজ হয় না অতি স্থূলকায় মানুষ স্থূলতাবশতঃ কোন কাজ করিতে পারে না, তাহাকে ঔষধের দ্বারা কৃশ করিয়া কাজে লাগাইতে হয় এই সকল কার্য্যকে সংশমন বলা যায়, কিন্তু যেখানে এইরূপে কার্য্যসাধিত না হয় বা দোষের প্রবলতাবশতঃ ঔষধ তাহাকে পরাভব করিতে না পারে, সেখানে বমন ও বিরেচন দ্বার দোষ বাহির করিয়া দিতে হয়, ইহাই বমন বিরেচনের কার্য্য সংশমন দ্রব্যে আকাশগুণ অধিক, সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুরগুণ অধিক, আগ্নেয় ঔষধ অগ্নিগুণাধিক, লেখনকর অর্থাৎ কৃশতাকারক ঔষধ বায়ু ও অগ্নিগুণাধিক এবং পুষ্টিকর ঔষধ পার্থিব ও জলীয় গুণাধিক

বমন বিরেচন।

বিরেচন দ্রব্যে পৃথিবী ও জলের গুণই অধিক, কারণ পৃথিবী ও জল সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, এই গুরুত্ব হেতু অধোগামী এবং বিরেচক পরন্তু ভূমি ও জলের দিকে তাহার গতি, তাই বিরেচন সেবনে বিরেচনই হয়, বমন হয় না এইরূপ বমনদ্রব্যে আকাশ ও বায়ুর গুণই অধিক, আকাশ ও বায়ু অত্যন্ত লঘু, একারণ বমনদ্রব্য হৃদাকাশ হইয়া ঊর্দ্ধে মুখাকাশে ধাবিত হয়। বমন বিরেচনের রহস্য এই। তার বমন ও বিরেচন উভয় গুণবিশিষ্ট।

সংশমন, সংশোধন, সংগ্রহণ।

চিকিৎসাকার্য্য তিনপ্রকার, যথা—সংশমন, সংশোধন ও সংগ্রহণ দোষ-শব্দে বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধিরূপ বৈষম্যভাবের সমতা-সম্পাদনের নাম চিকিৎসা সমত তিনপ্রকারে করা যায় প্রথমতঃ বমন বা বিরেচন ব্যতীত যে চিকিৎসা কর যায়, তাহাকে সংশমন কহে দ্বিতীয়তঃ বমন বিরেচনের দ্বারা ঊর্দ্ধাধোদোষের বহিষ্করণের নাম সংশোধন তৃতীয়তঃ বমন ব বিরেচন বন্ধ করার নাম সংগ্রহণ এই ত্রিবিধ চিকিৎসা কার্য্যের জন্য ঔষধও ত্রিবিধ, যথা সংশমন, সংশোধন ও সংগ্রাহক

প্রলেপ

গর্ভশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ আজীবন প্রলেপের মধ্যে অবস্থান করে, প্রলেপ ব্যতীত মানুষ বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না জঠরে অবস্থান-কালে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাবরক চর্ম্মবেষ্টনী প্রথম প্রলেপ, মাতৃদেহ দ্বিতীয় প্রলেপ। ভূমিষ্ঠ হইবার পর অঙ্গরক্ষক, তৈল-মর্দ্দন ও গৃহরূপ নানাবিধ প্রলেপের মধ্যে অবস্থান করিতে হয় প্রলেপ ব্যতীত মানুষ বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না। প্রলেপের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন জল, বায়ু ও তাপের প্রভাব হইতে শরীরকে রক্ষা করা। যে বায়ু, অগ্নি ও জল জীবজন্তুর প্রাণ, সেই বায়ু, অগ্নি ও জলই জীবজন্তুর প্রাণ নাশক বায়ু, অগ্নি ও জলের প্রভাবেই তাহারা বাচে, মরে ও বিকৃত হয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, জল, বায়ু ও অগ্নির প্রভাব হইতে তাহাকে রক্ষ করিবার জন্য তৈলমাখান হয় তৈল বায়ু ও তাপ-নাশক, কেবল শরীরস্থ বায়ু পিত্ত নাশ করে না, বহির্জগতের বায়ু ও তাপের প্রভাবকেও পরাভব করে, তৈলের প্রভাবে বায়ুর শোষণ ও অগ্নির দহনগুণ পরাভূত হইয়া দূরে পলায়ন করে, তাই তৈলমাখান হয় তৈলের গুণ অসংখ্য তৈলমর্দ্দনে নিউমোনিয়া প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মঘটিত পীড়া উপস্থিত হইতে পারে না তৈলমর্দ্দন অতি চমৎকার প্রলেপ সাবান নিম্নশ্রেণীর প্রলেপ যে বস্তুর যতটুকু পরমায়ু, সেই পরমায়ু অতীত হইলেই, তাহার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দেয়। মৃত্যু হইলেই দেহ পচে গলে, এই যে পচন, গলন ও দহন প্রভৃতি কার্য্য, ইহার মূলে বায়ু, অগ্নি ও জল।

ফলের আয়ু পরিপক্কতা পর্য্যন্ত, কারণ ফল পরিপক্ব হইলেই বিকৃত হইতে আরম্ভ হয় জীবজন্তুর আয়ু যাবৎ মৃত্যু না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৃত্যু হইলেই

দেহ বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বিকৃতভাব হইতে মানুষ বিজ্ঞানবলে মৃতদেহ, মৎস্য, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি বহুকাল যাবৎ রক্ষা করিতে পারে ইহাই বিজ্ঞানের প্রভাব যদ্দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা হয়, তাহাকে প্রলেপ বলা যায়

মৎস্য বরফ চাপা দিয়া রাখিলে বা তৈলসিক্ত করিলে, পচে না ফল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য তৈল বা চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিলে, টাট্‌কা থাকে। মৃতদেহ তৈলকুম্ভে রাখিলে, অবিকৃত থাকে ফলতঃ স্নেহপদার্থের গুণ অসীম রামায়ণে দেখিতে পাই, দশরথ রাজার মৃত্যু হইলে, ভরতের আগমন পর্য্যন্ত মৃতদেহ তৈলকুম্ভে নিমজ্জিত করিয় রাখ হইয়াছিল। এত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আর্য্যেরা এ সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন

আমরা আয়ুর্ব্বেদ মতে যে সকল প্রলেপের ব্যবস্থা করি, তাহা স্থানিক প্রলেপ কোন স্থান সীমাবদ্ধভাবে ফুলিয়া উঠিলে, সেই স্থানে দোষ-বিশেষে বায়ু, অগ্নি বা জল নাশক প্রলেপের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার উদ্দেশ্য দেহস্থ বায়ু, অগ্নি ও জলের সমতা কর

তৈল ঘৃত

তৈল ঘৃত যে কতই উপকারী, তাহা একমুখে বলা যায় না, কিন্তু বর্ত্তমানে তৈল ঘৃতের ব্যবহার একপ্রকার রহিত হইয়াছে তৈল ঘৃত মর্দ্দন ও পান এক্ষণে অসভ্যতার লক্ষণ ইহা অপেক্ষা অধঃপতনের দৃষ্টান্ত আর কিছুই নাই তৈল ঘৃতাদি ব্যবহার কর্ত্তব্য কেন কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্যবহার্য্য এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে, আমি এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

নানা কারণে দেহ সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তন্মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাত, বাহ্যসন্তাপ ও শুক্রক্ষয় এই সকল কারণ ও নানা প্রকার রোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে কোন কারণেই হউক শরীরে যে স্নেহ আছে, তাহার অংশ কম পড়িলে, মেসিন ভাল চলে না। শুক্র দেহের স্নেহ, সন্ধিস্থানে যে শ্লেষ্মা থাকে, তাহাও স্নেহ। স্নেহ শব্দে তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত পদার্থ কিম্বা বাঙ্গালায় যাহাকে তেল্‌তেলে বলে, তাহা যাহাতে থাকে, সেই পদার্থ; প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে এই পদার্থ আছে, না থাকিলে, দেহরূপ মেসিন কিছুতেই চলিতে পারে না শরীরের সন্ধিসমূহে শ্লেষণ নামক যে পদার্থ থাকে তাহাও স্নিগ্ধ পদার্থ এই পদার্থ সন্ধিস্থানে আছে বলিয়া

জীবজন্তু হস্তপদাদি চালন করিতে পারে কোন অঙ্গের সন্ধিস্থলের এই স্নেহ বিলুপ্ত হইলে, সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, শুষ্ক হইলে, সেই অঙ্গ আর খেলে না অর্থাৎ চালনা করা যায় না, চালনা করিতে না পাবার কারণ আকুঞ্চণ ও প্রসারণের অভাব, ইহাকেই বাত বলে এতদ্ব্যতীত দহন শোষণাদির জন্য শরীরে চর্ব্বির অংশ কম পড়ে, চর্ব্বির ভাগ কম পড়িলে, শরীরে আকুঞ্চণ-প্রসারণ ক্রিয়া উত্তমরূপে হয় না, শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন হয় যে জন্তুর শরীরে চর্ব্বি যত বেশী, তাহার শরীরে রক্ত এবং বল তত বেশী, যাহার শরীরে চর্ব্বি যত কম, তাহার শরীরে রক্ত এবং বলও তত কম আবার যাহার শরীরে বল যত বেশী, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া তত বেশী জোরে অথচ আস্তে আস্তে সম্পন্ন হয়, এবং যাহার শরীরে বল যত কম, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস তত কম জোরে অথচ দ্রুতগামীসম্পন্ন হয়। ইতরপ্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দর্শন করিলে, এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া আকুঞ্চণ ও প্রসারণ এই আকুঞ্চণ ও প্রসারণ শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদযন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের দ্বারা হয়। যখন বাহিরের বায়ু গ্রহণ করা যায়, তখন ফুস্‌ফুস্ ফুলিয়া উঠে, সেই চাপে সকল শরীরে বায়ু প্রসারিত হয় আবার যখন বায়ু ত্যাগ করা যায়, তখন ফুস্‌ফুস্ ছোট বা সঙ্কুচিত হয় এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ যে কেবল ফুস্‌ফুসেরই হয়, তাহা নহে, রসবহা ও রক্তবহ সমস্ত ধমনীর তথা সমস্ত অবয়ব ও প্রত্যেক লোমকূপের পর্য্যন্ত হয়। ফলতঃ এই আকুঞ্চণ প্রসারণেই দেহ তথা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে ইহা বায়ুর ক্রিয়া বায়ু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আকুঞ্চণ প্রসারণ দ্বারা সর্ব্বদা কম্পিত করিতেছে। এই কম্পন ও কম্পন হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ জলীয়দ্রব্য ও শরীরের স্নেহপদার্থকে শোষণ করে। এই শোষণ ও দহনের প্রশমনার্থ স্নেহপদার্থের প্রয়োজন। শোষণ দহনের প্রভাব নিবারণার্থ যেমন বহির্জগতে জলের প্রয়োজন; তদ্রূপ দেহ মধ্যে চর্ব্বি ও শ্লেষ্মার প্রয়োজন পরন্তু চর্ব্বি বা স্নেহময় পদার্থ শরীরে না থাকিলে, আকুঞ্চণ-প্রসারণ হয় না, লোমকূপের ছিদ্রসকল বুজিয়া যায় ও ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে কঠিন মল ত্যাগকালে যে কুন্থনের বেগ দিতে হয়, সেই বেগে সমস্ত লোমকূপ প্রসারিত বা বিস্ফারিত হইয়া পড়ে, ইহাকেই প্রসারণ কহে, ইহার বিপরীত অবস্থা আকুঞ্চণ যাহার শরীরে এই স্নেহময় পদার্থ বেশী আছে, তাহার শরীর তত চক্‌চকে, তাহার আকুঞ্চণ-প্রসারণ তত ভাল হয় এবং তাহার স্বাস্থ্যও তত ভাল থাকে এঞ্জিনে মধ্যে মধ্যে তৈল দ্রা

দিলে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, গাড়ীর চাকায় তেল না দিলে, চাকা ঘুরিতে ঘুরিতে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় এবং গাড়ী প্রভৃতি জলিয়া উঠে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যেমন গাড়ীর চাকা বা এঞ্জিন, শরীরও তদ্রূপ। শরীরে মধ্যে মধ্যে তেলঘৃত দেওয়া খুবই ভাল, দিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে আয়ুর্ব্বেদ-মতে যে সকল তৈল ও ঘৃত পানের ব্যবস্থা আছে, তাহা বহু ভেষজপরিপক্ক, সুতরাং অতি উপকারী বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর পাচকাগ্নি এত নিস্তেজ যে, তৈলঘৃত অনেক স্থলে পরিপক্কই হয় না; সুতরাং একটু বিবেচনা করিয়া স্নেহপদার্থ প্রয়োগ করা উচিত রুক্ষ শরীরেই তৈলঘৃত বেশী উপকারী। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, শরীরও রুক্ষ বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ রুক্ষ শরীর ব্যতীত মল কদাপি কঠিন হইতে পারে না তৈল ও ঘৃত প্রয়োগের ইহাই প্রশস্ত সময় এই অবস্থায় তৈলঘৃত প্রয়োগ করিলে, অসাধারণ উপকার হয় অপান বায়ুর সঙ্কোচন শক্তিতে গ্রহণী নাড়ী সঙ্কুচিত হইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়, তৈলঘৃত পানে ঐ গ্রহণী নাড়ীর ছিদ্র প্রসারিত হওয়াতে কোষ্ঠ খোলসা হয় ইহাকেই অপান বায়ুর অনুলোম বা অধোগামিনী ক্রিয়া কহে তৈলঘৃত পানে যে কার্য্য হয়, মর্দ্দনেও সেই কার্য্য হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয় [illegible] দাস্তে তৈলঘৃত প্রয়োগ অকর্ত্তব্য, কারণ অল্প আগুনে স্নেহপ্রদান করিলে, আগুন নিবিয়া যায়

আহারঃ।

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ

বিপক্কঃ পঞ্চধা সম্যক্ গুণান্ স্বানভিবর্দ্ধয়েৎ

পঞ্চভূতাত্মক দেহে পঞ্চভূতাত্মক আহারীয় দ্রব্য পঞ্চ প্রকারে পরিপক্ক হইয়া দেহগত স্বীয় স্বীয় পার্থিবাদি ভাগের পোষণ করে।

যে বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্

সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।

যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসকালে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে। প্রাণবায়ু ভুক্তদ্রব্য গলাধঃকরায়, প্রাণবায়ুর শক্তির প্রভাবেই অন্ননালী দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পতিত হয় প্রাণবায়ুই জীবন-রক্ষার কারণ

যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ।

মাধুর্য্যং ফেণভাবঞ্চ ষড়সোঽপি লভেত সঃ॥

ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নং সংহতঞ্চ ভিনত্ত্যতঃ।

ক্লেদন নামক আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা ভুক্তদ্রব্যকে ক্লিন্ন বা আর্দ্র করিয়া তাহার জমাট ভাঙ্গিয়া দেয়, সুতরাং ভুক্তদ্রব্য বহু সূক্ষ্মভাগে বিভক্ত হয়

ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ প্রাণবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া আমাশয়ে গিয়া অবস্থিতি করে, পরে মধুর রস ও ফেণভাবাপন্ন হইয়া ষড়্রসত্ব প্রাপ্ত হয়।

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্

ঔদর্য্যোঽগ্নির্য্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্

জল ও তণ্ডুলপূর্ণ হাঁড়ী চুল্লীর উপরে স্থাপন করিলে, তন্নিম্নস্থ অগ্নির দ্বারা যেরূপ তণ্ডুল সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ সমান বায়ুর দ্বারা প্রদীপ্ত পাচকাগ্নি আমাশয়স্থ ভুক্ত পদার্থের পাকক্রিয়া সম্পন্ন করে

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা।

পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তিহি।

অগ্নিও পাঁচ প্রকার এবং ভুক্তদ্রব্যও পঞ্চভূতাত্মক, সুতরাং আগ্নেয় পাচক পিত্ত দ্বারা সন্ধুক্ষিত হইয়া দেহস্থ পার্থিবাগ্নি ভুক্তপদার্থের পার্থিবাংশ, জলীয়াংশ, আগ্নেয়াংশ, বায়ব্য অংশ ও আকাশীয় অংশকে পরিপাক করে, পরন্তু এই পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা শরীরস্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের অংশ পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত শাস্ত্রে বলেন

ভুক্ত্বা পাদশতং গত্বা বামপার্শ্বেন সংবিশেৎ

শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধাংশ্চ মনসঃপ্রিয়ান্॥

ভুক্তবানুপসেবেত তেনান্নং সাধু তিষ্ঠতি।

আহারান্তে শতপদ গমন করিয়া বামপার্শ্বে উপবেশন করিবে। তৎপর মনের প্রিয় শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধদ্রব্য উপভোগ করিবে এইরূপ করিলে, ভুক্তদ্রব্য স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তমরূপে পরিপাক হয় ভোজনান্তে এইজন্য শ্রমজনক কর্ম্ম বা ভ্রমণ করা অনুচিত

মল মূত্র ও রস-রক্ত।

আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ।

শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ।

শেষং কিট্টঞ্চ যত্তস্য তৎ পুরীষং নিগদ্যতে
সমানবায়ুনা নীতস্তিষ্ঠতি মলাশয়ে

বিপক্কস্যাহারস্য সারে নিগদিতো রসঃ, শেষো গ্রহণীস্থো মলদ্রবঃ, মলদ্রবস্য জলভাগঃ শিরাভির্বস্তিং নীতো মূত্রং ভবতি তৎ মলাশয়েহপানবায়ুনা প্রেরিতং মূত্রং মেঢ্রভগমার্গেণ, পুরীষং গুদমার্গেণ বহির্য্যাতি তথাচোক্তং —

মূত্রঞ্চোপস্থমার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ
অপান বায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্য্যাতি শরীরতঃ

রসস্তু সমানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরান্তকস্য রসস্য স্থানং হৃদয়ং গত্বা তেন সহ মিশ্রিতো ভবতি

তথাচোক্তং রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমান মারুতেরিতঃ
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ।
কেদারেষু যথা কুল্যাঃ পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ।
তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ
রসস্তু ত্রিধা বিভজ্যতে তথা চোক্তং
স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তথ্যাংশশ্চ তত্রৈত্র ত্রিধা রসঃ।
স্বং স্থূলোহংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলম্।

অস্যায়মর্থঃ স্থূলোহংশঃ স্বংস্থিতি, যথা স্বত স্তিষ্ঠতি সূক্ষ্মোহংশঃ পরং দ্বিতীয়ং ধাতুং যাতি, তন্মলঃ রসাদিমলঃ শরীরারম্ভকং তত্তদ্ধাতুমলং যাতীত্যর্থঃ যথা লৌকিকাগ্নিনেক্ষুরসঃ পচ্যতে, তথা শরীরারম্ভকস্য রসস্যাগ্নিনাহাররসঃ পচ্যতে

যেমন কর্ম্মকার ভস্ত্রা অর্থাৎ চামড়ার থলিয়া পরিচালন করিয়া আগুণে ফুঁ দিয়া পাত্রের অগ্নিকে জ্বলন্মোন্মুখ রাখে অর্থাৎ নিবিতে দেয় না, তদ্রূপ প্রাণ ও অপান বায়ুর ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা প্রকাশযস্থ তিল পরিমাণ অগ্নি সর্ব্বদা জ্বলন্ত থাকে। বায়ুর সহিত তেজ অর্থাৎ অগ্নি সর্ব্বত্র সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান, একটু ঘাতপ্রতিঘাত বা ঘর্ষণেই তাপ অনুভব করা যায়, আবার বেশী ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে মহাপ্রলয়কারী দাবাগ্নি বা দাবা-

নলের সৃষ্টি হয় যেমন বাহ্য বায়ুর সহিত অগ্নি বর্ত্তমান থাকিলেও তদ্দ্বা তণ্ডুলাদি সিদ্ধ হইতে পারে না, পৃথক্ অগ্নির প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ শ্বাস প্রশ্বা দ্বারা সর্ব্বদা তাপোদ্ভব হইলেও, পৃথক্ অগ্ন্যাধার ও অগ্নির প্রয়োজন, তা পক্বাশয়রূপ অগ্ন্যাধারে তিলপ্রমাণ অগ্নি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেই অগ্নিরে চর্ম্মথলীরূপ দেহস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসরূপী বায়ু সর্ব্বদা "ফু" দিয়া জ্বলনোন্মুখ রাখি তেছে এই "ফু" দেওয়া যখন বন্ধ হইবে, তখন জীবন প্রদীপও নিবিয় যাইবে আহার পাচকাগ্নির দ্বারা এইরূপে পরিপাক হইয়া তাহার সারাংশ রস নামে কথিত হয় এবং গ্রহণীনাড়ীস্থ অবশিষ্ট ময়লার অংশ মল নামে অভিহিত হয় এই ময়লা আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া জলীয় অংশ মূত্রবাহিনী শিরা দ্বারা বস্তিদেশে নীত হইলে, তাহাকে মূত্র বলা যায় এবং অবশিষ্ট কঠিন অংশ মল অর্থাৎ বিষ্ঠা নামে অভিহিত হইয়া থাকে অতঃপর মলাশিরস্থ অপান বায়ুর দ্বারা বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের মূত্র চালিত হইয়া পুরুষেঃ শিশ্নের ছিদ্র দ্বারা, স্ত্রীদিগের যোনিরন্ধ্র দ্বারা এবং মল উভয়ের মলদ্বার দিয় বহির্গত হয়। অনন্তর রস নাভিস্থ সমান বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া রসবাহিনী ধমনী দ্বারা শরীরপোষক স্থায়ী রসের আধারস্থান হৃদয়ে গমন করিয়া স্থায়ী রসের সহিত মিলিত হয়, অনন্তর ব্যান বায়ু দ্বারা সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয় রক্তাদি সমস্ত ধাতুর পোষণ ও বর্দ্ধন করে যেমন জলহীন প্রদেশে বিস্তী শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থানে জলাশয় খনন করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়, হৃদয়স্থ রস ব্যানবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গে গমন করে

ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ তত্র স্থূলোভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি সকলশরীরাধিষ্ঠানেন ব্যান-বায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ পোষণ স্নেহন জঠরানলোষ্মকৃত সন্তাপনিবারণাদিভিগুণৈঃ সকলশরীরং পুষ্ণাতি ততঃ সূক্ষ্মো ভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্যস্থানং যকৃৎ প্লীহরূপং গত্বা তেনসহ মিলিতো ভবতি। ততঃ প্রাক্তনস্থ রক্তস্যাগ্নিনা প্রাক্তনরক্তধাতাবেব তিষ্ঠতি

তথাচোক্তং। বপুঃ শরীরে শব্দার্চির্জলসন্তানবৎ ত্রিধা।
সঞ্চরত্যনুরূপোঽয়ং নিত্যমেব হি দেহিনাম্

ততঃ সারভূতস্যাহারবসস্য দ্বৌভাগৌভবতঃ, স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ, স্থূলো-ভাগে রঞ্জকাখ্যেন পিত্তেন রক্তীকৃতঃ শরীরারম্ভকং রক্তং পোষয়ন্ ব্যান বায়ুনা প্রেরিতে ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ সকল শরীরগতানি রুধিরাণি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মোভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরা-ভিশ্চ শরীরারম্ভকানিমাংসানি যাতি।

ততঃ মাংসাগ্নিনা পচ্যমানঃ মাংসেষ্বেব তিষ্ঠতি, ততঃ পচ্যমানা-ত্তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি, তদ্বায়ুনা ক্ষিপ্তং কর্ণাবাগত্য কর্ণবিড্ভবতি।

ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। ততঃ স্থূলোভাগো মাংসানি পুষ্ণাতি, সূক্ষ্মোভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শরীরারম্ভকস্য মেদসঃ স্থানমুদরং যাতি ততো মেদসো-ঽগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানো মেদস্যেব তিষ্ঠতি ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি প্রস্বেদরূপঃ স চ শীতঃস্রোতস্বেব তিষ্ঠতি, শরীরোষ্মণা ভিতপ্তশ্চেত্তদা ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরামার্গৈ র্লোমকূপেভ্যো বহির্য্যাতি।

ততঃ সারভূতরসস্য দ্বৌভাগৌভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ তত্র স্থূলো-ভাগো মেদঃ পুষ্ণাতি, উদরে তিষ্ঠন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো স্রোতো-মার্গৈঃ সূক্ষ্মাস্থিতাস্থ্যপি মেদাংসি পুষ্ণাতি। সূক্ষ্মোভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণ্যস্থীনি যাতি। ততোঽ-স্থ্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমান অস্থিষ্বেবতিষ্ঠতি ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি সচ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরাভির্ম্মার্গেণাগত্যাঙ্গুলিষু নখা স্তনৌ লোমানি যান্তি

ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ, স্থূল সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলো-ভাগো অস্থীনি পুষ্ণাতি সূক্ষ্মোভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈর্ম্মজ্জস্থানানি স্থূলাস্থ্যভ্যন্তরাণি যাতি।

ততো মজ্জাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ মজ্জস্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্য-মানাত্তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তচ্চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতং শিরামার্গৈ র্নয়নোবাগত্য নেত্রবিট্ চক্ষুঃস্নেহশ্চ ভবতি

ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ, স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলোভাগো মজ্জানং পুষ্ণাতি ততঃ সূক্ষ্মোভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শুক্রস্যস্থানং, সকলং শরীরং গত্বা শরীরারম্ভকেণ শুক্রেণ সহ মিশ্রিতো ভবতি ততঃ শুক্রস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যতে। পচ্যমানে তস্মিন্মলং নাস্তি, সহি সহস্রধাধ্মাতসুবর্ণবৎ

তথাচোক্তং।

স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জান্তেষু রসাদিষু।
ষট্‌সু ধাতুষু জায়ন্তে মলা ন মুনয়ো জগুঃ
যথা সহস্রধাধ্মাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে
তথা রসে মুহুঃ পক্কে ন মলং শুক্রতাঙ্গতে

ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ, স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলোভাগঃ শরীরারম্ভকং শুক্রং যাতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি। সূক্ষ্মঃ স্নেহভাগ ওজঃ।

তস্যলক্ষণমাহ।

অষ্টবিন্দুপ্রমাণং তদীষদ্রক্তং সপীতকম্।
অগ্নিসোমাত্মকত্বেন দ্বিরূপং বর্ণিতন্তু তৎ

বাগ্‌ভটেতু। ওজশ্চ তেজোধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্

হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্
যস্যপ্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়াঃ
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্।
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ
উৎসাহপ্রতিভাধৈর্য্যলাবণ্যসুকুমারতাঃ।

উক্তঞ্চ সুশ্রুতে। কফপিত্তমলাঃ খেষু প্রস্বেদো, নখরোমচ।

নেত্রবিট্‌ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ॥

খেষু মলং কর্ণাদিস্রোতোমলঃ। কফঃ প্রাণানিলপ্রেরিতো, ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং রোদনাখ্যং কফং গত্বা পুষ্ণাতি

সন্তান যাবৎ গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে, তাবৎ নাভিসংলগ্ন নাড়ীদ্বারা তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও আহারাদি সুসম্পন্ন হয় কিন্তু নাভি-নাড়ী কর্ত্তন করিবা-মাত্রই মাতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং শরীর পোষণের জন্য পৃথক্ আহারের প্রয়োজন হয় সেই আহারজাত রস কোন্ স্থানে গিয়া কোন্‌রূপ ধারণ করিয়া কোন্ যন্ত্র বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পোষণ করে, তাহাই বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। আমিও প্রধানতঃ তাঁহাদের যুক্তি অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছি এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিতে পারেন, তবেই পরিশ্রম সার্থক হয়

চিনির কলে যেমন ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে চিনি এবং চিনি হইতে মিশ্রী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়, পরন্তু ঘানির মধ্যে ইক্ষু প্রদান করিলে, যেমন প্রথমতঃ তাহা হইতে রস বাহির হয়, পরে সেই রস কলের সাহায্যে পরিপক্ক হইয়া গুড়, গুড় পরিপক্ক হইয়া চিনি এবং চিনি পরিপক্ক হইয়া মিশ্রী প্রস্তুত হয় এবং ইক্ষুর মল ছোবড়া, গুড়ের মল গাঢ় রস, চিনির মল মাৎগুড় এবং মিশ্রীর মল চিনির রস, তদ্রূপ আহারজাত রসের কঠিন ভাগ বিষ্ঠা, তরলাংশ মূত্র, এইখানে পাকস্থলীর কার্য্য শেষ হইল, অতঃপর রস হৃদয়ে বা হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়া আবার পরিপাক হয়, হৃদ্‌পিণ্ডে প্রাণবায়ু এবং সাধক পিত্ত অবস্থিত, নাভিস্থিত সমান বায়ু ও পাচক পিত্ত দ্বারা যেমন আহার পরিপাক হয়, হৃদ্‌পিণ্ডস্থ প্রাণবায়ু ও সাধক পিত্ত দ্বারা তদ্রূপ হৃদয়স্থ রস পরিপাক হইয় যকৃৎ প্লীহাতে গমন করে, সেখানে গিয়া রঞ্জক পিত্তসহযোগে আবার পরিপাক হইয় রক্তে পরিণত হয়, পরে ঐ রক্ত সমস্ত শরীরেই সঞ্চালিত হয়, আবার ঐ রক্ত সর্ব্বশরীরস্থ মাংসের সহিত মিলিত হয়, মিলিত হইয়া আবার পরিপাক হইয়া, মেদের স্থানে যায়, মেদ হইতে এইরূপে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে ওজ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে অবস্থান করে। হৃদ্‌পিণ্ড পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর কার্য্য, অতঃপর রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র যখন প্রস্তুত হয়, তখন সর্ব্বদেহস্থ ব্যানবায়ু এবং ঐ সকল স্থানস্থ ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা পাকসম্পন্ন হয়, কিন্তু প্রাণবায়ু সর্ব্বপ্রধান, তাহার স্থান হৃৎপিণ্ডে, সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্র প্রধান যন্ত্র. ঐ যন্ত্র কোনও প্রকার বিকল হইলেই তৎক্ষণাৎ শ্বাসরোধ ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে পক্বাশয়ের সহিত হৃদ্‌পিণ্ডের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হৃদ্‌গোলকের সহিত যকৃৎ প্লীহারও তদ্রূপ সম্বন্ধ, একের অভাবে অন্যে অচল এবং একের প্রভাবে অন্যে প্রস্পন্দ-

শালী, আবার একের দুর্ব্বলতায় অপরে দুর্ব্বল। যকৃৎ প্লীহা যাহার নিস্তেজ, তাহার হৃদয়ও নিস্তেজ, পাচকাগ্নিও নিস্তেজ, সুতরাং অগ্নি নিস্তেজ বলিয়া ক্ষুধাও কম।

বায়ু ও পিত্তের যেমন পাঁচটি স্থান আছে, তদ্রূপ শ্লেষ্মারও পাঁচটি স্থান আছে। ক্লেদন, অবলম্বন, রসন স্নেহন ও শ্লেষণ। ক্লেদন আমাশয়ে, অবলম্বন হৃদয়ে, রসন কণ্ঠে, স্নেহন মস্তকে ও শ্লেষণ কফ সন্ধিস্থানে অবস্থান করে। আমাশয়স্থ শ্লেষ্ম আমাশয়স্থ ভুক্তপদার্থকে ক্লিন্ন করে, হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা হৃদয়ের অবলম্বন, কারণ ঐ স্থানে বেশী জলের প্রয়োজন, প্রাণবায়ু সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডকে সর্ব্বদা ক্লান্ত এবং তাপোৎপাদন করিতেছে, সুতরাং ওখানে জল না থাকিলে হৃদয় একমুহূর্ত্তে দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। রসনের স্থান কণ্ঠে, উহা দ্বারাই আমাদের রসজ্ঞান জন্মে, তিক্ত দ্রব্য খাইলে জিহ্বা এবং কণ্ঠ পর্য্যন্ত তিক্ত হইয়া যায়, কিন্তু অন্য অঙ্গে লাগাইলে কোন রস বোধ হয় না। আবার কণ্ঠদেশ উদান বায়ুর স্থান, ঐ স্থানে একটু জল না থাকিলে, কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইয়া বাক্‌রোধ হইতে পারে, কারণ উদান বায়ুর দ্বারাই শব্দ উৎপন্ন হয়। মস্তকে স্নেহন উহাই ঘিলু, প্রাণবায়ুর গমন মস্তক পর্য্যন্ত। শ্লেষণ সর্ব্বশরীরের সর্ব্বসন্ধিতে অবস্থান করে, উহার স্নিগ্ধভাব প্রভাবেই জীবজন্তুগণ হস্তপদাদি অঙ্গ চালনা করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বদেহে ব্যান বায়ুর স্থান, সুতরাং সর্ব্বশরীরেই ব্যান বায়ুর প্রভাব বর্ত্তমান, এইরূপে বায়ু, অগ্নি, জল সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কতই খেলা যে খেলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কফ, পিত্ত, স্রোতঃ সমূহের মল, স্বেদ (ঘর্ম্ম), নখ ও লোম এবং নেত্রমল ও চক্ষুর স্নেহ, ইহারা রসাদি সপ্তধাতুর মল অর্থাৎ রসের মল কফ, রক্তের মল পিত্ত, মাংসের মল কর্ণাদি স্রোতঃ সমূহের ময়লা, মেদের মল ঘর্ম্ম, অস্থির মল নখ ও রোম এবং মজ্জার মল দূষিকা অর্থাৎ পিচুটি ও চক্ষুঃস্নেহ।

কফ ও পিত্ত এইরূপে উৎপন্ন হইয়া কফ ও পিত্তের স্থানে গিয়া তাহাদিগের বল বৃদ্ধি করে। রক্তের মল পিত্ত, এই পাচক রস পক্বাশয়ে গমন করিয়া পাচক পিত্ত এবং অন্যান্য পিত্তের স্থানে গিয়া তাহাদের বল বৃদ্ধি করে। যকৃৎ হইতে পাচক রস অগ্ন্যাশয়ে নিঃসৃত হয়, পাশ্চাত্য এই মত সঙ্গত। আয়ুর্ব্বেদ-মতে যকৃৎ রক্তের আধার, সুতরাং রক্ত বা পিত্ত বিকৃত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরস্পর সৌসাদৃশ্য লক্ষণ লক্ষিত

। পাণ্ডু, কামল প্রভৃতি রোগে সর্ব্বাঙ্গ এবং নেত্র ও মলমূত্রাদি হরিদ্রাবর্ণ লক্ষিত হয়, ইহা সাধারণতঃ পিত্তবিকৃতি হইলেও যকৃৎকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়, আবার রক্তদোষ হইতেও পিত্ত বিকৃতির যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরন্তু রক্তদোষের পরিণামে যকৃৎ হইতে পাচকরস যথোচিত নিঃসৃত হইতে পারে না বলিয়া পরিপাকের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটায়

রসাদি শুক্রপর্য্যন্ত সপ্তধাতু সর্ব্বদেহেই বিদ্যমান জরায়ু হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাভি সংলগ্ন নাড়ী কর্ত্তন করা হইলেই পৃথক্ আহারের প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শরীরারম্ভক ব পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত এই যে রস রক্তাদি সপ্তধাতু, ইহাদিগের বৃদ্ধি বা পোষণের জন্য রসরক্তাদি সমধর্ম্মা পদার্থের প্রয়োজন, তাই আহারজাত রস হইতে শুক্রপর্য্যন্ত সপ্তধাতু স্বকীয় আশয়ে ত্রিধা বিভক্ত হয় স্থূলভাগ স্বকীয় আশয়ে সমধর্ম্মা স্থূল পদার্থের সহিত মিলিত হয় এবং সূক্ষ্মাংশ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ধাতুতে পরিণত হইয়া তাহার পোষণ করে, পরন্তু ময়লা অংশ পৃথক্ হইয়া স্বকীয় স্থানে গমন করে আহারজাত রস প্রথমে হৃদয়ে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া হৃদয়ের এবং সর্ব্বদেহের পোষণ করে, ইহাই রসের স্থূলভাগ, তৎপর রস পরিপক্ক হইয়া সূক্ষ্মাংশ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ধাতুতে পরিণত হয় রসের মল কফ বা শ্লেষ্মরূপ স্থূলরস হৃদয় ও সর্ব্বদেহের পোষণ করে, সূক্ষ্মভাগ রক্তে পরিণত হয়। রক্তের স্থূলভাগ রক্ত, ঐ রক্ত সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বদেহের ও স্বীয় আধার প্লীহ যকৃতের পোষণ করে, সূক্ষ্মাংশ পরবর্ত্তী দ্বিতীয়ধাতু মাংসে পরিণত হয় রক্তের মল পিত্ত এইরূপে সর্ব্বশরীরের পোষণ হয় যেমন ইক্ষুরস হইতে মিশ্রী পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পাক করিতে হয় ও মল নির্গত হয়, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ঠিক তদ্রূপ, কিন্তু মিশ্রী বা সহস্রবার দগ্ধীভূত স্বর্ণ যেরূপ মল বা ময়লা বিহীন, তদ্রূপ শুক্রও মলহীন, কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়, স্থূলাংশ শুক্র ও সূক্ষ্ম বা স্নেহাংশ ওজ ওজোধাতু অষ্টবিন্দু প্রমাণ, দেখিতে ঈষৎ রক্তাভপীতবর্ণ এবং আগ্নেয় ও সোমগুণ বিশিষ্ট ওজধাতুর স্থান হৃদয়, কিন্তু হৃদয়ে থাকিয়াও সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত ও জীবনের অধিষ্ঠান স্বরূপ, যেহেতু ওজ বৃদ্ধি হইলে, দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং ওজ নষ্ট হইলে, মৃত্যু হয়। উৎসাহ, ধৈর্য্য, প্রতিভা, লাবণ্য ও সুকুমারতা এই সকল ওজ ধাতুর প্রভাবেই সম্পন্ন হয়।

তত্র স্থূলোভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং ভবতি।

চকাবাৎ শুক্রঞ্চ ভবতি এতেন স্ত্রীণাং সপ্তমোধাতুরার্ত্তবং, শুক্রমষ্টমমিতি বোধিত মাশয়াধিক্যবৎ।

যোষিতোঽপি স্রবত্যেব শুক্রং পুংসঃসমাগমে
তত্র গর্ভস্য কিঞ্চিত্তু করোতীতি ন চিন্ত্যতে
গর্ভস্য শুদ্ধস্য, বিকৃতস্যতু গর্ভস্য কারণং তদপি ভবতি
যদা নার্য্যাবুপেযাতাং বৃষস্যন্তৌ কথঞ্চন
মুঞ্চন্তৌ শুক্রমন্যোঽন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে॥
স্ত্রীণাং গর্ভোপযোগিস্যাদর্ত্তবং সর্ব্বসম্মতম্
তাসামপি বলং বর্ণং শুক্রং পুষ্টিং করোতি হি

এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিপক্ক রসের সূক্ষ্মাংশ একমাসে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীদিগের আর্ত্তব ও শুক্র উৎপাদন করে আর্য্যদিগের এই সিদ্ধান্তই সমীচীন শুক্র সকলের সারপদার্থ, দেহের সর্ব্বত্র সূক্ষ্মজীবাণু থাকিলেও শুক্রে জীবাণু বহুল পরিমাণে বিদ্যমান শুক্র মলবিহীন অর্থাৎ নির্ম্মল, শুক্র দীর্ঘকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া অপরিমিত ব্যয় করিলেই যক্ষ্মা প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জনিত ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় স্ত্রীদিগের আর্ত্তব এবং শুক্রও একমাসে উৎপন্ন হয় আর্ত্তব শরীরে থাকে না, যেমন মাসে মাসে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বাহির হইয়া যায় স্ত্রীদিগের মাসে মাসে একবার ঋতু এইজন্যই হইয়া থাকে। ঐ ঋতু বন্ধ হইলেই গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, পরন্তু গর্ভসঞ্চার হইলে, আর ঋতু স্রাব হয় না। তাহাদের গর্ভাশয় ধরিয়া আশয় যেমন আটটি, তদ্রূপ রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ছয়টি এবং আর্ত্তব সপ্তম ও শুক্র অষ্টম, ধাতুও এইআটটি পুরুষ সহবাসে স্ত্রীদিগেরও শুক্র স্রাব হয়, কিন্তু ঐ শুক্র শরীরের বল, পুষ্টি, বর্ণ ও বিকৃত গর্ভের কারণ, বিশুদ্ধ গর্ভের কারণ নহে অর্থাৎ তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ গর্ভসঞ্চারের কোন সাহায্য হয় না

অতিশয় কামাতুরা দুইটি নারী রমণেচ্ছু হইয়া পরস্পর শুক্র ত্যাগ করিলে, সেই শুক্র দ্বারা অস্থিবিহীন সন্তান জন্মে। স্ত্রীদিগের শুক্রদ্বারা এইরূপ বিকৃত গর্ভ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ শুক্র স্ত্রীদিগের বল, বর্ণ ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে স্ত্রীদিগের শুক্র দূষিত হইলে, স্রাব হয়, তাহাকেই শ্বেতপ্রদর বলে। পুরুষ সংসর্গে তাহাদের শরীরে বিষাক্ত মেহ সংক্রমণ করিলে, তাহাদের এই শুক্রই হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়া স্রাব হয়, ইহাকে সপূয মেহ বলিয়া ডাক্তারগণ নির্দ্ধারণ করেন, প্রকৃত

পক্ষে ইহা সপূয মেহ নহে ইহা পিত্তজ মেহ জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে গভীর ক্ষত না হইলে, পূযস্রাব হইতে পারে না, কিন্তু যদি কথায় কথায় বা এত সহজেই ক্ষত হয়, তাহ হইলে, রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। স্ত্রীদিগেরই হউক বা পুরুষেরই হউক, পিত্তের প্রকোপে শুক্র ঐরূপ রঞ্জিত হইয়া নির্গত হয়, উহা বিষাক্ত রোগ, কিন্তু জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ করে না, জীবাণু যে কিসে নাই তাহা বলিতে পারি না, তালের শাস গুলিয়া একটা পাত্রে ফেলিয়া রাখিলে, দুই একঘণ্টা পরে দেখা যায়, তন্মধ্যে বিষ্ঠার ক্রিমির ন্যায় বড় বড় পোকা কিলবিল করিতেছে, কিন্তু ঐ গোলাশাসের মধ্যে একটু চুণ মিশ্রিত করিলে, আর তাহাতে পোকা পড়ে না খেজুরের গুড়ের মধ্যে বিস্তর পোকা পড়ে এক জাতীয় ভেড়া আছে, তাহাদের মস্তকে অসঙ্খ্য পোকা জন্মে পোকা যে কিসে না আছে, এমন পদার্থ খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না জীবদেহ পোকাময়, তোমার আমার শরীরেই কত পোকা আছে, তাহার সংখ্যা নাই মলাশয় ও পক্কাশয় প্রভৃতি ক্রিমি বা কীটের জন্ম ও আবাসস্থান, উহা দৃষ্টিগোচর হয় ফলতঃ যেস্থানে ময়লা বা আবর্জ্জনা, সেইখানেই পোকার জন্ম তোমার আমার আহার পানীয়ের সঙ্গে যে কতশত জীবাণু উদরস্থ হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না যে শুক্র দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয়, তাহাতেও জীবাণু বর্ত্তমান যথা—

জীবোবসতি সর্ব্বস্মিন্দেহে তত্র বিশেষতঃ।
বীর্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাৎ।
শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ।

জীব অর্থাৎ জীবাণু সর্ব্বদেহেই বাস করে, কিন্তু শুক্রে, রক্তে ও মলে বিশিষ্টরূপে বাস করে জীব শব্দে চেতনপদার্থ শুক্রে, রক্তে, মলে ও সর্ব্বদেহে অসংখ্য জীবাণু বা সূক্ষ্মজীব অবস্থিতি করে শুক্র সৌম্য, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, বলপুষ্টিকর, গর্ভ বীজ, শরীরের সার এবং জীবের বা জীবাণুর উত্তম স্থান জীব শব্দে জীবাণুর ব্যাখ্যা করাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ না জানি আমার প্রতি কতই রাগ করিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। আর জীব শব্দের অর্থ কি, তাঁহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন।

জীবশব্দে প্রাণ এবং প্রাণী উভয়ই বুঝায় ফলতঃ চেতন পদার্থ অসংখ্য সচেতন জীবাণুর সমষ্টি এবং জড়পদার্থ অসংখ্য অচেতন বা উদ্ভিজ্জাণুর সমষ্টি একক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি দেহ অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টিই হয়, তবে জীব মৃত হয় কেন এবং জীব মৃত হইলে, জীবাণু মৃত হয় কিনা? তদুত্তরে বক্তব্য এই,—জীব মৃত হইলে, জীবাণুও নিস্তেজ হয় বা তাহারা জড়ের ন্যায় হয়, আত্মা দেহ-পরিত্যাগ করাতেই তাহারা জড়বৎ প্রতীয়মান হয়

জীবাণু।

সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয় মচেতনম্।

পদার্থ দুইপ্রকার, চেতন ও অচেতন ইন্দ্রিয় বিশিষ্টপদার্থ চেতন এবং ইন্দ্রিয়বিহীন পদার্থ অচেতন চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, বাক্, লিঙ্গ ও গুহ্য এই দশটি ইন্দ্রিয়। অনেক চেতন পদার্থের পূর্ণ দশেন্দ্রিয় নাই, কাহারও পা, কাহারও হাত এবং কাহারও বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু তাহারাও চেতনপদার্থ ফলতঃ যাহাদের প্রাণ আছে এবং একস্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমনের শক্তি আছে, তাহারাই চেতন। চৈতন্য তিন প্রকার, জ্ঞান-চৈতন্য, অজ্ঞান চৈতন্য ও জড়-চৈতন্য চেতন পদার্থের মধ্যে মানুষ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। মানুষের জ্ঞান-চৈতন্য বা বিবেক-বুদ্ধি আছে। মনুষ্যেতর প্রাণী অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতির জ্ঞান চৈতন্য নাই, এইজন্য তাহাদিগকে অজ্ঞান বলা যায়, তবে এই অজ্ঞান চৈতন্যের মধ্যে জন্মের সহিত আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-জ্ঞান তাহাদের জন্মে। যাহাদের প্রাণ আছে, কিন্তু জীবজন্তুর ন্যায় প্রাণের স্ফূর্ত্তি নাই অথবা একস্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমন বা চলা, শোওয়া, বসার শক্তি নাই অথচ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জন্ম হয়, তাহারা উদ্ভিদ। উদ্ভিদ জড় চৈতন্যবিশিষ্ট, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। উদ্ভিদ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জড়-পদার্থ, কিন্তু কাঠ পাথর প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহাদের চৈতন্য উপলব্ধি করা যায় না। ফলতঃ শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণবায়ুর স্ফূর্ত্তি যাহাদের আছে, তাহারাই চেতন, তাহা যাহাদের নাই, তাহারা অচেতন।

চেতন ও অচেতনের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, জীবাণুর প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা যায় না এইজন্য অগ্রে চেতনাচেতনের প্রকৃতি-নির্দ্দেশ

করা হইল চেতনের মধ্যে অণুর ন্যায় সূক্ষ্মজীবকে জীবাণু কহে এই জীবাণু, সৃষ্টির আদি হইতে আছে এবং অন্ত পর্য্যন্ত থাকিবে, ইহা নূতন নহে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, আকাশ, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা প্রত্যেক পদার্থে ওতঃপ্রোত ভাবে এই জীবাণু বর্ত্তমান পৃথিবীতে এমন কোন্ পদার্থ বা স্থান নাই বা থাকিতে পারে না, যাহাতে জীবাণু নাই যে সকল জীবাণু অনিষ্টকারী, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক তাপে বা সূর্য্যোত্তাপে নষ্ট হয়, অধিকন্তু আহার্য্য পদার্থে যে সকল থাকে, তাহা অগ্নিসন্তাপে নষ্ট হইয়া যায় এই জন্যই আহার্য্য রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করার ব্যবস্থা আজকাল যেমন আহারে বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জীবাণুর ভয়ে মানুষ ভীত, কস্মিন্ কালেও এরূপ ছিল না বাস্তবিক জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য যদি ঘড়ীর কাঁটা ধরিয়া দুধ জ্বাল দিতে হয়, পানীয় জল গরম করিতে হয়, আহার্য্য দ্রব্য সিদ্ধ করিতে হয়, ক্রিমি সংক্রমণের ভয়ে যদি শিশুসন্তানকে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করাইতে হয়, সর্দ্দি সংক্রমণের ভয়ে যদি নাকে সর্ব্বদা রুমাল গুঁজিয়া থাকিতে হয়, নাকে জীবাণু প্রবেশের ভয়ে যদি সর্ব্বদা মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে হয়, ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বীজ বহন করে বলিয়া যদি মশা মারিবার জন্য কামানের আয়োজন করিতে হয়, যক্ষ্মা, বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, সর্দ্দি, কাশ ও ক্রিমির ভয়ে যদি সর্ব্বদা হৃৎপিণ্ড ধুক্ ধুক্ করে, তাহা হইলে, সংসারে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র

জীবাণুতে যত অনিষ্ট করুক বা নাই করুক, জীবাণুর আতঙ্কেই এক-শ্রেণীর লোক অস্থির এই অস্থিরতা বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কারণ, সুতরাং এসম্বন্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত আমার এই প্রবন্ধ প্রকাশের ইহাও অন্যতম কারণ জীবাণু ধ্বংসের মিথ্যা চেষ্টা না করিয়া, জীবাণু উৎ-পত্তির কারণ বিনাশের চেষ্টা করাই উচিত

ইতঃপূর্ব্বেই চেতন অচেতনের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু উহা স্থূল নির্দ্দেশ মাত্র সূক্ষ্মজ্ঞানে বায়ু সকলপদার্থের মূল অথবা একমাত্র বায়ু-ব্যতীত জগতে অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই, অন্যপদার্থ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র বায়ু একমাত্র মূল পদার্থ, অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম, পরন্তু চলনশীল, ও চঞ্চল, সুতরাং সকল পদার্থই চঞ্চল ও অণুময়, বলা বাহুল্য, এভাব স্থূল দৃষ্টির দূরবীক্ষণেরও অগোচর সংযোগ এবং বিয়োগ বায়ুর ধর্ম্ম, বায়ু কখনও সংযোগ করিতেছে বা সংযুক্ত হইতেছে অথবা কখনও বিয়োগ করিতেছে বা

বিযুক্ত হইতেছে, সমস্ত জগতে একমাত্র বায়ুরই প্রভাব দেহ অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি, শুক্র এবং রক্তই জীবের উত্তম আশ্রয় স্থান তাহার প্রমাণ আয়ুর্ব্বেদে পাওয়া যায় এবং শুক্রে ও রক্তে যে জীবাণু বর্ত্তমান, তাহার প্রমাণ ডাক্তারী এবং হাকিমী শাস্ত্রেও পাওয়া যায় ইহারা লম্বাকৃতি, শুক্র আহার করিয়া জীবিত থাকে, মস্তকহীন কীট অচেতন ইত্যাদি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই ক্ষুদ্র জন্তুগুলি যায় কোথা? ইহাদের কার্য্যই বা কি? শুক্রে যে শুক্রকীট ব স্পার্মাটোজোয়া থাকে, তাহাই কি জীবে পরিণত হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—তাহারা বায়ুর দ্বারা গর্ভাশয়ে পরিপাক হইয়া কঠিন ও সংহত জীবে পরিণত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টির গোচর, কতকগুলি বা দৃষ্টির অগোচর ব দূরবীক্ষণের অগোচর, পরন্তু যেগুলি হস্তপদবিশিষ্ট ও চলনশীল, সেইগুলিকে দেখিয়াই আমরা হৈ চৈ করি ফলতঃ এইরূপে সমস্ত দেহ তথা পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ জীবাণুর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র জীব মৃত হইলে, ঐ সকল জীবাণুও মৃত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা মরে না প্রাণ বায়ুর স্ফুরণ বা আকুঞ্চন প্রসারণের অভাবে, উহারাও মৃতের ন্যায় অবস্থান করে, কিন্তু আবার উহারাই মৃতদেহকে পচায় গলায় এবং ভক্ষণ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করে এইরূপে স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টি দেহখানি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বায়ুতে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, জীবজন্তুর রস, রক্ত মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রে এবং মলে সর্ব্বত্র জীবাণু চরকে ক্রিমিনিদানে দেখিতে পাই—

ইহ খল্বগ্নিবেশ বিংশতির্বিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্ব মুক্তা নানা বিধেন প্রবিভাগে নান্যত্র সহজেভ্যঃ তে পুনঃ প্রকৃতিভির্ভিদ্যমানাশ্চতুর্ব্বিধাস্তদ্ যথা—পুরীষজাঃ শ্লেষ্মজাঃ শোণিতজা মলজাশ্চেতি তত্র মলো বাহ্যাভ্যন্তরশ্চ তত্র বাহ্যে মলে জাতাস্তাঞ্জান্ সঞ্চক্ষ্মহে, তেষাং সমুত্থানং মৃজাবর্জ্জনং, স্থানং কেশশ্মশ্রুলোমপক্ষ্মবাসাংসি, সংস্থান মণবস্তিলাকৃতয়ো বহুপাদাঃ বর্ণঃ কৃষ্ণঃ শুক্লশ্চ নামানি যূকাঃ-পিপীলিকা শ্চেতি, প্রভাবঃ কণ্ডুজননং কোঠপিড়কাভির্নির্ব্বর্ত্তনঞ্চ শোণিতজানান্তু কুষ্ঠৈঃ সমানং সমুত্থানং, স্থানং রক্তবাহিন্যো ধমন্যঃ, সংস্থান মণবো বৃত্তাশ্চাপাদাশ্চ সূক্ষ্মত্বাচ্চৈকে ভবন্ত্যদৃশ্যাঃ, বর্ণস্তাম্রঃ, প্রভাবঃ কেশশ্মশ্রুনখলোমাপধ্বংসো ব্রণগতানাঞ্চ হর্ষকণ্ডূতোদ সংসর্পণান্যবৃদ্ধানাঞ্চ ত্বক্‌শিরাস্নায়ুমাংসতরুণাস্থিভক্ষণমিতি

হে অগ্নিবেশ, পূর্ব্বে বিংশতি প্রকার ক্রিমির বিষয় বিভাগ ক্রমে বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সহজ ক্রিমিসকলও আছে। (এস্থলে সহজ অর্থে জন্মনাসহ জায়তে অর্থাৎ জন্মের সহিত বা শরীরের সঙ্গে যাহা উৎপন্ন হয়) সেই সকল ক্রিমি পুরীষাদিভেদে চারিপ্রকার, পুরীষজ, কফজ, রক্তজ ও মলজ। বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে মল দুইপ্রকার বাহ্যমল অর্থাৎ ময়লা হইতে জাত ক্রিমির নিদান গাত্রের অমার্জ্জন ইহাদের স্থান কেশ, শ্মশ্রু, লোম, পক্ষ্ম ও পরিধেয় বস্ত্র ইহার মধ্যে কতকগুলি আকারে অতি সূক্ষ্ম, কতকগুলি তিলের ন্যায়, ইহারা বহু পদবিশিষ্ট, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ ইহাদের নাম যুকা ও পিপীলিকা ইহারা কণ্ডু, কোঠ ও পিড়কা উৎপন্ন করে রক্তজ ক্রিমির নিদান কুষ্ঠনিদানের তুল্য রক্তবাহিনী ধমনীসকল ইহাদের স্থান, আকার অণুর ন্যায়, ইহারা গোল, পদবিহীন, পরন্তু সূক্ষ্মত্ববশতঃ অদৃশ্য; বর্ণ তাম্র, কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধ্বংসকরা ইহাদের কার্য্য ইহারা ব্রণগত হইলে, ব্রণে হর্ষ, কণ্ডু, তোদ (সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা) ও সংসর্পণ অর্থাৎ সড়্‌সুড়্‌ানি এই সকল লক্ষণ হয়, অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ত্বক্‌, শিরা, স্নায়ু, মাংস ও তরুণাস্থি সকল ভক্ষণ করে

অণুর ন্যায় বা অতিসূক্ষ্মজীব সেকালেও ছিল, একালেও আছে জন্মের সহিত যে জীবাণুর সৃষ্টি হয়, জীবাণুব্যতীত যে জীবজন্তুর সৃষ্টি হইতে পারে না, শুক্রে, রক্তে, মলে, জীবদেহের সর্ব্বত্রই যে জীবাণুর বাস, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তন্মধ্যে যেখানে ক্লেদ, সেইখানেই তাহার আমদানী বেশী, যেখানে তেজ ও বায়ুর প্রভাব সেইখানেই কম স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম, ক্লেদ বা পচা অর্থাৎ দুর্গন্ধময় পদার্থ জীবাণুর জন্মস্থান স্বেদের মূলপদার্থ জল। জল শরীরেও আছে, বহির্জগতেও আছে দুর্গন্ধময় পদার্থ বা ক্লেদ অর্থাৎ মল বা ঘর্ম্ম শরীরেও আছে, বাহ্যজগতেও আছে এইজন্য ক্রিমি রোগের নিদানে দেখিতে পাই—

অজীর্ণভোজী মধুরাম্ল নিত্যো, দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ানো, বিরুদ্ধভুক্‌ সংলভতে ক্রিমীংস্তু।
মাষপিষ্টাম্ললবণগুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ।
মাংসমৎস্যগুড়ক্ষীরদধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ
বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি।

যে সকল দ্রব্য ভোজনে অজীর্ণ হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন অথবা অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন কিম্বা মধুর বা অম্লদ্রব্য প্রত্যহ ভোজন করিলে, ক্রিমি জন্মে তরলপদার্থ অধিক পান, পিষ্টক এবং গুড় ভোজন করিলেও জন্মে। ব্যায়াম বর্জ্জন বা পরিশ্রম না করিলে অথব দিনে শয়ন করিলে কিম্বা বিরুদ্ধ দ্রব্য (যেমন মৎস্য বা মাংসের সহিত দুগ্ধ) ভোজনেও ক্রিমি জন্মে

মাষকলাই, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় ও শাক ভোজনে পুরীষজ ক্রিমি জন্মে মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত ভোজনে কফজ ক্রিমি জন্মে বিরুদ্ধ অর্থাৎ মৎস্য মাংসের সহিত দুগ্ধাদি একত্র ভোজন, অজীর্ণ কারক দ্রব্য ভোজন বা অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন এবং শাকাদি ভোজনে রক্তজ ক্রিমি জন্মে পুরীষজ ক্রিমি পক্কাশয়ে, কফজ ক্রিমি আমাশয়ে এবং রক্তজ ক্রিমি রক্তে জন্মে

এক্ষণে দেখা গেল, পক্কাশয়ে অর্থাৎ যেখানে পাচকাগ্নির প্রভাবে ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হয়, সেখানেও কীট, আমাশয়ে শ্লেষ্মার স্থানেও কীট, আবার ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হইয়া রক্তে পরিণত হয়, সেই রক্তেও কীট। এই কীট অণুর ন্যায় সূক্ষ্মও হয়, আবার তদপেক্ষা অনেক বড়ও হয় কিন্তু ক্লেদে শ্লেষ্মবৃদ্ধি, ক্লেদ বৃদ্ধির ফলে ক্রিমির বেশী আমদানী ক্রিমির নিদানে তাই দেখিতে পাই, *যে সকল দ্রব্য শ্লেষ্মা বা ক্লেদবৃদ্ধিকর, তাহারাই ক্রিমির জনক।* তরলদ্রব্য বা দুধ, জল, দধি, ক্ষীর প্রভৃতিতে ক্রিমি জন্মে দধি বেশী টক্ হইলেই তাহাতে পোকা দেখিতে পাওয়া যায় লবণ, অম্ল ও মধুর রসের সমানযোনি শ্লেষ্মা, লবণ, অম্ল ও মধুররস সেবনেও ক্রিমি জন্মে মৎস্য কফকর, তাহা সেবনেও ক্রিমি জন্মে। ক্রিমির ঔষধ শ্লেষ্মার প্রশমনকারী বা বিরুদ্ধ পদার্থ কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য বায়ু ও তেজের প্রভাব দ্বারা জলের প্রভাব নষ্ট করিতে হয়। ক্লেদ অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন ক্রিমির ঔষধ—বায়ু ও তেজ হইতে উৎপন্ন কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য আর্য্যদিগের জ্ঞানের কি গভীরতা এই জন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন—

রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে॥
সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্

সর্ব্বেষাং রোগাণাং নিদানং সন্নিকৃষ্টং কারণম্ কুপিতাঃ স্বহেতু-দুষ্টা মলাঃ বাতপিত্তকফা এবেত্যন্বয়ঃ। তথাচ বাগ্‌ভটঃ দোষা এব হি সর্ব্বেষাং রোগাণা মেক কারণ মিতি নখাগন্তুজব্যাধিষু ব্যভিচারঃ স্যাৎ তন্ন। তত্রাপ্যুৎপত্ত্যনন্তরং দোষপ্রকোপস্যা বশ্যম্ভাবিত্বাৎ। উৎপন্নদ্রব্যেষু গুণযোগস্যেব। উক্তঞ্চ চরকে। আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বো জায়তে, পশ্চান্নিজৈর্দ্দোষৈরনুবধ্যত ইতি। তৎ-প্রকোপস্যতু দোষপ্রকোপস্য তু নিদানম্ বিবিধ হিতসেবনং বিবিধানি নানাবিধানি যান্যহিতান্যসাত্ম্য ন্ন হারবিহারাদীনি

বস্তুতঃ আর্য্যদিগের এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত দোষের অর্থাৎ দেহস্থ বায়ু, অগ্নি ও জলের সমতাই আরোগ্য, আর বৈষম্যই রোগ এক্ষণে আমিও তাঁহাদের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি যে, দোষের সমতাই আরোগ্য এবং বৈষম্যই ব্যাধি আর্য্যসন্তান যে যেখানে থাক, সকলেই দেশে দেশে প্রচার কর যে, জীবাণু কোন রোগের নিদান বা আদিকারণ (নিদানং ত্বাদি কারণম্) নহে যেখানে বায়ু ও তেজের প্রভাব, সেখানে অনিষ্টকর জীবাণু থাকে না আর যক্ষ্মা, উপদংশ ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি রোগেরও আদি কারণ জীবাণু নহে, তবে ঐ সকল রোগ সংক্রামক, যে কোন প্রকারে ঐ সকল রোগীর ক্লেদ বা থুথু কিম্বা পূয রক্ত, সুস্থশরীরের সংস্পর্শে আসি-লেই ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা শোষিত হইয়া সুস্থ দেহ পীড়িত হয় কারণ যেখানে ক্লেদ ব পূয রক্ত, সেইখানেই পোকা, পোকার আহারই ক্লেদ, সুতরাং ক্লেদ বহন করিয়া তাহারা অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করিলেই রোগ সংক্রা-মিত হয়

গর্ভ

গর্ভস্য কিং কিং বিশিষ্টোপকারকং তত্তদাহ।
অগ্নিষোমৌ মহী বায়ুর্নভঃ সত্বং রজস্তমঃ
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মা গর্ভং সঞ্জীবয়ন্তি হি।

অগ্নিরত্র পাচকালোচকরঞ্জকভ্রাজকসাধকানাম্ তথা পাঞ্চভৌতিকানাং, তথা সপ্তধাতুগতানামগ্নীনাং শক্তিরূপতয়াবস্থিতঃ বাচাচিধি-

দেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ ; স চ পাচকাদিকর্ম্মণা জীবয়তি সোমশ্চ পঞ্চাত্মকশ্লেষ্মরসশুক্রাদীনাং তোয়াত্মকানাং ভাবানাং রসনেন্দ্রিয়স্য চ শক্তিরূপতয়াবস্থিতো মনসশ্চাধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ স চ সৌম্যধাতোরোজঃ প্রভৃতেঃ পোষণেন পবনপাবকসংশুষ্কভাগস্যার্দ্রতা বিধানেন জীবয়তীতিশেষঃ মহী চ জলেন ক্লিন্নস্যাপি কঠিন-বিধানেন বায়ুর্দ্দোষধাতুমলাঙ্গোপাঙ্গাদীনাং সঞ্চারণেনোচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস সঞ্চারৈশ্চ নভোহন্তরিক্ষং বিদারিত স্রোতসামূর্দ্ধাধস্তির্য্যগ-বকাশদানেন সত্ত্বং রজস্তম ইতি মনোরূপতা পরিণতং জীবাত্মনঃ শরীরান্তরে জীবনগ্রহণমোক্ষণে হেতুরিতি, তদপি জীবয়তি। "পঞ্চেন্দ্রিয়াণি" শ্রোত্রত্বক্‌নেত্রজিহ্বাঘ্রাণানি, শব্দাদিগ্রহণকর্ম্মণা 'ভূতাত্মা' কর্ম্মপুরুষঃ স চাশেষস্যৈব কর্ম্মরাশেশ্চৈতন্যহেতুর্জীবয়তীতি

গর্ব্ভের বিশিষ্ট উপকারক পদার্থ কি কি, তাহাই বর্ণিত হইতেছে

অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় এবং কর্ম্ম-পুরুষ, ইহারা গর্ভকে জীবিত রাখে

অগ্নি শব্দে এস্থলে পাচক, আলোচক, রঞ্জক, ভ্রাজক ও সাধক এই পঞ্চ অগ্নি, পঞ্চভূত গত পঞ্চ অগ্নি, এবং ধাতুগত সপ্ত অগ্নি বুঝিতে হইবে ঐ অগ্নি শক্তিরূপবান্ বলিয়া বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত হয় ও পরিপাকাদি ক্রিয়া দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে। সোম (জল), পঞ্চাত্মক শ্লেষ্মা, রস ও শুক্র প্রভৃতি সোমাত্মক যে সমস্ত পদার্থ শরীরে নিহিত আছে, তাহাদিগের এবং রসেন্দ্রিয়ের শক্তিস্বরূপ হইয়া দেহে অবস্থানপূর্ব্বক মনের অধিদেবতা স্বরূপ হইয়া সেই সোমাত্মক পদার্থ ওজঃ প্রভৃতি ধাতু সমূহের পূরণ এবং পঞ্চ প্রকার আগ্নেয় পদার্থ ও বায়ুর দ্বারা শোষিতাংশ ভাগকে আর্দ্রতা বিধান করিয়া জীবনের অনুকূলতা সম্পাদন করে পৃথিবী, জল দ্বারা ক্লিন্নাবস্থা-প্রাপ্ত গর্ভের কঠিনতা বিধান করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে বায়ু শরীরস্থ দোষ, ধাতু, মল এবং তদবয়ব অঙ্গ উপাঙ্গ প্রভৃতির সঞ্চারণ ও উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস দ্বারা জীবনের আনুকূল্য করে। আকাশ বায়ু ও অগ্নি কর্ত্তৃক বিদারিত স্রোতঃ সকলের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্ গমনে অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক শিশুর জীবন রক্ষা করে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনটী গুণ মনের

স্বরূপতায় পরিণত হইয়া জীবাত্মার শরীরান্তর গ্রহণ ও মোক্ষের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে

পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ণ, চর্ম্ম, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, ইহারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণরূপ ক্রিয়া দ্বারা গর্ভের আনুকূল্য করে

ভূতাত্মা অর্থাৎ কর্ম্ম পুরুষ, এই কর্ম্ম পুরুষ জাগতিক অনন্ত জীব জন্তু সমূহের চৈতন্যস্বরূপ হইয়া গর্ভকে জীবিত করিতেছে।

অথ গর্ভবৃদ্ধের্হেতুমুপায়মাহ

গর্ভস্য নাভিমধ্যে তু জ্যোতিঃস্থানং ধ্রুবং স্মৃতম্
তদা ধমতি বাতশ্চ দেহস্তেনাস্য বর্দ্ধতে ॥
উষ্মণা সহিতশ্চাপি দারয়ত্যস্য মারুতঃ
ঊর্দ্ধস্তির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংসি তু যথা তথা

গর্ভবৃদ্ধির হেতু।

গর্ভস্থ সন্তানের নাভি মণ্ডল তেজের আবাসভূমি, তদ্দ্বারা বায়ু চালিত হয়, একারণ গর্ভস্থ শিশুর দেহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ঐ বায়ু উষ্মার সহিত যোগে শরীরের ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধোভাগে এবং স্রোতাদির যে যে স্থানে বিসারিত হয়, গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই স্থান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে

গর্ভও পঞ্চভূত ছাড়া নহে, পঞ্চভূতের সাহায্যে গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও কঠিন অবয়বে পরিণত হয় কি প্রকারে হয়, বায়ু, অগ্নি ও জলের ক্রিয়া অলোচনা করিলেই পাঠকগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। জলীয় দ্রব্য শুক্র ও রজঃ প্রথমতঃ মিলিত হয়, পরে বায়ু ও তেজের সহযোগে অনবরত ঘূর্ণিত হয় ইহাকে বাঙ্গালায় পাক খাওয়া বলে যেমন নদীর ভাঙ্গাস্থানের মৃত্তিকা স্রোতের জলে মিশ্রিত হইয় ঘুরিতে ঘুরিতে স্থির জলে গিয়া কঠিন চরায় পরিণত হয়, গর্ভও তদ্রূপ শুক্র ও রজ একত্র মিলিত হইয়া যখন জরায়ুর মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বমির ভাব, আহারে অরুচি ও অক্ষুধা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, পরন্তু যাবৎ গর্ভ স্থির বা কঠিন না হয়, তাবৎ রোগিণীর ঐ উপসর্গ বলবৎ থাকে।

স্ত্রীদিগের শুক্রও আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের দেহ-পুষ্টি হয়, গর্ভসঞ্চার হয় না রজঃ দ্বারা গর্ভ সঞ্চার হয় বলিয়াই গর্ভ সঞ্চার হইলে, রজঃস্রাব বন্ধ হয় রজঃস্রাব বন্ধ হওয়াই গর্ভের লক্ষণ

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্।
দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ
মূত্রস্রোতঃ পথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে।

যেমন দুগ্ধের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া ঘৃত এবং ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া গুড় থাকে, তদ্রূপ দেহীদিগের সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া শুক্র অবস্থান করে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের দক্ষিণদিকে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মূত্রনালী আছে, তদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র নির্গত হয়

শুক্র সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও পুরুষ কামভাবাপন্ন হইলেই, মুষ্ক বা অণ্ডকোষে গিয়া সঞ্চিত হয়, পরে নির্গত হয়। অণ্ডই শুক্রকোষ নামে অভিহিত স্ত্রীদিগের রজ ও পুরুষের শুক্র এই উভয় গর্ভের কারণ

গর্ভস্থ সন্তানের নাভিমণ্ডল তেজের আবাসভূমি। নাভিনাড়ী দ্বারা বায়ু চালিত হয়, একারণ গর্ভস্থ শিশুর জীবনরক্ষা ও দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর্য্যেরা এইজন্যই নাভি ধমনীসমূহের উৎপত্তির স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

গর্ভস্য নাভিনাড়ীতু নাড়ীরসবহা স্ত্রিয়াঃ।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসসঙ্ক্ষোভস্বপ্নাশন্ সোঽধিগচ্ছতি
মাতুর্নিঃশ্বসিতোচ্ছ্বাস সঙ্ক্ষোভস্বপ্নসম্ভবাৎ

সঙ্ক্ষোভঃ সঞ্চলনং মাতা নিশ্বাসাদিকা যা যা শ্চেষ্টাঃ করোতি, তাস্তা গর্ভোঽপি করোতি ইত্যর্থঃ

গর্ভিণীর রসবহানাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভি-নাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে, এজন্য গর্ভধারিণীর আহার বিহারাদি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মাতার শ্বাসপ্রশ্বাস, সঞ্চলন, নিদ্রা ও ভোজন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শ্বাসপ্রশ্বাস, নিদ্রা ও ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়

অগ্নি।

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্।

অস্ত্র দোষশতং কৃৎস্নং সন্তি ব্যাধিশতানি চ
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্ ।

যে কোন রোগেই হউক অগ্রে রোগীর অগ্নি পরীক্ষা করা উচিত। যেহেতু একমাত্র অগ্নিই যখন পাকের কর্ত্তা, তখন অগ্নি সতেজ না থাকিলে, ঔষধই পাক করিবে কে এবং রোগীর জীবনরক্ষাইবা কি প্রকারে হয়? সুতরাং যে কোন রোগে অগ্নি সতেজ আছে কিনা বা রোগীর পরিপাক কেমন হয়, ক্ষুধা কেমন, দাস্ত কেমন, পাতলা কি কঠিন, কতবার হয়, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যদি অগ্নির বৈষম্য লক্ষিত হয়, তবে অগ্রে অগ্নি-বৈষম্য বিদূরিত করিয়া পশ্চাৎ অন্য রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে

প্রাগভিহিতোঽগ্নিরন্নস্য পাচকঃ। স চতুর্ব্বিধো ভবতি। দোষা-ভিপন্ন একো, বিক্রিয়া মাপন্ন স্ত্রিবিধো ভবতি। বিষমো বাতেন, তীক্ষ্ণঃ পিত্তেন, মন্দঃশ্লেষ্মণা চতুর্থঃ সমঃ সর্ব্বৈর্দোষৈরিতি। যঃ কদাচিৎ সম্যক্ পচতি, কদাচিদাধ্মানশূলোদাবর্ত্তাতীসারজঠরগৌর-বান্ত্রকূজন প্রবাহণানি কৃত্বা পচতি স বিষমঃ যঃ প্রভূত মপ্যুপ-যুক্ত মন্নমাশু পচতি স তীক্ষ্ণঃ স এবাভিবর্দ্ধমানোঽত্যগ্নি রিত্যা-ভাষ্যতে, স মুহুর্ম্মুহুঃ প্রভূত মপ্যুপযুক্তমন্নমাশুতরং পচতি, পাকান্তেচ গলতাল্বোষ্ঠশোষদাহসন্তাপান্ জনয়তি। যঃ স্বল্প মপ্যুপযুক্তমুদর-শিরোগৌরবকাসশ্বাসপ্রসেকচ্ছর্দ্দিগাত্রসদনানি কৃত্বা মহতাকালেন পচতি স মন্দঃ। তদ্ যথা—

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথবিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্য ত্তৎ সাম্যাজ্জঠরানলঃ।
সমস্য রক্ষণংকার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্
বিষমো বাতজান্ রোগাং স্তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তলান্
করোত্যগ্নি স্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্ ॥
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নে র্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ ॥

কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে।
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

" তত্র সমে পরিরক্ষণং কুর্ব্বীত, বিষমে স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতীকুর্ব্বীত তীক্ষ্ণে মধুরস্নিগ্ধশীতৈর্বিরেকশ্চ এবমেবাত্যগ্নৌ বিশেষেণ মাহিষৈশ্চ ক্ষীরদধিসর্পির্ভির্মন্দে কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বমনৈশ্চ

শীতে শীতপ্রতীকার উষ্ণে চোষ্ণনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াংপ্রাপ্তং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন কৃতা ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনাঽতিরিক্তা বা সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি।
যাত্বুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া নতু যা ব্যাধিং হরত্যন্য মুদীরয়েৎ।

আগ্নিয়ে অন্নের পাচক, পিত্তব্যতীত যে উষ্মার অস্তিত্ব নাই এবং উষ্মাবে অগ্নি ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে ব অগ্নিই যে পঞ্চভূতের প্রধান, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রোগ কফ, বায়ু ও অগ্নির বৈষম্য। বাহ্য অগ্নি ও জল বায়ুর যেমন অনবরত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, দেহগত কফ, বায়ু ও অগ্নিরও তদ্রূপ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে ধন্বন্তরি তাই পাচকাগ্নির হ্রাসবৃদ্ধির বিষয় উপদেশ করিতেছেন। পাচকাগ্নি সমানভাবে অবস্থান করিলে, তাহাকে সমাগ্নি কহে। সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ সমাগ্নি দোষ-দুষ্ট নহে, সমাগ্নিতে হ্রাসবৃদ্ধি বা বৈষম্য থাকেনা বলিয়া ভুক্তদ্রব্য যথারীতি পরিপক্ক হয়, কিন্তু যে অগ্নি দোষদুষ্ট, তাহার দ্বারা পরিপাকের ব্যাঘাত হয়, অগ্নির এই বৈষম্য ত্রিধা বিভক্ত। যে অগ্নিতে বায়ুর আধিক্য বা বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য কখনও সম্যক্ পরিপাক হয়, কখনও বা হয় না, পরন্তু বায়ুর বৈষম্যতাপ্রযুক্ত বাতজ রোগ সমূহ অর্থাৎ উদরাধ্মান, শূল, উদাবর্ত্ত, বাতজাতীসার, উদরের গুরুতা, পেটডাকা এবং কুন্থন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহাকে বিষমাগ্নি কহে। যে অগ্নিতে স্বাভাবিক আহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করা যায়, পরন্তু আহার করিবামাত্র ভস্ম হইয়া যায়, মুহুর্মুহুঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, রোগী সর্ব্বদা খাই খাই করে এবং আহার পরিপাকান্তে গলা,

তালু, ওষ্ঠশোষ, দাহ ও সন্তাপ জন্মায়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি কহে ইহাতে পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ পায় যে অগ্নি অল্পমাত্র আহার পরিপাক করিতেও অক্ষম, পরন্তু অল্পাহারেও উদরে ও মস্তকে গুরুতাবোধ, কাস, শ্বাস, প্রসেক (মুখ ও নাসা হইতে স্রাব,) বমি ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি করিয়া আহার পরিপাক করে, তাহাকে মন্দাগ্নি বলা যায় বায়ু, অগ্নি ও জলের সমতা ও বৈষম্য বুঝাইবার জন্য আমি বহুপ্রয়াস পাইয়াছি কারণ বায়ু, অগ্নি, ও জল বা বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা কি পদার্থ এবং তাহাদের গুণ ও ক্রিয়াইবা কি প্রকার, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে, চিকিৎসকও হওয়া যায় না এবং চিকিৎসাও করা যায় না। আর্য্যেরা একের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া একের উপাসনা করিয়া এক-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একজ্ঞানেই তাঁহারা সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এক-জ্ঞান ব্যতীত পূর্ণসত্য উপলব্ধি হয় না এবং কোন বিষয়ের অভ্রান্ত মীমাংসাও করা যায় না

মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মার প্রকোপ, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তের প্রকোপ এবং বিষমাগ্নিতে বায়ুর প্রকোপ আর্য্যদিগের যেমন রোগ নির্দ্ধারণ, তদ্রূপ চিকিৎসা-প্রণালী, উভয়ের বহির্জ্জগতের সহিত কি সুন্দর মিল, যেন মণিকাঞ্চন যোগ সমাগ্নি বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হইতে না পারে, সর্ব্বদা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রক্ষা করিবে বিষমাগ্নিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বায়ুর সমতা করিবে, তীক্ষ্ণাগ্নিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্তের প্রতীকার এবং মন্দাগ্নিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্লেষ্মার বিশোধন করিবে ফলতঃ সর্ব্বদা পাচকাগ্নির রক্ষাই চিকিৎসকের প্রধান কর্ম্ম শরীরে শতব্যাধি বর্ত্তমান থাকুক, কিন্তু কায়াগ্নিকে অগ্রে রক্ষা করিবে, কারণ পাচকাগ্নি একমাত্র জীবন-রক্ষক।

বিষমাগ্নিতে বায়ুর বৈষম্যনাশের জন্য স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণরসবহুল দ্রব্য বা ঔষধ প্রয়োগ করিবে স্নিগ্ধপদার্থ অর্থাৎ তৈলঘৃতাদি ও অম্লদ্রব্য ইহারা পার্থিবগুণ বিশিষ্ট, ইহারা বায়ুর বৈষম্য নাশ করিতে সক্ষম লবণ জলীয় পদার্থ, জল হইতে লবণের উৎপত্তি (সমুদ্রের জল লবণাক্ত, পূর্ব্বে এ দেশের লোক সেই জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করিত) একারণ লবণ বায়ুর সমতা করিতে পারে অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট ঔষধ বিষমাগ্নিতে বা বাতাজীর্ণে (ডিস্পেপ্সিয়ায়) অতি উপকারী। ভাস্করলবণ ও শঙ্খবটী এই শ্রেণীর ঔষধ কিন্তু বায়ুর সমানযোনি অর্থাৎ বায়ুগুণ হইতে উৎপন্ন বায়ুগুণ বহুল

পদার্থ বায়ুর বৈষম্য-নাশ করিতে কখনই সক্ষম নহে, বাযবীয় পদার্থ প্রয়োগ করিলে, বায়ুর বৈষম্য অধিকতর বৃদ্ধি হয়, একারণ তাহা ব্যবস্থেয় নহে। তীক্ষ্ণাগ্নিতে বা বিদগ্ধাজীর্ণে মধুর রস বা মিষ্ট দ্রব্য, স্নিগ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি শীতল পদার্থ বা ঠাণ্ডা দ্রব্য এবং বিরেচন হিতকর যদি দোষের আধিক্য থাকে এবং সেই দোষ ঔষধের দ্বারা পরিপাকের সম্ভাবনা না থাকে, বা অম্লপিত্তের লক্ষণ অর্থাৎ বুক জ্বালা, পেট জ্বালা, উদ্গার প্রভৃতি উপসর্গ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে তবে পিত্ত নাশক তেউড়ীচূর্ণ বা পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক হরীতকীখণ্ড দ্বারা বিরেচন অর্থাৎ দাস্ত দিবে দোষের আধিক্য থাকিলে, সংশমন ঔষধের দ্বারা তাহার প্রশান্তি অসম্ভব, সুতরাং বমন বিরেচন দ্বারা সঞ্চিত মল বাহির করিয়া সংশমন ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পাকস্থলীতে মল সঞ্চিত থাকিলে, সংশমন ঔষধে ক্রিয়া করিতে পারেনা।

তৈল মর্দ্দন।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদম্
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্
অন্যদ্রব্যযুতং তৈলং ন দুষ্যতি কদাচন ॥

শরীর পুষ্টির জন্য প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করা উচিত, তন্মধ্যে মস্তক, কর্ণ ও পদদ্বয়ে বেশী করিয়া তৈল মর্দ্দন কর্ত্তব্য সর্ষপতৈল, গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত তৈল বা পুষ্পবাসিত সুগন্ধিতৈল কিম্বা ভেষজ দ্রব্য পরিপক্ব তৈল অভ্যঙ্গে প্রশস্ত।

তৈলের এত গুণ, অথচ শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা গায়ে তৈলমর্দ্দন করেন না, কিন্তু গাড়ীর চাকায় ও এঞ্জিনের গায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন. অবশ্য চর্ব্বিসংযুক্ত সাবান তাঁহারা ব্যবহার করেন, কিন্তু চর্ব্বি গাঢ়, তৈল তরল তৈল যেমন লোমকূপের মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হয় এবং ছিদ্র সকল পরিষ্কার রাখে, চর্ব্বি তদ্রূপ সহজে প্রবিষ্ট হয় না, পরন্তু গাঢ় বলিয়া ছিদ্র সকল পরিষ্কার করিতেও পারে না, আর তৈল যেমন চর্ম্মস্থ ভ্রাজক পিত্ত সহজে পরিপাক করিতে পারে, চর্ব্বি তত সহজে পরিপাক করিতে পারে না; বরং চর্ব্বি অপেক্ষা ঘৃত সহস্র গুণে উপকারী; এতত্ত্ব শীতপ্রধান দেশের লোকেরা কবে শিখিবেন?

রুগ্ন বা ক্ষয়প্রাপ্ত দেহে যেমন তৈল ঘৃতের প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্রূপ দেহ ক্ষয় বা রুগ্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গে প্রত্যহ তৈল-মর্দ্দন কর্ত্তব্য।

তৈল মর্দ্দনে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, রুগ্ন হইতে পারে না, পরন্তু দেহের অস্থি মাংসাদি দৃঢ় এবং শরীর শীত, বায়ু ও রৌদ্রসহনক্ষম হয়। পশ্চিম প্রদেশে শিশুদিগকে সূতিকা-গৃহেই সর্ষপতৈল মাখান হয়, এবং অপর্য্যাপ্ত তৈল মাখাইয়া তাহাদিগকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হয়, শিশুদিগের মস্তক সর্ব্বদা তৈলে আর্দ্র করা হয়, যে শিশুকে যত বেশী তৈল মাখান হয় বা যে যত বেশী তৈল মাখাইতে পারে, তাহার সন্তান তত কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ ও নীরোগ হয়। এ প্রথা গরীব দুঃখী এবং ধনী মহাজন সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান। এ প্রথার উপকারিতা যথেষ্ট কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকে যাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, শীতপ্রধান দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এযাবৎ তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা বরং শীতপ্রধানদেশে তৈল মর্দ্দন সমধিক উপকারী, কারণ ঘনীভূত বায়ুব্যতীত শীত হইতে পারে না, শোষণ গুণ একমাত্র বায়ুর এ অবস্থায় যদি তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলে স্নান করেন, তাহা হইলে, শীতের ভয়ে জড়সড় হইতে হয় না, শীত কম লাগে, শরীরও অধিকতর কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ হয় আমাদের দেশে শীতকালেই তৈল মর্দ্দনের প্রশস্ত সময় শীতকালে একদিন তৈলমর্দ্দন না করিলে, সর্ব্বাঙ্গ চড়্ চড়্ করিতে থাকে, কেমন অশান্তি বোধ হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যদি জানালা দরজা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা আরও স্বাস্থ্য-লাভ করিতে পারেন, অথচ সহসা নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, প্লুরিসি প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও তিরোহিত হয়। তৈল-মর্দ্দন অভ্যস্ত থাকিলে, প্রায়শঃ নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে আক্রমণ করিতে পারে না, এবং দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তৈলমর্দ্দন করিলে, সহসা হিমসংযুক্ত আর্দ্র-বায়ু গায়ে লাগিয়া কোন ব্যাধির সৃষ্টি করিতেও পারে না। যাঁহারা শৈত্যের ভয়ে অধিকতর ভীত, তাঁহারাই আবার মুক্তবায়ুতে অবস্থান বা ক্রিএয়ার সেবনের পরামর্শ প্রদান করেন। বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে নূতন নূতন যে সকল তথ্য বাহির হইতেছে; তাহার অধিকাংশই ভিত্তিহীন। ফলতঃ বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার করিয়া

আর্য্যেরা যে চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত; এ সম্বন্ধে আর তর্কবিতর্ক করা বৃথা, পরন্তু মূর্খতার পরিচয়। সাধারণ স্থূলজ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহির্জগতের বায়ুই জীবজন্তুর প্রাণ, বহির্জগতের আহার্য্যই জীবজন্তুর খাদ্য, সেই খাদ্য দ্বারাই জীবজন্তুর দেহ পরিপুষ্ট হয়। বহির্জগতে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখনই মনের স্ফূর্ত্তি ও দেহ সুস্থবোধ হয়, মেঘারম্ভে দেহজগতও দুঃখাবৃত বা পীড়িত বোধ হয়, বৃষ্টিতে শরীর আর্দ্র হয়।

যাহারা বাতরোগাক্রান্ত, তাহাদের শরীর বর্ষাকালে বা মেঘারম্ভে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হয়, প্রখর সূর্য্যোত্তাপে শরীরের রস শোষিত হওয়ায় জীবজন্তুর ক্লেশের সীমা থাকে না, এই তো ব্যাপার। ইহাই প্রকৃতির খেলা। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর, গতির পরিবর্ত্তন বা প্রভাব অনুসারে জীবজন্তুরও শারীরিক পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটিবে, ইহা অনিবার্য্য, যিনি যতবড় বৈজ্ঞানিক হউন না, কেহই এই পরিবর্ত্তন রহিত করিতে পারেন না। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। বাহ্য বায়ু ব্যতীত কেহ কি একমুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে? এ অবস্থায় মুক্তবায়ুতে অবস্থান বা ক্রিএযার সেবন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, নাক মুখ আবৃত করিয়া বা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন যে নিতান্তই গর্হিত এবং তাহাতে যে নাসা নির্গত উষ্ণবায়ু দ্বারা ঘরের বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়, সেই দুষিত বায়ু পুনর্ব্বার নাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিলে যে শরীর পীড়িত হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? নাসিকা আবৃত করিয়া শয়ন করিলে, পুনঃ পুনঃ উষ্ণ নিঃশ্বাসবায়ু গ্রহণ করাতে শরীর পীড়িত হয়, এই স্থূলজ্ঞান, সহজ তথ্য-টুকুও লিখিয়া বুঝাইতে হয়, আমাদের এমনই অধঃপতন হইয়াছে। আর্য্যেরা সকল কার্য্যই বাহ্য প্রকৃতির অনুকূলে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি হইত না। ফলতঃ প্রকৃতিকে মানিয়া চলিতেই হইবে, প্রকৃতির উপাসনা ব্যতীত, প্রকৃতির জীব এক তিলার্দ্ধও বাঁচিতে পারে না, বাঁচিতে ইচ্ছা করি-লেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। এই তথ্য আর্য্যেরা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা জঙ্গলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, মুক্তবায়ু সেবন করিতেন, এ সকল তত্ত্ব তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। একমাত্র প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা জগতের প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে; একমাত্র সত্যের উপর নির্ভর করিলে, সত্যই সৎপন্থা প্রদর্শন করান, যেহেতু একমাত্র সত্যই ধর্ম্ম, একমাত্র সত্যই অভ্রান্ত, সুতরাং সেই সত্যের মর্ম্ম যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও অভ্রান্ত এবং তাঁহার মতামতও অভ্রান্ত। একমাত্র

সত্যই সত্য, আর সব মিথ্যা, মিথ্যায়ই ভুলভ্রান্তি, মিথ্যায়ই সতত সন্দেহ, সত্যে ভুলভ্রান্তি বা সন্দেহ নাই, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়োরি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থিয়োরি জগতে আর নাই এবং হইতেও পারে না। আমাদের শাস্ত্র তৈলমর্দ্দনের যে সকল গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই ;—

অভ্যাঙ্গো বাতকফহৃচ্ছ্রমশান্তিং বলং সুখম্।
নিদ্রাবর্ণমৃদুত্বায়ুষ্কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ।
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধ্নি সকলেন্দ্রিয়তর্পণঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরো হন্তি শিরোভূমিগতান্ গদান্
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।
কৃষ্ণতাং কুরুতে কুর্য্যাচ্ছিরসঃ পূর্ণতামপি।
নকর্ণরোগাম্নমলং নচমন্যাহনুগ্রহঃ।
নোচ্চৈঃ শ্রুতি ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণপূরণাৎ।
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্ প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্ত মুপাগতে॥
পাদাভ্যঙ্গশ্চ তৎ স্থৈর্য্যং নিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ।
পাদসুপ্তিশ্রমস্তম্ভ সঙ্কোচস্ফুটনপ্রণুৎ।

অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রান্তি বিনষ্ট এবং শারীরিক বল, সুখ, নিদ্রা, বর্ণ, কোমলতা, পরমায়ুর বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন হয় মস্তকে তৈলমর্দ্দনে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তির বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয় ও শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকে তৈল মর্দ্দনে কেশের সংখ্যাবৃদ্ধি, দৃঢ়তা, কোমলতা, দীর্ঘতা ও কৃষ্ণবর্ণতা এবং মস্তকের পূর্ণতা অর্থাৎ মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কর্ণে প্রত্যহ তৈল পূরণ করিলে, কর্ণরোগ, কর্ণমল, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃ শ্রুতি বা বধিরতার ভাব এবং বধিরতা উৎপন্ন হয় না কর্ণে কোন রসাদি পূরণ করিতে হইলে, সূর্য্যাস্তের পর করাই প্রশস্ত। পাদাভ্যঙ্গ দ্বারা পদদ্বয়ের স্থিরতা, নিদ্রা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা হয় এবং পদদ্বয়ের সুপ্তি বা স্পর্শজ্ঞানের অভাব, শ্রান্তি, স্তব্ধতা, সঙ্কোচভাব ও স্ফুটন নিবৃত্তি হয়।

তৈলমর্দ্দন নিষেধ।

অভ্যঙ্গ এতাদৃশ উপকারী হইলেও কোন্ কোন্ অবস্থায় নিষিদ্ধ, শাস্ত্র তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

নবজ্বরী অজীর্ণীচ নাভ্যঙ্ক্তব্যঃ কথঞ্চন
তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ ॥
পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতং ব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপিবা
শেষাণাং তদিহ প্রোক্তা বহ্নিসাদাদয়োগদাঃ

নবজ্বরে ও অজীর্ণ রোগে এবং বমন, বিরেচন, ও বস্তিপ্রযোগের পর অভ্যঙ্গ অকর্ত্তব্য কারণ নবজ্বরী ও অজীর্ণরোগী অভ্যঙ্গ করিলে, ঐ সকল রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইযা উঠে, পরন্ত বমন, বিরেচন ও বস্তি প্রযোগের পর অভ্যঙ্গ করিলে, অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে

এদেশে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য মত প্রবল, পাশ্চাত্যমতে পেটের পীড়া ব্যতীত প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগে একটু বিরেচন প্রযোগ করা হয, বিরেচন দ্রব্যের সংযোগ ব্যতীত প্রায়শঃ ঔষধ প্রযোগ করা হয় না, কিন্তু সর্ব্বদা এইরূপ বিরেচন অত্যন্ত অহিতকর, পুনঃ পুনঃ বিরেচনে মলভাণ্ড বা মলাশয চালিত হয, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণাদি রোগ তাহার অবশ্যম্ভাবীফল কারণ মল, শুক্র ও রক্ত বিশিষ্টরূপে জীবনীশক্তির আশ্রয, তাই দেখিতে পাই, কলেরায় একবার দাস্ত হওয়ার সঙ্গেই জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইযা পড়ে, শুক্র এবং রক্তের আর কথা কি? অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ে বা রক্তহীনতায যে মানুষ বাঁচিতে পারেনা, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ

পাশ্চাত্যমতে এই যে কথায কথায মলাশয চালনা করা হয, তাহার বিষময় পরিণাম কি কেহ ভাবিযা দেখিয়াছেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাশ্চাত্য চিকিৎসায় এদেশের বিষম অনিষ্ট হইতেছে এক্ষণে সংক্রামক রোগের ন্যায় অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ দেশ-ব্যাপক হইযা পড়িযাছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ"

সর্ব্বদা মলভাণ্ডকে চালনা করিলে, সে অস্থির হইযা দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে সর্ব্বদা বিরক্ত বা উত্যক্ত করিলে, কেইবা সুস্থ থাকিতে পারে? কেইবা অস্থির না হয?

বিরেচনের পর অভ্যঙ্গ বা স্নান, আরও অহিতকর, এমন অব্যবস্থা আর কিছুই নাই। আমি দেশের লোককে বলিয়া রাখি, আপনারা এসকল কুপ্রথায় অনুমোদন করিয়া আর নিজেদের দুর্দ্দশার পথ পরিষ্কার করিবেন না। নবজ্বরে তৈল মর্দ্দন বা স্নানের ব্যবস্থা কেহই করেন না, সুতরাং তৎ সম্বন্ধে

কিছুই বক্তব্য নাই, কিন্তু অজীর্ণ রোগে তৈল-মর্দন বা স্নান উপকারী নহে, অজীর্ণসত্ত্বে তৈল-মর্দন বা স্নান করিলে, অজীর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তবে ভেষজ পক্ক তৈল মর্দন করা যাইতে পারে। অগ্নি দ্রষ্টব্য।

ব্যায়াম।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্তঘনগাত্রতা
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধি নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে॥
ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহে শিথিলতাদয়ঃ
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি॥
নচাস্তি সদৃশাস্তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষকঃ।
স সদা গুণ মাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্।
বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স হিতো মতঃ।
অন্যদপিচ কর্ত্তব্যো বলার্দ্ধেন যথাবলম্।
ব্যায়ামক্ষুণ্ণবপুষং পদ্ভ্যাং সংমর্দ্দিতং তথা
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয় মিবোরগাঃ।

ব্যায়ামের পর ব্যায়ামক্লান্ত শরীর অন্য লোকের দ্বারা মর্দন করাইবে ইহাতে শরীর এতই সুকোমল ও সুদৃঢ় হয় যে, সর্প যেমন গরুড়ের সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ ব্যাধি ব্যায়ামশীলব্যক্তিকে কখনও আক্রমণ করিতে পারেনা।

ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য, বিভক্তঘনগাত্রতা (শরীরের যেস্থান যেরূপ সরু বা মোটা হওয়া উচিত, তাহা যথারীতি সম্পন্ন হওয়া), প্রবৃদ্ধ দোষের ক্ষয় ও অগ্নি-বৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির গাত্র দৃঢ় হয়, সুতরাং কখনও কোনও ব্যাধি উপস্থিত হয় না, পরন্তু বিরুদ্ধ ব বিদাহি দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা শীঘ্রই পরিপাক হয় এবং দেহ শিথিল কিম্বা জরাক্রান্ত হয় না। ব্যায়ামের তুল্য স্থূলতানাশক আর কিছুই নাই। বলবান্ এবং স্নিগ্ধ ভোজনকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম অতিশয় উপকারী। বসন্ত ও শীত ঋতুই ব্যায়ামের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে পূর্ণমাত্রায় ব্যায়াম করা যাইতে

পারে, কিন্তু গ্রীষ্মাদি অন্যান্য ঋতুতেও ব্যায়াম করিতে বাধা নাই, তবে যাহার যেরূপ বল, তাহার পক্ষে বলের অর্দ্ধেক পরিমাণে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য, ফলতঃ গ্রীষ্মাদি ঋতুতে অল্প ব্যায়াম করা উচিত।

ব্যায়ামেরইবা কতগুণ, কি অদ্ভুত শক্তি! ব্যায়াম দ্বারা শ্লেষ্মার নাশে শরীর লঘু হয়, সুতরাং জড়তা দূরীভূত হওয়াতে কর্ম্মে ইচ্ছা ও সামর্থ্য জন্মে। শরীরের যে স্থান যেরূপ সরু, মোটা বা ক্ষীণ ও মাংসল হওয়া উচিত, ব্যায়ামে তাহাই হয়। দোষ অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি ও জলের মধ্যে বৈষম্য থাকিলে, সেই বৈষম্য নষ্ট হয়, পরন্তু অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দোষের সমতা হওয়াতে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না ও বহির্জগতের প্রকৃতি বিপর্য্যয় বা জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে দেহের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয় না, কারণ ব্যায়ামশীল ব্যক্তির শরীর দৃঢ় বলিয়া সে অনায়াসে জলবায়ুর প্রভাব বা শীতবাতাতপ সহ্য করিতে পারে, সুতরাং তাহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। ব্যায়ামে অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া তৈল-ঘৃতাক্ত স্নিগ্ধ পদার্থ বা মাংসাদি দুষ্পাচ্য দ্রব্যও অতি সহজে পরিপাক হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ সকল পদার্থ যাহাদের ভোজন করা অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে ব্যায়াম অতি প্রয়োজনীয়। যেহেতু ব্যায়াম ব্যতীত ঐ সকল দুষ্পাচ্য দ্রব্য পরিপাক হইতে পারে না। পরিপাক যথারীতি না হইলে যে চোঁয়াঢেকুর উঠিবে, পেটে হাত বুলাইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার যে সকল দ্রব্য বিদাহি বা পিত্তবর্দ্ধক ও বিরুদ্ধ (যেমন মৎস্য বা মাংসের সহিত দুগ্ধ-পান), অর্থাৎ যাহা একত্র ভোজন করিতে শাস্ত্র বারংবার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও ব্যায়ামশীল ব্যক্তির অক্লেশে হজম হইয়া যায়। ব্যায়ামের কি অপূর্ব্ব শক্তি! ব্যায়াম করিলে দেহ স্থূল হইতে পারে না, তাকিয়া ঠেস দিয়া চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া তাস, পাশা, দাবা খেলিলে যে পেট ক্রমশঃ মোটা হইবে বা ভুঁড়ি বৃদ্ধি হইবে এবং ভুক্ত পদার্থ হজম হইবে না, ইহা স্থূল বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ব্যায়াম এরূপ হিতকর হইলেও শরীরের বল বা শক্তি অনুসারে যাহার যতটুকু সহ্য হয়, তাহার পক্ষে ততটুকু ব্যবস্থা। কারণ বল ও শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলেই অপকার হয়। মধুপুর দেওঘর প্রভৃতি অঞ্চলে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া অতিরিক্ত পথপর্য্যটনে অনেককে মূর্চ্ছিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, ঐ সকল অঞ্চলে গিয়া যতই অধিক ভ্রমণ করা যায়, ততই অধিক উপকার হয়, কিন্তু কাহার কতটুকু পরিশ্রমের শক্তি

আছে, ও কাহার কতটুকু পরিশ্রম করা উচিত, তাহা অনেকেরই বুঝিবার শক্তি নাই ব্যায়াম অর্থে পরিশ্রম, পরিশ্রম নানা প্রকার ভ্রমণও পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ এই—

হৃদয়স্থ যদা বায়ুর্ব্বক্ত্রং শীঘ্রং প্রপদ্যতে
মুখঞ্চ শোষং লভতে তৎ বলার্দ্ধস্য লক্ষণম্
বিস্বা ললাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষু কক্ষয়োঃ।
যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধন্তু তদাদিশেৎ।

যৎকালে হৃদয়স্থিত বায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু মুখরন্ধ্র দ্বারা মুহুর্মুহুঃ বহির্গত হইবে, মুখ-শোষ এবং কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে, তখন অর্দ্ধশক্তি বা পূর্ণমাত্রায় ব্যায়াম করা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে সুস্থ শরীরে অর্দ্ধমাত্রাই পূর্ণ ব্যায়াম, কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির সিকি বা তদপেক্ষা কমমাত্রায় পরিশ্রম করা উচিত তাহাদের পক্ষে ভ্রমণই প্রশস্ত, পরন্তু ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহির্গত হইবার উপক্রম হইবে, তৎক্ষণাৎ ভ্রমণ বন্ধ করিবে, যেহেতু কৃশব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম প্রশস্ত নহে

ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন॥
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ
তৃষ্ণাক্ষয়প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে

ভোজনান্তে, রতিক্রিয়ান্তে ব্যায়াম নিষিদ্ধ কৃশ এবং কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও শোষ এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষেও ব্যায়াম নিষিদ্ধ অতিশয় ব্যায়াম করিলে, কাস, জ্বর, বমি, শ্রম, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমকশ্বাস ও রক্তপিত্তরোগ জন্মে।

মৈথুন সম্ভোগে শরীরের সার পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, এবং স্নিগ্ধ পদার্থ ক্ষয়িত হওয়ায় শরীরও রুক্ষ হইয়া পড়ে, এ অবস্থায় পরিশ্রম করিয়া শরীর আরও রুক্ষ করা উচিত নহে ব্যায়াম দ্বারা শরীরের মাংস শুষ্ক হয়, স্থূলতা নষ্ট হয়, সুতরাং কৃশব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ ব্যায়ামে কাশ এবং শ্বাস অর্থাৎ হাপানীর টান বাড়ে, এজন্য কাশী ও শ্বাসীর পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। শ্রমজনক কর্ম্ম দ্বারা ক্ষয়রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রক্তপিত্তীর রক্ত নির্গত হয়,

ক্ষতীর ক্ষত হইতে রক্তস্রাব এবং শোষী অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগীর ফুস্‌ফুসের ক্ষত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, পরন্তু তাহার শরীরও কৃশ হয়; সুতরাং এই সকল রোগে ব্যায়াম বর্জ্জন করিবে

দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নান মোজোবলপ্রদম্
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদ তন্দ্রাতৃড়্‌দাহপাপনুৎ
বাহ্যৈশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্য্যাতি পীড়িতঃ
নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ॥
লোমকূপশিরাজালধমনীভিঃ কলেবরম্
তর্পয়েদ্বল মাধত্তে স্নেহযুক্তোঽবগাহনে॥
অদ্ভিঃ সংসিক্তমূলানাং তরূণাং পল্লবাদয়ঃ
বর্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহসংসিক্তধাতবঃ।
শীতেন পয়সা স্নাতং রক্তপিত্তপ্রশান্তিকৃৎ
তদেবোষ্ণেন তোয়েন বল্যং বাতকফাপহম্।
শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যা মত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা।
বাতশ্লেষ্মপ্রকোপেতু হিতং তচ্চ প্রকীর্ত্তিতম্

স্নান অগ্নিপ্রদীপক, বৃষ্য, আয়ুবর্দ্ধক, ওজোবর্দ্ধক, বলকারক এবং কণ্ডু, ময়লা, ভ্রান্তি, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপনাশক তৈল জলাদি শীতল-দ্রব্য সেচন দ্বারা দেহস্থ বাহ্য উষ্মা (তাপ) প্রতিহত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, একারণ স্নান করা মাত্রই জঠরানল প্রদীপ্ত হয় গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে লোমকূপ, শিরাজাল ও ধমনীসমূহ দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে তৈল জলাদি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তিসাধন ও বলবৃদ্ধি করে। বৃক্ষের মূল দেশে জল সিঞ্চন করিলে যেরূপ নূতন পল্লবাদি পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ তৈল ঘৃতাদি স্নেহ সংসিক্ত দেহে অবগাহন করিলে, মানুষের রস রক্তাদি ধাতুসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শীতল জলে স্নান রক্তপিত্ত-প্রশমক। উষ্ণজলে স্নান বল-কারক এবং বায়ু ও কফনাশক, কিন্তু অধিক উষ্ণ জল মস্তকে প্রদান করিলে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হয়, তৎ সত্বেও বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্যে উষ্ণ জলে স্নান করাই কর্ত্তব্য।

ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, ইহাই ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গে স্নেহমর্দ্দন যেরূপ উপকারী,

স্নেহসিক্তদেহে স্নানও তদ্রূপ উপকারী স্নানের অশেষ গুণ, কিন্তু রুক্ষস্নান হিতকর নহে দেহাভ্যন্তরস্থ পাচক পিত্তই অগ্নির আধার, স্নান না করিলে সর্ব্বদেহস্থ লোমকূপের অভিমুখে বায়ু দ্বারা সেই অগ্নি নীত হয়, সুতরাং পাচকাগ্নি নিস্তেজ ব মন্দীভূত হইয়া পড়ে, ইহাকেই ভাষায় শরীর গরম হওয়া বলে, কিন্তু তৈল জলাদি বায়ু-নাশক দ্রব্যের প্রভাবে সেই বায়ু বিতাড়িত হয়, সুতরাং অগ্নিও তৎসঙ্গে স্বীয় আশয়ে গমন করে, এই জন্যই অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয় বায়ুই একমাত্র চালক, বায়ু যেদিকে যাহাকে চালনা করিবে, তাহার সেই দিকেই গমন করিতে হইবে ভেড়ার দলেও চালক থাকে, গরুর দলেও চালক থাকে, চালক যেদিকে চালায়, ভেড়ার ও গরুর দল সেই দিকেই গমন করে, ইহাই তে স্বাভাবিক. মনবায়ু (হৃদয়স্থ প্রাণ) যে দিকে চালায়, মানুষও সেই দিকেই গমন করে মানুষের সাধ্য কি যে তাহার অন্যথা করে? রক্তপিত্তরোগে জ্বর সত্ত্বে স্নান বন্ধ, কিন্তু জ্বর বা কাশ না থাকিলে, শীতল জলে স্নান করাই কর্ত্তব্য। কারণ শীতল জল প্রয়োগে রক্ত বহির্গত হইবার আশঙ্কা থাকে না, গরম জলই রক্ত স্রাবকারক। কাসের আধিক্য থাকিলে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে অর্থাৎ নাসা, কর্ণ ও মুখবিবর হইতে রক্ত নির্গত হইলে, শীতল জল মস্তকে দিবে সুস্থ দেহে সাধারণতঃ উষ্ণজল হিতকর—

অশীতেনাম্ভসা স্নানং পয়ঃপানন্নবাঃ স্ত্রিয়ঃ
এতদ্বো মানবাঃ পথ্যং স্নিগ্ধমল্পঞ্চ ভোজনম্।

উষ্ণজলে স্নান, দুগ্ধপান, যুবতী স্ত্রী এবং স্নিগ্ধদ্রব্য অল্পপরিমাণে ভোজন; সুস্থ দেহে এই সকল অত্যন্ত হিতকর

স্নিগ্ধদ্রব্য অর্থাৎ ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ বা স্নেহ বহুল পদার্থ অল্প পরিমাণে ভোজন করাই উচিত কারণ বেশী পরিমাণে ঘৃতাদি ভোজন করিলে, হজম হয় না, পরন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এইজন্য যোগীরা সমস্ত আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণের জন্য কেবল মাত্র অল্প দুগ্ধ ও ঘৃত পান করেন। কারণ ঐ দুই পদার্থে অধিক পরিমাণে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান, সুতরাং উহা দ্বারাই দেহ পুষ্টি হয় এবং উহাই জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

স্নান এতাদৃশ উপকারী হইলেও জ্বরে, অতীসারে, নেত্ররোগে, বায়ুরোগে, উদরাধ্মানে, পীনসে, অজীর্ণে এবং আহারান্তে স্নান নিষিদ্ধ শাস্ত্র বলেন—

স্নানং জ্বরেঽতীসারেচ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণ ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্

নবজ্বরে স্নানের ব্যবস্থা কোন দেশেই কেহ করেনা, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমারও বলিবার কিছুই নাই, কিন্তু পুরাতন বিষমজ্বরে জ্বরত্যাগের জন্য পাশ্চাত্যমতাবলম্বী অনেক চিকিৎসক উষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা করেন এবং রোগীকে স্নান করাইলে, তাহার জ্বরের উত্তাপও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে, তবে জ্বরের সন্তাপ সাময়িক হ্রাস পাইলেও তদ্দ্বারা স্থায়ী ফললাভ হয়না বা হইতেও দেখা যায় নাই, বরং টেম্পারেচার হ্রাস হওয়ার পরই আবার পুনর্ব্বিকোত্তর, সুতরাং এরূপ চিকিৎসার কোনই প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত পাক তৈল মর্দ্দন করিলেই ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে পারে পাক তৈল জ্বরঘ্ন এবং স্নিগ্ধ, সুতরাং স্নানের কাজ, জ্বরত্যাগ এবং শরীরের স্নিগ্ধতা, সমস্ত কার্য্যই উহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। পাক তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ স্নান দ্বারাও সর্ব্বদেহগত অগ্নি যেরূপ স্বস্থানে গমন করে, তৈল মর্দ্দনেও তদ্রূপ গমন করে, কিন্তু জল অপেক্ষা তৈল স্নিগ্ধ, সুতরাং কেবল গরম জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিলেই চলিতে পারে জ্বর কেন হয়, জ্বর-চিকিৎসায় তাহার কারণ দেখ, তাহা হইলেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিবে অতীসারে স্নান কর্ত্তব্য নহে, কারণ অতীসার জলীয় রোগ, অতীসারের একটি কারণ অত্যম্বু পান (অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ), সুতরাং কারণ নষ্ট না করিলে, কখনও কার্য্য নষ্ট হয় না, পরন্তু অতীসারে স্নান কখনই ব্যবস্থেয় হইতে পারে না নেত্র বা কর্ণরোগে এবং পীনসেও (নাসাস্রাবে) স্নান নিষিদ্ধ, এবং বাতরোগেও স্নান কর্ত্তব্য নহে, কারণ মস্তকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় ও বায়ু অবস্থান করে, সুতরাং বাত এবং শ্লেষ্মায় স্নান উপকারী নহে। বাতব্যাধি রোগেও স্নান হিতকর নহে, আবার আধ্মান বাতরোগের মধ্যে গণ্য, তাহাতেও সার্ব্বাঙ্গিক স্নান কর্ত্তব্য নহে, তবে উদরে পাক তৈল মর্দ্দন করিয়া জলের ধারা দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আহারান্তেও স্নান করা উচিত নহে।

দেশ।

দেশ তিন প্রকার—আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ দেশ

ভূমিদেশস্ত্রিধানূপো জাঙ্গলো মিশ্রলক্ষণঃ

আনূপ দেশের লক্ষণ এই—

নদীপল্বলশৈলাঢ্যঃ ফুল্লোৎপলকুলৈর্দ্ধৃতিঃ।
হংসসারসকারণ্ডচক্রবাকাদিসেবিতঃ॥
শশবরাহমহিষ রুরু রোহিকুলাকুলঃ
প্রভূত দ্রুমপুষ্পাঢ্যো নীলশস্যফলান্বিতঃ॥
অনেকশালিকেদারকদলীক্ষুবিভূষিতঃ
আনূপদেশো জ্ঞাতব্যো বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ।

যে দেশে বিস্তর নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, পর্ব্বত, হংস, সারস, বালিহাঁস ও চক্রবাক্ প্রভৃতি পক্ষী, শশক, শূকর, মহিষ এবং হরিণাদি চতুষ্পদ জন্তুগণ অবস্থিতি করে, যে স্থানে ফলপুষ্পে পরিণত বৃক্ষসকল এবং ক্ষেত্র সকল নীল শস্য, শালিধান্য, কদলী ও ইক্ষু প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত, তাহাকে আনূপদেশ বলে। এইরূপ দেশে বাতশ্লেষ্মজনিত রোগ জন্মে। জঙ্গল দেশের লক্ষণ এই—

আকাশশুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয়পাদপঃ।
শমীকরীরবিল্বার্ক পীলুকর্কন্ধুসঙ্কুলঃ।
হরিণৈণর্ক্ষপৃষতগোকর্ণখরসঙ্কুলঃ।
সুস্বাদু ফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলোস্মৃতঃ।

যেদেশ আকাশের ন্যায় শুভ্র ও উচ্চ এবং অল্প জলাশয় ও বৃক্ষ সমন্বিত এবং শমী, করীর, বিল্ব, আকন্দ, পীলু, কুলবৃক্ষ ও নানাবিধ সুস্বাদু ফলবান্ বৃক্ষে সুশোভিত, পরন্তু হরিণ, এণ, ভল্লুক, পৃষত, গোকর্ণ ও গর্দ্দভ প্রভৃতির বাসভূমি, তাহাকে জাঙ্গলদেশ বলা যায়। এই দেশ স্বভাবতঃ বায়ুবর্দ্ধক

তন্ত্রান্তরে দেশ দুই প্রকার যথা—

বহূদকনগোঽনূপঃ কফমারুতরোগবান্
জাঙ্গলোঽল্পাম্বুশাখীচ পিত্তাসৃঙ্মারুতোত্তরঃ।

সাধারণ দেশের লক্ষণ এই—

সংসৃষ্টলক্ষণো যস্তু দেশঃ সাধারণো মতঃ
সমাঃ সাধারণে যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ।
সমতা তেন দোষাণাং তস্মাৎ সাধারণো বরঃ।

যেদেশ আনুপ ও জঙ্গল উভয় লক্ষণ মিশ্রিত, তাহাকে সাধারণ দেশ বলে সাধারণ দেশে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বায়ু সমভাবাপন্ন বলিয়া বাতাদি দোষত্রয়ও সাম্যভাবে অবস্থান করে, এই হেতু সাধারণ দেশই ভাল।

দেশভেদে ঋতুর প্রভাব।

গঙ্গায়া দক্ষিণে দেশে বৃষ্টের্ব্বহুলভাবতঃ।
উভৌ মুনিভিরাখ্যাতৌ প্রাবৃট্ বর্ষাভিধাবৃতু॥
তস্যা এবোত্তরে দেশে হিমপ্রচুরভাবতঃ।
এতাবুভৌ সমাখ্যাতৌ হেমন্তশিশিরাবৃতু।

গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য হেতু প্রাবৃট্ এবং বর্ষা এই দুই ঋতুরই প্রভাব অধিক গঙ্গার উত্তর প্রদেশে শীতের আতিশয্য প্রযুক্ত হেমন্ত ও শীত-ঋতুর প্রভাব অধিক।

ঋতুর গুণ।

হেমন্তঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুর্জ্জঠরবহ্নিকৃৎ।
শিশিরঃ শীতলোঽতীব রুক্ষো বাতাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
বসন্তঃ মধুরঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরশ্চ সঃ।
গ্রীষ্মোরুক্ষোঽতিকটুকঃ পিত্তকৃৎকফনাশনঃ।
বর্ষা শীতা বিদাহিনী বহ্নিমান্দ্যানিলপ্রদা
শরদুষ্ণা পিত্তকর্ত্রী নৃণাংমধ্যবলাবহা।

হেমন্তঋতু স্নিগ্ধ ও শীতল। এই ঋতুতে প্রায় সকল পদার্থই মধুর-ভাবাপন্ন হয় এবং সকল জীবজন্তুর জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে

শীতঋতু—শীতল, অতিশয় রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

বসন্ত ঋতু—মধুর, স্নিগ্ধ ও কফজনক।

গ্রীষ্ম ঋতু—রুক্ষ, অতিশয় কটু, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক।

বর্ষাঋতু—শীতল, বিদাহী, মন্দাগ্নিকারক ও বায়ুবর্দ্ধক।

শরৎঋতু—উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎবলপ্রদ।

দেশ ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তন।

শাস্ত্রোক্ত এই যে সংস্কৃত শ্লোক, ইহা দ্বারা কোন্ দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর,

বা অস্বাস্থ্যকর তাহার মীমাংসা অনায়াসেই করা যাইতে পারে যখন সর্ব্বত্রই বায়ু, অগ্নি ও জলের খেলা, জগতে পঞ্চভূতব্যতীত যখন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, তখন কোন্‌স্থান জলীয়, কোন্‌স্থান শুষ্ক বা কোন্ স্থান গরম বা অগ্নি গুণবিশিষ্ট তাহা স্থির করিতে পারিলেই, আমরাও ডাক্তারগণের ন্যায় জল বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থান নির্দ্ধারণ করিতে পারি দেশও সাধারণতঃ দুই প্রকার, উষ্ণ ও শীতল এবং রোগও সাধারণতঃ দুইপ্রকার জলীয় এবং উষ্ণগুণ-সম্ভূত জলীয় রোগ হইলে, উষ্ণদেশে এবং উষ্ণগুণযুক্ত রোগ হইলে, জলীয় দেশে জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রোগীদিগকে প্রেরণ করিলে, তাহারা নিরাময় হইতে পারে জলজরোগ—গ্রহণী, কাস, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি এবং উষ্ণগুণ বিশিষ্ট রোগ—রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি তন্ত্রান্তরে দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, অধিক জলাশয় ও পর্ব্বত-সমন্বিত স্থানকে অনুপদেশ এবং অল্প জলাশয় ও অল্প বৃক্ষ সমন্বিত পার্ব্বত্যভূমিকে (দেশকে) জাঙ্গলদেশ বলা হইয়াছে। অনুপদেশের বায়ু আর্দ্র, এ জন্য ঐ দেশে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ জন্মে এবং জাঙ্গলদেশের বায়ু শুষ্ক, এ জন্য সে দেশে পিত্তজ, রক্তজ ও বাতজ রোগ জন্মে এই হিসাবে, গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশ অনুপদেশ এবং গঙ্গার উত্তর প্রদেশকে জাঙ্গলদেশ বলা যায় অনুপদেশ বৃষ্টিবহুল, কারণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী, সুতরাং অনুপদেশের ভূমিও নিম্ন এবং আর্দ্র, পরন্তু বাত ও শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক। আর জাঙ্গলদেশ সমুদ্র হইতে অনেক দুরবর্ত্তী, সে দেশের ভূমি উচ্চ, সুতরাং ঐ উচ্চতা হেতু সূর্য্যদেব কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার দহনগুণের প্রভাবের আধিক্য বশতঃ ভূমি এবং বায়ু উভয়ই শুষ্ক, এই জন্য ঐ দেশে বাতজ, পিত্তজ ও রক্তজ রোগসমূহ জন্মে জলীয় রোগ হইলে, জাঙ্গলদেশে এবং জাঙ্গলদেশজ রোগ হইলে, সমুদ্রোপকূলে জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাওয়া উচিত গঙ্গার উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র, হিমালয় হইতে সমুদ্রোপকূল ক্রমশঃ নিম্ন এবং সমুদ্রোপকূল হইতে হিমালয় ক্রমশঃ উচ্চ এই উচ্চতা ও নিম্নতা যথাক্রমে জাঙ্গল ও অনুপদেশ। এই উচ্চতা ও নিম্নতা ধরিয়া তন্ত্রান্তরে এই দেশকে মোটের উপর দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু ইঁহার অপেক্ষা ভাবপ্রকাশের সংগ্রহকার ভাবমিশ্র সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিলেন, তাই তিনি অনুপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের মধ্যে কোন কোন স্থানের মিশ্রলক্ষণ ও জল-বায়ুর সাম্যভাব দর্শন করিয়া সেই সেই স্থানকে সাধারণ-দেশ নামে অভিহিত করিয়াছেন বস্তুতঃ সাধারণ দেশই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অতি

উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ সমুদ্রোপকূল, বম্বে ও নাসিক প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে এই সকল স্থানে মোটের উপর শীত গ্রীষ্ম, বায়ু ও বর্ষা কিছু বই অধিক প্রভাব নাই, চিরবসন্ত বিরাজমান, তাই এই সকল স্থান ভূস্বর্গ নামে অভিহিত চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহসকল অনবরত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সুতরাং বহির্জগতও সেই প্রভাবে সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতেছে, এই আবর্ত্তনের প্রভাব যে স্থানে যত বেশী, সেই স্থানের জল বায়ু তত অধিক পরিবর্ত্তনশীল বা বৈষম্যভাবাপন্ন, পরন্তু বাহ্য বায়ু, অগ্নি ও জলের এই বৈষম্যভাব হইতে, দেহস্থিত বায়ু, অগ্নি ও জলেরও বিষমভাব উপস্থিত হয়, সুতরাং দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে; ইহাই স্বাভাবিক, স্বভাবের গতিরোধ করিবার শক্তি কেবলমাত্র স্বভাবেরই আছে, অন্য কাহারও সে শক্তি নাই তাই দেখিতে পাই, এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র গমন করা হয় তাই দেখিতে পাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা দলে দলে জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর, বৈদ্যনাথ, গিরিডিহি ও শিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকেন কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশ, মধুপুর প্রভৃতি স্থানেও তাই,—মূলপ্রকৃতি একই, কিন্তু তাহার—গতি, সংস্থান ও ক্রিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, তাই এক প্রকৃতি হইতে অন্য প্রকৃতিতে গমন করিয়া, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা হয় কলিকাতা প্রভৃতি স্থান নদনদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়বহুল, নানাবিধ বৃক্ষ, ফুল, ফল, ধান্যাদি শস্য, কদলী ও ইক্ষু প্রভৃতিতে সুশোভিত, নিম্নভূমি বলিয়া আর্দ্র, সুতরাং মধুপুর প্রভৃতি আকাশবৎ শুভ্র ও উচ্চ এবং অল্প জলাশয় ও অল্প বৃক্ষ সমন্বিত জাঙ্গলদেশে, অনুপদেশস্থ রস শোষণ করিবার জন্য গমন করা হয় মধুপুর প্রভৃতি স্থানের বায়ু অধিকতর শোষণগুণ বিশিষ্ট, যেহেতু বায়ু শুষ্ক, ভূমি উচ্চ, জল অতিশয় নির্ম্মল, সূর্য্যোত্তাপ প্রখর বলিয়া ভূমি ও বায়ু আর্দ্র নহে, বাঙ্গালার আর্দ্র ভূমিজাত রোগের প্রতীকারের জন্য এই হেতু ঐ সকল স্থানের জলবায়ু অধিকতর উপযোগী। পরন্তু একদেশে বহুকাল অবস্থানও সুখকর নহে, তাই মধ্যে মধ্যে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন আবশ্যক, বিশেষতঃ দেশ বা জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে স্বীয় দেশে সঞ্চিত দোষ অন্যত্র গমনে প্রকুপিত হইলেও বলবান্ হয় না। শাস্ত্র বলেন—

স্বে দেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ
বলবন্তস্তথা নস্যুর্জ্জলজা স্থলজা স্তথা ॥

খাদ্য।

উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দূর্দ্দেশজং ভয়ম্।
আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য কৃতে সতি॥

কি সুযুক্তি ও চিন্তাপূর্ণ চমৎকার উপদেশ। আয়ুর্ব্বেদে এমন উপদেশ থাকিতে আমরা অন্যের নিকটে উপদেশের প্রার্থী হই। ভবঘুরের দল আমরা কিনা তাই নিজেদের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইরূপ অকাট্য যুক্তিপূর্ণ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে? যে দেশে যাহার জন্ম ও বাস, তদ্দেশীয় আহার বিহার করাই তাহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথা করিলে, দেহ পীড়িত হইবে শীতপ্রধান দেশের ঔষধ উষ্ণবীর্য্য, তদ্দ্বারা গ্রীষ্মদেশবাসীর অপকার হয়। কারণ গ্রীষ্মদেশবাসীর পক্ষে শীতবীর্য্য ঔষধই প্রশস্ত ঔষধ সম্বন্ধে যে নিয়ম, পথ্যসম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ যে দেশবাসীর যেরূপ আহার বিহার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে; সে দেশবাসীর পক্ষে তাহাই প্রশস্ত। বিহার সম্বন্ধে যখন যে দেশে বাস করা যায়, তখন সেই দেশের নিয়মাধীন হওয়াই উচিত। শীত-প্রধান দেশে সমধিক পরিশ্রম করা উচিত, যতই পরিশ্রম করা যায়, ততই স্ফূর্ত্তি ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়, পুনঃ পুনঃ ভোজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে; বসিয়া থাকিলে, শীত বা জড়তা ভাঙ্গে না এবং ক্ষুধাও হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ঠিক ইহার বিপরীত, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়, অল্প ভোজনে তৃপ্তিলাভ করে, অল্প বয়সে যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়, পরন্তু শীতপ্রধান দেশের লোকের ন্যায় দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয় না।

যেদেশে জন্মগ্রহণ বা বাস করা যায়, সেই দেশের বিধি বা নিয়ম অনুসারে আহার বিহারাদি সম্পন্ন করিলে দূরদেশজাত বা ভিন্ন দেশীয় রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, কারণ যে দেশে যাহাদের বাস, তাহাদের শরীর কি প্রকার খাদ্যে সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া বহুকাল পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি একদেশে বসিয়া তোমার শরীরের অনুপযোগী ভিন্ন দেশীয় আহার বিহার করিলে যে সেই ভিন্ন দেশীয় ব্যাধিতে দেহ পীড়িত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? এইজন্যই কি এ দেশের লোক বর্ত্তমানে এইরূপ স্বাস্থ্যবিহীন হয় নাই? দেশভেদে খাদ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন,

তাই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এক এক স্থানের অধিবাসীর এক এক রকম খাদ্যের ব্যবস্থা, অদ্ভুত পার্থক্য। বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ, পঞ্জাবীর রুটিগত প্রাণ। বাঙ্গালীর পক্ষে রুটি দুষ্পাচ্য, কিন্তু পঞ্জাবীর পক্ষে তাহা সুপাচ্য, পরন্তু ভূসি সমেত রুটি না খাইলে, তাহাদের অনেকের দাস্তই পরিষ্কার হয় না, আবার তাহা খাইলে গুরুপাকবশতঃ বাঙ্গালীর অধোগামী হয়, ফলে দুই চারিবার পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে। অন্নেও যেসকল পদার্থ বিদ্যমান, গমেও সেই সকল পদার্থই বিদ্যমান, কিন্তু অন্ন অপেক্ষা গমে সেই সকল পদার্থের পরিমাণ বেশী, তাই অন্ন লঘুপাকী, রুটি গুরুপাকী, তাই অন্ন সুপাচ্য, রুটি দুষ্পাচ্য। জগতের সকলপদার্থই যখন পাঞ্চভৌতিক, তখন আহার্য্যও সেই নিয়মাধীন কেন না হইবে? তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ।
বিপক্কঃ পঞ্চধা সম্যক্ গুণান্ স্বান্ অভিবর্দ্ধয়েৎ।
ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি।

পঞ্চভূতাত্মক দেহে পঞ্চভূতাত্মক আহার পরিপক্ক হইয়া পঞ্চপ্রকার গুণ প্রাপ্ত হয় এবং ঐ পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চ প্রকার গুণ দ্বারা দেহস্থ ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ স্বীয় স্বীয় এই পঞ্চগুণকে বর্দ্ধিত করে। আহারস্থ পার্থিব পদার্থ শরীরস্থ পার্থিব পদার্থের; জলীয় পদার্থ শরীরস্থ জলীয় পদার্থের, আগ্নেয় পদার্থ শরীরস্থ অগ্নির, বায়বীয় পদার্থ শরীরস্থ বায়বীয় পদার্থের এবং আকাশীয় পদার্থ, শরীরস্থ আকাশীয় পদার্থের পোষণ করিয়া থাকে। পঞ্চভূতাত্মক আহার দ্বারা এইরূপে পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

ঔষধ ও পথ্য।

যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জন্তস্যৌষধং হিতম্।
দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্যগুণমৌষধম্।

যে দেশে যাহার জন্ম, সেই দেশীয় আহার তাহার পক্ষে যেরূপ উপযোগী, সেই দেশীয় ঔষধ পথ্যও তাহার পক্ষে তদ্রূপ, কারণ ঔষধ ও আহার সকলই তাহার প্রকৃতির অনুকূলে ক্রিয়া বা শরীরের সমতাসাধন করিতে পারে, এরূপ-ভাবে প্রস্তুত করা হয়। ইহার প্রথম কারণ এই; দ্বিতীয় কারণ যে দেশে

যাহার জন্ম, সেই দেশীয় ভেষজই তাহার প্রকৃতির অনুকূল জগতের সমস্ত পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক, কিন্তু তাহা হইলেও একজন কাবুলীতে আর একজন বাঙ্গালীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আহারে বিহারে, আকারে প্রকারে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, চলনে বলনে, শয়নে ভ্রমণে, বর্ণে গুণে, লড়ায়ে দাঙ্গায়, মারামারিতে কাটাকাটিতে, খাদ্য পানীয়ে, বলবীর্য্যে কোন বিষয়েই কাবুলীর সহিত বাঙ্গালীর সামঞ্জস্য নাই। এও মানুষ, সেও মানুষ, তবে কেন এত অসামঞ্জস্য? ইহার একমাত্র কারণ উভয়ের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তাহার জন্ম ও বাস স্বতন্ত্র স্থানে, স্বতন্ত্র স্থানে জন্ম ও বাস বলিয়া তাহার আকার প্রকার, রীতিনীতি, স্বভাব চরিত্র, চলন বলন, শয়ন ভোজন, খাদ্য পানীয় সবই বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র; কেবল বাঙ্গালা এবং কাবুলে বা বাঙ্গালী ও কাবুলীই বা বলি কেন? সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বা বৈষম্যভাব তাই দেখিতে পাই কোন জাতির সহিত কোন জাতির মিল নাই কোন জাতির সহিত কোন জাতির সাদৃশ্য নাই

হে ভগবন্! মানুষগুলি কি সবই মাতাল, নচেৎ নানাপ্রকার ভঙ্গী কেন? কবে তাহারা এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে বাস করিতে শিখিবে? কবে তাহারা ভেদজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক একভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখিবে? কবে সকলে একজ্ঞান হইয়া বৈষম্য ভুলিয়া একভাবে তোমার উপাসনা করিতে শিখিবে? সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ তুমি সকলকে একবার বুঝাইয়া বল যে তোরা সকলেই আমার সন্তান, মারামারি কাটাকাটি করিয়া আর ধরণী রঞ্জিত করিস্ না, খোদা, আল্লা, কালী দুর্গা, শিবরাম, যীশুখৃষ্ট গড সবই এক পদার্থ, সবই আমি, এক ছাড়া দুই নাই, সেই একও আমিই এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে বিভিন্নতা, ইহার একমাত্র কারণ প্রকৃতির বা জলবায়ুর সংস্থান, গতি ও ক্রিয়ার বিভিন্নতা। ইহাই যখন বিভিন্নতার কারণ, তখন ঔষধ পথ্যই বা বিভিন্ন না হইবে কেন? যেদেশে যাহার জন্ম, সেই দেশীয় উদ্ভিজ্জই তাহার প্রকৃতির বা দেহের সমধিক উপযোগী, সুতরাং তজ্জাত খাদ্য এবং ঔষধও যে তাহার পক্ষে সমধিক উপযোগী তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

স্বাস্থ্য।

অস্বস্থো যেন বিধিনা স্বস্থো ভবতি মানবঃ।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্ ॥

যে উপায় দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়, চিকিৎসকের তাহাই করা উচিত, যেহেতু স্বাস্থ্য সকলেরই সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়

যৎ সমত্বং হি দোষাণাং ভিষগ্‌ভিরবধার্য্যতে
ন তৎ স্বাস্থ্যং বিনা বক্তুং শক্যমন্যেন হেতুনা।

তেন সমদোষস্বস্থয়োর্লক্ষণ মন্যে হন্যাপেক্ষ্যং স্বস্থঃ সমদোষঃ সমদোষঃ স্বস্থঃ। স্বস্থেভ্যো হিতঞ্চ তৎ দোষধাতুমলানাং স্বপ্রমাণস্থিতানাং সাম্যানুবৃত্তিহেতুর্যদব্যাপচ্চ স্বস্থানুবৃত্তিং করোতি

চিকিৎসকগণ যাহাকে সমতা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ফলতঃ সমদোষ ও সুস্থতা বা স্বাস্থ্য ও সমদোষ একই কথা

নন্বহর্নিশর্ত্তু ভুক্তবৎসু দোষাণাং বৃদ্ধেঃ কথং সমদোষতা ? উচ্যতে অহোরাত্রপ্রথমভাগাদিষু তত্তদ্দোষবৃদ্ধেঃ স্বস্থবৃত্তোক্তবিধিভিরুপশমাৎ সমদোষতেতি ন দোষঃ

এস্থলে প্রশ্ন এই যে—দিবারাত্রি ও ভোজনের আদিমধ্যান্তক্রমে স্বভাবতঃ দোষের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এ অবস্থায় দোষের সমতা কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দিবারাত্রি ও ভোজনের আদিমধ্যান্তক্রমে দোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ হিতকর দ্রব্যসমূহ আহারাদির দ্বারা সেই দোষের সমত্ব হয়

স্বভাবতো হিতানি যথোক্তানি তথা মাত্রা শীলয়েৎ।

যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ হিতকর, তাহাই যথাপরিমাণে অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ সহ্য হয়, তদ্রূপ মাত্রায় সেবন করিলে, শরীর সুস্থ থাকে। এই সুস্থতাই সমদোষ।

বিন্মূত্রাখিলদোষধাতুসমতাকাঙ্ক্ষান্নপানেরুচিঃ ভুক্তং জীর্য্যতি পুষ্টয়ে পরিণতিঃ স্বপ্নাবোধৈঃ সুখম্ গৃহ্ণীতে বিষয়ান্ যথাস্ব-মুচিতান্ বৃত্তিং মনোবুত্তিতঃ। স্বস্থস্যাভিহিতং চতুর্দ্দশবিধং জন্তো-রিদং লক্ষণম্

মল, মূত্র, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, অগ্নি ও রসাদি সপ্তধাতুর সমতা এবং অন্ন ও পানীয়ে রুচি থাকিলে, ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক ও তাহার সারভাগ রসরূপে

পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিলে, সুনিদ্রা হইলে এবং মনোবৃত্তি স্বীয় স্বীয় বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইলে, তাহাকে সুস্থ বলা যায়। সুস্থতার লক্ষণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার

অন্যচ্চ। সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। এতেন সমক্রিয়ঃ শরীরানুরূপকর্ম্মা।

তথাচ। রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।

দোষ ও তাহার সমতা বিষমতার বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ, পাচকাগ্নি, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত-ধাতু, মল, কর্ম্ম অর্থাৎ শারীরিক চেষ্টা, আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মনের প্রসন্নতা এই সকল যাহার সমভাবে আছে, তাহাকে সুস্থ বলা যায় ইদানীং বাঙ্গলা দেশে এইরূপ লোক কি কেহ আছে? ইহার উত্তর বর্ত্তমানে সহজে দেওয়া যায় না, যেহেতু এইরূপ লক্ষণসমন্বিত লোক বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল। অসুস্থতার কারণও অনেক শাস্ত্রে অবিশ্বাস,শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন ইত্যাদি অসংখ্য কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাস্ত্র শব্দে যেন কেহ ব্রহ্মচর্য্য না বুঝেন শাস্ত্র আর কিছুই নহে, যুক্তিসঙ্গত হিতোপদেশ, যাহাতে এইরূপ হিতোপদেশ আছে, তাহাই শাস্ত্র এবং সেই হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করার নাম শাস্ত্রে অবিশ্বাস বা শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করি, শাস্ত্রোপদেশ যে শরীর-রক্ষার তথা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভের এক-মাত্র সহায় বা পথপ্রদর্শক, শাস্ত্রবাক্যই যে পুণ্যময়, তাহা ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা করি না। আমাদের সমাজ-দেহে বহুকাল যাবৎ এই পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাই আমরা স্বীয় প্রকৃতি বা দেশ কালের বিরুদ্ধ আহার, ঔষধ ও পথ্যাদি গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্য হারাইতেছি। শরীর বা স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী আহার, ঔষধ ও পথ্যাদি গ্রহণ না করার নামই যে পাপ এবং দেশ কাল প্রকৃতির অনুকূল আহার বিহারাদি করাই যে পুণ্য কর্ম্ম, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, পরন্তু ভুলিয়াছি বলিয়াই স্বাস্থ্য-সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। যদি স্বাস্থ্য-লাভের ইচ্ছা থাকে, শাস্ত্র-বাক্য পালন কর। শাস্ত্রের একটি আদেশ এই—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত স্বাস্থ্যরক্ষার্থমায়ুষঃ।
তত্র দুঃখপ্রশান্ত্যর্থং স্মরেদ্ধি মধুসূদনম্

দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহম্।
স্বমাননং ঘৃতে পশ্যেদ্ যদীচ্ছেচ্চিরজীবিতম্।
আয়ুষ্য মুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনম্।
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদরগৌরবনাশনম্॥

স্বাস্থ্য এবং আয়ু-রক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া দুঃখ প্রশান্তির নিমিত্ত দুঃখ-নাশন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিবে। যিনি চিরজীবী বা দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঐরূপে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘৃতের ছায়াতে স্বকীয় বদন দর্শন করিবেন, তদনন্তর মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন এইসকল বিধি আয়ুষ্কর, পরন্ত অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেট ডাকা, উদরাধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা এবং উদরের গুরুতা অর্থাৎ উদর ভারি বোধ এই সকল উপসর্গ বিনাশক

আমরা কি শাস্ত্রের এই সকল আদেশ উপদেশ পালন করি? ইহার উত্তর না—কখনই পালন করি না। প্রত্যুষে বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগের পরিবর্ত্তে বেলা ৮ টার সময় শয্যাত্যাগ করি দুর্গতিনাশন মধুসূদনের নামটা যে কিরূপ পদার্থ এবং কিরূপ স্মরণ করি, তাহা সেই অন্তর্য্যামী মধুসূদনই জানেন। আর "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' ঋণ করিয়াও ঘৃত-পান করিবার ব্যবস্থা এক্ষণে "ঋণং কৃত্বা জলং পিবেৎ" ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাই কবিরাজী ঘৃতের নাম শুনিলেই অনেকে ভীত হয়েন, পরন্তু মেডিসিনরূপ জল তাঁহাদের সহজে পরিপাক হয়, তাই ঘৃত এখন ভদ্রলোকের অখাদ্য, ঘৃতের নাম শুনিলে অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন ও ভীত হয়েন, তা হইবারই কথা, কারণ লিবার নামক যন্ত্রের দুর্ব্বলতাবশতঃ পচনাক্ষমতা বা দুষ্পাচ্যতা প্রযুক্ত ঘৃত হজম হইবে কেন? তাই ভদ্রলোকের পেটে এক্ষণে ঘৃত সয় না, শুনিয়াছি কুকুরের পেটে নাকি ঘি সয়না।

এই যে প্রাতঃকালে ঘৃতের ছায়াতে মুখদর্শনের ব্যবস্থা. এই ব্যবস্থা পালন করিলে তোমারই শরীর সুস্থ থাকিবে। শাস্ত্রকার তোমার পূর্ব্বপুরুষ, তোমার স্বাস্থ্যসুখ বা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই তাঁহাদের স্পৃহনীয়, তাই অনেক গবেষণা করিয়া—অনেক জ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া তোমার জন্য তাঁহারা উপদেশরূপ অমূল্যরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যদি তুমি তাহার সদ্ব্যবহার কর, তবে নিশ্চিতই সুখে থাকিবে, আর যদি সদ্ব্যবহার না কর, অনিবার্য্য অনন্ত দুঃখ ভোগ

করিবে, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও উপদেষ্টারা তোমার মহাগুরু ও পিতৃস্থানীয়, তাঁহারা কখনই তোমার অমঙ্গল কামনা করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারেন না; তুমি কখনও কি তোমার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করিতে পার?

ঘৃতের অশেষ গুণ, তাই ঋণ করিয়া আর কোন কার্য্য করিবারই ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ঘৃতপানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে আমি আমার মৃতপ্রায় রোগীদিগকে ঘৃতের ব্যবস্থা করিয়া আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি যাহাদের লিভার ঘৃত পচনে অক্ষম, আমি তাহাদিগকে দাইল তরকারী, তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃতদ্বারা সম্তলন করিয়া আহারের ব্যবস্থা করি, যাহার আধতোলা বা সিকিতোলা কাঁচা ঘৃত সহ্য হয় না এই নিয়মে তাহাকে অর্দ্ধ ছটাক ঘৃত সেবন করাইয়াছি, কিন্তু তাহার কোনরূপ বদ্‌হজমের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই

ঘৃতের ছায়াতে মুখদর্শন গভীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক ব্যবস্থা।

ঘৃত স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক, অপান বায়ুর ঊর্দ্ধগামিতায় কোষ্ঠ কাঠিন্য জন্মে, ঘৃত সেই কোষ্ঠকাঠিন্য রহিত করিয়া কোষ্ঠ খোলাসা করে আপান বায়ুর অনুলোমক বলিয়া ঘৃত, মলমূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মায় এবং উদরাধ্মান ও উদরের গুড়্ গুড়্ শব্দ বিনষ্ট করে ঘৃত অত্যন্ত অগ্নিগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং ক্ষুধাবৃদ্ধি করে।

অনাহার ও অসময়ে আহারের দোষ।

যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্বলক্ষয়ঃ।
অন্যচ্চ। ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্বেষু রসদোষমলেষু চ
কালে বা যদি বাকালে সোহন্নকাল উদাহৃতঃ

বেলা এক প্রহরের মধ্যে এবং দুই প্রহরের পর ভোজন অকর্ত্তব্য, কারণ এক প্রহরের মধ্যে রসের উৎপত্তি হয় এবং দুই প্রহরের পর ভোজন করিলে, বলক্ষয় হইয়া থাকে সুন্দর সারগর্ভ পরামর্শ এক প্রহরের মধ্যে শ্লেষ্মার প্রকোপ, আর দুই প্রহরের পরও অগ্নি নিস্তেজ বা দুর্ব্বল হয় এক প্রহরের পরই পিত্ত বা অগ্নিবৃদ্ধির সময়, সুতরাং এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে ভোজন কর্ত্তব্য ইহা অবশ্যই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বিশেষ নিয়ম এই —

বুভুক্ষিতো ন যোঽশ্নাতি তস্য হারেন্ধনক্ষয়াৎ
মন্দীভবতি কায়াগ্নির্যথা চাগ্নির্নিরিন্ধনঃ
আহারং পচতি শিখী দোষানাহারবর্জ্জিতঃ
দোষাণাং ক্ষয়েচ্চ ধাতূন্ প্রাণান্ ধাতুক্ষয়ে পচেৎ

ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই রস-দোষ, মলের পরিপাক ও কালাকালের বিচার না করিয়া ভোজন করা যায়। ক্ষুধার উদ্রেক যে সময়ই হউক, সেই সময়ই ভোজনকাল মধ্যে পরিগণিত ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি সময়ে ভোজন না করিলে, বাহ্য অগ্নি যেরূপ ইন্ধন বা দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ইন্ধনরূপ আহারের অভাবে পাচকাগ্নি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, পরন্তু আহারের অভাবে শরীরের রস এবং রসশোষণের পর রক্ত মাংসাদি শোষণ করে, অনন্তর তদভাবে প্রাণকে পরিপাক করে দুর্ভিক্ষে এইরূপে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়

বারি পান

অল্পদিনের কথা, সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, ভোজনের সময় জলপান করা উচিত কিনা, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা তাহার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ভোজনের সময় জলপান করা উচিত, না করিলে, আহার সম্যক্ জীর্ণ হয় না আয়ুর্ব্বেদের মত এই —

কুক্ষের্ভাগদ্বয়ং ভৈক্ষ্যৈঃ জোস্তৃতীয়ে বারিপূরয়েৎ
বায়োঃ সঞ্চারণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ
রসেনান্নস্য রসনা প্রথমেনোপতর্পিতা
ন তথা স্বাদুমাপ্নোতি ততঃ শোধ্যাম্বুনান্তরা।
অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্ন মনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্ম্মুহুর্ব্বারি পিবেদভূরি
ভুক্তস্যাদৌ জলম্পীতং কার্শ্যং মন্দাগ্নিদোষকৃৎ।
মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তে স্থৌল্যকফপ্রদম্
অন্যচ্চ সমস্থূলকৃশা ভুক্তমধ্যান্তাঃ প্রথম স্বুপঃ।
তৃষিতস্তু ন চাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতো ন পিবেজ্জলম্
তৃষিতস্তু ভবেদ্গুল্মী ক্ষুধিতস্তু জলোদরী।

উদরের চারিভাগের দুইভাগ ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা এবং একভাগ জলদ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট একভাগ বায়ুর গমনাগমনের নিমিত্ত খালি রাখিবে। আহার্য্য দ্রব্যের রসস্বাদে প্রথম প্রথম রসনীর তৃপ্তি হয়, কিন্তু পরে আর তদ্রূপ আস্বাদ পাওয়া যায় না, একারণ ভোজন-কালে মধ্যে মধ্যে জলপান করিয়া জিহ্বা-শোধন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে আস্বাদের পরিবর্ত্তন হয়।

অত্যধিক জলপান করিলে, অন্ন পরিপাক হয় না, আবার একেবারে জলপান না করিলেও অন্ন পরিপাক হইতে পারে না, অতএব আহার কালে জল অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করা উচিত ভোজনের আদিতে জলপান করিলে, কৃশতা এবং অগ্নিমান্দ্য জন্মে, ভোজনের মধ্যে জলপান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জলপান করিলে, শরীরের স্থূলত এবং কফ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ভোজনের মধ্যেই জলপান করা কর্ত্তব্য

মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, ভোজনের মধ্যসময়ে জলপান করিলে, শরীর স্থূলতর হয় এবং ভোজনের প্রথমে জলপান করিলে, শরীর কৃশ হয়। পিপাসিত ব্যক্তির পিপাসার লাঘব না হইতে ভোজন এবং ক্ষুধিতের বিশ্রাম না করিয়া জলপান এই উভয়ই দোষের। তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তি ঐরূপ ভোজন করিলে, গুল্ম এবং ক্ষুধিতব্যক্তি ঐরূপ জলপান করিলে, জলোদর রোগ জন্মে

আমাদের শাস্ত্রকারগণের কি চমৎকার উপদেশ! এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমরা বিনা অন্যের নিকট উপদেশের প্রার্থী হই! ফলতঃ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়, এইটুকু সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত জলপানের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। দাইল তরকারিতে বেশী জল দিলে, তাহা যেমন সুপক্ক হয় না, পাকস্থালীতে ভুক্তদ্রব্যের মধ্যেও তদ্রূপ বেশী জল পতিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না যাহাদের অন্ন সুজীর্ণ হয় না বা পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদের জল অল্প পান করাই ভাল, বরং আহারের সময় জলের পরিবর্ত্তে আহারান্তে পাতলা দুগ্ধ অল্প মাত্রায় পান করা যাইতে পারে।

দুগ্ধপান।

বিদাহীন্যন্নপানানি যানিভুঙ্‌ক্তে হি মানবঃ।
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃ পিবেৎ।

তথাচ কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং ন দধ্যন্তং কদাচন
লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীন্যতি যানি তু।
তদ্দোষহর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ।

ইহার অর্থ এই—মানুষ যে সকল বিদাহি অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক অন্ন পানীয় ভোজন করে ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিলে, ঐসকল দ্রব্যের দোষ বিনষ্ট হয় তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে আহারান্তে দুগ্ধপান করা উচিত, কিন্তু দধি ভোজন করা উচিত নহে। লবণরস, অম্লরস, কটুরস ও উষ্ণাদি যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, আহারান্তে দুগ্ধপান করিলে, ঐ সকল দ্রব্যের দোষ অপহৃত হয়, একারণ ভোজনান্তে দুগ্ধপান দ্বারা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিবে

দধি ভোজন।

বর্ত্তমানে আমরা চরম দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি, ইউরোপ আমেরিকা হইতে আদেশ না আসিলে, কোন কার্য্যই করিতে পারি না। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহাও স্থির করিতে পারি না ইহ অপেক্ষা একটা জাতির শোচনীয় অধঃপতনের বা অযোগ্যতার নিদর্শন আর কিছুই হইতে পারে না যোগ্যব্যক্তি নিজেই ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া কার্য্য করে, আর অযোগ্য ব্যক্তি অন্যের উপর নির্ভর করে, ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের এ ভাবের ব্যতিক্রম কি কখনও হইবে না?

ধন্বন্তরি বলেন—

দধিত্তু মধুরমম্লমত্যম্লঞ্চেতি তৎকষায়ানুরসং স্নিগ্ধমুষ্ণং পীনসবিষমজ্বরাতীসারারোচকমূত্রকৃচ্ছ্রকার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মঙ্গল্যঞ্চ।

মহাভিষ্যন্দি মধুরং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্।
কফপিত্তকৃদম্লং স্যাদত্যম্লং রক্তদূষণম্॥
বিদাহি সৃষ্টবিণ্মূত্রং মন্দজাতং ত্রিদোষকৃৎ।
স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং দীপনং বলবর্দ্ধনম্॥
বাতাপহং পবিত্রঞ্চ দধি গব্যং রুচিপ্রদম্।

এতদ্দেশের ভূমি নিম্ন ও আর্দ্র, বায়ুও আর্দ্র, সুতরাং এদেশে সাধারণতঃ দধি-ভোজন প্রশস্ত নহে, দধি শীতপ্রধান দেশ বা যে দেশের ভূমি উচ্চ ও

বায়ু শুষ্ক সেই দেশের পক্ষে প্রশস্ত, ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু যাহার অগ্নি তীক্ষ্ণ, সে যে দেশের অধিবাসীই হউক, তাহার পক্ষে দধি অত্যন্ত উপকারী

দধি তিন প্রকার, মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল তিন প্রকার দধিই ভোজনান্তে কষায় রস ইহ স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, বলকর, তেজস্কর ও মঙ্গলজনক

মধুর দধি চক্ষুরোগ জন্মায় এবং কফ ও মেদ বৃদ্ধি করে অম্লদধি কফ ও পিত্তকর এবং অত্যম্ল দধি রক্ত দূষিত করে দধি মন্দজাত হইলে অর্থাৎ ভাল না বসিলে বিদাহি হয় অর্থাৎ গলা বুক জ্বলে, এবং তদ্দ্বারা মল মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হয় গব্যদধি স্নিগ্ধ, মধুর, অগ্নিকর, বলকর ও রুচিকর দধির সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই—দধি ভোজন করিলে যদি গলা বুক জ্বলে, উদর ভার হয়, তাহা হইলে ভোজনে বিরত হওয়াই উচিত ফলতঃ যতই উৎকৃষ্ট দ্রব্য হউক না কেন, তাহা সকলেরই পক্ষে উপকারী হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, এক প্রকৃতিতে যাহা সহ্য হয়, তাহা অন্য প্রকৃতিতে সহ্য হয় না, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত

স্বভাব-পরিবর্ত্তন বা মৃত্যুলক্ষণ।

স্বভাবপ্রসিদ্ধানাং শরীরৈকদেশানামন্যভাবিত্বং মরণায়। তদ্যথা—শুক্লানাং কৃষ্ণতা কৃষ্ণানাং শুক্লত্ব রক্তানামন্যবর্ণত্বং স্থিরাণামস্থিরত্বং মৃদুনাং স্থিরতা চলানামচলত্ব মচলানাং চলত্ব পৃথূনাং সংক্ষিপ্তত্বং সংক্ষিপ্তানাং পৃথুত্ব দীর্ঘাণাং হ্রস্বত্বং হ্রস্বাণাং দীর্ঘতা অপতনধর্ম্মিণাং পতনধর্ম্মিত্বং পতনধর্ম্মিণামপতনধর্ম্মিত্ব মকস্মাচ্চ শৈত্যোষ্ণ্যস্নৈগ্ধ্যরৌক্ষ্যপ্রস্তম্ভ বৈবর্ণ্যাবসদনঞ্চাঙ্গানাং স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ শরীরৈকদেশানা মবস্রস্তোৎক্ষিপ্তাবক্ষিপ্তপতিতবিমুক্তনির্গতান্তর্গত গুরুলঘুত্বানি

স্বভাব অর্থে স্ব-ভাব যে বস্তুর যে প্রকার রূপ গুণ ও আকার, তাহাই সেই বস্তুর স্ব-ভাব বা প্রকৃতি মূল প্রকৃতি, পঞ্চভূত হইলেও তাহা হইতে অসংখ্য অনন্ত বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয় বৈষম্যেই সৃষ্টি, সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের রূপ, গুণ এবং ক্রিয়াও স্বতন্ত্র যে বস্তুর যে প্রকার রূপ, গুণ, বা

আকার, তাহার পরিবর্ত্তন হইলেই, সেই বস্তুর বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়, ইহাকেই স্বভাব-পরিবর্ত্তন বলে। স্বভাব পরিবর্ত্তন ব্যতীত কখনই নূতন সৃষ্টি হয় না। স্বস্তৃষ্টিতে এই পরিবর্ত্তন মৃত্যুর লক্ষণ বিশিষ্ট। তাই ধন্বন্তরি কহিতেছেন,—স্বভাবতঃ যে বস্তুর যে প্রকার অবয়ব, যদি তাহার কোন অঙ্গের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তবে সেই পরিবর্ত্তনই সেই বস্তুর মৃত্যুর লক্ষণ। এতদ্দ্বারা তিনি অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ উপদেশ করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছেন—

যেমন শুক্লবর্ণের কৃষ্ণত্ব, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লত্ব, রক্তাদিবর্ণসমূহের অন্যবর্ণতা, স্থির পদার্থের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরত্ব, স্থূলের কৃশতা, কৃশের স্থূলতা, দীর্ঘের হ্রস্বতা, হ্রস্বের দীর্ঘতা অথবা কোন অঙ্গ অকস্মাৎ শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া শরীরের সম্বন্ধে এই সকল পরিবর্ত্তনকে স্ব-ভাবের বিপরীত বলা যায়। শরীরের কোন অঙ্গ স্বস্থান হইতে স্খলিত, উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত, পতিত, নির্গত, অন্তর্গত, গুরু বা লঘু হওয়ায় শরীরের পরিবর্ত্তন বা বিপরীতভাব লক্ষিত হয়।

মহামুনি ধন্বন্তরির বাক্যের তাৎপর্য্য এই—শুক্লবর্ণ যদি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, বা সাদা রংয়ের মধ্যে যদি একটু কালি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে, সাদা রং আর থাকে না, সাদা রং কালো হইয়া যায়, এই পরিবর্ত্তনকে সাদা রংয়ের মৃত্যু বলা যায়। এইরূপ কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা কৃষ্ণবর্ণের মৃত্যু, রক্ত বর্ণের অন্যবর্ণতা রক্তবর্ণের মৃত্যু, স্থির পদার্থের অস্থিরতা, স্থির পদার্থের মৃত্যু, অস্থিরের স্থিরতা, অস্থিরের মৃত্যু, স্থূলের কৃশতায়, স্থূলভাবের পরিবর্ত্তন, সুতরাং কৃশের মৃত্যু, দীর্ঘের হ্রস্বতা সাধন করিলে দীর্ঘতার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া দীর্ঘতার মৃত্যু, আবার হ্রস্বের দীর্ঘতা দ্বারা হ্রস্বের মৃত্যু। এইরূপ হঠাৎ কোন অঙ্গ শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিবর্ণ বা অবসন্ন হইলে শরীরের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাই স্ব-ভাবের বিপরীত, স্ব-ভাবের বৈপরীত্যই মৃত্যুর লক্ষণ।

পারদ স্বভাবতঃ অতিশয় চঞ্চল, তাহার চাঞ্চল্য সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। এই চঞ্চলতার জন্য তাহার নাম চঞ্চল ও চপল। এই অস্থির পদার্থ সর্ব্বদা এতই অস্থির যে, সে নিজের অস্থিরতা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, মন তাহার চঞ্চল বা অস্থির, অস্থির মনের দ্বারা কি কোন কাজ হয়? যেমন অস্থির মানুষ নিজের অস্থিরতা লইয়াই ব্যস্ত, তদ্রূপ সেও তাহার অস্থিরতা লইয়াই ব্যস্ত, তাই তাহার অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য-বিনাশের জন্য তৎসঙ্গে গন্ধক মিশ্রিত করা হয়, গন্ধক

মিশ্রিত করিলে সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় তখন সাদা রং থাকে না, চাঞ্চল্য থাকে না, রোগ বিনষ্ট করে, ফলতঃ সে সর্ব্বপ্রকারে অন্য-রূপ, গুণ ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়, আবার গন্ধকও তদ্রূপ, স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্ত্তনকে পারদ ও গন্ধকের মৃত্যু বলা যাইতে পারে। বদ্ধ পারদ রোগনাশক বলিয়া শাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে, তাহার অর্থ পারদের মৃত্যু পারদকে এইরূপে স্থির না করিলে, সে কোনরোগ নষ্ট করিতে পারে না, তাই শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, বদ্ধ পারদ রোগবিনাশক, বিশেষতঃ পারদ এত গুরু পদার্থ যে, উহাকে লঘু না করিয়া ভক্ষণ করিলে, গুরুতা-প্রযুক্ত পাকস্থলী হইতে নির্গত হইয়া যায়, তজ্জন্য উহা যাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়, তখন সে লঘু হয় ও রোগ বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় মৃত্যুর পূর্ব্বরূপের নাম অরিষ্ট-লক্ষণ। অরিষ্ট লক্ষণের দ্বারা মৃত্যু নির্ণয় করা যায় জীব জন্তর মৃত্যুতে এবং ভাবের মৃত্যুতে সূক্ষ্ম দর্শনে পার্থক্য নাই। সূক্ষ্ম দর্শনে যে পদার্থের যে স্বভাব, তাহার সেই স্বীয় ভাবের পরিবর্ত্তনই মৃত্যু বাতব্যাধিতে যদি হস্তখানি অবশ হয়, তাহা হইলে যার হস্ত, তারও ভাবের বিপর্য্যয় হইল, কারণ তা'র হস্ত খানি আর কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এই পরিবর্ত্তনকে হস্তের মৃত্যু এবং মানুষের যেভাবের পরিবর্ত্তন হইল, সেই ভাবের মৃত্যু, সুতরাং মানুষের আংশিক বা এক দেশের মৃত্যু বলা যায়। অথবা—

প্রবালবর্ণব্যঙ্গপ্রাদুর্ভাবোঽকস্মাৎ শিরাণাঞ্চ দর্শনং ললাটে নাসাবংশে বা পিড়কোৎপত্তিঃ ললাটে প্রভাতকালে বা স্বেদঃ নেত্ররোগাদ্বিনা বাষ্পপ্রবৃত্তিঃ।

প্রবালবর্ণবিশিষ্ট ব্যঙ্গ (চাকা চাকা চিহ্ন বিশেষ) উৎপন্ন হওয়া, ললাটের শিরাসকল দৃষ্ট হওয়া, নাসিকার উপরে পীড়কার উদ্ভব, প্রাতঃকালে ললাটে ঘর্ম্ম নির্গম বা নেত্ররোগ না থাকিলেও অশ্রুপতন, শরীরের এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তন, মৃত্যুর লক্ষণবিশিষ্ট এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দ্বারা মৃত্যু অবধারণ করা যায়।

ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়াম।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দে ব্রহ্মচারীর আচরণীয় ধর্ম্ম। প্রাণায়ামও ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ-বিশেষ বা অষ্টাঙ্গযোগের একাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইলেও বীর্য্য-

ধারণ আবশ্যক, এবং প্রাণায়ামকারীরও শুক্রধারণ আবশ্যক বীর্য্যধারণ-ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য বা প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু বীর্য্যই সমস্ত শরীরের সার পদার্থ, সেই সার পদার্থ রক্ষিত না হইলে, শরীরের বল ও তেজ কিছুই থাকিতে পারে না, পরন্তু বল ও তেজের অভাবে ব্রহ্মচর্য্য বা প্রাণায়াম ব্যর্থ হইয়া যায়। শুক্রব্যয়ীর প্রাণায়াম বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা মাত্র এ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন প্রাণের সেই চঞ্চলতাকে স্থির করাই প্রাণায়াম বা ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্য। প্রাণের চঞ্চলতার কারণ, শ্বাস প্রশ্বাস একদিকে যেমন শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্ঘর্ষণে সর্ব্বশরীরে দহনক্রিয়া চলিতেছে, অপরদিকে তদ্রূপ শ্বাস প্রশ্বাসের উর্দ্ধাধো গতিতেই প্রাণ সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া মন আখ্যা ধারণ করিয়া সুখ-সম্ভোগের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে সৃষ্টি বা ভোগের দিকে মন থাকিলে প্রাণায়াম বা ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না, কারণ সংঘর্ষেই সৃষ্টি বা সৃষ্টিই ভোগের জন্য, ইহার প্রমাণ-স্বরূপ স্ত্রী পুরুষের মিলনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে স্ত্রীপুরুষের মিলনেই ভোগ এবং উভয়ের সংঘর্ষেই সৃষ্টি; সুতরাং ইহা স্থির যে প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণকে সংযত করিতে যাইয়া যিনি সৃষ্টিসংঘর্ষে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহার প্রাণায়াম বা ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ফল এবং সমস্ত শ্রম পণ্ড হয়

ব্রহ্মচর্য্য ও রোগবাধক শক্তি।

সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে কেবল সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, যাহাতে আমরা সহজে বিপন্ন না হই বা আমাদিগকে সহজে কোন রোগে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি একটি বিশিষ্ট শক্তি দান করিয়াছেন, ইহারই নাম স্বাভাবিক রোগবাধক শক্তি এই শক্তি বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দুই প্রকার। বাহ্য শক্তি দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ নিরাপদে রক্ষিত হয় এবং আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা রোগসমূহ বাধা প্রাপ্ত হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে ধূলি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য চক্ষুদ্বয়ে পক্ষ্ম এবং পক্ষ্মলোম আছে, নাসারন্ধ্রে কিছু প্রবেশ-লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য নাসারন্ধ্রে লোম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহ আছে, এতদ্দ্বারা বাহ্য আকস্মিক বিপদ নিবারিত হইতে পারে। আভ্যন্তরিক রোগবাধক শক্তি ব্রহ্মচর্য্যের উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে মৈথুনাভাব। যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ,

তাঁহার শরীরে সেই পরিমাণে রোগবাধকশক্তি বিদ্যমান, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে বর্ত্তমানে এদেশের লোকের রোগবাধকশক্তি অধিক বীর্য্য-ক্ষয়ে নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য বঙ্গদেশে রোগের এত প্রাদুর্ভাব। শুক্র-ক্ষয়ের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, এ দেশের অনেকেরই শরীরে বর্ত্তমানে সেই লক্ষণ পরিস্ফুট। শুক্র ক্ষয়ের একটি প্রধান লক্ষণ অধিক স্ত্রী-সংসর্গ প্রবৃত্তি। যক্ষ্মরোগী ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যক্ষ্মারোগে স্ত্রী সংসর্গ প্রবৃত্তি অতি প্রবল হয়। শুক্রক্ষয় হইতে মজ্জ, মজ্জ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মেদ, মেদ হইতে মাংস, মাংস হইতে রক্ত এবং রক্ত হইতে রস ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরন্তু রসক্ষয় হইলে পাচকাগ্নি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন কিছুই হজম হয় না, উদরে সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চিত হয়, গুড় গুড় শব্দ করে, কখনও দাস্ত কঠিন, কখনও বা পাতলা হয় মস্তক সর্ব্বদাই গরম বোধ হয়, কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয় রসাদি ধাতু সমূহ ক্ষয়ের লক্ষণ এই—

হৃৎপীড়াকণ্ঠশোষৌচ ত্বক্‌শূন্য তৃট্‌ রসক্ষয়ে।
শিরাঃ শ্লথা হিমা স্বেচ্ছা ত্বক্‌পারুষ্যং ক্ষয়েঽসৃজঃ
গণ্ডৌষ্ঠকক্ষবাস্কন্ধ বক্ষোজঠরসন্ধিষু
উপস্থো শোথ পিণ্ডীযু শুষ্কতা গাত্ররুক্ষতা
তোদো ধমনাঃ শিথিলা ভবেযু র্মাংসসংক্ষয়ে।
প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধীনং শূন্যতা তনুরুক্ষতা
প্রার্থনাস্নিগ্ধমাংসস্য লিঙ্গং স্যান্মেদসঃ ক্ষয়ে
অস্থিশূলস্তনৌ রৌক্ষ্যং নখদন্তক্রুটি স্তথা
অস্থিক্ষয়ে লিঙ্গমেতদ্বৈদ্যৈঃ সর্ব্বৈ রুদাহৃতম্‌
শুক্রাল্পত্বং পর্ব্বভেদ স্তোদঃ শূন্যত্ব মস্থনি
লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে নরাণাং মজ্জসংক্ষয়ে।
শুক্রক্ষয়ে রতৌ শক্তি র্ব্যথা শেফসি মুষ্কয়োঃ
চিরেণ শুক্রসেকঃ স্যাৎ সেকে রক্তাল্পশুক্রতা।

রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কণ্ঠশোষ, পিপাসা এবং ত্বকের রুক্ষতা, রক্তক্ষয়ে শিরা সমূহের শিথিলতা, শীতল ও অম্ল দ্রব্যে অভিলাষ এবং চর্ম্মের রুক্ষতা,

মাংসক্ষয়ে গণ্ড, ওষ্ঠ, কন্ধরা, স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, উদর, সন্ধি, মেঢ্র ও পিণ্ডি এই সকল স্থানে শোথ, দেহের শুষ্কতা এবং ধমনী সমূহ শিথিল ও বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে। মেদোক্ষয়ে প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিসমূহের শূন্যতা, দেহের রুক্ষতা, স্নিগ্ধ দ্রব্যে ও মাংসে অভিলাষ হয়। অস্থি ক্ষয় হইলে অস্থিতে বেদনা, শরীরের রুক্ষতা এবং নখ ও দন্তের হানি হয় মজ্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শুক্রের অল্পতা, পর্ব্ব সমূহে বেদনা, শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং অস্থিসকলের শূন্যতা হয় শুক্র ক্ষয় হইলে রতিশক্তি অধিক, মেঢ্র ও মুষ্কদেশে বেদনা এবং শুক্রাল্পতা হেতু অতি বিলম্বে রক্তের সহিত অল্প পরিমাণে শুক্র স্খলন হয়

জল, বায়ু ও খাদ্য

জল, বায়ু ও খাদ্যের সহিত জীব জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তন্মধ্যে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রয়োজনীয় কারণ খাদ্য ব্যতীত কেবলমাত্র জল পান করিয়াও কিছুদিন জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু বায়ু ব্যতীত জীবজন্তু এক মুহূর্ত্তও বাঁচে না। আমরা নাসিকা দ্বার বায়ু গ্রহণ করি, কেহ যদি নাসিকা টিপিয়া ধরে, এক মুহূর্ত্তেই শ্বাসরোধ বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে, সুতরাং আমাদের প্রাণরক্ষার্থ বায়ু প্রথম পদার্থ, জল দ্বিতীয় পদার্থ এবং খাদ্য তৃতীয় পদার্থ তৃষ্ণায় জল এবং ক্ষুধায় অন্ন না পাইলে কি প্রকার কষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যায় যাঁহারা দুই একটি উপবাস করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, খাদ্যাভাবে কি প্রকার কষ্ট হয়

ক্ষুধাতৃষ্ণা হয় কেন?—

আমাদের শরীরে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষণে সর্ব্বদা মৃদু-দহন কার্য্য চলিতেছে, এবং তাহাতে শরীর সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; তদুপরি ভ্রমণ ও ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্য্য প্রভৃতিতে শরীরের দহন ক্রিয়া দ্রুতবেগে সম্পন্ন হয়, এস্থলে প্রশ্ন এই—শ্রমজনক কর্ম্মে যদি শরীর বেশী ক্ষয় হয়, তবে বসিয়া থাকিলেই তো ক্ষয় নিবারণ হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই—বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিলেও শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরাম নাই, সুতরাং দহন-ক্রিয়া নিয়তই চলে, তবে মৃদু আর দ্রুত এই মাত্র পার্থক্য

বাহ্যবস্তু অর্থাৎ বাহিরের কাঠ কয়লা পুড়িলে, তাহা যেমন ওজনে কমিয়া যায়, তদ্রূপ অধিক শ্রমজনক কর্ম্ম করিলেও, আমাদিগের শরীর ওজনে কমিয়া

যায় অধিক পরিশ্রম করিলে দহনক্রিয়া দ্রুতবেগে সম্পন্ন হয়, সুতরাং শরীরের বায়ু উষ্ণ হয়, উষ্ণ বায়ু লঘু, লঘু পদার্থমাত্রেই ওজনে কম, কোনও ব্যক্তির ওজন লইয়া যদি তাহাকে অধিক শ্রমজনক কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় এবং কর্ম্মেরপর তাহার ওজন লওয়া যায়, তাহাহইলে, দেখাযাইবে, তাহার ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে শীতকালে ব্যায়ামাদি করিলে, শরীরের জলীয়াংশ শুষ্কহয় ও গ্রীষ্মকালে পরিশ্রম করিলে, ঘর্ম্মনির্গম হয়, ইহাদ্বারাও শরীরের ওজন কমে, তাহা বেশ বুঝাযায়

জল, বায়ু ও খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ

এই দহন ক্রিয়ার জন্য শরীরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ও খাদ্যপানীয়ের অভাব অনুভব করি। খাদ্যপানীয়দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং শরীরের ক্ষয় নিবারিত হয়। শরীর প্রত্যহ যে পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে খাদ্যপানীয় গ্রহণের আবশ্যকতা হয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাদ্য জল ও বায়ুর সহিত জীবের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, খাদ্য, জল ও বায়ুব্যতীত জীবজগৎ বাঁচে না ইহাও সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে আরও একটু গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে খাদ্য, জল ও বায়ু অপকৃষ্ট বা অবিশুদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা জীবনপর্য্যন্তও নষ্ট হইতে পারে, আর প্রাণহানি না হইলেও, স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত, যাহা জীবন রক্ষক, তাহাই জীবন-নাশক যে জল, বায়ু ও খাদ্য বিশুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট হইলে, বল, বীর্য্য, লাবণ্য, উৎসাহ, কান্তি বা স্বাস্থ্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই জল, বায়ু ও খাদ্য অপকৃষ্ট হইলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বা রোগের জনক হয়, সুতরাং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, জল, বায়ু ও খাদ্যের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সর্ব্বদা মনঃসংযোগ করা উচিত, কারণ স্বাস্থ্যব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ সকলই অসম্ভব

তেজ, বল ও পুষ্টি।

শারীরিক ক্ষয়পূরণ ব্যতীত শরীরের তেজ, বল ও পুষ্টির জন্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণের প্রয়োজন আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, শরীরও পঞ্চভূতাত্মক এবং আহারও পঞ্চভূতাত্মক। পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুর ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় আহার পঞ্চভূতাত্মক হইলেও, তন্মধ্যে আকাশ ও

বায়ুগুণ বিশিষ্ট আহারের দ্বারা কি কি হয়, তাহার আলোচনা সূক্ষ্মবিজ্ঞান-সাপেক্ষ, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল পৃথিবী, জল ও তেজ এই ত্রিভূতাত্মক আহারের দ্বারা কি কি কার্য্য হয়, তাহারই আলোচনা করা যাউক তেজস্কর দ্রব্য দ্বারা তেজবৃদ্ধি এবং জল বা জলীয় ও পার্থিব পদার্থ আহারের দ্বারা বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয় শরীরে নিয়ত যে দহন ক্রিয়া হইতেছে, তেজস্কর আহার দ্বারা তাপ উৎপন্ন হইয়া তাহার সহায়তা করে পৃথিবীতে আমাদিগের জন্ম, পৃথিবীতেই বাস, পৃথিবীতেই শয়ন, উপবেশন, ভোজন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং পৃথিবী ও জল বা পার্থিব ও জলীয় খাদ্য দ্বারা কি উপকার হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাহার খাদ্যের প্রয়োজন হয়, এবং খাদ্য দ্বারা দৈনন্দিন তাহার দেহ-পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হইতে থাকে ত্রিশবৎসর যাবৎ দেহবৃদ্ধি হয়, ত্রিশ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে এবং চল্লিশের পর ক্ষয় আরম্ভ হয় বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই পরিমিত খাদ্যের প্রয়োজন, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় যথেষ্ট খাদ্যের আবশ্যক বাল্য ও যৌবনে যথেষ্ট খাদ্যাভাবে দেহের পুষ্টি-বিধান হইতে পারে না, সুতরাং প্রৌঢ়াবস্থা অতীত হইতে না হইতেই বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ এবং অনেকে ঐ অবস্থায় অথবা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াই মানবলীলা সম্বরণ করেন ; আর বার্দ্ধক্যে খাদ্য না পাইলে, বায়ুর আধিক্যহেতু শরীরের রস-শোষণ হয়, তজ্জন্য শরীর শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় শাস্ত্রোক্ত আদেশ এই —

বার্দ্ধক্যে বর্দ্ধমানেন বায়ুনা রসশোষণাৎ।"
ন তথা ধাতুবৃদ্ধিঃ স্যাত্তত স্তত্রানিলং জয়েৎ। -

বার্দ্ধক্যে বায়ুবৃদ্ধি হয়, সুতরাং বর্দ্ধমান বায়ুদ্বারা রস শোষণহেতু ধাতু-বৃদ্ধি বা শরীর-পুষ্টি হয় না তজ্জন্য বর্দ্ধমান বায়ুর চিকিৎসা করিবে

দন্ত।

দেহাবয়বের মধ্যে দন্ত প্রধান যন্ত্র। দন্ত-ব্যতীত কঠিনদ্রব্য কখনও চর্ব্বণ করা যায় না, কঠিন দ্রব্য ব্যতীত জীবনধারণ সম্ভবপর হইলেও, দেহাবয়ব কঠিনতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং দেহ কোমল থাকে এবং কোমল দেহ শ্রম-সহিষ্ণু হয় না, তাই দন্তবিহীন শিশু ও বৃদ্ধের শরীর নিতান্ত কোমল

কঠিন পদার্থ চর্ব্বণ না করিয়া গিলিয়া খাইলে, তাহা পরিপাক হয় না, এই সকল কারণে দন্তের প্রয়োজন কঠিনখাদ্য দন্তের দ্বারা ছিন্ন ও সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইয়া পাকস্থলীতে গিয়া পরিপাক হয়। দন্ত যদি কঠিন খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া ছিন্ন ও সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়া না দেয়, তবে পাকস্থলী তাহা পরিপাক করিতে পারে না

রসনা।

দন্ত চর্ব্বণ করে, রসনা ভোজ্য দ্রব্যের রসগ্রহণ করে এবং যতক্ষণ খাদ্য সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত বা ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ উচ্চ ও নিম্ন উভয় দন্তপংক্তির মধ্যস্থলে তাহাকে আনিয়া দেয়। সৃষ্টিকর্ত্তার কি চমৎকার কৌশল! একদিকে রস-বোধ এবং অপর দিকে চর্ব্বণ এই উভয় কার্য্য এককালেই নির্ব্বাহ হয়। ইহাকে খাদ্যদ্রব্যের সহিত উভয় দন্তপংক্তির সংঘর্ষণ বলা যাইতে পারে এই সংঘর্ষণেও তাপোৎপন্ন হয়, এতদ্ব্যতীত রসনায় রসন নামক শ্লেষ্মা এবং পাচক নামক পিত্ত অবস্থান করে, তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্য রূপান্তরিত বা কিঞ্চিৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয় ক্ষিপ্র ভোজন যাহাদের অভ্যাস এবং পরিপাক শক্তি যাহাদের অল্প, তাহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভোজ্য বা যে কোন দ্রব্য যত অধিক চর্ব্বণ করা যায়, ততশীঘ্র তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় বর্ত্তমানে যে এদেশে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার এত প্রভাব, তাড়াতাড়ি খাইয়া আফিসে যাওয়া তাহার অন্যতম কারণ

চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা।

দুইটি চক্ষু না থাকিলে, দর্শন ক্রিয়া সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইত না বামচক্ষু না থাকিলে, বাম দিকের বস্তু দৃষ্ট হয় না, দক্ষিণ চক্ষু না থাকিলে, দক্ষিণ দিক্ দৃষ্ট হয় না চক্ষু দুইটি দেহ জগতের চন্দ্র ও সূর্য্য, বামচক্ষু চন্দ্র ও দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্য

দুইটি কর্ণ না থাকিলে, শ্রবণ ক্রিয়া সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইত না দুইদিকে "ঘা" না মারিলে, যেমন ঢাক ঢোল বাজে না, তদ্রূপ দুইটি কর্ণ না থাকিলে, যথোচিত ঘাত প্রতিঘাতের অভাবে সম্পূর্ণরূপে শব্দ-গ্রহণ অসম্ভব হইত

নাসিকা একটি, কিন্তু নাসা রন্ধ্র দুইটি, একটি গ্রহণ ও অপরটি পরিত্যাগের জন্য। বামনাসারন্ধ্র বায়ু গ্রহণের জন্য ও দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বায়ুত্যাগের জন্য ; বাম নাসারন্ধ্র চন্দ্রনাড়ী বা ইড়া এবং দক্ষিণ নাসারন্ধ্র সূর্য্য নাড়ী বা পিঙ্গলা, বহির্জ্জগতের চন্দ্র যাহা বিসর্গ বা ত্যাগ করেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করি এবং সূর্য্য যাহা আদান বা গ্রহণ করেন, তাহাই আমরা পরিত্যাগ করি অথবা যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি, চন্দ্র তাহা দান করেন এবং যে বায়ু পরিত্যাগ করি, সূর্য্য তাহা গ্রহণ করেন বহির্জ্জগতে চন্দ্র ও সূর্য্য যেরূপ অনবরত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন এবং দিবাভাগে সূর্য্যের অধিষ্ঠান ও রাত্রিকালে যেরূপ চন্দ্রের অধিষ্ঠান, তদ্রূপ বাম ও দক্ষিণ নাসারন্ধ্রস্থবায়ু সর্ব্বদা গন্ধগুণবিশিষ্ট পার্থিব নাসিকাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, অর্থাৎ কখনও বামনাসারন্ধ্রে কখনও বা দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু বহিতেছে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, পৃথিবী গন্ধতন্মাত্রের সমষ্টি, নাসিকা পার্থিব পদার্থ, তাই নাসিকা গন্ধ-গ্রহণ করে।

সৃষ্টি ও রোগতত্ত্ব।

প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, বা পরোক্ষভাবেই হউক, অহিত আহার বিহারই সকল রোগের কারণ আয়ুর্ব্বেদের এই শ্লোকের দ্বারা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্

অর্থাৎ সকল রোগের নিদান কুপিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এবং প্রকোপের কারণ বিবিধ অহিত আহার বিহার।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বর্ত্তমানে জীবাণুই সর্ব্বরোগের কারণ বলিয়া জীবাণুধ্বংসের পরামর্শ দিতেছেন। আমি এই গ্রন্থের অন্যত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টির পরে রোগের সূচনা হইয়াছে। চরক ও সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ, তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চরকে দেখিতে পাই —

বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্।

তদাভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥

অর্থাৎ যখন রোগসকল প্রাদুর্ভূত হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল, তখন জীবদিগের প্রতি দয়াবশতঃ পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয়পার্শ্বে সমবেত হইলেন।

সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমম্॥
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম্।
কঃ স্যাত্তেষাং শমোপায় ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ।
অথ তে শরণং শক্রং দদৃশু ধ্যানচক্ষুষা।
স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ

তাঁহারা সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া এই সাধু প্রস্তাব করিলেন যে, আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের প্রধান উপায়, আর রোগই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন ও সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ নাশ করে অথচ এক্ষণে মানবদিগের সেই মহান্ অন্তরায় উপস্থিত, কি প্রকারে সেই অন্তরায়ের প্রশান্তি হইতে পারে, ঋষিগণ সকলেই তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন অনন্তর তাঁহারা ধ্যানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্রই এই বিপদের একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা, তিনিই রোগপ্রশান্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

সুশ্রুতেও গ্রন্থারম্ভে দেখিতে পাই—

অথাতো বেদোৎপত্তিং নামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়। অথ খলু ভগবন্ত মমরবর মৃষিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরি মৌপধেনববৈতরণৌরভ্র পৌষ্কলাবতকরবীর্য্যগোপুররক্ষিতসুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ ভগবন্ শারীরমানসাগন্তুস্বাভাবিকৈর্ব্যাধিভি র্বিবিধবেদনাভিঘাতোপদ্রুতান্ সনাথানপ্যনাথবদ্বিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভিসমীক্ষ্য মনসি নঃ পীড়া ভবতি তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমার্থমাত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানং।

ইহার অর্থ এই—ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে যাহা বলিয়াছেন, সেই আয়ু-র্ব্বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔবভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর, রক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতি, মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অমবশ্রেষ্ঠ ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ধন্বন্তরিকে কহিলেন, হে ভগবন্! শারীরিক, মানসিক, আকস্মিক ও স্বাভাবিক ব্যাধি নানাপ্রকার বেদনা জন্মায়, সেই সকল বেদনায় অভিভূত, সহায় সম্পন্ন হইয়াও নিঃসহায়ের ন্যায় চেষ্টা রহিত আর্ত্তনাদকারী মানবগণকে দেখিয়া আমাদিগের দুঃখ হইতেছে, সুখাভিলাষী সেই মানবদিগের রোগপ্রশান্তির নিমিত্ত, আপনা-দিগের প্রাণ রক্ষার্থ এবং প্রজাদিগের মঙ্গলকামনায় আমরা আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

চরক এবং সুশ্রুতের এই আখ্যায়িকা পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্রে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, পরে তাহাদের অহিত আহারাচারে জল, বায়ু দূষিত হওয়ায়ই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জল, বায়ু ও খাদ্য যাহাতে দূষিত না হয় বা দূষিত জল, বায়ু ও খাদ্য যাহাতে উদরস্থ না হয়, তাহার প্রতিবিধান করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত, কারণ দূষিত জল, বায়ু ও খাদ্যই রোগোৎ-পত্তির প্রধান কারণ

নাড়ীবিজ্ঞানে—নাড়ী-পরীক্ষা।

আমি নাড়ী-বিজ্ঞানে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্ম, এই প্রবন্ধের আলোচনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর সংস্থান-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করি-য়াছি, কিন্তু নাড়ী-পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলিবার অবসর পাই নাই; এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমি ৪৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, সুষুম্না-নাড়ীর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ এই পঞ্চ চক্রস্থিত পঞ্চ পর্ব্ব হইতে অসংখ্য নাড়ী উৎপন্ন হইয় কতকগুলি শরীরের ঊর্দ্ধে, কতকগুলি অধোদিকে ও কতকগুলি তির্য্যক্ ভাবে হস্তাদি অবয়বে গমন করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক এই অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে কোন্ নাড়ী পরীক্ষণীয়া আমি ৪৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি —

তাসাং মুখ্যতমাস্তিস্রস্তিসৃষ্বেকোত্তমোত্তমা।

সেই প্রাণবহা দশপ্রকার নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ী-ত্রয় প্রধানা, তন্মধ্যে আবার এক মাত্র সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই নাড়ী

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে মেরুদণ্ডে অবস্থিতা ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মিক ঐ সুষুম্নার মধ্যে আবার তিনটি নাড়ী অবস্থিত, বজ্রা, চিত্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী। সুষুম্নার অভ্যন্তরে রজোগুণা বজ্রা, বজ্রার মধ্যে সত্ত্বগুণা চিত্রিণী এবং চিত্রিণীর মধ্যে তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী অবস্থান করে। এই সুষুম্নানাড়ী পরীক্ষণীয়া যথা—

তাসামেকা পরীক্ষণীয়া দক্ষিণকরচরণবিন্যস্তা

তাসামেকেতি তাসাং নাড়ীনাং মধ্যে একা মুখ্যা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী পরীক্ষণীয়েতি বোদ্ধব্যা দক্ষিণকরচরণবিন্যস্তেতি দক্ষিণকরাদারভ্য দক্ষিণচরণং ব্যাপ্য বিন্যস্তা স্থিতেতি যাবৎ। দক্ষিণ শব্দোঽত্র পুরুষস্য স্ত্রিয়াস্তু বামকরাদারভ্য বামচরণং ব্যাপ্য বিন্যস্তা স্থিতেতি বোদ্ধব্যা।

সেই প্রাণবহা দশবিধ নাড়ীর মধ্যে মুখ্যা সুষুম্না নাড়ী পরীক্ষণীয়া এই নাড়ী পুরুষের দক্ষিণহস্ত হইতে দক্ষিণ পদ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত এবং স্ত্রীদিগের বামহস্ত হইতে বাম চরণ ব্যাপিয়া অবস্থিত, অতএব পুরুষের দক্ষিণহস্ত ও দক্ষিণ পদ এবং স্ত্রীদিগের বামহস্ত ও বামপদ পরীক্ষা করিবে কূর্ম্মবৈপরীত্যই এইরূপ পরীক্ষণীয়া নাড়ীর সংস্থান-বিপর্য্যয়ের কারণ যথা—

স্ত্রীণাং মূর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্মঃ পুংসাং পুনরধোমুখঃ।
ততঃ কূর্ম্মব্যতিক্রান্তাৎ সর্ব্বত্রৈব ব্যতিক্রমঃ।

ইহার অর্থ ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কেহ কেহ বলেন সুষুম্না নাড়ী মুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। যথা—

মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।

ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ সুষুম্না মুক্তিমার্গ মধিকৃত্য কথিতা, নতু শরীর পোষিকেতি কস্যচিদেবং ভ্রান্তিনিরাসার্থ মাহ—

নাভেঃ সকাশাজ্জায়ন্তে নাড্যঃ ক্ষেত্রপ্রপোষিকাঃ।

নাভেঃ সকাশাদিতি যদুক্তং তৎ ক্ষেত্রপোষিকা ইত্যনেন, রসাদিচালনেন শরীরপুষ্ট্যর্থং নতু কেবল জ্ঞানধ্যানাদ্যর্থং।

ইড়াতু বামভাগে স্যাদ্দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা।
মধ্যে সুষুম্না বিজ্ঞেয়া চন্দ্রসূর্য্যানিলাত্মিকা

যোগিযাজ্ঞবল্কবচন পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, সুষুম্না নাড়ী মুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, উহা শরীর পোষণ করে না ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, এইরূপ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র এই ভ্রান্তির নিরাসার্থ বলা যাইতে পারে, নাড়ীসমূহ যখন নাভির নিকটে উৎপন্ন হয়, তখন সমস্ত নাড়ীই শরীর পোষণ করে, বিশেষতঃ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না তাহারাও যখন নাড়ীর নিকটেই উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, তখন তাহারাও যে, রসাদি সঞ্চালন দ্বারা শরীর পোষণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং সুষুম্নাও রসাদি চালন ও শরীর পুষ্টির জন্য, কেবল জ্ঞানধ্যানাদির জন্য নহে। সুষুম্না ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবাত্মিকা এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ-বিশিষ্টা, সুষুম্না প্রাণধারিণী, সুষুম্না বিশ্বধারিণী, সুষুম্না দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, ইহাই গীতার পরাপ্রকৃতি কুণ্ডলী শক্তির আশ্রয় স্থান বায়ু ও অগ্নীময়ী কুণ্ডলী শক্তি এই সুষুম্নার মধ্যেই বিচরণ করেন এই কুণ্ডলী শক্তির শ্বাস প্রশ্বাসেই জীবজন্তুর শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া এবং ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি যন্ত্র সকলের আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় প্রাণ ও অপান এই সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থান করে প্রাণ—পুরুষ—জীবাত্মা এবং অপান প্রকৃতি বা মায়া, যাবৎ প্রকৃতির খেলা বা ভোগের অবসান না হয়, তাবৎ প্রকৃতি-রূপ অপান প্রাণকে বহির্গমন করিতে দেয় না, নিম্নে লিঙ্গোদরের ভোগের লোভে ভুলাইয়া রাখে, ভোগের অবসান হইলেই প্রাণাপানের এই মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা জীবাত্মার বা চঞ্চল প্রাণের ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, ভোগের লোভই মায়ার বেড়ী, ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃতি সেই সহস্রারে গিয়া নির্গুণ পরব্রহ্মে লীন হন, ইহাই সমাধি, সমাধিকালে এই জন্য দেহে প্রাণাপানের সংঘর্ষ থাকে না, যোগী মৃতবৎ প্রতীয়মান হন শ্বাস প্রশ্বাসের যে সংঘর্ষণ, তাহা বিশিষ্টরূপে সুষুম্না দ্বারাই নির্ব্বাহ হয় এবং সুষুম্নাই জীবশোণিতবহা প্রধান ধমনী, পরন্তু জীবশোণিতবহা বলিয়া তন্মধ্যেই বিশিষ্টরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘাত প্রতিঘাত হয় এবং সেই ঘাত প্রতিঘাতের ফলে জীবের শোণিতে যে সংঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতেই সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বদেহে বিশিষ্টরূপে স্পন্দিত হয়।

জীবশোণিতসংঘাতাৎ সুষুম্না জীবসাক্ষিণী।
স্পন্দিতা সর্ব্বদেহেষু যাবজ্জীবো ন মুঞ্চতি

ইহার অর্থ ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই স্পন্দন হইতে প্রাণধারিণী অজপা গায়ত্রী উদ্ভূত হইয়াছে ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আমাদিগের শরীরে সর্ব্বদা যে মৃদু দহনক্রিয়া হইতেছে তাহার মূলে শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতি প্রাণের কার্য্য প্রসারণ ও অপানের কার্য্য আকুঞ্চন সুষুম্না নাড়ীর আকর্ষণে বায়ু গৃহীত হয় এবং প্রসারণে বায়ু পরিত্যাগ হয় বায়ু গ্রহণকালে সমস্ত শরীর প্রসারিত হয় অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে এবং বায়ু পরিত্যাগ কালে সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়। সুষুম্নানাড়ীর এই আকর্ষণ না থাকিলে, যন্ত্রাদি সমস্তই বিকল হয়। প্রাণের ক্রিয়া পূরক এবং অপানের ক্রিয়া রেচক বায়ুর ক্রিয়া প্রধানতঃ পঞ্চবিধ যথা—

উৎক্ষেপণন্ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনন্তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।

উৎক্ষেপণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ অর্থাৎ অধোদিকে ক্ষেপণ, এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন, বায়ুর ক্রিয়া এই পঞ্চ প্রকার।

প্রাণের ঊর্দ্ধগতিকে উৎক্ষেপণ, অপানের অধোগতিকে অবক্ষেপণ, বায়ু গ্রহণকালে প্রসারণ এবং পরিত্যাগকালে আকুঞ্চন বলা যায় এই পঞ্চবিধ ক্রিয়া দেহে সর্ব্বদাই হইতেছে

আমি এই গ্রন্থে বায়ুর প্রাধান্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। বায়ু একমাত্র সকলের চালক, বায়ু ব্যতীত সকলেই পঙ্গু বা অচল যথা—

পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গু পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ

পিত্ত, কফ, মল এবং ধাতুসমূহ সকলেই পঙ্গু, বায়ু দ্বারা তাঁহারা যেখানে নীত হয়, মেঘবৎ সেইখানে গমন করে। ইহাই ঠিক, বায়ু ব্যতীত কফ, পিত্ত প্রভৃতি কাহারও কোথাও গমনের শক্তি নাই। পরন্তু যেখানে আকাশ, সেইখানেই বায়ু এবং আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষণেই তেজের উৎপত্তি, এবং যেখানে আকাশ, বায়ু ও তেজ সেইখানেই জল এ নিয়ম সর্ব্বত্র। তাই দেখিতে পাই নাড়ীবিজ্ঞানেও সুষুম্না ত্রিগুণময়ী। সুষুম্নার অভ্যন্তরে

রজোগুণা বজ্রা, বজ্রার মধ্যে সত্ত্বগুণা চিত্রিণী এবং চিত্রিণীর মধ্যে তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী এই জন্য সুষুম্নাকে ত্রিগুণে বদ্ধ একটি রজ্জুর ন্যায় বলা যায় রজোগুণের অবান্তর বায়ু, সত্ত্বগুণের অবান্তর পিত্ত এবং তমোগুণের অবান্তর কফ।

এক্ষণে বুঝা গেল, সুষুম্না নাড়ীমধ্যস্থ কুণ্ডলী শক্তির বায়ু আকর্ষণ ও বিতাড়নের ফলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয, এবং তাহাতেই দৈহিক সমস্ত যন্ত্রাদি প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হয়, আর তজ্জন্য শোণিতের ঘাত প্রতিঘাত সুষুম্নানাড়ীই সর্ব্বাগ্রে বোধ করে, পরন্তু সুষুম্নানাড়ীই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে বিশিষ্টরূপে বহন ও শরীর পোষণ করে, আর তজ্জন্যই সুষুম্নানাড়ী পরীক্ষণীয়। এই নাড়ী পুরুষের দক্ষিণকর ও চরণ এবং স্ত্রীদিগের বামকর ও চরণ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এই জন্যই পুরুষের দক্ষিণকর ও স্ত্রীলোকের বামকর পরীক্ষা করার নিয়ম।

আমি ৫১ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঊর্দ্ধগত দশটি ধমনী হৃদয়ে গিয়া প্রত্যেকে তিনটি করিয়া মোট ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আবার সেই ত্রিশটির মধ্যে দুই দুইটি করিয়া মোট দশটি ধমনী বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং রস, রক্ত বহন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা স্থূল নির্দ্দেশ, শিরামাত্রেই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে বহন করে, কেবল স্থূল জ্ঞানীদিগকে বুঝাইবার জন্যই ঐরূপ বচন বিন্যাস করা হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায় যেহেতু বায়ু ব্যতীত তেজ বা জলের অস্তিত্ব অসম্ভব, পরন্তু যেখানে বায়ু, সেইখানেই পিত্ত ও কফ, সুতরাং কেবল বায়ুবহ, পিত্তবহা বা শ্লেষ্মবহা ধমনী থাকিতেই পারে না বলা বাহুল্য, ইহাও শাস্ত্রবাক্য, যথা—

নহি বাতং শিরাঃ কাশ্চিন্নাপিত্তং কেবলং তথা।
শ্লেষ্মাণং বা বহন্ত্যেতা অতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কেবল বাতবহা, পিত্তবহা বা শ্লেষ্মবহা ধমনী নাই, পরন্তু বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মবহা দুই দুইটি ধমনীর নির্দ্দেশ থাকিলেও, সুষুম্না বিশিষ্টরূপে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বহন করে, ইহা বুঝিতে হইবে।

বীণা যন্ত্রবৎ সর্ব্বরাগপ্রকাশা, তদ্বন্নাড়ী সর্ব্বরোগপ্রকাশা।

বীণাযন্ত্র যেরূপ সর্ব্বপ্রকার রাগ প্রকাশ করে, তদ্রূপ নাড়ী সর্ব্বরোগ প্রকাশ করিয়া থাকে।

সর্ব্বত্রৈবাঙ্গুষ্ঠমূলগাং নাড়ীং পরীক্ষেত।
করস্থাঙ্গুষ্ঠমূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জ্ঞেয়ং কায়স্থ পণ্ডিতৈঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুষুম্না ধমনী জীবসাক্ষিণী, এস্থলেও তজ্জন্য জীবসাক্ষিণী ধমনী পরীক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলস্থ জীবসাক্ষিণী সুষুম্নানাড়ীর পরীক্ষাদ্বারা জীবের সুখ দুঃখ অবগত হওয়া যায়।

বিলসতি মণিবন্ধে গ্রন্থিরঙ্গুষ্ঠমূলে
তদধরণমিতা ভিস্ত্র্যঙ্গুলিভি র্নিপীড্য
স্ফুরণ মসকৃদেষা নাড়িকায়াঃ পরীক্ষা
পদমনুঘুটিকাধোঽঙ্গুষ্ঠমূলে তথৈব

মণিবন্ধে করগ্রন্থির বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলভাগের নিম্নদেশে যে নাড়ী মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতেছে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সেই নাড়ী নিপীড়ন করিয়া স্ফুরণ পরীক্ষা করিবে পায়ের গুল্ফ দেশের অধঃপ্রান্তস্থ অঙ্গুষ্ঠমূলগত নাড়ীও ঐরূপে পরীক্ষা করা যায়

সুস্থনাড্যনবগতেনাসুস্থাপ্যবগন্তুং ন শক্যতে অতঃ সুস্থতাজ্ঞানমাহ

ভুলতাগমনপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যময়ী শিবা।
প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে তুষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানাচ চিরাদ্রোগবিবর্জিতা

সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর গতি কিরূপ, তাহা অবগত হইতে না পারিলে, অসুস্থাবস্থার নাড়ী-জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং সুস্থাবস্থার নাড়ীর গতি বলা যাইতেছে সুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর গতি মহীলতা বা কেঁচোর গতির ন্যায়, কিন্তু সময় বিশেষে অর্থাৎ প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণা এবং অপরাহ্নে ধাবমানা, এইরূপ গতির পরিবর্ত্তন হয় যাহার নাড়ী এইরূপ লক্ষণসমন্বিতা, তাহার শরীর যে কেবল নীরোগ তাহাই নহে, তাহার দীর্ঘকাল রোগ হয় নাই, ঐ লক্ষণ দ্বারা তাহাও বুঝিতে হইবে প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী নাড়ীর লক্ষণ দ্বারা কফের গতি, মধ্যাহ্নে উষ্ণা লক্ষণ দ্বারা পিত্তের এবং অপরাহ্নে ধাবমানা লক্ষণ দ্বারা বায়ুর গতি বুঝা যায়। যেহেতু প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা, মধ্যাহ্নে পিত্ত ও অপরাহ্নে স্বভাবতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়।

ভাবীরোগাববোধায় সুস্থানাড়ীপরীক্ষণম্।

ভাবী রোগ নির্দ্ধারণের জন্য সুস্থানাড়ীও পরীক্ষা করিবে

আদৌচ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তং তথৈবচ।
অন্তেচ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকা ত্রয়লক্ষণা।

অঙ্গুষ্ঠমূলে তর্জ্জনী নিবেশদ্বারা বায়ুর গতি, মধ্যমা দ্বারা পিত্তের গতি ও অনামিকা দ্বারা শ্লেষ্মার গতি জানা যায় এবিষয়ে মতান্তরও পরিদৃষ্ট হয়, কেহ বলেন আদৌ পিত্ত, মধ্যে শ্লেষ্মা ও অন্তে বায়ু, আবার কেহ বলেন অগ্রে শ্লেষ্মা, মধ্যে পিত্ত ও অন্তে বায়ুর অবস্থান, কিন্তু এই অভিমত সঙ্গত বা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে কারণ পঞ্চভূতেই সৃষ্টি এবং পঞ্চভূতের পঞ্চ পদার্থ অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা, ইহারা যথাক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাবয়বে পরিণত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু স্থূল, যেহেতু বায়ু অদৃশ্য কিন্তু স্পৃশ্যমান, বায়ু হইতে তেজ স্থূল, তেজ দৃশ্যমান এবং তেজ হইতে জল আরও স্থূল, সুতরাং জল দৃশ্যমান, স্পৃশ্যমান ও সেব্যমান পরন্তু বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বহির্জগতেও তাহাদের স্থান যখন ঊর্দ্ধে, মধ্যে ও নিম্নে, বিশেষতঃ যখন জল লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তেজ ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তখন ঊর্দ্ধে বায়ুর স্থান, মধ্যভাগে পিত্তের স্থান এবং তন্নিম্নে জলের স্থান, ইহাই স্বাভাবিক বহির্জগতে ও জলের উপরেই তেজ এবং তেজের উপরেই বায়ুর স্থান। এই জন্য ঊর্দ্ধে তর্জ্জনী-নিবেশ স্থানে বায়ু, তন্নিম্নে মধ্যমাস্থানে পিত্ত ও তন্নিম্নে অনামিকাস্থানে কফের গতি অবগত হওয়া যায়।

বাতাদ্বক্রগতানাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থির শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া মিশ্রলিঙ্গাচ মিশ্রিতা

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বায়ু গতিশীল পদার্থ, এই গমনের মধ্যে একটু রহস্য আছে, বায়ুর গমন সরল নহে, বক্র। ইহারও কারণ আছে, বক্র গতির দ্বারা যেরূপ সংঘর্ষণ বা ঘাত প্রতিঘাত হয়, সরল গতিতে তদ্রূপ হয় না, তাই শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী বায়ুর প্রধান লক্ষণ বক্রগমন, সুতরাং নাড়ীর বক্রগতির দ্বারা বায়ুর প্রকোপ জানাযায়। চপলা পিত্তবাহিনী, চপলা সৌদামিনী, সৌদামিনীর প্রধান লক্ষণ চাঞ্চল্য,

সুতরাং চঞ্চলগতি দ্বারা পিত্তের প্রকোপ জানা যায় এবং স্থির শ্লেষ্মবর্ত্ত অর্থাৎ শ্লেষ্মনাড়ী স্থিরা ইহার অর্থ এই—জল স্থির পদার্থ, পিত্তং পঙ্গু কফ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ এই শ্লোকের দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে, বায়ু ব্যতীত সকল পদার্থ অচল। জলে যে তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাও বায়ুরই ক্রিয়া, সুতরাং শ্লেষ্মবর্ত্ত নাড়ী স্থিরা বা অচলা, ইহাই ঠিক বায়ুর স্বভাবই বক্রগমন, বক্রগমন ব্যতীত ঘাত প্রতিঘাত হয় না, এই জন্যই মূলাধারে ত্রিকোণ যন্ত্র অবস্থিত ইহার আকার "ব" বকারের ন্যায়, আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তাহা মূলাধারে গিয়া ঐ বক্র ত্রিকোণ যন্ত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ইড়া দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে পিঙ্গলা দ্বারা এবং পিঙ্গলাদ্বারা গ্রহণ কালে, ইড়া দ্বার বহির্গত হইয়া যায়। এই বক্রগতির জন্যই তাপোৎপন্ন হয় বায়ুর ন্যায় তেজও বক্রগামী, বিদ্যুৎ ইহার প্রমাণ বায়ুর প্রধান লক্ষণ বক্রগতি তেজের প্রধান লক্ষণ উষ্ণত্ব এবং অপ্রধান লক্ষণ চাঞ্চল্য ও কফের প্রধান লক্ষণ স্থিরতা, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বায়ুর বক্রগতি, পিত্তের চঞ্চল গতি এবং শ্লেষ্মার স্থিরগতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন বাতাদির মিশ্র লক্ষণ দ্বারা দ্বিদোষজা ও ত্রিদোষজা নাড়ীর গতি স্থির করিবে।

অসাধ্য লক্ষণ

মন্দং মন্দং শিথিলং শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা
নিত্যং স্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্ যা
ভাবৈরেবং বহুবিধভরা সর্ব্বদোষাদসাধ্যা

ত্রিদোষজা নাড়ী কখনও মন্দ মন্দ গতিতে, কখনও শিথিল গতিতে, কখনও ব্যস্ত ভাবে, কখনও থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হয়। আবার কখনও বা মোটেই স্পন্দন অনুভব হয় না, কখনও বা সূক্ষ্মভাবে স্পন্দন অনুভূত হয়, পরন্তু প্রায়ই তর্জ্জনী ছাড়িয়া যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার স্পন্দিত হয়, ইহা ত্রিদোষজনিত রোগের অসাধ্য লক্ষণ

এই লক্ষণ দ্বারা রোগ অসাধ্য এবং রোগীর জীবনের আশা নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, আমি এই লক্ষণ দ্বারা অনেকের আসন্ন মৃত্যু-নির্দ্ধারণ করিয়া গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছি

অথ ব্যাধের্লক্ষণম্

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ

তত্র স্বাভাবিকাঃ শরীরস্বভাবাদেব জাতাঃ ক্ষুৎপিপাসানিদ্রা চ জরামৃত্যুপ্রভৃতয়ঃ। অথবা স্ব স্ব ভাবাদুৎপত্তের্জাতাঃ স্বাভাবিকাঃ সহজা ইতি যাবৎ; তে চ জন্মান্ধত্বাদয়ঃ। আগন্তবোঽভিঘাতাদি-জনিতাঃ অথবা জন্মোত্তরভাবিনঃ "মানসাঃ" কামক্রোধলোভমোহ-ভয়াভিমানদৈন্যপৈশুন্যশোকবিষাদের্ষ্যাসূয়ামাৎসর্য্যপ্রভৃতয়' অথবা উন্মাদাপস্মার মূর্চ্ছাভ্রমতমঃসংন্যাস প্রভৃতয়ঃ ."কায়িকাঃ" পাণ্ডুরোগ প্রভৃতয়ঃ

কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ

অত্র কর্ম্মজা ব্যাধয়ঃ। যৎ প্রাক্তনদুষ্কর্ম্মপ্রবলঙ্কেবল ভোগনাশ্যম্। প্রায়শ্চিত্তনাশ্যং বা ততো জাতাঃ, ন তু দুষ্টবাতাদিদোষেণ জনিতাঃ

তথা চ।

যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথা ব্যাধিশ্চিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ।
"দোষজা" মিথ্যাহারবিহারপ্রকুপিতবাতপিত্তকফজাঃ।

ননু মিথ্যাহারবিহারাণামপি প্রাক্তনদুষ্কৃতেন নৈরুজ্যং দৃশ্যত এব। ততো দোষজেষ্বপি প্রাক্তনং দুষ্কর্ম্মৈব কারণম্, তৎ কথং দোষজা ইতি? উচ্যতে—দোষজেষ্বপি বস্তুতঃ আদিকারণং দুষ্কর্ম্ম বর্ত্তত এব। কিন্তু তত্র মিথ্যাহারবিহারদূষিতা দোষা হেতবো দৃশ্যন্ত ইতি দোষজা ইত্যুচ্যত ইতি সমাধিঃ

দোষের বিষমতা রোগ এবং সমতা আরোগ্য রোগ দুঃখদাতা, অরাদিকে রোগ বলাযায়। সেই রোগ চারিপ্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তু, মানসিক ও কায়িক তন্মধ্যে স্বভাব বা জন্মজাত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যু ও জন্মান্ধতা প্রভৃতি আঘাতাদি আকস্মিক কারণে জাতরোগকে আগন্তু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও মাৎসর্য্য কিম্বা উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মোহ, তম ও সংন্যাস প্রভৃতিকে মানসিক এবং জ্বর, অতীসার ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগকে কায়িক বা শারীরিক ব্যাধি বলে। সেই সকল রোগ আবার ত্রিবিধ, যথা কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল দুষ্কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন যে সকল রোগ কেবল মাত্র ভোগদ্বারা অথবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহা কর্ম্মজব্যাধি কর্ম্মজব্যাধি বাতাদি দোষের প্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিলেও, যে সকল রোগের উপশম হয় না, তাহাই কর্ম্মজ ব্যাধি অহিত আহার বিহারদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে, তাহারা দোষজ ব্যাধি, কিন্তু এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, পূর্ব্বজন্মের সৎকর্ম্ম থাকিলে অহিত আহার বিহারাদি করিলেও কোন রোগ জন্মে না, এরূপ দেখা যায়, সুতরাং দোষজ ব্যাধির কারণও পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম, তাহার আর সন্দেহ নাই, তবে এরূপ স্থলে তাহাকে দোষজ ব্যাধি কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম দোষজ ব্যাধির কারণ বটে, কিন্তু অহিত আহার বিহারদ্বারা বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপই যে, ব্যাধিসমূহের হেতু, তাহাও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, একারণ উহ দিগকে দোষজব্যাধি বলাযাইতে পারে

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি

স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়া কর্ম্মদোষজাঃ। তত্র কারণং দুষ্কর্ম্মপ্রবলং। যতো দোষাল্পত্বেঽপি ব্যাধের্গরীয়স্ত্বং কর্ম্মক্ষয়াদেব ক্ষীণং ভবতি। দোষাঃ স্বল্পা অপি নিদানত্বেনোক্তা দৃশ্যন্ত এবেতি দোষাণাং কারণতা মন্যত ইতি কর্ম্মদোষজাঃ।

কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজাঃ স্ব স্ব ভেষজৈঃ।
কর্ম্মদোষোদ্ভবা যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্

সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয় স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ
সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে।

যাপ্যলক্ষণমাহ।

যাপনীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়া ধারয়তে হি যম্
ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যো যশ্চ বিনশ্যতি
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি সুখিনং যাপ্য মাতুরম্
প্রপতিষ্যদিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ
সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যশ্চাসাধ্যতাস্তথা
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম্
"অক্রিয়াবতাং" চিকিৎসারহিতানাম্।

যদি দোষের প্রবলতা কম থাকে অথচ প্রবল রোগ উৎপন্ন হয়, তবে সেই রোগকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি বলে প্রবল দুষ্কর্ম্মই এই রোগের কারণ, যেহেতু দোষের অল্পতাসত্বেও প্রবল ব্যাধি জন্মে এবং দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই, রোগও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আবার স্বল্পদোষও রোগজনক, অতএব দোষ ও কর্ম্ম এই উভয়ের হেতুদ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে কর্ম্মদোষজ রোগ বলা যায়। দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, দুষ্কর্ম্মজাত রোগ, উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দোষজরোগ এবং দুষ্কর্ম্ম ও দোষক্ষয় হইলে, কর্ম্মদোষজব্যাধি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে

সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্যভেদে ব্যাধি তিন প্রকার। তন্মধ্যে সাধ্যরোগ আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য যে রোগ চিকিৎসার দ্বারা স্থগিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে, প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্য বলে। যত্নসহকারে স্তম্ভ যোজনা করিলে, পতনোন্মুখ গৃহ যেপ্রকারে রক্ষিত হয়, উপযুক্ত ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিলেও, তদ্রূপ যাপ্যরোগীর শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে চিকিৎসা না করিলে, সাধ্য রোগ যাপ্য হয়, যাপ্যরোগ অসাধ্য হয় এবং অসাধ্য রোগ জীবন বিনাশ করে

উপদ্রবের লক্ষণ।

রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে
যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ।

রোগারম্ভক দোষের প্রকোপজনিত অন্যান্য যে সকল বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে উপদ্রব কহে।

অরিষ্টের লক্ষণ।

রোগিনো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে
তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে

যে লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু স্থির করা যায়, তাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ কহে।

চিকিৎসার লক্ষণ

যা ক্রিয়া ব্যাধিহরণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে।
দোষধাতুমলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগহৃৎ

ক্রিয়াত্রকর্ম্ম ব্যাধিহন্যতেঽনযেতি ব্যাধিহরণী করণাধিকরণযোশ্চেতি সূত্রেণ করণার্থে ল্যুট্

তথা চ

যাভিঃ ক্রিয়াভি র্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্।
যা তুদীর্ণং শমযতি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্য মুদীরয়েৎ
ক্রিয়াত্র চিকিৎসা তথা চামরসিংহঃ।
আরম্ভো নিষ্কৃতিঃ শিক্ষা পূজনং সম্প্রধারণম্॥
উপায়ঃ কর্ম্ম চেষ্টা চ চিকিৎসা চ নব ক্রিয়া ইতি।

যে ক্রিয়া দ্বারা রোগ দূরীভূত এবং দোষ, ধাতু ও মলের সমতা হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলা যায়। এই চিকিৎসাকার্য্যই চিকিৎসকদিগের অভিমত। যে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন রোগ বিনষ্ট হয় অথচ অন্য রোগ উৎপাদনের বাধা জন্মে, সেই ক্রিয়াই চিকিৎসা-শব্দের বাচ্য, কিন্তু যে ক্রিয়া দ্বারা এক রোগ বিনষ্ট হইয়া অন্য রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না।

চিকিৎসাবিধির উপদেশ।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাজ্ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ

অয়মর্থঃ। ভিষক্ আদৌ রোগং "পরীক্ষেত" বিচারয়েৎ। ততঃ পশ্চাদৌষধং পরীক্ষেত। ততঃ পশ্চাদ্রোগৌষধবিচারানন্তরং জ্ঞানপূর্ব্বং সাবধানো ন ত্ববজ্ঞয়া, কর্ম্ম চিকিৎসামৌষধদানাদিরূপাং সমাচরেদিত্যর্থঃ

রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তাহার চিকিৎসা করা উচিত, অল্পদোষোৎপন্ন হইলেও, তাহা উপেক্ষা করিবেনা, কারণ স্বল্পরোগও অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর বিকার উপস্থিত করিতে পারে আদৌ রোগ-পরীক্ষা করিয় পশ্চাৎ ঔষধ পরীক্ষা করিবে, তৎপর অতি সতর্কতার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে

রোগ না জানিয়া চিকিৎসা করিবার দোষ।

যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া
স্বৈরিতয়া সিদ্ধির্ভবতি নাপি ভবতীত্যর্থঃ

অন্যচ্চ

ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন চাময়ম্
বৈদ্যকর্ম্ম স চেৎ কুর্য্যাদ্বধমর্হতি রাজতঃ

রোগ না জানিয়া ও ঔষধ না জানিয়া চিকিৎসা করিবার দোষ।

যস্তু কেবলোরোগজ্ঞো ভেষজেষ্ববিচক্ষণঃ।
তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগী স্যাদ্যথা নৌর্নাবিকং বিনা

"নাবিকং" কর্ণধারং বিনা যথা নৌঃ সঙ্কটে পততি, তথ রোগীত্যর্থঃ

অন্যচ্চ

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ ক্রিয়াস্বকুশলো ভিষক্
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য যথা ভীরুরিবাহবম্।

যে চিকিৎসক রোগ-নির্ণয় না করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই চিকিৎসকের ঔষধের অভিজ্ঞতা থাকিলেও রোগীর আরোগ্য-লাভ অনিশ্চিত। এইরূপ ঔষধজ্ঞ এবং রোগ-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি চিকিৎসা করে, তদ্রূপ চিকিৎসক রাজা কর্ত্তৃক বধ্য। যে চিকিৎসক কেবল রোগ নির্ণয়ে সমর্থ অথচ ঔষধের ক্রিয়াদিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তৎকর্ত্তৃক চিকিৎস্যমান রোগী কর্ণধার-বিহীন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হয় যে চিকিৎসক কেবল শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু চিকিৎসা-কুশল নহেন, তিনি রোগী দেখিলে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীরু ব্যক্তি যেরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন

রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ে পারদর্শী বৈদ্যের গুণ

যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ
দেশকালবিভাগজ্ঞস্তস্য সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
আদাবন্তে রুজাং জ্ঞানে প্রযতেত চিকিৎসকঃ
ভেষজানাং বিধানেন ততঃ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্
বিকারনামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
ন হি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ
"ন জিহ্রীয়াৎ" ন লজ্জেৎ। "ধ্রুবা" নিয়তা
নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাচ্চিকিৎসকঃ
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ॥
যেন কুর্ব্বন্ত্যসাধ্যানাং চিকিৎসাং তে ভিষগ্বরাঃ।
অতো বৈদ্যৈঃ শ্রমঃ কার্য্যঃ সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষণে

যে চিকিৎসক সর্ব্বরোগজ্ঞ, সর্ব্বভেষজজ্ঞ এবং দেশকাল বিভাগজ্ঞ অর্থাৎ রোগ নির্ণয় করিয়া দেশ কাল অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে যিনি সক্ষম, তাঁহার নিঃসংশয়ে সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে সর্ব্বাগ্রে রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অবগত হইয়া পশ্চাৎ উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত আয়ুর্ব্বেদে সকল রোগের নাম নাই, এজন্য নাম অনুসারে সমস্ত রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলেও, চিকিৎসকের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই। দোষের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ ব্যতীত কোন রোগই জন্মে না, সুতরাং যে সকল রোগের নাম আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্ধারিত না হইয়াছে,

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। যে চিকিৎসক অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিতে সমর্থ হন, তিনি ভিষগ্‌শ্রেষ্ঠ, সুতরাং রোগের সাধ্যাসাধ্য পরীক্ষায় চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করা উচিত

শীতে শীতপ্রতিকারমুষ্ণে তূষ্ণনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন ক্রিয়া কৃতা।
ক্রিয়াহীনাতিরিক্তা চ সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি

অয়মর্থঃ

কালে" চিকিৎসাবসরে "অপ্রাপ্তে" অনাগতে যা "ক্রিয়া" চিকিৎসা, যথা জ্বরে জীর্ণতামপ্রাপ্তে তরুণ এব কষায়দানক্রিয়া ন সিধ্যতি।

যা চ ক্রিয়া চিকিৎসাবসরে প্রাপ্তে ন কৃতা অর্থাৎ পশ্চাৎ কৃতা। যথা দাহে কথঞ্চিচ্ছান্তে পশ্চাচ্ছীতলানুলেপনাদি ক্রিয়া তথা হীনাতিরিক্তা চ ক্রিয়া সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি

শীতজনিত রোগে শৈত্যনাশক ক্রিয়া, এবং উষ্ণজন্য রোগে উষ্ণতানাশক ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত পরন্তু চিকিৎসার সময় অতিবাহিত করা উচিত নহে। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে চিকিৎসা করিলে কিম্বা স্বল্পরোগে অতিরিক্ত ও মহৎরোগে অল্প ক্রিয়া করিলে, সাধ্যরোগও প্রশমিত হয় না

অতিরিক্তক্রিয়া এবং হীনক্রিয়া বর্জ্জনের বিধি।

বিকারেঽল্পে মহৎ কর্ম্ম ক্রিয়ালঘ্বী গরীয়সী।
দ্বয়মেতদকৌশল্যং কৌশল্যং যুক্তকর্ম্মতা
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়া সঙ্করোহিতঃ।
ভিন্নরূপাভিস্তু ক্রিয়াভিঃ সাঙ্কর্য্যমপি ন দোষায়।

যত আহ।

ক্রিয়াভিস্তুল্যরূপাভির্ন ক্রিয়া সঙ্করো হিতঃ
তাভিস্তু ভিন্নরূপাভিঃ সাঙ্কর্য্যং নৈব দুষ্যতি।
ন চৈকান্তে ন নির্দ্দিষ্টে শাস্ত্রে নিবিশতে বুধঃ
স্বয়মপ্যত্র ভিষজা তর্কনীয়ং চিকিৎসতা।

যত আহ

উৎপদ্যতে চ সাবস্থা দোষকালবলম্প্রতি
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্মকার্য্যং বিবর্জ্জিতম্।
বিবর্জ্জিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ভবতীত্যর্থঃ।

স্বল্পরোগে মহতী ক্রিয়া এবং মহৎ রোগে লঘুক্রিয়া, এই উভয়ই দোষের রোগ লঘু হইলে, লঘুক্রিয়া এবং রোগ মহৎ হইলে, মহতী ক্রিয়া অবলম্বনই কর্ত্তব্য এক প্রকার ক্রিয়াদ্বারা ফল লাভ না হইলে, এবং অন্য প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, পূর্ব্বক্রিয়ার বেগ প্রশমিত হইলে করা উচিত। এই প্রকরে পূর্ব্বক্রিয়ার বেগ রহিত হইলে, বিভিন্নরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন দ্বারা সাঙ্কর্য্য-দোষ জন্মে না। তুল্যরূপ চিকিৎসাই সাঙ্কর্য্য-দোষজনক ও অহিতকর, কিন্তু বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালী সাঙ্কর্য্য দোষজনক নহে

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক কেবল শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে চিকিৎসা না করিয়া রোগাদির অবস্থা স্বয়ং বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেন, যেহেতু দোষ, কাল অথবা বলের অবস্থানুসারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিও অহিতকর এবং শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ কার্য্যও হিতকর হইয়া থাকে।

চিকিৎসার ফল।

ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিদ্যশঃ
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।
আয়ুর্ব্বেদোদিতাং যুক্তিং কুর্ব্বাণা বিহিতাশ্চ যে।

পুণ্যায়ুর্ব্বৃদ্ধিসংযুক্তা নীরোগাশ্চ ভবন্তি তে।
নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তুবৃত্তয়ে।
চিকিৎসিতং শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ
স যৎ করোতি সুকৃতং সর্ব্বং তদ্ভিষগশ্নুতে।
ন দেশো মনুজৈর্হীনো ন মনুষ্যা নিরাময়াঃ
ততঃ সর্ব্বত্র বৈদ্যানাং সুসিদ্ধ এব বৃত্তয়ঃ

চিকিৎসা কোন স্থানেই নিষ্ফল হয় না, কোনস্থলে অর্থ-লাভ, কোথাও মিত্রতা, কোথাও ধর্ম্মলাভ, কোথাও যশোলাভ এবং কোথাও বা চিকিৎসা-শিক্ষা হয় যিনি পরোপকারের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হন, তিনি পুণ্য, দীর্ঘায়ু এবং উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করেন। অর্থলোভের বশীভূত হইয়া কোন চিকিৎসকেরই চিকিৎসারূপ পুণ্য বিক্রয় করা উচিত নহে, অর্থাভাব হইলে, ধনবান্‌দিগের নিকট ধন প্রার্থনা করা উচিত যে রোগী চিকিৎসিত হইয়া চিকিৎসককে অর্থ প্রদান না করে, সে যে সকল সৎকার্য্য করে, তাহার সমস্ত ফলই চিকিৎসক প্রাপ্ত হন। মনুষ্যবিহীন দেশ এবং রোগবিহীন মানুষ নাই, সুতরাং সর্ব্বত্রই চিকিৎসাবৃত্তি সুসিদ্ধ হয়।

চিকিৎসার অঙ্গ

রোগী দূতো ভিষগ্দীর্ঘমায়ুর্দ্রব্যং সুসেবকঃ।
সদৌষধং চিকিৎসায়া ইত্যঙ্গানি বুধা জগুঃ।

রোগী, দূত, চিকিৎসক, দীর্ঘ আয়ু, উপকরণ দ্রব্য, উত্তম পরিচারক ও উৎকৃষ্ট ঔষধ; এইসকল চিকিৎসার অঙ্গ

রোগীর লক্ষণ।

রোগো যস্যাস্তি রোগী স স চিকিৎস্যস্তু যাদৃশঃ
যাদৃশশ্চাচিকিৎস্যোঽপি বক্ষ্যমাণো নিশম্যতাম্।

যাহার রোগ জন্মে, তাহাকে রোগী বলা যায় চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য ভেদে রোগী দুই প্রকার

চিকিৎসার উপযুক্ত রোগীর লক্ষণ।

নিজপ্রকৃতিবর্ণাভ্যাং যুক্তঃ সত্ত্বেন চক্ষুষা।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

"সত্ত্বং বলং ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিষবিহ্বলতাকরণং, তেন যুক্তঃ।"

"চক্ষুষা" চক্ষুরুপলক্ষিতেনান্যেনাপীন্দ্রিয়েন "চিকিৎস্যঃ" রোগান্ মোচয়িতব্যঃ।

অন্যচ্চ।

আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবান্ মিত্রবানপি।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যবাক্যকৃদাস্তিকঃ॥
আয়ুর্ব্বেদোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ

যাহার প্রকৃতি, বর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি অবিকৃত থাকে এবং যাহার চিত্ত সুখ-দুঃখাদিতে বিকল না হয়, চিকিৎসকের বশীভূত ও ইন্দ্রিয় সংযমনকারী এরূপ রোগীকে চিকিৎস্য রোগী বলা যায় দীর্ঘজীবী, সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, সাধ্যরোগযুক্ত, দ্রব্যবান্, মিত্রবান্, চিকিৎসকের বাক্যে ও আয়ুর্ব্বেদে শ্রদ্ধাবান্ রোগী চিকিৎস্য অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণযুক্ত রোগীই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে

বৈদ্যের লক্ষণ।

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
স চ যাদৃক্ সমীচীনস্তাদৃশোঽপি নিগদ্যতে॥
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ং কৃতী॥
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সদ্যোপস্করভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ম্বদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।

"দৃষ্টকর্ম্মা" দৃষ্টা পরেণ কৃতা চিকিৎসা যেন সঃ স্বয়ংকৃতী স্বয়ং চিকিৎসাকুশলঃ "লঘুহস্তঃ" সিদ্ধিমদ্ধস্তঃ।

যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে চিকিৎসক বলা যায় যে চিকিৎসক শাস্ত্রজ্ঞ, দৃষ্টকর্ম্মা, কৃতী, সিদ্ধহস্ত, শুচি, কার্য্যদক্ষ, উৎকৃষ্ট অভিনব ঔষধ প্রস্তুতের ও চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সদা সুসজ্জিত, প্রত্যুৎপন্নমতি বা উপস্থিত বুদ্ধি, ধীশক্তি সম্পন্ন, "চিকিৎস ব্যবসায়ী, মধুরভাষী, সত্যবাদী এবং ধার্ম্মিক, তিনিই উপযুক্ত চিকিৎসক

বৈদ্যের কর্ম্ম

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ

ব্যাধেঃ সম্যক্ পরিচয়ো ব্যথাশান্তিকরণং বৈদ্যস্য কর্ম্ম ন তু বৈদ্য আয়ুষঃ প্রভুরিত্যর্থঃ। অপরে ত্বেবং ব্যাচক্ষতে। ব্যাধেস্তত্ত্বতঃ পরিচয়ো বেদনায়াঃ শান্তিকরণঞ্চ এতদেব বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন, কিন্তু বৈদ্য আয়ুষঃ প্রভুঃ আগন্তুমৃত্যুশতহরণাৎ তথা চ সুশ্রুতে ধন্বন্তরিঃ

একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃস্মৃতাঃ

অযমর্থঃ

অথর্ব্বাণঃ অথর্ব্ববেদবত্ত্বেনাথর্ব্বতুল্যাঃ মৃত্যুমেকোত্তরং শতং প্রচক্ষতে তত্রৈকো মৃত্যুঃ কালসংযুক্তঃ কাল আয়ুষোহন্তে শরীরি নামবশ্যং সংহর্ত্তা। সর্ব্বৈরুপায়ৈর্নিবারয়িতুমশক্যঃ স ব্রহ্মাদানায়ুষোহন্তে সংহরতি। যত আহ লিঙ্গপুরাণে কার্ত্তিকেয়ং প্রতি মহাদেবঃ

"মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ কুতঃ পুত্র রসায়নম্" ইতি তেন কালেন সংযুক্তঃ। সংহারায় নিযুক্তঃ সোহবশ্যম্ভাবী। "শেষঃ" শতং মৃত্যবঃ 'আগন্তবঃ' আগন্তুরূপহেতুজন্মানঃ কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। আগন্তবো হেতবো যথা। বিষভক্ষণমজীর্ণেহত্যন্তভোজনঞ্চ দুর্দ্দিনেঽজলপানম্, তথাতিবলবৈরিব্যাঘ্রবনমহিষমত্তমাতঙ্গাদিভির্যুদ্ধম্, দন্তশূকেন ক্রীড়নমত্যুচ্চবৃক্ষাগ্রারোহণম্, বাহুভ্যাম্ মহতিকল্লিনী তরণ মেকাকিনো রাত্রৌ দুর্গে মার্গে গমন মিত্যাদি আগন্তুহেতুজা মৃত্যবো।

দুর্নিমিত্তভাবিস্তাবনাবলবত্তাদায়ুষি সত্যপি মারয়ন্তি। যথা মল্লিকা তৈল বর্ত্তিবহ্নিযুবিদ্যমানেষু বাত্যা দীপং নাশযতি

তথাচ

তথা সত্যপি তৈলাদৌ দীপং নির্ব্বাপয়েন্মরুৎ।
এবমায়ুষ্যহীনেঽপি হিংসন্ত্যাগন্তমৃত্যবঃ।
কিন্তু আগন্তুনিমিত্তানি নিবারযিতুঞ্চ শক্যতে।
যত আহ সুশ্রুতে ধন্বন্তরিঃ
দোষাগন্তুনিমিত্তেভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্বৈদ্যপুরোহিতৌ

বৈদ্যমন্ত্রিণৌ নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্রক্ষেতাম্ কুতঃ দোষাগন্তু-নিমিত্তেভ্যঃ। "দোষা" নিষিদ্ধাহারবিহারদূষিতা বাতপিত্তকফা রোগোৎপাদকাঃ

"আগন্তবঃ" নিষিদ্ধ বিহার অভিবাদবৈরিবিগ্রহাদয়ঃ, তে নিমিত্তানি যেষান্তেভ্য শতমৃত্যবঃ ননু বৈদ্যপুরোহিতৌ কথং শতং মৃত্যুং নিবাররিতুং শক্তৌ? তত্রাহ যতস্তৌ রসমন্ত্রবিশারদৌ, প্রথমং বৈদ্যেন দিনচর্য্যারাত্রিচর্য্যতুচর্য্যোহারবিহারাভ্যাং বাতপিত্ত-কফধাতুমলান্ সমানেব রক্ষন্তি ততো রসজ্ঞত্বাদ্রসৈর্মৃত্যুঞ্জয়া-দিভির্নিষিদ্ধাহারবিহারদূষিত দোষজনিতান্ বিকারান্ মৃত্যুহেতু-নপহরতি। মন্ত্রী চ সদ্বুদ্ধিদানেন মৃত্যুহেতুভ্যো নৃপতিং নিবারয়তি তত আগন্তমৃত্যবো নিবারযিতুং শক্যাঃ, ন ত্ববশ্যম্ভাবিনঃ

রোগ-নিরূপণ ও রোগের প্রতিকার করাই চিকিৎসকের সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু চিকিৎসক আয়ুপ্রদান করিতে পারেন না। এই শ্লোকের অন্যপ্রকার অর্থও হয়। সম্যক্প্রকারে রোগের অবধারণ ও প্রশমন করাই যে বৈদ্যের কর্ম্ম, তাহা নহে, বৈদ্য পরমায়ু প্রদান করিতেও সক্ষম, যেহেতু বৈদ্য একশত প্রকার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারেন অথর্ব্ব বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, মৃত্যু একশত এক প্রকার, তন্মধ্যে একপ্রকার কালমৃত্যু ও একশত প্রকার অকাল বা আগন্তুক মৃত্যু কাল মৃত্যুকে কোন প্রকারেও নিবারণ করা

যায় না কালমৃত্যু ব্রহ্মাদি দেবগণকেও আয়ুশেষে সংহার করে লিঙ্গপুরাণে ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে মহাদেব কার্ত্তিককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে হে পুত্র. রসায়ন ঔষধ কোথায়? তাহার প্রভাবই বা কি? কাল মৃত্যু আমাব আয়ু গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, সংহারের নিমিত্ত কাল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য, অবশিষ্ট শত আগন্তু মৃত্যু নিবার্য্য কার্য্যকারণের অভেদপ্রযুক্ত আগন্তু শব্দে এস্থলে, আগন্তুক হেতু সম্ভূত বুঝিতে হইবে বিষ ভক্ষণ, অজীর্ণে অত্যন্ত ভোজন, দূষিত স্থানে বাস, দূষিত জল পান, বলবান্ শত্রু, ব্যাঘ্র, মহিষ ও মত্ত হস্তী প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ, সর্পের সহিত ক্রীড়া, অতিশয় উচ্চবৃক্ষে আরোহণ, মহানদী সন্তরণ এবং রাত্রিকালে একাকী দুর্গম পথে গমন; এই সকল আগন্তু মৃত্যুর কারণ

যেমন তৈল ও বর্ত্তি সত্ত্বেও বায়ু প্রজ্বলিত প্রদীপ নির্ব্বাণ করে, তদ্রূপ আগন্তু কারণ জনিত মৃত্যু দুর্নিমিত্ত উপসর্গের প্রাবল্য হেতু পরমায়ু থাকা সত্ত্বেও প্রাণ হরণ করে কিন্তু আগন্তু মৃত্যু নিবারণ করা যাইতে পারে সুশ্রুতে ধন্বন্তরি বলেন, রসক্রিয়াবিশারদ বৈদ্য এবং মন্ত্রণাবিশারদ মন্ত্রী উভয়ই যত্নসহকারে দোষনিমিত্ত ও আগন্তু নিমিত্ত পীড়া হইতে রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন দোষশব্দে নিষিদ্ধ আহার জনিত দূষিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা। আগন্তু শব্দে নিষিদ্ধ বিহার অর্থাৎ অতিশয় প্রবল শত্রুর সহিত বিগ্রহ বা যুদ্ধাদি এস্থলে প্রশ্ন এই যে, বৈদ্য ও মন্ত্রী কি প্রকারে শত-প্রকার আগন্তু মৃত্যু নিবারণ করিতে পারেন? তদুত্তরে বলাযাইতে পারে- বৈদ্য রসক্রিয়াবিশারদ এবং মন্ত্রী মন্ত্রণা বিশারদ প্রথমতঃ বৈদ্য দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যাদিতে যেরূপ আহার বিহারের নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, ধাতু ও মলের সমতা বিধান করিয়া রাজার শরীর রক্ষা করেন, দ্বিতীয়তঃ অনিয়মিত আহার বিহারাদির দ্বারা দূষিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত মৃত্যুর হেতুভূত যে সকল রোগ জন্মে, রসজ্ঞতাপ্রযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি রসদ্বারা সেই সমস্ত রোগ বিনষ্ট করেন। আর মন্ত্রীও সুমন্ত্রণা দান পূর্ব্বক আগন্তু মৃত্যুর হেতুভূত নিষিদ্ধ বিহার অর্থাৎ রণ বা বিগ্রহাদি হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং আগন্তু মৃত্যু অনিবার্য্য নহে, উহা অনায়াসে নিবারণ করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বিচারঃ

ভিষগাদৌ পরীক্ষেত রুগ্নস্যায়ুঃ প্রযত্নতঃ
ততশ্চায়ুষি বিস্তীর্ণে চিকিৎসা সফলা ভবেৎ।

প্রথমতঃ রোগীর আয়ুপরীক্ষা করা উচিত, কারণ পরমায়ু থাকিলেই চিকিৎসা সফলা হয়

নন্বায়ুষি সতি চিকিৎসায়াঃ সাফল্যমুক্তম্, আয়ুশ্চেদস্তি তদা তদেব জীবনহেতুঃ কিং চিকিৎসাবিধানং? তত্রোচ্যতে, আয়ুষি সতি চিকিৎসায়াঃ ফলং বেদনানিগ্রহঃ। উক্তঞ্চ।

আয়ুষ্মান্ পুরুষো জীবেৎ সব্যথো ভেষজং বিনা।
ভেষজেন পুনর্জ্জীবেৎ স এব হি নিরাময়ঃ।

কিঞ্চ। আয়ুষি সত্যপি রোগী চিকিৎসাং বিনা উত্থাতুং ন শক্নোতি। যত আহ চরকঃ।

সতি চায়ুষি নোপায়ং বিনোত্থাতুং ক্ষমো রুজঃ।
দর্শিতশ্চাত্র দৃষ্টান্তঃ পঙ্কলগ্নো যথা গজঃ।
কিঞ্চ চিকিৎসাং বিনায়ুষ্মানপ্যবসীদতি।

যত আহ স এব।

সতি চায়ুষি নষ্টঃ স্যাদাময়ৈশ্চাচিকিৎসিতঃ।
যথা সত্যপি তৈলাদৌ দীপো নির্ব্বাতি বাত্যয়া॥

অতএবোক্তম্।

সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যা গচ্ছন্ত্যসাধ্যতাম্
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতামিতি।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি পরমায়ু থাকিলে, চিকিৎসা দ্বারা রোগের শান্তি হয় এবং পরমায়ু না থাকিলে, রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে, চিকিৎসার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই, পরমায়ুসত্ত্বে চিকিৎসা দ্বারা রোগের শান্তি হয়, চিকিৎসা না করিলে, ব্যাধিযুক্ত শরীরে জীবন ধারণ করিতে হয়, পরন্তু আয়ু সত্ত্বে চিকিৎসা না করিলে, উত্থান শক্তি রহিত

হয় যেমন দুস্তর পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীও কোন অবলম্বন ব্যতীত উঠিতে পারেনা, তদ্রূপ চিকিৎসা না করিলে, রোগীর আয়ু থাকিলেও সে কখনও রোগমুক্ত হইতে পারে না, পরন্তু আয়ুসত্ত্বেও যদি চিকিৎসিত না হওয়া যায়, তবে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে তৈল ও বর্ত্তিসত্ত্বে যেরূপ দীপ নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ আয়ুসত্ত্বেও চিকিৎসার অভাবে রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয় চিকিৎসার অভাবে সাধ্যরোগ যাপ্য, যাপ্যরোগ অসাধ্য এবং অসাধ্য-রোগ প্রাণনাশক হয়

চিকিৎসা তু অনিশ্চিতঽপ্যায়ুষোঽপি কর্ত্তব্যা

যত আহ।

তাবৎ প্রতিক্রিয়া কার্য্যা যাবচ্ছ্বসিতি মানবঃ॥
কদাচিদ্ দৈবযোগেন দৃষ্টারিষ্টোঽপি জীবতি।

ইতি তু যস্যাসাধ্যত্বং সন্দিগ্ধং তং প্রত্যুক্তম্ যেষাং ত্বসাধ্যতা শাস্ত্রেণানুভবেন বিনিশ্চিতাঃ, তে পুন র্ন চিকিৎস্যাঃ

যত উক্তং।

সম্বৈত্তাস্তে ন যে সাধ্যা নারভন্তে চিকিৎসিতুমিতি।

অথ দ্রব্যম্।

সর্ব্বে দ্রব্যমপেক্ষন্তে রোগিপ্রভৃতয়ো যতঃ।
বিনা বিত্তং ন ভৈষজ্যং চিকিৎসাঙ্গং ততোধনম্

ভেষজস্য লক্ষণম্।

বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ্ যেন তদ্দ্রব্যং প্রোক্তমৌষধম্।

রোগীর পরমায়ুর সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকিলেও, চিকিৎসা করিবে, এবং যাবৎ শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাবৎ চিকিৎসা করা উচিত, কারণ অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণ উপস্থিত হইলেও কেহ কেহ জীবিত থাকে। এই বিধি যাহার অসাধ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইল, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা বা অনুভব দ্বারা যদি রোগ অসাধ্য বলিয়া জানা যায়, তবে তাহার চিকিৎসায় বিরত হওয়াই উচিত। শাস্ত্রেও উক্ত আছে

যে, অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিতে যিনি প্রবৃত্ত হন, তিনি উত্তম বৈদ্য নহেন।

দ্রব্য।

ধনও চিকিৎসার অঙ্গবিশেষ, কারণ রোগিমাত্রেরই ঔষধের প্রয়োজন, পরন্তু ধনব্যতীত ঔষধ পাওয়া যায় না।

ঔষধ।

চিকিৎসক যদ্দ্বারা রোগ বিনষ্ট করেন, সেই দ্রব্যই ঔষধ মধ্যে গণ্য।

জ্বর-চিকিৎসা।

রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং দোষ-সাম্য মরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে।
সর্ব্বেষামেব রোগাণং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই সকলরোগের মূল এবং বিবিধ অহিত আহারবিহারই তাহাদের প্রকোপের কারণ

ননু সর্ব্বেষাং রোগাণাং নিদানং দুষ্টা দোষা এব কিমন্যদপ্যস্তীতি সংশয়নিরাসার্থ মাহ

নিদানার্থকরোরোগো রোগস্যাপ্যুপজায়তে।
রোগস্য নিদানার্থকরঃ নিদানস্য রোগোঽপি উপজায়তে।

অত্র দৃষ্টান্ত মাহ।

তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্ত মুদীর্য্যতে।
রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্লীহাভিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোথ এব চ।
অর্শোভ্যো জঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ
ক্ষয়রোগস্য হেতুত্বে শোষশ্চাপ্যুপজায়তে
তে পূর্ব্বং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিণঃ।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—কেবল দুষ্ট দোষই সকল রোগের কারণ না রোগের আরও অন্য কারণ আছে? এই সংশয় ভঞ্জনের জন্য বলাযাইতেছে—একটি রোগ হইতেও অন্য একটি রোগের উৎপত্তি হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই—জ্বরের তাপ হইতে রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হয় প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উদররোগ, উদর হইতে শোথ, অর্শোরোগ হইতে কষ্টকর উদর ও গুল্ম, প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দি হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয় এবং ক্ষয় হইতে শোষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়

রোগস্য হেতো রোগস্য বৈচিত্র্য মাহ।

কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতু র্ভূত্বা প্রশাম্যতি।
ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেতুত্বং কুরুতেঽপি চ

যথা জ্বরো রক্তপিত্তমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রশাম্যতি। ননু যো দোষোদ্রেকো জ্বরো রক্তপিত্তমুৎপাদিতবাংস্তস্মিন্ সতি সতু জ্বরঃ কথং শাম্যতিন্ তত্র ব্যাধিস্বভাব এব কারণমিতি ন দোষঃ। অন্যে হেত্বর্থ মপি কুরুতে স্বয়ঞ্চ ন প্রশাম্যতি যথা প্রতিশ্যায়ঃ কাসং করোতি স্বয়ঞ্চ ন প্রশাম্যতি তথার্শো জঠরগুল্মৌ করোতি স্বয়ঞ্চ ন নিবর্ত্ততে।

কোন কোন রোগ রোগান্তরকে উৎপাদন করিয়া স্বয়ং প্রশমিত হয়। যেমন জ্বর রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং প্রশমিত হয় এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যেদোষের বলে জ্বর রক্তপিত্তকে উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়, সেই দোষ বর্ত্তমানে জ্বর স্বয়ং কি প্রকারে প্রশমিত হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই রোগের স্বভাবই তাহার কারণ আবার কোন কোন রোগ কোন কোন রোগকে উৎপাদন করে অথচ স্বয়ং প্রশমিত হয় না, বরং উৎপন্ন রোগের সহায়তা করে, যেমন প্রতিশ্যায়রোগ কাস উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং প্রশমিত হয় না এবং অর্শোরোগ উদর ও গুল্মরোগ উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং প্রশমিত হয় না, বরং উহার বৃদ্ধির সাহায্য করে।

সামান্য একটু সর্দ্দি হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয় এবং ক্ষয় হইতে প্রাণনাশক শোষ অর্থাৎ যক্ষ্মা বড়ই ভয়ানক কথা। যেমন একদিকে কোন কোন রোগ কোন কোন রোগের হেতুস্বরূপ হইয়া প্রাণ-সংহার করে,

তদ্রূপ কোন কোন রোগ কোন কোন রোগের কারণস্বরূপ হইয়া কোন কোন রোগ উৎপন্ন করিয়া মূলরোগকে প্রশমিত করে বাতব্যাধি রোগে অঙ্গশুষ্ক হইলে, প্রায়শঃ জ্বর হয় না, যেহেতু শুষ্ক শরীরে রসের সঞ্চার অসম্ভব, রসের সঞ্চারব্যতীত জ্বর হয় না, কিন্তু জ্বর হইলে, বাতরোগ প্রায়শঃ প্রশমিত হয়।

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষাহ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুরসানুগাঃ॥
স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণন্তথা।
যুগপদ্ যত্ররোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে।
নাভিস্তনান্তরে জন্তো রাহুরামাশয়ং বুধাঃ।

বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিমিতি কোষ্ঠাগ্নিরেব দোষৈবাক্ষিপ্তো বহির্নির্গচ্ছন্ উষ্মাখ্যা প্রতিভাতি। আমাশয়াশ্রয়া ইত্যনেনামাশয়প্রাপ্তি ব্যতিরেকেণ দোষা জ্বরং নারভন্ত ইতি কটম্ললবণান্ পাচনান্ পরিত্যাজ্য তরুণজ্বরে পাচকত্বেন তিক্তকোরসঃ পিত্তঘ্নো নির্দ্দিষ্টঃ।

যদাহ। লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকোরসঃ।
পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে।
উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরো নাস্ত্যুষ্মণা বিনা
তস্মাৎ পিত্তবিরুদ্ধানি ত্যজেৎ পিত্তাধিকেঽধিকম্

অহিত আহারবিহারদ্বারা আমাশয়াশ্রিত প্রকুপিত দোষ পাচকাগ্নিকে বিক্ষিপ্ত করিলে, তাহাকে জ্বর বলাযায়। দোষশব্দে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান, সুতরাং দোষ আমাশয়কে আশ্রয় করিয়া একথার অর্থ কি? বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা শ্লেষ্মাশ্রিত হইয়া একথার অর্থ বুঝাও কঠিন, বুঝানও কঠিন।

ইহার সরল অর্থ এই শ্লেষ্মবর্দ্ধক আহার বিহারদ্বারা আমাশয়ের শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিয়স্থ পাচকাগ্নিকে আচ্ছাদিত করে। যেমন অগ্নির মধ্যে জল নিঃক্ষেপ করিলে, অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ও উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তদ্রূপ পক্কাশয়ের অগ্নিতে আমাশয়ের আম বা অপক্করস নিপতিত হওয়া মাত্রই পক্কাশয়ের অগ্নি সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হয়; ইহাই জ্বর। নাভির উর্দ্ধে

আমাশয়, নিম্নে, পক্কাশয়। ঘর্ম্মের অবরোধ এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এই দুইটি নবজ্বরের প্রধান লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে তাপ, ঘর্ম্মরোধ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এই লক্ষণত্রয় সমন্বিত রোগই জ্বরনামে অভিহিত। ঘর্ম্ম নাহওয়ার কারণ এই-ঘর্ম্ম যে পথদ্বারা নির্গত হয়, সেই পথ আমরসেরদ্বারা রুদ্ধ হওয়াতেই ঘর্ম্মরোধ হয়। লোমকূপ সমূহ দেহের জানালা, মুখ, মলদ্বার, লিঙ্গদ্বার, কর্ণরন্ধ্র দ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয় এই নবরন্ধ্র দেহগৃহের দ্বার অপক্ক শ্লেষ্মাদ্বারা সেই জানালাগুলির ছিদ্ররুদ্ধ হওয়াতে রুদ্ধ আমরসদ্বারা বেদনা হয় সেই আমরসের পরিপাকের জন্য বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জল শোষণের জন্য স্বেদের ব্যবস্থা, লঙ্ঘনের ব্যবস্থা, তিক্তরসের ব্যবস্থা, এতদ্দ্বারা আমরসের পরিপাক হয়

পিত্তব্যতীত উষ্মা নাই অর্থাৎ পিত্তই শরীরের অগ্নি এবং উষ্মাব্যতীত জ্বর হইতেই পারেনা অথবা জ্বরের তাপই উষ্মা বা তেজ, একারণ নবজ্বরে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সর্ব্বপ্রকারে বর্জন করিবে কটু ও অম্ল এবং লবণরস-বিশিষ্ট দ্রব্য পাচনগুণবিশিষ্ট হইলেও তাহা বর্জন করিয়া তিক্তরসভূয়িষ্ঠ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে, যে হেতু ঐ অবস্থায় তিক্তরসই একমাত্র উপকারী। তিক্তরস আমপরিপাচক। কুইনাইন অতিশয় তিক্ত বলিয়াই অতিশীঘ্র জ্বর বন্ধ করে, কিন্তু কুইনাইন এতাদৃশ উপকারী হইলেও বেশীমাত্রায় প্রযুজ্য নহে, বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলেই নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায় ধন্বন্তরি বলেন—

তিক্তঃ ছেদনো রোচনো দীপনঃ শোধনঃ কণ্ডূ কোঠ তৃষ্ণা মূর্চ্ছাজ্বর প্রশমনঃ স্তন্যশোধনো বিণ্মূত্র ক্লেদ মেদো বসাপূয়োপশোষণ শ্চেতি স এবং গুণোহপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো গাত্রমন্যাস্তম্ভাক্ষেপকার্দ্দিতশিরঃশূল ভ্রম-তোদভেদচ্ছেদাস্যবৈরস্যান্যাপাদয়তি।

তিক্তরস ছেদনকর, রুচিকর, দীপ্তিকর, শোধনকর, কণ্ডু, কোঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তিকর, স্তন্যশোধনকর এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়ের শোধনকর। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট হইলেও একমাত্র তিক্তরস অত্যধিক সেবন করিলে, গাত্রের স্পন্দন রহিত, মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ শিরাদ্বয়ভার) হস্ত পদাদির আক্ষেপ বা খেচুনি, শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ (সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা), ভেদ, ছেদ ও মুখের বিরসতা জন্মে।

জ্বরপরীক্ষার সহজ উপায়।

সামান্যতো বিশেষেণ জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ
পিত্তান্নয়নযোর্দ্দাহঃ কফাদন্নারুচির্ভবেৎ।

জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপের লক্ষণের সহিত সামান্য শব্দটির অন্বয় বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপের লক্ষণ এই—বাতিকজ্বরে অত্যধিক হাই, পৈত্তিক জ্বরে অত্যধিক চক্ষু জ্বালা এবং শ্লৈষ্মিকজ্বরে অন্নে অরুচি হইবেই

কম্প, হাই, জ্বরের বিষম বেগ, অর্থাৎ কখনও বেশী, কখনও কম বেগ, বা কোন দিন বেশী, কোনদিন কম বেগ, মুখ, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠ শুষ্কবোধ, নিদ্রা না হওয়া, গাত্রের রুক্ষতা ও দাস্ত বন্ধ এই সকল বাতিক জ্বরের লক্ষণ জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ, মল-ভেদ, বমি, মুখের কটুতা, মূর্চ্ছা, দাহ এবং মল, মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা, এই সকল পিত্তজ্বরের লক্ষণ। আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃতবৎ বোধ, জ্বরের মৃদুবেগ মুখের মধুরতা, মল মূত্রের শুক্লতা, গাত্র-গুরুতা, শীত, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতি নিদ্রা, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুক্লবর্ণতা এই সকল কফজ জ্বরের লক্ষণ।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারিলে, তাহাদের ক্রিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় বায়ু চঞ্চল বলিয়া কম্প, বেগের বিষমতা, বায়ু শোষণগুণ বিশিষ্ট বলিয়া কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, বায়ু রুক্ষ, বলিয়া শরীরের রুক্ষতা এবং বায়ু সঙ্কোচক বলিয়া মল সঙ্কোচ করে পিত্ত তীক্ষ্ণগুণ বলিয়া জ্বরের তীক্ষ্ণতা, পিত্ত দ্রব পদার্থ বলিয়া তরল দাস্ত, পিত্ত পাচক বলিয়া মুখ, ওষ্ঠ ও নাক পাকা পাকা বোধ, পিত্ত তীক্ষ্ণগুণ বলিয়া মুখের কটুতা, ঘর্ম্ম, ও গাত্র দাহ, পিত্ত পীতবর্ণ বলিয়া মলমূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ হয় শ্লেষ্মা জলীয় পদার্থ বলিয়া শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃতবৎ বোধ, স্তব্ধতা, নাসা-স্রাব, কাস ও জ্বরের অল্পবেগ, শ্লেষ্মা মধুর বলিয়া মুখের মধুরতা, এবং গুরু পদার্থ বলিয়া শরীরের গুরুতা ও নিদ্রাধিক্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়

রোগ-ভেদে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ অবশ্যই প্রযুজ্য, কিন্তু এরূপ কতকগুলি ঔষধ আছে যে, তাহা সর্ব্বদা সাধারণ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, এ স্থলে সেই ঔষধগুলি লিপিবদ্ধ করা গেল এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় প্রত্যেকরোগে যেরূপ লাক্ষণিক চিকিৎসার বিধান আছে, তদ্রূপ চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিবে

সর্দ্দিজ্বরে বেশী নাসাস্রাব থাকিলে, কফরোগাধিকারের কফচিন্তামণি বা কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—তুলসীর পাতার রস ও মধু বা আদার রস ও মধু

গা ব্যথাসংযুক্ত জ্বরের পূর্ব্বরূপে জ্বরভাব অবস্থায় গাব্যথা বেশী থাকিলে, বাতব্যাধি রোগোক্ত বাতগজাঙ্কুশ আদা ও বেল পাতার রস ও মধু সহ ব্যবস্থেয়।

সর্দ্দিজ্বরে মাথা ব্যথা থাকিলে, লক্ষ্মীবিলাস তুলসীপাতার রস ও মধু-সহ ব্যবস্থেয়

জ্বর প্রকাশ পাইলে জ্বরাধিকারের মৃত্যুঞ্জয় অনুপান ঐ

জ্বরবিকারে বাতশ্লৈষ্মিক বা সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ কল্পতরু বা ভৈরব ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে উপকার না হইলে সূচিকাভরণ ব্যবস্থা করিবে। জ্বরবিকারে শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া পড়িলে সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিবে সূচিকাভরণের ন্যায় জ্বরবিকার নাশক ঔষধ আর নাই বলিলেও হয়। বটিকা প্রয়োগে রোগীর চক্ষু লাল, মাথা গরম ও নাসারন্ধ্রের বায়ু উষ্ণ বোধ হইলে, শৈত্যক্রিয়া করিবে। যাবৎ চক্ষুর বর্ণ স্বাভাবিক না হয়, তাবৎ মস্তকে জলের ধারা দিবে

জ্বরে উদরাধ্মান থাকিলে,—হিঙ্গুষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখচূর্ণ অনুপান—উষ্ণজল উদরে যবপ্রলেপ বা দারুষট্ক প্রলেপ দিবে

জ্বরে ভেদ হইলে—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। অনুপান মুথার রস ও মধু।

জ্বরে বমন থাকিলে—জ্বররোগোক্ত চন্দ্রকান্তিরস।

জ্বরে দাস্ত বন্ধ হইলে—নবজ্বরে বিরেচন নিষিদ্ধ, কিন্তু সময় সময় না দিলেও জ্বর বিরাম হয় না, এ অবস্থায় নবজ্বরে দুই এক দিন গত হইলে অথবা উদরে অত্যধিক মল সঞ্চিত থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ বা অম্লপিত্তরোগোক্ত হরীতকীখণ্ড দিবে, তাহাতে জ্বর ত্যাগ না হইলে, তরুণজ্বরারি দেওয়া যায় ক্যাষ্টর অয়েল অর্থাৎ রেড়ীর তৈল নবজ্বরে প্রয়োগ না করিলেই ভাল হয়, কারণ নবজ্বরে বিরেচক তৈল প্রয়োগে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হয়। অনেকেই উহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা করা যায় না।

পুরাতন বা জীর্ণজ্বরে।

পুরাতন জ্বরের লক্ষণ দৃষ্টে অবশ্যই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ—চন্দনাদিলৌহ, বিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বতোভদ্ররস, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বর হরলৌহ, ও জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি। পুরাতন জ্বরে পেটে পীড়া থাকিলে, পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ উত্তম ফল দর্শায়, ইহা পর্প টী সংযুক্ত ঔষধ বলিয় পেটের পীড়াসঙ্গে অতি উপকারী পেটের পীড়া না থাকিলে, অল্পজ্বরে তৈল মর্দ্দন ও ঘৃত পানের ব্যবস্থা করা যায়।

দুর্জ্জল জনিত জ্বর।

(ম্যালেরিয়া)

দূষিত জলীয় বাষ্প হইতে যে জ্বর জন্মে, তাহাকে দুর্জ্জলজ্বর বলে। অহিত আহারবিহার সকল রোগের নিদান। আমরা প্রত্যক্ষভাবে জল, বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করি। খাদ্য, জল ও বায়ু উৎকৃষ্ট হইলে, রোগ জন্মিতে পারে না পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের কারণ বীজাণু। আর্য্যেরা এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই, যেহেতু অহিত আহার বিহার বর্জ্জন করিলেই রোগের কারণ নষ্ট হয়, আর রোগের কারণ নষ্ট হইলে, রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঠিক। খাদ্য, জল, বায়ু

বিশুদ্ধ হইলে, তাহারা শারীরিক দোষের সমতা নষ্ট করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ দর্শনে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে রাশি রাশি আবর্জ্জনা জলে পচিয়া দুর্গন্ধময় বাষ্পের সৃষ্টি করে, তাহাতে বায়ুমণ্ডলের বায়ু বিষাক্ত হইয়া পড়ে, পরন্তু ঐ দূষিতজল ও বিষাক্ত বায়ু দ্বারা পল্লীগ্রামবাসীরা পীড়িত হয়, সুতরাং যাহাতে পানীয় জল ও বায়ু মণ্ডলের বায়ু দূষিত না হয়, তাহার প্রতীকার করিলেই ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দূষিত জল ও বায়ুজন্য রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই পন্থা অবলম্বনই সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। মশা ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে বলিয়া মশককুলধ্বংসের যে পরামর্শ চলিতেছে, তদপেক্ষা এই পরামর্শই কি শ্রেষ্ঠ নহে? যাঁহারা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া এ দেশের জনসঙ্ঘকে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের অবস্থার সহিত এ দেশের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? হায়! কোথায় অট্টালিকাবাসী কোটিপতি ধনকুবের! কোথায় কুটীরবাসী নিঃসম্বল ভিখারী! ভিখারীকে কোটীপতির প্রতিপাল্য উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা সে পালন করিতে পারিবে কেন? যে দেশের অধিকাংশ লোকই ভিখারী, কপর্দ্দকশূন্য, সে দেশের লোকের পরামর্শ ঠিক তাহাদের অবস্থার উপযোগী হওয়া চাই। আয়ুর্ব্বেদে দুর্জ্জল জনিত জ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ডাক্তারগণ বলেন, কুইনাইন ম্যালেরিয়ার এক মাত্র ঔষধ। কুইনাইন তিক্তদ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদমতেও তিক্তদ্রব্য যে জ্বরের মহৌষধ, জ্বর রোগে আমি তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে ম্যালেরিয়ার কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ দেওয়া গেল। পল্লীগ্রামবাসী জনসাধারণকে কি উপায় অবলম্বন করিলে, জলবায়ু দূষিত না হয়, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করা উচিত। আমার মতে প্রত্যেক বাড়ীতে দুই চারিটি নিম্ববৃক্ষ রোপণ করা উচিত। নিম্ববৃক্ষ বায়ু বিশুদ্ধ রাখে।

হরীতক্যাদিচূর্ণ।

হরীতকী নিম্বপত্রং নাগরঃ সৈন্ধবোঽনলং।
এষাং চূর্ণং সদা খাদেদ্ দুর্জ্জলজ্বরশান্তয়ে।

হরীতকী, নিমপাতা, শুঁঠ, সৈন্ধব ও চিতামূল; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিলাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে দুষ্টজলজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

দুর্জ্জলজেতা রস।

বিষং ভাগদ্বয়ং দগ্ধং কপর্দ্দং পঞ্চভাগকম্।
মরিচং নাগরঞ্চৈব চূর্ণং বস্ত্রেণ শোধয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনাস্য কুর্য্যান্ মুদ্গনিভাংবটীম্
বারিণা বটিকাযুগ্মং প্রাতঃ সায়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
অয়ং রসো জ্বরে যোজ্যঃ সামে দুর্জ্জলজেঽপি চ।
অজীর্ণাধ্মানবিষ্টম্ভশূলেষু শ্বাসকাসয়োঃ

শোধিত মিঠা বিষ ২ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, এবং শুঁঠ ৫ ভাগ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আদার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মুদ্গ প্রমাণ বটী প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এক একটী করিয়া প্রত্যেক রোজ দুইটী বটিকা জলের সহিত সেব্য। ইহাদ্বারা সাম জ্বর, দুষ্ট জলজনিত জ্বর, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, বিষ্টম্ভ, শূল, শ্বাস এবং কাস নষ্ট হয়

পটোলাদি ক্বাথ

পটোলমুস্তামৃতবল্লীবাসকং সনাগরং ধান্যকিরাততিক্তকম্ কষায় মেষাং মধুনা পিবেন্নরো নিবারয়েদ্দুর্জ্জলদোষ মুল্বণম্।

পল্‌তা, মুথা, গুলঞ্চ, বাসক, শুঁঠ, ধনিয়া এবং চিরতা ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে, দুষ্টজল জনিত প্রবৃদ্ধ দোষও নিবারিত হয়।

কিরাতাদি চূর্ণ

কিরাততিক্তাত্রিবৃদম্বুপিপ্পলীবিড়ঙ্গবিশ্বকটুরোহিণীরজঃ, নিহন্তি লীঢ়ং মধুনাতিসত্বরং সুদুস্তরং দুর্জ্জলদোষজং জ্বরম্।

চিরতা, তেউড়ী, বালা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ এবং কট্‌কী; এই সকলের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া মধুর সহিত লেহন করিলে, অতি কষ্টসাধ্য দুষ্ট জল-জনিত জ্বরও নষ্ট হয়।

ভোজনাগ্রে নরৈ র্ভুক্তং শুণ্ঠ্যাজাজ্যভয়োত্থিতম্।
কল্কন্তু সেবিতং নিত্যং নানাদেশোদ্ভবং জলম্

মহার্দ্রকযবক্ষারৌ পীত্বা কোষ্ণেণ বারিণা।
নানাদেশসমুদ্ভূতং বারিদোষমপোহতি

আহার করিবার পূর্ব্বে শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা এবং হরীতকী পেষণ করিয়া সেই কল্ক সেবন করিলে, নানাদেশসমুত্থিত জলদোষ নিবারিত হয় আদা এবং যবক্ষার উষ্ণ জলের সহিত পান করিলেও নানা দেশ সমুৎপন্ন জল জন্য দোষের প্রশান্তি হইয়া থাকে

জ্বরাতীসার-চিকিৎসা।

জ্বরাতীসারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক প্রথম ব্যবহার্য্য ঔষধ। তাহাতে উপকার না হইলে, অমৃতার্ণব, আনন্দভৈরব, কনকসুন্দর, প্রাণেশ্বর বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ব্যবস্থা করা যায় রোগী সহজে আরোগ্য না হইলে, প্রথম বেগ-জ্বর প্রবল উপসর্গ কমিলে, রসপর্পটী ব্যবস্থেয় ইহাতে স্থায়ী আরোগ্য সুনিশ্চিত পেটে বেদনা থাকিলে, তিসির পুলটিস্ দেওয়া যায় পর্পটী-সেবন-কালে পানীয় জলের মাত্রা, কমাইয়া দেওয়া উচিত পথ্য—কাপড়ে ছাকা থৈবমণ্ড ও ছাগলের দুগ্ধ

প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ চিকিৎসা।

যকৃতে—যকৃদরিলৌহ বা বৃহৎ যকৃদরি লৌহ অনুপান—জল।

প্লীহাতে লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথ রস, বৃহৎ গুড়পিপ্পলী ও অভয়ালবণ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ লোকনাথ ও বৃহৎ লোকনাথ তাম্রঘটিত ঔষধ, সুতরাং পেটের পীড়া বর্ত্তমানে দেওয়া উচিত নহে এবং অমৃতীকরণ তাম্র ব্যবহার করা উচিত, তাহা হইলে, অরুচি আসেনা, পরন্তু বলবান্ পেটের পীড়া না থাকিলে, উহা প্রযোগ করাও যায় অভয়ালবণ অল্পবিরেচক, সুতরাং কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রযোজ্য

প্লীহাজ্বরে—পুরাতন জ্বরের ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়

পাচকাগ্নি—প্রত্যেকরোগে পাচকাগ্নির প্রতি সুতীব্র দৃষ্টি রাখিবে কারণ পাচকাগ্নি নিস্তেজ হইলে, কিছুই হজম হয় না, হজম না হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাম্র-সংযুক্ত ঔষধ প্লীহা যকৃতে অতি উপকারী, কিন্তু তাম্র বমন ও বিরেচন এই

উভয় গুণ বিশিষ্ট ও অরুচিকারক ; সুতরাং বেশী পেটের পীড়ায় ব্যবস্থেয় নহে পেটের পীড়া থাকিলে, শোষণ গুণ বিশিষ্ট বৃহৎ গুড়পিপ্পলী ও রস-পর্পটী ব্যবস্থা করা যায় ঐ অবস্থায় জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন মনে করিলে পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ইহা পেটের পীড়া সংযুক্ত জ্বরের মহৌষধ প্লীহা ও যকৃৎরোগে, পেটের পীড়া বা আমাশয় অথবা পাতলাদাস্ত হইলে, রোগ কঠিন হয়, সুতরাং যাহাতে পেটের পীড়া না হয়, তৎপ্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিবে। প্লীহা ও যকৃতের ঔষধেই উদরোগ্রহ প্রশমিত হয়। প্লীহা ও যকৃৎরোগে পেটের পীড়া না থাকিলে এবং শরীর রুক্ষ, নিদ্রাল্পতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও অল্পজ্বর থাকিলে, জ্বরের কোন তৈল ব্যবস্থা করা উচিত চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত পানে প্লীহা যকৃতের অত্যন্ত উপকার হয় দাস্ত্যাদি পাচন প্রসিদ্ধ ঔষধ প্লীহা যকৃতে নানাপ্রকার স্বেদ দেওয়া যায়। তারপিন মালিশ করিয়া গরমজলে ফ্লানেল ভিজাইয়া স্বেদ দিলে অত্যন্ত উপকার হয় পেটের পীড়া প্রবল থাকিলে, তৈল ঘৃত কখনও ব্যবস্থা করিবেনা

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক চিকিৎসা

পাণ্ডু কামলা ও হলীমকরোগ পিত্ত বিকৃত হইয়া জন্মে প্রথম অবস্থায় ঐ সকল রোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, সুতরাং যাহাতে প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত হয়, তদ্রূপ বিরেচন প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে বিরেচনের জন্য পিত্তনাশক তেউড়ীচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে তেউড়ীচূর্ণ সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া লইলে, আরও ভাল হয় ইহার মাত্রা অর্দ্ধ তোলা বা চারি আনা। অনুপান শীতলজল এতদভাবে অম্লপিত্ত রোগের অবিপত্তিকর চূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড ও ব্যবস্থা করা যায় বিরেচনের জন্য যেমন তেউড়ীচূর্ণ উৎকৃষ্ট, রক্তহীনতার জন্য বা রক্তের কণিকা বর্দ্ধনের জন্য তদ্রূপ লৌহ বা মণ্ডূরঘটিত ঔষধ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু লৌহ বা মণ্ডূরঘটিত ঔষধে দাস্ত বন্ধ না হয়, তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত। বিড়ঙ্গাদি লৌহ, নবায়স লৌহ, অষ্টাদশাঙ্গলৌহ ও ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অনুপান কাঁচা হরিদ্রার রস। পেটের পীড়া না থাকিলে, হরিদ্রাদ্যঘৃত পান ও পুনর্ণবাদ্য তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায় পেটের পীড়া থাকিলে, পর্পটী ব্যবস্থা করিবে। পর্পটী সেবনে পেটের পীড়া শোথ, পাণ্ডু ও কামলা সমস্ত রোগই বিনষ্ট হয়। রোগীর পিপাসা

ক থাকিলে, পথ্য টী সেবন কালে, জলের পরিবর্ত্তে অল্প দুধ দিবে। লে পথ্য টী ও বৈকালে অন্য দুই একপদ ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় ঐসকল গ শোথ থাকিলে, পুনর্ণবাদি চূর্ণ ও পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ অল্প বিরেচক।

উদররোগ-চিকিৎসা।

উদর রোগকে বাঙ্গালায় উদরী কহে এইরোগে উদরে অত্যধিক জল সঞ্চিত হয় রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে, সুতরাং তীব্র বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয় অনেক সময়ে জয়পাল ঘটিত ঔষধেও বিরেচন হয় না দুই এক দিন অন্তর বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিরেচন দিলে, শোথ হ্রাস পায় এবং উদরের জল কমে ইচ্ছাভেদী, জলোদরারি ও বহ্নিরস সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ শোথের আধিক্য থাকিলে, পুনর্ণবাষ্টক পাচন বা পুনর্ণবাদি চূর্ণ ব্যবস্থেয় পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ অল্পবিরেচক। জয়পালবীজ তীব্রবিরেচক, ইহা শরীরের রসকে নিষ্কাশিত করে, উদর রোগে প্রায়শঃ জয়পালঘটিত ঔষধই ব্যবহার্য্য অন্য বিরেচন প্রয়োগে রোগীর দাস্ত হয় না। কোষ্ঠ কাঠিন্য বশতঃ ঐ রোগ উৎপন্ন হয় সুতরাং কোষ্ঠ খোলসা রাখা ঐ রোগে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। উদরের বিবৃদ্ধি কমিলে, তৈল-মর্দ্দন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে

শোথ চিকিৎসা।

রক্তবাহি শিরাসমূহে জল সঞ্চিত হইলে, শরীর স্ফীত হয়, ইহার নাম শোথ। এই রোগে রক্তের হ্রাস ও জলের বৃদ্ধি ঘটে রক্ত ক্ষয় হইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে রক্তবহা শিরাসমূহে জলের সঞ্চয় হয় রক্ত পিত্ত ও জল শ্লেষ্মা, সুতরাং ইহাকে পিত্তের হ্রাস ও জলের বৃদ্ধি জনিত রোগ বলা যাইতে পারে। এই রোগের প্রধান চিকিৎসা, জলশোষণ ও রক্তবর্দ্ধন

সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ ও ত্র্যষণাদ্যলৌহ। এই সকল ঔষধ মূত্রকারক, মূত্রকারক বলিয়া শোথ নাশক। পুনর্ণবাষ্টক পাচনে দাস্ত ও প্রবিস্রাব হয় উহার দুই একটি ঔষধের সঙ্গে শোথকালানল বা শোথাঙ্কুশ রসও প্রয়োগ করা যায় শোথের সহিত পাণ্ডু বা কামলা থাকিলে, নবায়সলৌহ বা ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ ব্যবস্থা করা যায়। শোথে

উদরাময় থাকিলে, পর্প্পটী অসাধারণ ঔষধ পর্প্পটী সেবনকালে স্নানে ও পানে জল বর্জন করা উচিত শোথে জল শুষ্ক হইলেও আবার বৃদ্ধি পায়, শোথ রোগের স্বভাবই এই। সুতরাং যাবৎ মূল ধ্বংস না হয়, তাবৎ ঔষধ সেবন করা উচিত শোথ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তৈল-মর্দ্দন অতি কর্ত্তব্য, কিন্তু পর্প্পটী সেবনে কালে বা সেবনর পর ১৫ দিন অতীত না হইলে এবং পাতলা দাস্ত সত্ত্বে তৈল মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে না পুনর্ণবাতৈল ও বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যতৈল প্রসিদ্ধ। স্থান বিশেষে শোথ হইলে, প্রলেপ ও স্বেদ ব্যবস্থেয়। আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায় শোথ রোগে ঔষধ দ্রষ্টব্য।

কাস-চিকিৎসা।

সর্ব্বকাস-নিদানম্

ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব
প্রাণোহ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ সংভিন্নকাংস্যস্বন তুল্যঘোষঃ।
নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ।
পঞ্চকাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্।

মুখ ও নাসারন্ধ্রে ধূম বা ধূলির প্রবেশ, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিপথ গমন অর্থাৎ দ্রুত ভোজনের সময় শ্বাসনলীতে আহারের প্রবেশ ও মল মূত্র এবং হাঁচির বেগরোধ, এই সকল কারণে সর্ব্বপ্রকার কাস জন্মে। ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব, এরূপ পাঠ ও আছে, ইহার অর্থ আমরসের ঊর্দ্ধগতি নিবন্ধন হৃৎপিণ্ডস্থ প্রাণবায়ু ও কণ্ঠ দেশস্থ উদান বায়ুর অভিঘাত হেতু ও কাস জন্মে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে, এইরূপ লক্ষণ হয়। মুখগহ্বরে ও নাসারন্ধ্রে ধূম বা ধূলির প্রবেশ এবং অধিক ব্যায়াম ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন করিলে; বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কাস জন্মায়। আবার তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে, আহার গলায় আটকাইয়া গেলে ও কাস হয় ইহার দ্বারা বুঝা যায়, ঐ সকল কারণে প্রথমতঃ উদান বায়ু প্রকুপিত হয়, কারণ তাহার স্থানে অন্নের আগমনহেতু সে আঘাত প্রাপ্ত হয়, পরন্তু প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগমনে

সে সাহায্য করিতে পারে না কাসরোগের উৎপত্তির মূলস্থান কণ্ঠ, কারণ কণ্ঠই শব্দের স্থান, তৎপর নিকটবর্ত্তী বলিয়া নিম্নভাগস্থ ফুস্‌ফুস আক্রমণ করে কাস উপস্থিত হইলেই উদান বায়ু প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধগামী করিতে পারে না, সুতরাং শব্দোচ্চারণের ও আকুঞ্চন প্রসারণের ব্যাঘাত হয় এবং আকুঞ্চন প্রসারণের ব্যাঘাত হওয়াতে আকুঞ্চন প্রসারণের প্রধান যন্ত্র ফুস্‌ফুস্ বিকল হইয়া পড়ে এই জন্যই ভাঙ্গা কাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দ নির্গত হয় প্রাণবায়ু উদানের অনুগত হইয়া কাস জন্মায় ফলতঃ কণ্ঠেই কাসের উৎপত্তি শব্দ বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য কাস পাঁচ প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ। ক্ষতজ কাস ফুস্‌ফুসে ক্ষত হইয়া উৎপন্ন হয় ক্ষয়জ কাস রসাদিধাতু সমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত বা শুষ্ক হইয়া উৎপন্ন হয় ক্ষয় ও শোষ একই কথা যে কোন কাসই হউক, উপেক্ষা করা উচিত নয়, উপেক্ষা করিলেই উত্তরোত্তর বলবান্ ও মারাত্মক হয় এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রোগও কাস উৎপন্ন করে যথা—

রক্তপিত্তাজ্জ্বর স্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে।
অপরঞ্চ। প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ
ক্ষয়রোগস্য হেতুত্বে শোষশ্চাপ্যুপজায়তে

রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, ঐ উভয় রোগ হইতে শোষ অর্থাৎ ধাতুক্ষয়, সর্দ্দি হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মে ধাতুক্ষয় হইলেই ধাতু শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং শরীরও শুষ্ক হয়

ক্ষতজকাস-নিদানং লক্ষণঞ্চ।

অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাচরেৎ
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা।

পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ।

অতিরিক্ত মৈথুন, গুরুভার বহন, অধিক পথ পর্য্যটন, যুদ্ধ ও অশ্ব গজাদির সহিত বিগ্রহ; এই সকল কারণে ফসফুসে ক্ষত হইলে, বায়ু ফুস্ফুস্‌কে আশ্রয় করিয়া কাস উৎপাদন করে ক্ষত হইতে এই কাস জন্মে বলিয়া ইহার নাম, ক্ষতজ কাস এই রোগে প্রথমতঃ শুষ্ককাস নির্গত হয়, অনন্তর কাসের আঘাতে ফুস্ফুস্ আহত হইয়া কাসের সহিত রক্ত বহির্গত হয়। কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভগ্নবৎ বেদনা, তীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ শূল, শূল দ্বারা ভেদনবৎ যাতনা, পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গ এইরোগে উপস্থিত হয়, পরন্তু কাসিবার সময় কবুতরের ন্যায় শব্দ নির্গত হইয়া থাকে

অথ ক্ষয়জকাসনিদানম্।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়োমলাঃ
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দ্দেহক্ষয়প্রদম্
স গাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্, প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু, প্রক্ষীণমাংসে রুধিরং সপূয়ম্
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং, চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি
ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ
ঘৃণিনাং শোচতাঞ্চাহারাভাবাৎ।
সাধ্যো বলবতাং বা স্যাদ্ যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ।

বিষম ও অনভ্যস্ত ভোজন, অতিশয় মৈথুন; প্রবর্দ্ধমান মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও আহারাভাব, এই সকল কারণে পাচকাগ্নি নিস্তেজ হইলে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া দেহের ক্ষয়কর ক্ষয়জকাস উৎপাদন করে। ক্ষয়জকাস গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মোহ এবং মৃত্যুপ্রদ ইহাতে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল, শুষ্ক, ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস হয় এবং পূযের সহিত রক্ত নির্গত হয় এই রোগ সর্ব্বলক্ষণ সমন্বিত হইলে, অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য হয়। ক্ষয়জকাস

ক্ষীণদেহ নাশক, কিন্তু বলবান্ ব্যক্তির হইলে, সাধ্য বা যাপ্য হয় ক্ষতজ কাসও এইরূপ

অথ রাজযক্ষ্মক্ষতক্ষীণনিদানং লক্ষণঞ্চ
বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ।
কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ ॥
অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ
স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ।
জ্বরদাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এবচ
কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ

অপান বায়ু ও মলমূত্রাদির বেগরোধ, উপবাস ও মৈথুন ইহার যে কোন কারণে রসাদি ধাতুর ক্ষয সাহসিক কর্ম্ম ও বিষমভোজন (অল্পাহার, অকালে আহার বা অধিক আহার) এই কারণ চতুষ্টয যক্ষ্মার নিদান, যক্ষ্মা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়

ত্রিদোষজ ব্যাধির মধ্যেও কোন কোন দোষের আধিক্য বা অল্পতা থাকে, এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যত্যয নাই, শাস্ত্রকার তাই বলিতেছেন যে, কফপ্রধান দোষদ্বারা রসবহা ধমনীসকল রুদ্ধ হইলে, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, কারণ আহারজাত রসই রক্তাদির পোষক, এ অবস্থায রসের গতি রুদ্ধ হওয়াতে পোষণ অভাবে সুতরাং সকল ধাতুরই পোষণ বন্ধ হয ইহাকে অনুলোম ক্ষয় কহে আর অতিশয় মৈথুনদ্বারা শুক্রক্ষয় হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু অর্থাৎ মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত ও রস ক্ষয় হইতে থাকে, ইহাকে প্রতিলোম ক্ষয় কহে এই রূপে অনুলোম বা প্রতিলোম যে ভাবেই ক্ষয হউক মানুষ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়।

রাজযক্ষ্মার লক্ষণ।

স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে বেদনা, হস্ত ও পদের সন্তাপ বা দাহ এবং সর্ব্বদা অবিচ্ছেদী জ্বর এই তিনটি যক্ষ্মার লক্ষণ।

এই রোগে বাতের আধিক্য থাকিলে, স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ এবং শূলবৎ বেদনা, পিত্তের আধিক্য থাকিলে, জ্বর, দাহ, অতীসার ও রক্ত নির্গমন, শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে শ্লেষ্মাদ্বারা পরিপূর্ণতা অর্থাৎ মস্তক-ভার, অরুচি, কাস ও কণ্ঠে কণ্ডুব উৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়

অথোরঃক্ষত নিদানম্

ধনুষায়ম্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্।
যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ।
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্নতঃ
শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্।
অধীয়ানস্য বাতুচ্চৈ দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদী বা তরতো হয়ৈ বা সহ ধাবতঃ
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাতিপ্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃকর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে
স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ।
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে।
প্রপীড্যেতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে
ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্‌ভেদাগ্নিবধাবপি
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ।
কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে
স ক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ।
অব্যক্তলক্ষণং তস্য পূর্ব্বরূপ মিতি স্মৃতম্

উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে।
ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহঃ।

ধনুরাকর্ষণ, গুরুভার বহন, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান অশ্ব গবাদিকে বলপূর্ব্বক ধারণ, প্রশস্ত নদী পার হওয়া, ধাবমান অশ্বের সহিত বেগে গমন, উল্লম্ফন, এবং অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, রুক্ষ ও অল্পাহারে এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে, উরঃক্ষত (ফুস্ফুসেক্ষত) উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তবৎ মনে হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ের বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়, পরন্তু ক্রমশঃ বল, বীর্য্য, বর্ণ, রুচি ও অগ্নিবল নিস্তেজ হইতে থাকে। আর তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্রবেদনা, মনের গ্লানি, তরল ভেদ, কাসের সহিত পচা, দুর্গন্ধ, শ্যাম বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিবৎ রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ শুক্র এবং ওজঃধাতুর ক্ষয়বশতঃ উৎপন্ন হয় এবং রোগীকে অত্যন্ত ক্ষীণ করিয়া ফেলে। এই রোগের পূর্ব্বরূপ অব্যক্ত বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্তবমন ও কাস। ফুস্ফুসের ক্ষতদ্বারা ক্ষীণ রোগীর মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কোমরে ব্যথা, বিশিষ্ট লক্ষণ।

কাস ও যক্ষ্মার লক্ষণ

কাস বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ এই পাঁচ প্রকার, যক্ষ্মাও বাতাধিক, পিত্তাধিক, শ্লেষ্মাধিক, শোষজ এবং ক্ষতজ এই পাঁচ প্রকার। কাস হইতেও যক্ষ্মা হয়, যক্ষ্মা হইতেও কাস হয়, সুতরাং কাসের কারণ যক্ষ্মা ও যক্ষ্মার কারণ কাস একথা বলা যাইতে পারে। আবার রক্তপিত্ত ও জ্বর হইতে শোষ, সামান্য সর্দ্দি হইতেও কাস, কাস হইতে শোষ এবং শোষ হইতে ক্ষয় বা ক্ষয় হইতে শোষ জন্মে, সুতরাং রক্তপিত্ত ও জ্বর, শোষের কারণ, সর্দ্দি, কাসের কারণ, কাস, শোষের কারণ এবং শোষ, ক্ষয়ের বা ক্ষয়কে শোষের কারণ বলা যায় বাতাধিক কাস হইতে বাতিক যক্ষ্মা, পৈত্তিক কাস হইতে পিত্তাধিক যক্ষ্মা, শ্লৈষ্মিক কাস হইতে শ্লেষ্মাধিক যক্ষ্মা, ক্ষয়জকাস হইতে শোষ নামক যক্ষ্মা এবং ক্ষতজ কাস হইতে উরঃক্ষত যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়।

এই পাঁচপ্রকার কাস ও পাঁচপ্রকার যক্ষ্মার মধ্যে ক্ষয়জকাস, ক্ষতজকাস

এবং শোষ ও উরঃক্ষত নামক যক্ষ্মা অতি কঠিন পরন্তু এই চারিপ্রকার রোগের প্রধান কারণ অতিশয় শুক্রক্ষয় এই রোগ প্রায়শঃ ২০। ৩০ বৎসরের যুবকদিগেরই হয়, সুতরাং শুক্রক্ষয়ই যে, তাহাদের ঐ রোগের প্রধান কারণ, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

কাস হইতে যে যক্ষ্ম হয় তাহাতে রসবহা ধমনী শ্লেষ্মাদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং রস অভাবে রক্ত, রক্তাভাবে মাংস এবং পরবর্ত্তী ধাতু সকল শুষ্ক হয়, আর শুক্র ধাতুর ক্ষয় হইতে যে নিদারুণ যক্ষ্মা জন্মে, তাহাতে শুক্র এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুসকল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। যক্ষ্মার এই অবস্থা সদ্যঃ মৃত্যুপ্রদ

আয়ুর্ব্বেদ মতে যে কোনও রোগের সন্নিকৃষ্ট বা মুখ্য কারণ, আহার বিহার। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা আহার বিহারদ্বারা নষ্ট হইলে, তদ্দ্বারা যে রোগ জন্মে, তাহাই রোগের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ। তাই আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্য মরোগতা।
দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞক মারোগ্যং বিকারং দুঃখমেবচ
সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিত সেবনম্॥

সর্ব্বেষাং রোগাণাং নিদানং সন্নিকৃষ্টং কারণম্ কুপিতাঃ স্বহেতুদুষ্টা মলাঃ বাতপিত্তকফা এবেত্যন্বয়ঃ। তথা চ বাগ্‌ভটঃ। দোষা এব হি সর্ব্বেষাং রোগাণামেককারণমিতি। নন্বাগন্তুজ ব্যাধিষু ব্যভিচারঃ স্যাৎ তন্ন তত্রাপ্যুৎপত্ত্যনন্তরং দোষপ্রকোপস্যা-বশ্যম্ভাবিত্বাৎ উৎপন্নদ্রব্যেষু গুণযোগস্যেব উক্তঞ্চ চরকে। আগন্তুর্হি ব্যথা পূর্ব্বো জায়তে, পশ্চান্নিজৈর্দ্দোষৈরনুবধ্যত ইতি। 'তৎপ্রকোপস্যতু'—'দোষপ্রকোপস্য তু' দোষপ্রকোপস্য তু নিদানং 'বিবিধাহিতসেবনং' বিবিধানি নানাবিধানি যান্যহিতান্যসাত্ম্যান্যাহার বিহারাদীনি। তেষাং সেবনং।

রোগ দুইপ্রকার শারীরিক ও মানসিক জ্বরাদি রোগ শারীরিক এবং

উন্মাদাদি রোগ মানসিক। শারীরিক ব্যাধি তিন প্রকার। স্বাভাবিক সংক্রামক ও আগন্তুক বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ হইতে যে রোগ জন্মে, তাহাই স্বাভাবিক যে রোগ অন্য শরীর হইতে সংক্রামিত হয়, তাহা সংক্রামক এবং উচ্চ স্থান হইতে পতনাদি নানাপ্রকার আকস্মিক কারণে আঘাতাদির জন্য যে সকল রোগ জন্মে, তাহা আগন্তুক। ২০১ পৃষ্ঠায় রোগের প্রকার ভেদ দ্রষ্টব্য

স্বাভাবিক রোগের মুখ্য কারণ অহিত আহার বিহার অহিত আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা নষ্ট হওয়াতে যে রোগ জন্মে, আর্য্যেরা সেই সকল রোগের কারণ সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করিয়াছেন পরন্তু, তাহাই তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা সূচিত করিতেছে। কারণ অহিত আহার বিহার পরিত্যাগ করিলেই সুস্থ দেহে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করা যায়। আবার কোন্ দ্রব্য এবং আহারে কিরূপ নিয়মে থাকিলে, স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, তাঁহারা তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বভাবতঃ হিতকর যেসকল দ্রব্য, তাহাই আহার করা উচিত। বিহার শব্দে ভ্রমণ ইত্যাদি। সুস্থ অবস্থায় কি প্রকার ব্যায়ামাদি করা উচিত, তাহারও নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—সংক্রামক এবং আগন্তুক রোগে কি বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা অবশ্যই প্রকুপিত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রকোপের কারণ অহিত আহার বিহার নহে সংক্রামক রোগ ঔপসর্গিক, উপসর্গ শব্দে উপস্থিত সর্গ অর্থাৎ হঠাৎ সৃষ্টি, সুতরাং সংক্রামক রোগ অগ্রে শরীরে প্রবেশ-লাভ করে, পরে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি বা বৈষম্য উৎপাদন করে। আগন্তুক রোগও এইরূপ। উচ্চস্থান হইতে পতনে কোন অংশ ভগ্ন হইলে পশ্চাৎ বাতাদিদোষের বৈষম্য ঘটে, পরন্তু তাহা অহিতআহার বিহার জনিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণ নহে।

মুখ্যকারণ ব্যতীত গৌণ কারণেও রোগ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণ করিতে পারে যথা—

প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥

কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্

অর্থাৎ কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ (ক্ষয় বা যক্ষ্মা), নেত্রাভিষ্যন্দ (চক্ষুউঠা) ও অন্যান্য ঔপসর্গিক রোগ সমূহ নানাপ্রকারে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমণ করে ঐ সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র আহার, এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন অথবা তাহাদের গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস-গ্রহণ কিম্বা তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিলে ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয়

এই সকল পর্য্যালোচন করিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, জীবাণু কোনও ব্যাধির আদি কারণ নহে জীবাণুর জনক স্বেদ বা ক্লেদ। যাবতীয় প্রাণীর মৃতদেহ ও মল হইতে যে উষ্মা জন্মে, তাহাই স্বেদ বা ক্লেদ যেখানে ক্লেদ সেই খানেই জীবাণু পরন্তু জীবাণুর ভয়ে অস্থির হইবার কোনই কারণ নাই কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি একটু দৃষ্টি রাখিলেই চলিতে পারে

কুষ্ঠ রোগের মধ্যে গলিতকুষ্ঠ, যক্ষ্মার মধ্যে উরঃক্ষত, এবং বসন্ত ও পাঁচড়া, প্রভৃতি যেসকল রোগে ক্লেদ নিঃসৃত হয়, সেই সকল রোগের সংক্রমণ অতি দ্রুত। কারণ মক্ষিকা প্রভৃতি ঐ ক্লেদের বীজ এক শরীর হইতে বহন করিয়া অন্য শরীরে বপন করে, এবং সেই রস শরীরে শোষিত হয় বলিয়াই রোগ সংক্রমিত হয়। নেত্রাভিষ্যন্দ বা চক্ষু উঠারোগও সংক্রামক, সুতরাং তাহাও কি জীবাণুর কার্য্য বলিতে হইবে? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কি মীমাংসা করিবেন? চক্ষুর্জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, অভিষ্যন্দ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই রোগ সুস্থ চক্ষুতে সংক্রমণ করে দূষিত মেহ বা উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সহবাস করিলেও ঐ দুইটি রোগ দ্রুত সংক্রমণ করে, কারণ ঐ দূষিত রস শরীরে অবিলম্বে শোষিত হয়। যেমন শরীরে তৈল-জল শোষিত হয়, ইহাও তদ্রূপ

ফলতঃ সংক্রামক রোগে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলেই ভয়ের কারণ নষ্ট হয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সহবাস, আহার বিহার, শয়ন উপবেশন, তাঁহাদের গাত্র-সংস্পর্শ, নিঃশ্বাসগ্রহণ, ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য বা অনুলেপন; এই সকল ব্যবহার না করিলেই চলে। রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ বোধ করা

যেমন সহজ ও প্রকৃষ্ট পন্থা, রোগে আক্রমণ করিলে, তাহার প্রতিরোধ করা তেমন সহজ নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও এই মতের পক্ষপাতী, আমাদিগের আর্য্যেরা যে এই মতাবলম্বী, তাহা বলাই বাহুল্য, শাস্ত্রে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান, আর এই জন্যই তাঁহারা বৃক্ষের পল্লবাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষা মূলচ্ছেদনেরই অধিকতর পক্ষপাতী এবং গৌণকারণে অর্থাৎ জীবাণু প্রভৃতি হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বেশী আলোচনার প্রয়োজন মনে করেন নাই

বাস্তবিক রোগ জন্মিতে না দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রোগের প্রতিরোধ দুই প্রকারে করা যায় প্রথমতঃ অহিত আহার বিহার পরিত্যাগ, দ্বিতীয়তঃ রোগের পূর্ব্বরূপ উপস্থিত হইবামাত্র ভবিষ্যৎ আক্রমণে বাধা দেওয়া। প্রথম কারণ রোগের নিদান বর্জ্জন, ইহাই শ্রেষ্ঠতম উৎকৃষ্ট উপায় আর রোগের সংক্রামতা নিবারণ দ্বিতীয় কল্প বা নিকৃষ্টতর পন্থা

পূর্ব্বরূপং বিকারাণাং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভবিষ্যতাং
যা ক্রিয়া ক্রিয়তে সাচ বেদনাং হন্ত্যনাগতাম্।

— রোগের পূর্ব্বরূপ দেখিয়া আক্রমণে বাধা দেওয়া অপেক্ষা রোগের মূলকারণ নষ্ট করাই আর্য্যদিগের অভিপ্রায়। যক্ষ্মারোগের মূল কারণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি সেই কারণগুলি নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে, যক্ষ্মা উৎপন্ন হইতে পারে না যেহেতু কারণই কার্য্যরূপে দেখা দেয়, কারণ নষ্ট হইলে, কার্য্যের সম্ভাবনা কোথায়? স্থূলকথা এই—শুক্রক্ষয় প্রভৃতি যক্ষ্মার যে সকল নিদান নির্দ্ধারিত আছে, তাহা বর্জ্জন করাই উচিত। যাবৎ ঐসকল কারণ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ যক্ষ্মার আক্রমণও অব্যাহত থাকিবে সকলেরই জানা উচিত, রোগের নিদান-বর্জনই রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র প্রশস্ত উপায় নিদান বর্জন, স্বভাবতঃ হিতকর পথ্যগ্রহণ, যথারীতি ব্যায়াম এবং খাদ্যপানীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাদাসিধে সরলভাবে চলিলে, দেহ বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। আর দেহ সবল থাকিলে, জীবাণু নিকটে আসিতেও ভয় পায় বা নিতান্ত বেহায়ার মত আসিলেও তাড়া খাইয়া পলায়ন করে সকলেরই জানা উচিত, শরীরের অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা বা পূয ও দূষিত রক্তাদি সঞ্চিত হইলেই, বিষাক্ত কীটাণু জন্মিয়া থাকে যক্ষ্মারোগে কাস, পূয বা রক্তের জন্যই এইরূপ

কীটের সৃষ্টি হয়, আর দুর্ব্বল শরীরেই এই সকল কীট প্রবেশ-লাভ করিবার সুযোগ পায়, কারণ দুর্ব্বল ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বল শ্বাস প্রশ্বাস তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে না, কিন্তু যেমন সবল ফুসফুসের নিকটবর্ত্তী হয়, তেমনি একতাড়া খাইয়া দশ বিশ হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া যায় গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের নিকট কীটাণু দাঁড়াইতে পারিবে কেন? বলবানের নিকট দুর্ব্বল চিরকালই পরাভূত, অপিচ স্বভাবের এমন একটি শক্তি আছে, যদ্দ্বারা স্বভাবের বিপরীত কোন কার্য্য হঠাৎ হইতে পারে না বা হওয়ার উপক্রম হইলেই স্বভাবের শক্তি তাহাকে বাধা দেয়, ইহাকে বাধিকা শক্তি বলে এই শক্তি সকল জীব জন্তুরই আছে, আর এই শক্তি দ্বারাই প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয় তবে বলবানের এই শক্তি প্রবল, দুর্ব্বলের এই শক্তি দুর্ব্বল এই শক্তি ভগবদ্দত্ত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই শক্তি বিদ্যমান জীব-জন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকা দ্বারা নির্ব্বাহ হয় এমন অনেক পদার্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে যে, তাহা ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা নাসা পথে প্রবেশ করিতে গেলেই নাসারন্ধ্রে আট্‌কাইয়া যায় অথবা নাসারন্ধ্রস্থ লোমসকল তাহাদের গতি প্রতিহত করে, সুতরাং সহজে ধূলি বা অন্য বিষাক্ত দ্রব্য ফুসফুসে প্রবেশ করিতে পারে না - এতদ্ব্যতীত বাহ্য জল, বায়ু ও অগ্নির প্রভাবও অসাধারণ। যেখানে সূর্য্যের বা বায়ুর প্রভাব বর্ত্তমান, তথায় জীবাণু থাকিতে পারে না বা থাকিলেও তাহারা দৃষ্টির অগোচর, সুতরাং অনিষ্টকারী নহে। বাহ্য জগতে যেমন বায়ু ও সূর্য্যের তাপবিহীন অন্ধকারময় জলাভূমিতে কীটাণু জন্মে, তদ্রূপ শরীরের মধ্যেও অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া পচিলে অথবা পূয রক্তাদি সঞ্চিত হইলে কীটাণু জন্মে, বাহ্য ভূমিখণ্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, যেমন তথায় কীটাণু সঞ্চিত হইতে পারে না, তদ্রূপ অন্তর্জগৎ পরিষ্কার রাখিলেও কীটাণু জন্মিতে পারে না, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর্য্যেরা বেশী আলোচনা না করিয়া যে বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন, একথা বলা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে যক্ষ্মা অথবা ক্ষয় কিম্বা শোষ রোগে রস রক্তাদি ধাতু সমূহ এতই হ্রাস হয় যে, শরীরটা কেবল ময়লার আধার হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তেজও এরূপভাবে হ্রাস পায় যে, আহার হইতে কেবল মাত্র শ্লেষ্মাই উৎপন্ন হয়, শ্লেষ্মার শোষণকারী পদার্থ তেজের অভাবে ভুক্ত দ্রব্য হইতে রস রক্তাদি সার পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না তাই দেখা যায় কোন কোন রোগীর

অর্দ্ধসের, একসের, বা তদধিক পূয রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। যক্ষ্মারোগে ক্ষয় দুই প্রকারে সাধিত হয় শ্লেষ্মা ও পূয রক্তাদির বহির্গমন এবং রস-রক্তাদি ধাতুর অপূরণ। একদিকে শ্লেষ্মা ও অপরদিকে বায়ুর প্রভাব, শ্লেষ্মা স্নিগ্ধপদার্থ, উহা শরীর হইতে যত বেশী নির্গত হয়, বায়ুর শোষণ ক্রিয়াও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, পরন্ত বায়ু শোষিত ব্যস্তথাকাপ্রযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া আইসে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্ঘর্ষণে নাভিতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়, কিন্তু যক্ষ্মারোগে বিশেষতঃ ক্ষতজ যক্ষ্মায় ফুস্‌ফুস্ এত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তাহার আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হয় না, পরন্ত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়ে এইজন্য যথারীতি তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না আর যথারীতি তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না, বলিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপক্ক হইতে পারে না। এইরোগে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হওয়াও শরীর ক্ষয়ের একটী কারণ বলিতে হইবে

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যক্ষ্মার কারণ 'ক্ষয়কীটাণু" ইহার নাম টিউবার্কল ব্যাসিলাই এই কীটাণু মানুষের শরীরে প্রবেশলাভ করিয়া ক্ষয় উৎপাদন করে এবং তাহারা অতি শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করে তাহার ফলে অতি শীঘ্র দেহক্ষয় হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে ইহা সংক্রামক ব্যাধি এই কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত দেহের রস যতক্ষণ বাহিরের বাতাস আশ্রয় করিতে না পারে, ততক্ষণ কীটাণুগুলি অন্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারে না। বাহিরের বাতাসের সহিত মিশ্রিত হওয়ার সুযোগ ঘটিলেই কীটাণু সকল দলে দলে রোগদুষ্ট দেহ হইতে থুথু, পূয, কাস বা অন্য কোন স্রাবের সহিত নির্গত হইয়া সুস্থ দেহ আশ্রয় করিবার চেষ্টা করে শরীরের যাবতীয় যন্ত্রই এই কীটাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু শ্বাসযন্ত্র শতকরা ৯৯ স্থলে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য কেবল এস্থলে শ্বাস-যন্ত্রের আক্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ সকল স্থলেই দেখা যায় যে, ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীর দেহ হইতেই এই রোগ অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে দূষিত জল, বায়ু বা খাদ্য হইতে এ রোগের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু খাদ্যাদি বা জল বায়ুর জন্য শরীর নিস্তেজ হইলেও, উক্ত কীটাণু সহজেই আক্রমণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। এই রোগ বংশজাত নহে, তবে পিতা মাতার এই রোগ হইলে,

সন্তানসন্ততির দেহ রোগপ্রবণ থাকে বলিয়া সহজেই কীটাণু দ্বারা তাহাদের দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইতে পারে।

৩ ক্ষয় রোগীর পরিত্যক্ত থুথু হইতেই প্রধানতঃ এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৪ ক্ষয় রোগী যে থুথু ফেলে, তাহা যতক্ষণ ভিজা থাকে, ততক্ষণ তাহার ভিতরের কীটাণুগুলি বাতাস আশ্রয় করিতে পারে না, তৎপর যখন থুথু শুষ্ক হইয়া উঠে ও সূক্ষ্ম পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলি ধূলার সহিত মিশিয়া বায়ুমণ্ডলে ঘুরিতে থাকে, দেহে কীটাণু-প্রবেশের ইহাই সুযোগ

৫ অতএব যে কোন প্রকারেই হউক, ঐ জীবাণু ধ্বংস করাই প্রধান কার্য্য।

টিউবার্কল ব্যাসিলাই দ্বারাই যে, এই রোগের ব্যাপ্তি ঘটে এবং তাহারাই যে এ রোগের কারণ, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, তবে কোন কোন বীজের পরিণতি বিষয়ে যেমন কোন কোন ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তদ্রূপ যক্ষ্মাবীজের বাসের এবং বৃদ্ধির পক্ষেও কোন কোন ব্যক্তির ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কফাক্রান্ত, দুর্ব্বল এবং রুগ্নব্যক্তিগণের বিশেষতঃ রক্ত পিত্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ফুস্‌ফুস্ ব্যাসিলাই বাসের এবং বৃদ্ধির সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সুস্থ ও বলবান্ ব্যক্তিগণের ফুস্‌ফুস্ ইহাদের বাসের উপযুক্ত নহে। অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইলে, বীজ যেমন বিনষ্ট হয়, ঐ সকল ব্যক্তির ফুস্‌ফুসে বীজ প্রবেশ করিলেও, তদ্রূপ উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহা এমন ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি যে, বহুদূরে অবস্থিত রোগীদিগের লিখিত চিঠির সংস্পর্শে অনেকে এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে

যক্ষ্মারোগ যে একটি সংক্রামক ব্যাধি, তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, তবে ইহার সংক্রামকতা সুস্থদেহ ও বিশালোরস্ক মানবগণের পক্ষে কার্য্যকরী নহে দুর্ব্বল, রোগপীড়িত অল্পায়ত বক্ষঃ ব্যক্তিগণের ফুসফুসই সংক্রামকতার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। যক্ষ্মা প্রকৃত প্রস্তাবে বংশানুক্রমিক ব্যাধি নহে, কেহ কাহারও পিতামাতা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে এই রোগ প্রাপ্ত হয় না, তবে উক্ত রোগগ্রস্ত পিতা মাতা হইতে জাত সন্তানগণের ঐ রোগ প্রবণতা থাকে বলিয়া জীবাণুরসংস্পর্শ ঘটিলে, তাহাদের ঐ রোগ হইতে পারে। পিতা মাতা উভয়েরই ঐ রোগ থাকিলে,

তাহাদের সন্তানগণ রোগও বংশত বিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সন্তানগণকে কিছুকাল পিতামাতার নিকট হইতে অর্থাৎ বীজের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া, তাহাদের ফুসফুসের বলবিধান করিতে পারিলে, ঐ রোগ দ্বারা তাহাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। যাহাদের ফুসফুস্ দুর্ব্বল ও বক্ষ অপ্রশস্ত, এই রোগে তাহাদেরই আক্রান্ত হওয়ার বেশী সম্ভাবনা, বলবান্ প্রশস্তবক্ষ ব্যক্তিগণের কখনও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন নাই। তাহাদের নিঃশ্বাসপথে শতজীবাণু প্রবেশলাভ করিলেও তাহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ভয়ের কারণ নাই

প্রতিকার।

বিশুদ্ধ বায়ুই এই রোগের মহৌষধ নির্ম্মলবায়ু এই রোগের বিযুক্তি জীবাণুগুলির উচ্ছেদ সাধন করে বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অধিক থাকে এবং ঐ অক্সিজেনই ইহাদের ধ্বংস সাধনের মূল। এই জন্য সমুদ্র যাত্রা, সমুদ্রোপকূলে পর্ব্বতোপরি বাস বিশেষ হিতকর কারণ এই সকল স্থানে সর্ব্বদাই সবেগে অপর্য্যাপ্ত নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে

২। সূর্য্যরশ্মি কীটাণু ধ্বংস করে ও বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে, পরন্তু, দৈহিক তাপ ও রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান করিয়া থাকে এই সকল কারণে সূর্য্যালোকে অবস্থান সমস্ত রোগীর পক্ষেই বিশেষ হিতকর সূর্য্যালোকে মুক্ত প্রান্তরে সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হয় ফলতঃ কি দিনে কি রাত্রিতে সর্ব্বদা বাহিরে বা খোলা-জায়গায় মুক্ত বায়ুতে অবস্থানই রোগীর পক্ষে হিতকর

যক্ষ্মারোগীর গায়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রবল বায়ু-প্রবাহ না লাগে এবং শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে, এ জন্য তাহাদের দেহ সর্ব্বদা বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা উচিত যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ফুসফুসের ব্যায়াম অতি প্রশস্ত খুব দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ করিয়া এবং দীর্ঘপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যতদূর সম্ভব ফুসফুস্ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিবে এবং সময়ে সময়ে খুব দ্রুত ও গভীর শ্বাস দ্বারা ফুসফুস্ বায়ুপূর্ণ করিয়া কিয়ৎকাল পরে আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিবে। ক্রমশঃ এইরূপে অভ্যাস করিয়া দিবসের মধ্যে অনেকবার এইরূপ করিবে, যেন বীজাণুগুলি মুহূর্ত্তও বিশ্রামের

অবসর না পায়, তাহারা বিশ্রামের অবসর পাইলেই ধ্বংসকর কার্য্যে লিপ্ত থাকে। খুব গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ ফুস্‌ফুসের নিম্ন-দিকে চাপ দিয়া ব নাভিমণ্ডল স্ফীত করিয়া ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ বায়ুপূর্ণ করিবে। পরে ঐরূপে উর্দ্ধাংশ ও অপরাপর অংশ বায়ুপূর্ণ করিবে। এইরূপ করিলে, ফুস্‌ফুসের সর্ব্বাংশে বায়ুপূর্ণ হইবে। সর্ব্বদা নাসিকার দ্বারা বায়ুগ্রহণ করিবে। যত বেশীক্ষণ এইরূপ করা যায়, রোগীর পক্ষে ততই মঙ্গল, কারণ ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র ব্যসিলাই গুলি ধ্বংস এবং ফুস্‌ফুসের অনাক্রান্ত সুস্থ অংশ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া আক্রান্ত স্থানের ব্যসিলাইকে আক্রমণে বাধা দিতে সক্ষম হইবে। ডাক্তার রিচার্ডসন্ বলেন, যে শারীরিক অন্য কোন যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবসর দেওয়া উচিত, কিন্তু ফুস্‌ফুস্ রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে মোটেই বিশ্রামের অবসর দিতে নাই। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এমণ উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

যক্ষ্মারোগীর শরীর অতি দ্রুতবেগে ক্ষয় হইতে থাকে, সুতরাং তাহার খাদ্য এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তদ্দ্বারা যেন শারীরিক দৈনন্দিন ক্ষয় পূরণ হইয়া অধিক বল-সঞ্চয় হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদের মত।

আয়ুর্ব্বেদের মতেও যক্ষ্মা সংক্রামক, কিন্তু সংক্রামকতা যক্ষ্মার আদি কারণ নহে। যেহেতু মানুষসৃষ্টির পূর্ব্বে মানুষ-সংহারকারী জীবাণুর সৃষ্টি হয় নাই। এই জন্যই আর্য্যেরা বলিয়াছেন—

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ
তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্।
দোষা এব হি সর্ব্বেষাং রোগাণামেককারণম্

পাশ্চাত্য মতেও দেখা যায়, সুস্থ, বলবান্ বিশালোরস্ক ব্যক্তিদিগের ফুস্‌ফুস্ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, ইহাতে বেশ বুঝা যায়, একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি ঘটিতে পারে না। পরন্তু যাহাতে রোগোৎপত্তির সন্নিকৃষ্ট কারণ ক্লিষ্ট হয়, সেই উপায় অবলম্বনই উৎকৃষ্টতর।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক যক্ষ্মারোগে

বড়ই উপকারী, আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধবায়ু ও সূর্য্যালোক কোন্ রোগে উপকারী নহে?

কফের সমানযোনি জল, সুতরাং জল শোষণের শক্তি বায়ু ও তেজ ব্যতীত আর কাহার আছে? পূর্ব্বস্থ জলের বিকার ময়লা হইতেই যখন কীটাণুর জন্ম, তখন বায়ু ও তেজ দ্বারা যে সেই কীটাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? জলে যেসকল কীটের জন্ম, সেই সকল কীট মানুষ ও পশু পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় অস্থি ও মাংস বিশিষ্ট নহে, কারণ পৃথিবী ব্যতীত অস্থি মাংসাদি কঠিনপদার্থ কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না প্রথমতঃ মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে অনন্তর সৃষ্টির পর মানুষ অহিত আহার আচারদ্বারা জল বায়ু দূষিত করাতেই ঐ সকল জীবাণুর উৎপত্তি হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই, যাহার শরীর মল বা ক্লেদবিহীন, তাহার শরীরে বিষাক্ত জীবাণু জন্মে না, বা জন্মিতে পারে না। যক্ষ্মা রোগীর খুব দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে ফুস্‌ফুসের আকুঞ্চন প্রসারণ অধিক হইতে পারে। আর তাহা হইলে, জীবাণুগুলি তাড়া খাইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহার উত্তরে কি বলা উচিত, আমি ভাবিয়া পাই না, ফুস্‌ফুসে যাহার ক্ষত হয়, সে ব্যক্তি "পারাবত ইবা-কূজন" অর্থাৎ পারাবতের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারে না, শ্বাস গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত কষ্ট বোধ করে, কারণ বায়ুগ্রহণ করিলেই ফুস্‌ফুস্ ফুলিয়া উঠে ও ফুস্‌ফুসে টান পড়ে, এ অবস্থায় রোগী কি করিয়া দ্রুতবেগে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিবে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আর দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলেই যে রক্তফেন জাত আর্দ্র বায়ুকোষের মধ্যে জীবাণুগুলি কি প্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা বুঝা যায় না আর ফুস্‌ফুসে ক্ষত হইলে, গভীর শ্বাসগ্রহণ ও ভ্রমণ দ্বারা রক্ত নিঃসরণ হইবে না?

যক্ষ্মারোগে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

যক্ষ্মারোগে বেশী জ্বরসত্ত্বে রাজমৃগাঙ্ক ও কনকসুন্দর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর থাকিলে, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র ও শুক্রক্ষয় হইলে, বৃহৎ বসন্ত তিলক মহৌষধ জ্বর সত্ত্বে বৃহৎ বাসাবলেহ প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে গাঢ় শ্লেষ্মা তরল এবং রক্ত বন্ধ হয় জ্বর না থাকিলে, চ্যবনপ্রাশ

ব্যবস্থা করা যায়, ইহাতে কাস কমে এবং রক্তনির্গমন বন্ধ হয় ফুসফুসে ক্ষত হইয়াছে জানিতে পারিলেই লাক্ষা (লা বা গালা) চূর্ণ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত, ইহাতে রক্তস্রাব বন্ধ এবং ক্ষত শুষ্ক হয় রক্তস্রাব হইলে, বটিকা ঔষধ আল্‌তার জল সহ ব্যবস্থা কর যায় জ্বরসত্ত্বে বল ও পুষ্টির জন্য ঐ সকল বটিকাই মহোপকারী জ্বর না থাকিলে, চ্যবনপ্রাশ ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত ব্যবস্থা করা যায়। পেটের পীড়া থাকিলে স্বর্ণপর্প্পটী মহৌষধ জ্বর না থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গে বা বক্ষঃস্থলে চন্দনাদি তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যক্ষ্মারোগে পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন ছাগলের দুধ, মাংসের যূষ, ডিম্ব, ঘৃত, রুটি, লুচি, প্রভৃতি খাদ্য হজম হইলে, ব্যবস্থা করা যায়। ছাগদুগ্ধ পান, ছাগমাংস ভোজন, ছাগঘৃত পান, ছাগলের সেবা ও ছাগলের মধ্যে শয়ন যক্ষ্মারোগে অতি উপকারী রোগীর ঘরে ছাগল বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয় শাস্ত্রোক্ত বচন এই

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগংসর্পিঃ সশর্করম্‌
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ

কাসে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

কাসের কারণ ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে যে কারণে রোগ জন্মে, সেই সেই নিদানবর্জন চিকিৎসার প্রথম কল্প।

চন্দ্রামৃতরস, তালীশাদিচূর্ণ, এলাদিচূর্ণ, বাসাবলেহ প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ জ্বর এবং পেটেরপীড়া না থাকিলে, চ্যবনপ্রাশ উৎকৃষ্ট ঔষধ বাতিককাসে চন্দ্রামৃতরস গব্য ঘৃত সহ ব্যবস্থা করিলে, বেশ ফল পাওয়া যায়, কাস তরল হয় কাঞ্চনাভ্র, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাস তরল করিবার জন্য বাসকের পাতা ব ছালের রস ও মধুসহ যে কোন ঔষধ ব্যবস্থেয়। বায়ুর প্রাবল্য অর্থাৎ অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা কাসের সহিত শ্বাস থাকিলে, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত পান ও বৃহৎ চন্দনাদি তৈল মর্দ্দন করিতে দেওয়া উচিত কাসের সহিত রক্ত নির্গত হইলে, রক্তপিত্তান্তকলৌহ উৎকৃষ্ট ঔষধ অন্যান্য উপদ্রবের চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা দৃষ্টে করিবে দাস্ত খোলাসা না হইলে, ক্যাষ্টরঅইল বা হরীতকীখণ্ড ব্যবস্থেয় পেটেরপীড়া থাকিলে, পর্প্পটী ব্যবস্থেয়

রক্তপিত্ত চিকিৎসা

উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে লাক্ষাযোগ, বাসাযোগ ও ফল্গুযোগ মহৌষধ চন্দনাদিচূর্ণ, এলাদিগুড়িকা ও শতমূল্যাদ্যলৌহ উৎকৃষ্ট রক্তপিত্তে বমন থাকিলে ধাত্রীলৌহ ব্যবহার্য্য রক্তপিত্তে পেটেরপীড়া থাকিলে, স্বর্ণপর্প্পটী বা লৌহপর্প্পটী ব্যবস্থেয়। বাসাবলেহ ও কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রসিদ্ধ ঔষধ রোগ পুরাতন হইলে, কুটজাষ্টক অতি ফলপ্রদ এই রোগ পিত্তবিকার, সুতরাং এই রোগে একটু শীতল আহার ও পানীয়েব ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্বর না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে

অতিসার-চিকিৎসা।

প্রথম অবস্থায় লবঙ্গাদি, বৃহৎ লবঙ্গাদি, মহাগন্ধক বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর প্রযুজ্য। মধ্যাবস্থায় পীযূষবল্লী, তাহাতে উপকার না হইলে, পর্প্পটী প্রয়োগ আবশ্যক। প্রথমাবস্থাব ঔষধে তরলভেদ বন্ধ না হইলে, আফিং ঘটিত ঔষধ দ্বারা দাস্ত বন্ধ করিযা পশ্চাৎ যথোচিত চিকিৎসা করা উচিত। যাবৎ অগ্নি সতেজ না হইবে; তাবৎ তৈল ঘৃত প্রযোগ করা অনুচিত। পর্প্পটী প্রযোগকালে রোগী যাহাতে বেশী জল ব্যবহার না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে যে রোগে তরল মল অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয, তাহাকে অতীসার কহে

গ্রহণী-চিকিৎসা।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, আমাশয, রক্তামাশায় ও গ্রহণী, এই সকল রোগই পেটের অসুখ বা পেটেরপীড়া নামে অভিহিত অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ হইতেও সময সময় অতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পায অতীসারের নিবৃত্তির পর অহিত অর্থাৎ গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করিলে, গ্রহণী হয় এবং অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও গ্রহণী জন্মে। ফলতঃ পেটেরপীড়া অল্পকালজাত হইলেই, তাহাকে অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ কহে, আর বহুকালের হইলেই, তাহা গ্রহণীতে পরিণত হয় গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য অথবা অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা প্রণালী একই অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগের ঔষধ গ্রহণীরোগে লক্ষণভেদে প্রযোগ করা যায় এবং তাহাতে উপকারও হয, কিন্তু রোগ একেবারে নির্ম্মূল হয না গ্রহণীরোগে পর্প্পটী মহৌষধ

পর্প্পটী সেবনে রোগী এককালে নিরাময় হয় অবস্থাভেদে রসপর্প্পটী স্বর্ণপর্প্পটী অথবা লৌহপর্প্পটী ব্যবস্থা করা যায়। স্নান বন্ধ করিয়া বেলপাতা দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান এবং ঘৃত সৈন্ধবপক্ক ডাইল, ডালনাদ্বারা পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিলেই চলে

অনেকেই গ্রহণীরোগে জীরকাদি মোদক, বৃহৎ জীরকাদি মোদক, শ্রীকামেশ্বর মোদক, শ্রীমদনানন্দ মোদক, বৃহৎ পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করেন, ইহাতে কোন কোন রোগী আরোগ্যলাভও করে প্রথম অবস্থায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে, ফল হয় ভালই, নচেৎ পর্প্পটী দেওয়াই ভাল। পর্প্পটীর ন্যায় পেটেরপীড়ার মহৌষধ পৃথিবীতে আর নাই। উদরে বায়ু সঞ্চয় হইলে, স্বর্ণপর্প্পটী দেওয়াই ভাল। অন্যান্য ঔষধে রোগের প্রবল প্রকোপ হ্রাস হইলে অথচ রোগ এককালে নির্ম্মূল না হইলে অথবা স্থায়ী আরোগ্যের জন্য প্লীহারোগোক্ত চিত্রকপিপ্পলী-ঘৃত সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা।

পেটেরপীড়ার মধ্যে অগ্নিমান্দ্য প্রথম রোগ অগ্নিমান্দ্য হইতেই অজীর্ণ, গ্রহণী প্রভৃতি উৎপন্ন হয় পাচকাগ্নি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইলেই, তাহার শোষণক্রিয় হ্রাস হয়, সুতরাং শরীরে শ্লেষ্মবৃদ্ধির লক্ষণ অর্থাৎ দীর্ঘকালে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, আলস্য, নিদ্রাধিক্য, মস্তক ভার এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জড়তা হয়। এই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ অজীর্ণের লক্ষণ দেখা দেয়, এবং প্রতিকার না করিলে, গ্রহণী প্রভৃতি কঠিন রোগ উপস্থিত হয়। পাচকাগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রে রক্ষণীয় ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্
তস্মাৎ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেশ্চ প্রতিপালনম্।
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তি ব্যাধিশতানিচ
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্।

জঠরাগ্নি রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম শরীরে শত শত দোষই থাকুক বা শত শত ব্যাধিই থাকুক, অগ্রে পাচকাগ্নিকে রক্ষা করিবে। যেহেতু অগ্নিই জীবের জীবন

অগ্নিমান্দ্যে ও অজীর্ণে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্কর লবণ, মহাশঙ্খবটী ও অগ্নিতুণ্ডীরস। অগ্নিতুণ্ডীরসে কুচিলা আছে, ইংরাজীতে উহাকে নক্সভমিকা বলে কুচিলা প্রাণনাশক বিষ, কিন্তু যখন জীবনীশক্তি হ্রাস পায়, তখন প্রাণনাশক বিষই অমৃতের ন্যায় জীবনরক্ষা করে

অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা।

অনাত্মবন্তঃ পশুবৎ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূল মজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি।
অন্যচ্চ প্রায়েণাহারবৈষম্যাদজীর্ণং জায়তে নৃণাম্।
তন্মূলো রোগসঙ্ঘ স্তদ্বিনাশাদ্বিনশ্যতি॥
অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যযাচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য।
তৃষ্ণাভয়ক্রোধপরিপ্লুতেন লুব্ধেন রুগ্দৈন্যনিপীড়িতেন
প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যে সকল অজ্ঞব্যক্তি পশুর ন্যায় অপরিমিত ভোজন করে, তাহারা বিসূচিকা প্রভৃতি রোগসমূহের কারণস্বরূপ অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। আহারবৈষম্যহেতু প্রায়ই অজীর্ণ রোগ হয়, অজীর্ণই রোগসমূহের কারণ, সুতরাং অজীর্ণ বিনষ্ট হইলে তজ্জাত রোগসকলও বিনষ্ট হয়।

অধিক জলপান, বিষম ভোজন, ক্ষুধা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণে নিয়মিত লঘু আহার যথাসময়ে ভোজন করিলেও তাহ পরিপাক হয় না তৃষ্ণা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, রোগ, দৈন্য ও অসূয়া এই সকল কারণে ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে

যে সকল কারণে আহার পরিপাক হয় না, তাহা উপরে উক্ত হইল আহার সম্যক্ পরিপাক না হইলে বহুসংখ্যক রোগের উৎপত্তি হয় আর্য্যদিগের মতে আহার বিহারের বৈষম্য হইতেই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাই রোগ উৎপত্তির মূল কারণ এই যে দেশউৎসন্নকারী কলেরা বা ওলাউঠা, ইহারও মূলে বিষমভোজন, বিষম ভোজন শব্দে বহুলোক মনে

সেবা তজ্জ্ঞেয়ং বিষমাশনম্ বহু ভোজন, অল্প ভোজন এবং অকালে ভোজন, ইহাকেই বিষমাশন কহে। আহার পরিপাক না হওয়ার কারণও বহু বিধ তৃষ্ণা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, দৈন্যতা, অসূয়া এই সকল কারণ বর্ত্তমানে, আহার সুজীর্ণ হয় না ফলতঃ খাদ্য, পানীয় প্রভৃতির জন্যই দোষের বৈষম্য ঘটে। আর সেই দোষের বৈষম্য ভাব হইতেই রোগ জন্মে বিসূচিকার কারণও খাদ্য পানীয় সুচারুরূপে আহার জীর্ণ না হইলেই অজীর্ণ জন্মে, আর অজীর্ণ হইতেই বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় বিসূচিকা অজীর্ণেরই বর্দ্ধিতাবস্থাব্যতীত অন্য রোগ নহে, পরন্তু যাহারা মিতাহারী, তাহারা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয় না। শাস্ত্র বলেন—

> ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
> মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ
> তাং বিসূচিকাং বিদিতাগমাঃ জ্ঞাতায়ুর্ব্বেদাঃ

মিতাহারী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তি কখনও বিসূচিকা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ভোজন লোলুপ ও অবশেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিসূচীর সাধারণ লক্ষণ ও কারণ এই—

> সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ
> যত্রাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে।
> আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধ মিত্যজীর্ণং যদীরিতম্
> বিসূচ্যলসকৌ তস্মাত্তবেচ্চাপি বিলম্বিকা

যে রোগে অজীর্ণ হেতু প্রকুপিত বায়ু রোগীর শরীরে সূচিকাবিদ্ধবৎ বেদনা জন্মায়, তাহাকে বিসূচী বলা যায়। আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অলসক ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে বিলম্বিকা জন্মে বিসূচীর বিশেষ লক্ষণ এই—

> মূর্চ্ছাতীসারৌ বমথুঃ পিপাসা শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ
> বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ।
> উদ্বেষ্টনং হস্তপাদয়োঃ। শিরসো ভেদঃ শিরঃ শূলং।

বিসূচীরোগে মূর্চ্ছা, অতীসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হস্ত ও পদে খাইল ধরা, হাই, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরঃশূল ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিসূচীর উপদ্রব এই—

নিদ্রানাশোঽরতিঃকম্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা।
অমী উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাঃ পঞ্চ দারুণাঃ

বিসূচীরোগে নিদ্রানাশ, গ্লানি, কম্প, মূত্ররোধ এবং অজ্ঞানতা ; এই পাঁচটি উপদ্রব ভয়ঙ্কর

বিসূচীরোগই কলেরা বা ওলাউঠা সকলেরই জানা উচিত, যে কোন রোগই হউক, এককারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে

কলেরা বা ওলাউঠায় ভেদ অল্প ও হয়, বেশীও হয়, বমন অল্প ও হয়, বেশীও হয়, কিন্তু পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাত পায়ে খাইল ধরা, দাহ, বিবর্ণতা, হৃদয়ে বেদনা, নিদ্রানাশ, গ্লানি ও মূত্ররোধ ; এই সকল লক্ষণ প্রায়ই প্রকাশ পায়।

আজকাল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার ফলে বিষাক্ত জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে তাঁহারা বলেন, জীবাণুই যত রোগের মূল তাঁহারা যাহাই বলেন, এ দেশের লোকের তাহাই শিরোধার্য্য। হায়! আর্য্য-সন্তানের কি শোচনীয় অধঃপতন। কি শোচনীয় পরাধীনতা! কোনও বিষয়ে একটু চিন্তাশীলতার বা তন্ময়তার পরিচয় পাওয়া যায় না!

এদেশ সর্ব্বদা পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গের উপর ভাসমান! পাশ্চাত্য তরঙ্গ যে দিকে ঠেলিয়া দেয়, দেশের লোক নির্ব্বিকারে নিতান্ত নিরীহের মত সেই দিকেই গা ভাসান দেয়। দেশের লোক মৃতের ন্যায়, তাই তাহাদের এই অবস্থা জীবনীশক্তিবিহীনের অবস্থাই এইরূপ

সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

বিসূচীরোগে অবশ্যই লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা করা উচিত মারাত্মক উপসর্গ যাহাতে প্রবল হইয়া জীবন নষ্ট করিতে না পারে, তৎপ্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় মহাশঙ্খবটী ও অগ্নিকুমার রস ব্যবহার্য্য। ইহ

অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ অনুপান জল অলসক ও বিলম্বিক রোগে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে

অম্লপিত্ত-চিকিৎসা

অম্লপিত্ত দুইপ্রকার অধোগত ও উর্দ্ধগত অধোগত অম্লপিত্তে তরল দাস্ত হয় এবং উর্দ্ধগত অম্লপিত্তে দাস্তবদ্ধ থাকে বা বমনহয়

উর্দ্ধগত অম্লপিত্তে মহাশঙ্খবটী, ভাবনার ধাত্রীলৌহ ও হরীতকীখণ্ড ব্যবস্থেয়। অধোগত অম্লপিত্তে পর্প্পটী মহৌষধ

অর্শোরোগ-চিকিৎসা।

হরীতক্যাদি চূর্ণ, প্রাণদাগুড়িকা, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা ও শূরণ মোদক।

ক্রিমিরোগ চিকিৎসা

ক্রিমিমুদ্গর রস, দাড়িমকাথ, বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ ও বিড়ঙ্গাদিলৌহ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ

ক্রিমির উৎপত্তির কারণ মল বা ময়লা কীটসমূহ স্বেদ হইতে উৎপন্ন স্বেদ শব্দে ঘর্ম্ম বা উষ্মা। যে সকল দ্রব্য সেবনে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্য সেবনে কীটের উৎপত্তি হয় আয়ুর্ব্বেদ মতে সমস্ত রোগের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ অহিত আহার, অহিতাহার দ্বারাই দোষ প্রকুপিত হয়।

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্।

অন্যচ্চ। দোষ এব হি সর্ব্বেষাং রোগাণা মেককারণম্

দাহরোগ-চিকিৎসা।

চন্দনাদি কাথ, কুশাদ্যতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ

তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়, লাজোদক, তৃণপঞ্চমূলপানীয় ও কুমুদেশ্বর সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ

বমন-চিকিৎসা।

চন্দনাদিযোগ, মহাশঙ্খবটী, ভাস্কর লবণ, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, ও ধাত্রী-

লৌহ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। অগ্রে বমনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে জীর্ণ না হওয়াতে বমন হইলে এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে, ভাস্কর লবণ মহৌষধ পাতলা-দাস্ত সত্ত্বে বমন হইলে, মহাশঙ্খবটী, এবং অম্লপিত্তের জন্য বমন হইলে ও তৎসঙ্গে বুকজ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ধাত্রীলৌহ প্রযুজ্য। বমনের সহিত উদরাধ্মান থাকিলে, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ ব্যবস্থেয়।

অরুচি চিকিৎসা।

অম্লিকাযোগ ও ভাস্কর লবণ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ

স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা।

চব্যাদিচূর্ণ, ভার্গীগুড, চ্যবনপ্রাশ ও বৃহৎবাসাবলেহ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা।

ভার্গ্যাদি যোগ, প্রবালযোগ, শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ, ভার্গ্যাদি ক্বাথ, চন্দ্রকান্তিরস, শ্বাসচিন্তামণি, মহাশ্বাসারিলৌহ ও কনকাসব সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

অধ্যাত্মলোকে বাতাদ্যৈর্লোকো বাতরবীন্দুভিঃ।
পীড্যতে ধার্য্যতে চৈব বিকৃতাবিকৃতৈস্তথা।

যেমন বাহ্যজগতে বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য বিকৃত হইলে, জগৎ পীড়ন এবং অবিকৃত থাকিলে, জগৎ ধারণ করে, দেহগত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃত ও অবিকৃত লক্ষণও তদ্রূপ

পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ।

পিত্ত পঙ্গু, কফও পঙ্গু, মল এবং রসাদি ধাতুসমূহও পঙ্গু, বায়ুর দ্বারা ইহারা যেখানে নীত হয়, সেইখানেই মেঘের ন্যায় গমন করে বায়ু একমাত্র সচল, পৃথিবীর আর সমস্ত পদার্থই অচল বায়ু যেখানে যাহাকে লইয়া যায়, সে সেইখানে গমন করে।

বিভুত্বাদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদন্যকোপনাৎ।
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুরোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলো হ্যনিলঃ।

৩০৯ পৃষ্ঠায় ও বায়ুবিজ্ঞানে বায়ুর ক্রিয়া দ্রষ্টব্য। বায়ু সর্ব্বাপেক্ষ বলীয়ান্ সুতরাং বাতরোগ বা বাতব্যাধিও অতি কঠিন রোগ। একবার আক্রমণ করিলে আর প্রায়ই তাহাকে বিতাড়িত করা যায় না। বাতরোগ সাধারণতঃ দুইপ্রকার, রসবাত বা আমবাত এবং নিরামবাত। যেবাতে আম বা অপক্ক রসের বেশী সংস্রব থাকে, তাহাই আমবাত। সন্ধি বা গ্রন্থি বেদনা ও তৎসঙ্গে শোথ আমবাতের প্রধান লক্ষণ। শোথ ও আমবাতে পার্থক্য এই—শোথ সর্ব্বশরীরে হইলেও তাহাতে বেদনা প্রায়ই থাকে না, কিন্তু আমবাতে সন্ধি বা গ্রন্থিস্থলে বেদনা থাকিবেই। শোথ কেবলমাত্র রস ও রক্তবাহিনী ধমনী এবং ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। বাতরোগ আশীপ্রকার, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাব্যতীত কোন রোগই হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেক রোগেই ঐ দোষত্রয়ের প্রভাব থাকে, কিন্তু দোষত্রয়ের মধ্যে যাহার প্রভাব বেশী থাকে, তাহারই চিকিৎসা করিতে হয়, পরন্তু সেই প্রভাব অনুসারেই রোগের নামকরণ হয়। অপক্ক রসের আধিক্য বশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আমবাত। বায়ুর প্রবাল্য বশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বাতব্যাধি। পক্কাশয় রোগসমূহের মূলস্থান, আহার্য্য উত্তমরূপে পরিপক্ক না হইলে, শ্লেষণ নামক শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, শ্লেষণ শ্লেষ্মার বিবৃদ্ধিই আমবাতের নিদান, পক্ষান্তরে শ্লেষণ শ্লেষ্মার হ্রস্বতাই বাতব্যাধির কারণ। আমবাতে শ্লেষণ শ্লেষ্মার বৃদ্ধিতে সন্ধিস্থান বেদনার সহিত ফুলিয়া উঠে, আর বাতব্যাধিতে সন্ধিস্থানের শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া যায়। আমবাতে সন্ধিস্থান ফুলে, বাতব্যাধিতে সন্ধিস্থান শুষ্ক হয়, আমবাতে রস শুষ্ক করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, আর বাতব্যাধিতে শুষ্ক অঙ্গে রস বৃদ্ধির জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ফলতঃ আমবাত ও বাতব্যাধি বিপরীত ব্যাধি এবং উভয়ের চিকিৎসাও বিপরীত। বাতব্যাধি আশী প্রকার, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায় দ্রষ্টব্য। বাতব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে, অগ্রেই দেখা উচিত যে রোগীর পাচকাগ্নি সতেজ আছে কি না বা পেটেরপীড়া আছে কি না। বাতব্যাধির সঙ্গে পেটেরপীড়া বর্ত্তমান থাকিলে, বুঝিতে হইবে রোগ অসাধ্য। বাতব্যাধি রোগে ব্যবহার্য্য সেব্য ঔষধ প্রধানতঃ পঞ্চবিধ। স্বর্ণঘটিত, রসোন-ঘটিত এবং গুগ্‌গুলু ঘটিত ঔষধ, ঘৃত ও তৈল। পেটেরপীড়া থাকিলে, রসোন, গুগ্‌গুলু ও তৈল ঘৃত প্রয়োগ করা যায় না। কারণ রসোন ও গুগ্‌গুলু বিরেচক, আর তৈল মলবিরেচক

না হইলেও পেটেরপীড়ায় অগ্নির তেজ থাকে না বলিয়া তৈল ঘৃত পরিপাক হয় না। তৈল মর্দ্দন এবং ঘৃত সেবনের ব্যবস্থা করিলেই, রোগীর পেটের পীড়া বৃদ্ধি হয়। স্বর্ণঘটিত ঔষধের মধ্যে সকল ঔষধ পেটেরপীড়া থাকিলে প্রযোগ করা যায় না, রসরাজের ন্যায় দুই একটি ঔষধ প্রযোগ করা যায় কিন্তু তাহাতে প্রবল বাতব্যাধি রোগের কদাপি শান্তি হয় না, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তৈল, ঘৃত, রসোন ও গুগ্‌গুলু যাহার সহ্য না হয়, তাহার বাতব্যাধি অসাধ্য

বাতব্যাধিতে আমরসের সংস্রব ও তৎসঙ্গে পেটেরপীড়া বর্ত্তমান থাকিলে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বাতব্যাধি অধিকারের রসরাজ, বৃহৎ নারদীয় মহালক্ষ্মী-বিলাস, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত) ব্যবহার্য্য এই অবস্থায় তিসি বা মসিনার পুলটিস ও স্বেদ তাপ প্রযোগ করিলে, অসাধারণ উপকার হয় আমরসের সংস্রব সত্ত্বে পেটেরপীড়া না থাকিলে, গুগ্‌গুলু ঘটিত ঔষধ ও রসোন ঘটিত ঔষধ আমরসের পরিপাকের জন্য প্রযোগ করিবে এবং আমরসের পরিপাক হইলে মালিশের জন্য তৈল ও সেবনের জন্য স্বর্ণ-ঘটিত ঔষধ এবং ঘৃত ব্যবস্থা করিবে আমরসের সংস্রব ও পেটেরপীড়া না থাকিলে, বিরেচনের জন্য রসোন ব গুগ্‌গুলু-ঘটিত একপদ ঔষধ, বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত ও স্বর্ণঘটিত একপদ ঔষধ, এবং মালিশের জন্য তৈল ব্যবস্থা করিলেই চলে।

ফুলা, বেদনা ও পেটেরপীড়া বর্ত্তমানে কখনও তৈলঘৃত ব্যবস্থা করিতে নাই অগ্নি দ্রষ্টব্য। বাতব্যাধিতে তৈল ঘৃতের ন্যায় ঔষধ আর নাই, ইহা সত্য, কিন্তু ফুলা, বেদনা ও পেটেরপীড়া থাকিতে তাহা ব্যবহার্য্য নহে, একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত, পরন্তু কোন অঙ্গ শুষ্ক হইয়া অচল হইলে, বায়ুনাশক তৈল ও ঘৃত ব্যতীত তাহা কিছুতেই সচল হইতে পারে না, ইহাও জানা উচিত।

বাতব্যাধি ও আমবাত উৎপত্তির কারণ অগ্নিমান্দ্য, অগ্নি সতেজ থাকিতে বাতব্যাধি ও আমবাত কখনও উৎপন্ন হয় না। তেজ বায়ু ও শ্লেষ্মার মধ্যস্থলে অবস্থিত, সুতরাং অগ্নি নিস্তেজ হইলে, বায়ু বৃদ্ধি বা রসের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কোন অঙ্গ শুষ্ক হইলে, প্রায়ই কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, কারণ অপান বায়ু প্রকুপিত বা ঊর্দ্ধগামী হইয়া আমাশয়ই ক্লেদন নামক শ্লেষ্মাকে শোষণ করে, ক্লেদন শ্লেষ্মা শোষিত হইলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য উপস্থিত

হয়, পরন্তু উর্দ্ধগত সোমগুণবিশিষ্ট শ্লেষ্মাকে শোষণ করিতে থাকে, এই জন্যই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় এবং হস্ত পদাদি খেলে না এই অবস্থায় তৈল ঘৃত যথেষ্ট শোষিত হয় এবং তৈল ঘৃত প্রয়োগে আশাতীত উপকার হয়

আর আমরসের বা ক্লেদন শ্লেষ্মার বিবৃদ্ধিবশতঃ শ্লেষণ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে বাত উৎপন্ন করে, তাহাতে এবং পেটেরপীড়া বর্ত্তমানে বাত উৎপন্ন হইলে, পাচকাগ্নি অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে, প্রধান পাচকাগ্নি নিস্তেজ হইলে, চর্ম্মস্থ ভ্রাজক পিত্তও নিস্তেজ হয়, সুতরাং তৈল ঘৃতাদি মর্দ্দন করিলে, তাহা পরিপাক না হইয়া আমরসের বৃদ্ধি করে ও আমরসের বিবৃদ্ধি বশতঃ ফুলা এবং বেদনাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়

চিকিৎসার মূলসূত্র কথিত হইল এই সূত্র অনুযায়ী আশী প্রকার বাতের চিকিৎসা করিবে যে কোন রোগে অগ্নির সবলতা দুর্ব্বলতার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে। বাতব্যাধিতে রসের অল্পসংস্রব এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, অথচ ফুলা না থাকিলে, বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ, যোগরাজ-গুগ্গুলু, প্রসারণীতৈল ব বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল ও বৃহৎছাগাদিঘৃত ব্যবস্থা বাতে মাথাঘোরা প্রভৃতি মস্তিষ্কের কোনপ্রকার উপসর্গ প্রবল থাকিলে, অথচ পেটেরপীড়া না থাকিলে ঘৃত বা স্বর্ণঘটিত কোন ঔষধ ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন পেটেরপীড়া না থাকিলে, অথচ আমরসের সংস্রব থাকিলে, রসোন-ঘটিত ঔষধ যথা রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি অতি উপকারী বাতে কোনও অঙ্গ শুষ্ক হইয়া গেলে, মহামাষ তৈল, বৃহৎ ছাগলাদিঘৃত, যোগেন্দ্ররস, বৃহৎবাতচিন্তামণি ও স্নিগ্ধ স্বেদ উপকারী। শুষ্কতা ব্যতীত মাষ বা মহামাষ প্রভৃতি স্নিগ্ধ তৈল কখনই ব্যবস্থা করা উচিত নহে শুষ্ক অঙ্গে মাষকলাইর স্বেদ ও তিসির পুলটিস্ প্রভৃতি অতি উপকারী অনেকস্থলে কেবলমাত্র পুরাতন ঘৃত পানে ও মর্দ্দনে শুষ্ক অঙ্গ সবল ও সতেজ হইতে পারে পুরাতন ঘৃতের কি গুণ, তাহা এখনও পাশ্চাত্য চিকিৎসা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবগত নহেন পুরাতন ঘৃতে প্রস্তুত হংসাদি ঘৃত আরও অধিক উপকারী অত্যধিক মাথা গরম অথচ কোষ্ঠ-কাঠিন্য, এস্থানে, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রভৃতি ব্যবস্থেয়

বাতব্যাধি রোগে বস্তিক্রিয়ার ন্যায় মহোপকারী আর কিছুই নাই বস্তিক্রিয়ার দ্বারা অতি শীঘ্র ফললাভ হয় পক্বাশয় বাতের আশ্রয় স্থান,

সেই স্থান ধৌত করিলে, বাতরোগ থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ প্রকাশ আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়ার মূল স্থান বলিয়া বস্তি প্রয়োগে সমস্ত শরীরে তাহা ক্রিয়া অতি শীঘ্র প্রকাশ পায় বস্তিক্রিয়ার ন্যায় আশু ফলপ্রদ চিকিৎসা আর নাই, সুতরাং প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের বস্তি প্রয়োগে কৌশল শিক্ষা করা উচিত বস্তি ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত রোগের প্রতিকা হইতে পারে। আজ কাল অন্ত্র ধৌত করার জন্য যে ডুস্ ব্যবহৃত হয় তদ্দ্বারাও বস্তি ক্রিয়া চলিতে পারে পিচকারীর দ্বারা আকুঞ্চন প্রসারণে ক্রিয়া বেশ উপলব্ধি করা যায়

জলপূর্ণ পিচ্‌কারীতে যখন চাপ দেওয়া যায়, তখন পিচ্‌কারীর জ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ইহাই প্রসারণ এবং যখ পিচকারী জলপূর্ণ করা যায়, তখন আকর্ষণে জল সঙ্কুচিত হইয়া পিচকারী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই আকুঞ্চন। শরীরেও শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা এইরূ আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া সর্ব্বদাই হইতেছে বায়ুবিজ্ঞান দ্রষ্টব্য

বাতব্যাধি রোগে পেটেরপীড়া থাকিলে এবং অন্যান্য ঔষধ দ্বারা তাহা প্রতিকার না হইলে, স্বর্ণপর্প্পটী বা বিজয় পর্প্পটী ব্যবস্থা করা উচিত।

উন্মাদ চিকিৎসা।

উন্মাদও বায়ু বিকার মধ্যে পরিগণিত প্রাণবায়ুর আশ্রয় স্থান হৃদ এবং হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত মনোবহা ধমনীই উন্মাদ রোগেরও আশ্রয় তজ্জন্যই বুদ্ধিভ্রংশ, চিত্ত-চাঞ্চল্য, অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উন্মাদং বায়ুবিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে হৃৎপিণ্ডে প্রাণবায়ু, সাধক পিত্ত ও অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা অবস্থান করে, এই জন্য উন্মাদ রোগে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে

সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ

ধৃস্তূর ব্রাহ্মপায়স উন্মাদরোগে অব্যর্থ। উন্মাদে সর্দ্দির ভাব থাকিলে নস্য প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য নস্য প্রয়োগান্তে মহালক্ষ্মীবিলাস বৃহৎ দশমূল তৈল, ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল ও বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত ব্যবস্থেয় সর্দ্দি না থাকিলে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিলে, যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাত চিন্তামণি, চিন্তামণি, চৈতসঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, মধ্যমনারায়ণ তৈল ব্যবস্থেয়

অপস্মার চিকিৎসা

উন্মাদ রোগে চেতনা লোপ হয় না, কিন্তু অপস্মার রোগে চেতনার লোপ হয়। উন্মাদ রোগে হৃৎপিণ্ড ও মনশ্চাঞ্চল্য উভয়ই সমভাবে বর্দ্ধমান থাকে, রোগীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে না, কিন্তু অপস্মার রোগে স্মৃতির বিচ্ছেদ ঘটে, এবং রোগী চেতনাশূন্য হইয়া কম্পিত হইতে থাকে। মূর্চ্ছারোগে অপস্মারের ন্যায় কম্পন থাকেনা, রোগী কাষ্ঠখণ্ডবৎ পতিত থাকে।

সর্ব্বদাব্যবহার্য্য ঔষধ

নস্য, মহালক্ষীবিলাস, চতুর্ভুজরস, বৃহৎ নারদীয় লক্ষীবিলাস চিন্তামণি-চতুর্মুখ, যোগেন্দ্ররস, মহাচৈতস ঘৃত ও ত্রিশতী প্রসারণী তৈল।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা

নস্য চতুর্ভুজরস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, বাতকুলান্তক, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণিচতুর্মুখ, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত ও মহাকল্যাণ ঘৃত।

আমবাত-চিকিৎসা

গাত্রে বেদনা, আহারে অরুচি, পিপাসা, আলস্য দেহে ভারবোধ, জ্বর, মন্দাগ্নি, গ্রন্থিতে বেদনা ও শোথ; এই সকল আমবাতের লক্ষণ। বায়ু ও জলদ্বারা যেরূপ বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়, আমবাতও তদ্রূপ। বাতব্যাধি রোগে বিস্তৃত মীমাংসা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ

আমবাতে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, রসোনপিণ্ড বা বৃহৎযোগরাজ গুগ্‌গুলু সেবনের এবং ফুলা ও বেদনানাশের জন্য স্বেদ ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে ফুলা ও বেদনা কমিলে, মালিশের জন্য বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল ব্যবস্থা করিবে। ফুলা ও বেদনা বর্ত্তমানে তৈল ব্যবস্থা নিতান্তই অব্যবস্থা। ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হইলে এবং উদরাময় না থাকিলে, তৈল ও ঘৃতের ব্যবস্থা করা উচিত। বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত বা বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত উৎকৃষ্ট। আমবাতের সহিত উদরাময় থাকিলে, পথ্য টী ব্যবস্থা করিবে। উপদংশাশ্রিত উদরাময়

সংযুক্ত আমবাতে বা আমবাতাশ্রিত উদরাময়ে পঞ্চটী অতি উপকারী, ইহাতে আমবাত ও উদরাময় উভয়ই যাবে।

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বাতরক্তকে অনেকেই রক্তখারাপ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু রক্ত-খারাপ ঐ রোগের মূল কারণ হইলেও, উহাকে রক্তখারাপ বলা সঙ্গত নহে। উপদংশ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগেই রক্ত দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং যদি বাতরক্তকে রক্ত খারাপ নামে অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল রোগকেও বাতরক্ত বলা যাইতে পারে প্রকৃতপক্ষে রক্তদুষ্টির পরিণামে পদযুগলকে (একপদেও হইতে পারে) আশ্রয় করিয়া শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা হইতে পূযরক্তাদি ক্লেদ নিঃসৃত হইলে, তাহাই বাতরক্ত নামে অভিহিত

সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

নবকার্ষিকক্বাথ, নিম্বাদি চূর্ণ, গুড়ূচ্যাদি লৌহ, লাঙ্গলাদ্য লৌহ, বাত-রক্তান্তকরস, বিশ্বেশ্বররস ব্যবস্থা করা যায় পেটের পীড়া না থাকিলে, অমৃতাদ্যঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু ব্যবস্থেয় বাতরক্তে পীড়িত স্থানে অত্যন্ত দাহ থাকিলে, বৃহৎগুড়ূচীতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল এবং দাহ না থাকিলে, রুদ্রতৈল, মহারুদ্রতৈল বা বিষতিন্দুক তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে

উরুস্তম্ভ-চিকিৎসা।

বাতরক্ত উরুর নিম্নে অর্থাৎ পদে উৎপন্ন হয়, উরুস্তম্ভ উরুদেশে হয় এই রোগে প্রথমাবস্থায় আমবাতের ন্যায় শোথ ও বেদনা-নাশক চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করা উচিত। স্বেদ ও প্রলেপ দ্বারা বেদনা হ্রাস পাইলে, পশ্চাৎ মর্দ্দনার্থ তৈল ব্যবস্থা করিবে সেবনের জন্য রাস্নাদি বা মহারাস্নাদি-ক্বাথ, বৃহৎযোগরাজ গুগ্গুলু, গুঞ্জাভদ্ররস ব্যবস্থেয় মর্দ্দনার্থ মহাসৈন্ধব তৈল ব্যবস্থা করিবে। পেটের পীড়া থাকিলে, পঞ্চটী ব্যবস্থেয়।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, শম্বূকাদিগুড়িকা, শঙ্খদ্রাবগুড়িকা, হরীতকীখণ্ড, মহাশঙ্খবটী,

ও ধাত্রীলৌহ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। মর্দ্দনার্থ বিষ্ণুতৈল বা শূলগজেন্দ্র তৈল ব্যবস্থেয় পাতলাদাস্তে হরীতকীখণ্ড ব্যবস্থেয় নহে

উদাবর্ত্ত ও আনাহ-চিকিৎসা

উদাবর্ত্তরোগও বায়ুবিকারমধ্যে পরিগণিত ঐ রোগে অধঃ ও অপান-বায়ু উদরে আবর্ত্তাকারে ঘূর্ণিত হয় এই রোগে বর্ত্তিপ্রয়োগ, অতি উপকারী বায়ুর অনুলোমক ক্রিয় সর্ব্বদ করা উচিত হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, নারাচচূর্ণ, নারাচরস, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ ও যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য

গুল্মরোগ চিকিৎসা

গুল্মরোগে স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা কাঙ্কায়নগুড়িকা এই সকল হিঙ্গুঘটিত ঔষধের একপদ অন্ততঃ প্রয়োগ করা উচিত হিংঘটিত ঔষধ সেবনে আশু বেদনার নিবৃত্তি হয় বিশুদ্ধ হিং অল্প জলে গুলিয়া পাদার ন্যায় করিয়া পুরাতন ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া উদরে মালিশ করিলে, আশু বেদনার প্রশান্তি হয় এতদ্ব্যতীত দন্তীহরীতকী ও গুল্মকালানল প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

হৃদ্রোগ নানাপ্রকার। যে দোষজ হৃদ্রোগ হইবে, সেই দোষের চিকিৎসা ক্রম অবলম্বন করা উচিত লাক্ষণিক চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায় দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্ন-চিকিৎসা।

পঞ্চবল্কললেপ, গুগ্গুলুঘটিত ঔষধ ও বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ।

শ্লীপদ চিকিৎসা।

এই রোগে প্রলেপ অতি উপকারী নিত্যানন্দরস, শ্লীপদগজকেশরী গুগ্গুলুঘটিত ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা।

শরীর কৃশ বা ক্ষীণ হইলে, তাহাকে কার্শ্যরোগ কহে কৃশতায় কীর্ণ্যাদ্য লৌহ এবং পুষ্টি ও বলকারক বৃহৎ ছাগলাদি ঘৃত ও বৃহৎঅশ্বগন্ধাঘৃত ব্যবস্থেয়

স্থৌল্য এবং মেদোরোগে শরীরের কৃশতাকারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত এই রোগে গুগ্‌গুলুঘটিত ঔষধ অতি উপকারী চিকিৎসা-বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ চিকিৎসা ।

নবকার্ষিক ক্বাথ, হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎহরিদ্রাখণ্ড, গুড়ূচীতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচী তৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ

উপদংশ ও ফিরঙ্গ চিকিৎসা

লক্ষণ, চিকিৎসাক্রম ও ঔষধ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায় দ্রষ্টব্য এই রোগের তৃতীয়াবস্থায় পেটের পীড়া ও তৎসঙ্গে যকৃতে বেদনা এবং আমবাতের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, স্বর্ণপর্প টী বা বিজয় পর্প টী ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা বহির্গত হইলে, ভাপরা অতি উপকারী আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষায় ভাপরার প্রণালী দ্রষ্টব্য ভাপরার ঔষধে হিঙ্গুলাদি দ্রব্য শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে । বদরাদি ধূম অথবা সিন্দূরাদিধূম প্রযোজ্য ধূম প্রয়োগে যদি রোগ এককালে দূরীভূত না হয়, তবে সমভাগ পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ঘৃত অনুপানে কিছুকাল প্রয়োগ করিবে, ফলতঃ উপদংশ রোগে পারদের ন্যায় ঔষধ আর নাই

উপদংশ ও বাতরক্ত-সম্বন্ধে মন্তব্য

আমি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগ পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আমার সে ভ্রম অপনীত হইয়াছে বলা বাহুল্য, ভ্রম সকলেরই হয়; ভ্রম-স্বীকার আমি দোষের মনে করি না এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, উপদংশ ও ফিরঙ্গ একই রোগ, ফিরঙ্গ উপদংশেরই বর্দ্ধিতাবস্থা সকল রোগেরই আদিকারণ অহিতাহার এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা উপদংশেরও আদিকারণ তাহাই, পরে যেমন রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তাহা অত্যন্ত কঠিন হয়, তদ্রূপ নানাদেহে সংক্রমণ করিতে করিতে উহা এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, আর তজ্জন্যই ভাবমিশ্র উহাকে ফিরঙ্গ নামে অভিহিত করিয়াছেন । [illegible] উপদংশেরই বর্দ্ধিতাবস্থা ব্যতীত স্বতন্ত্র রোগ নহে সকলেরই জানা উচিত, মানুষ-সৃষ্টির অনেক পরে রোগের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং অহিতাহারবিহারই সকল রোগের নিদান

রক্তখারাপ রোগে অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও স্নেহ প্রয়োগ-নিষেধ।

অভ্যঙ্গস্বেদনস্নেহৈ র্বিকারো বাতিকস্তু যঃ
ন শাম্যেত্তত্র বিজ্ঞেয়ং রক্তমত্রাস্তি দূষণম্।

যদি অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও স্নেহপ্রয়োগদ্বারা বাতিক রোগ প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে, তৎস্থলে রক্ত দূষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে

আর্য্যদিগের রোগ-নির্দ্ধারণ প্রণালী অতি চমৎকার, যতই আলোচনা করা যায়, ততই আনন্দে হৃদয় নৃত্য করে। অনেকস্থলে আমি ঐ শ্লোকের প্রমাণ পাইয়াছি। বাতরক্ত বা উপদংশরোগে রক্তদোষ বিদ্যমানে স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও স্নেহপানের ব্যবস্থা করিয়া কোন ফলই পাই নাই, কিন্তু রক্ত-দুষ্টির ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি

প্রমেহ চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ, মেহকুলান্তক, বঙ্গেশ্বর বা মহাবঙ্গেশ্বর সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। গণোরিয়ায় জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে, বস্তিযোগ প্রযোজ্য

সমাপ্তি মন্তব্য

এইগ্রন্থে আমি আয়ুর্ব্বেদে-বৈদ্য নিকতত্ত্বের যেটুকু আলোচনা করিয়াছি; তাহাতে পাঠকগণ আমার এইগ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজেরাই রোগ নির্দ্ধারণাদি করিতে পারিবেন, আমি এইরূপই আশা করি; তজ্জন্য অন্যান্য রোগের রোগ-ভেদে ব্যবহার্য্য ঔষধ-নির্ব্বাচনের ভার পাঠকগণের উপর সমর্পণ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। শরীর অত্যন্ত রুগ্ন, যদি ভগবৎ কৃপায় বাঁচিয়া থাকি, আবার দেখা হইলেও হইতে পারে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

সম্পূর্ণ।

27 AUG 1913
LIBRARY